অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব : ইয়ারমিয়া

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB

International Bible CHURCH

নবীদের কিতাব : ইয়ারমিয়া

ভূমিকা

লেখক ও শিরোনাম

বেশ কয়েকটি কারণে নবী ইয়ারমিয়ার কিতাবটির লেখকত্ব নির্ণয় করা বেশ জটিল বিষয়: কিতাবটিকে সাহিত্যের বিভিন্ন রকমের ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে, কিতাবটির হিব্রু ও গ্রীক সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং নবী ইয়ারমিয়া ও তাঁর লিপিকার বারুকের জীবন যাপনের ভিন্নতা। তবে এই সমস্যাগুলোর কারণে ইয়ারমিয়াকে যে কিতাবটির লেখক হিসেবে একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না তা কিন্তু নয়। কারণ কিতাবেই এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে (১:১)।

ইয়ারমিয়া কিতাবে বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যের ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে। এর মধ্যে রয়েছে আত্মজীবনী (১:৪-১৯), দীর্ঘ কাব্যধর্মী কথোপকথন (২:১–৬:৩০), বিভিন্ন মৌখিক বাণী প্রচারের প্রতিবেদন (৭:১–৮:৩; ২৬:১-৯), লিখিত আকারে প্রকাশিত বাণী প্রচারের প্রতিবেদন (৩৬:১-৮), ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ (৩৭:১–৪৩:১৩)। এত বৈচিত্র্যপূর্ণ উপকরণগুলো যেহেতু ধারাবাহিকভাবে সময়ানুক্রমিক উপায়ে উপস্থাপিত হয় নি, সে কারণে কিতাবটির পাঠক যদি প্রতিটি বাক্যকে ইতিহাসের সাথে মিলিয়ে দেখতে চান তাহলে তাকে জানতে হবে এহুদা রাজ্যের ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জি ও ধর্মতত্ত্ব। কিতাবটিতে বলা হয়েছে যে, বারূক ইয়ারমিয়ার কিছু কিছু বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন (৩৬:১-৪, ৩২)। এ কারণে হতে পারে তিনি ইয়ারমিয়ার অনেক কথাই শুনে তা কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন (১:১)।

ইয়ারমিয়া কিতাবটির হিব্রু ও গ্রীক সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইয়ারমিয়া কিতাবের গ্রীক সংস্করণটি হিব্রু সংস্করণটি থেকে আলাদা। গ্রীক সংস্করণটি বেশ সংক্ষিপ্ত এবং তাতে খণ্ডগুলোর প্রারম্ভিক ভূমিকা সব ক্ষেত্রে নেই (যেমন ২:১-২; ৭:১-২; ১৬:১), কোন পুনরাবৃত্তিমূলক অংশ নেই (যেমন ৬:২২-২৪ ও ৫০:৪১-৪৩), বা “মাবুদ বলেন” এমন অংশগুলো নেই। এভাবেই বিভিন্ন অংশ না থাকার কারণে গ্রীক সংস্করণটি হিব্রু সংস্করণের চেয়ে আকারে সংক্ষিপ্ত। তবে ৩১:৩১-৩৪ আয়াতের মত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মতাত্ত্বিক অংশগুলো তা থেকে বাদ পড়ে নি। গ্রীক সংস্করণের কাঠামোটিও আলাদা। গ্রীক সংস্করণে জাতিগণের উদ্দেশে ঘোষিত বার্তা এসেছে ২৫:১৩ আয়াতের পরে এবং এখানে জাতিগণকে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে ভিন্ন ক্রমানুসার অনুসরণ করা হয়েছে।

এই পার্থক্যগুলোর সমাধানকল্পে পণ্ডিতগণ দুটি মৌলিক সমাধান দিয়েছেন। অনেক ব্যাখ্যাকারী মনে করেন যে, পরবর্তী সময়ে কোন একজন সম্পাদনাকারী গ্রীক সংস্করণের পূর্ববর্তী হিব্রু সংস্করণটিকে আরও সম্প্রসারিত করেন, যা আজকের ইয়ারমিয়া কিতাবের হিব্রু সংস্করণে পরিণত হয়েছে। অন্যরা মনে করেন পরবর্তী সময়ের এমনই কোন একজন সম্পাদনাকারী মূল হিব্রু সংস্করণ থেকে আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় অংশগুলোকে বাদ দিয়েছেন, বিশেষ করে যেখানে নবী ইয়ারমিয়া জেরুশালেমে বিভিন্ন জাতির আগমনের কথা বলেছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করেছেন। এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণটিকে ধরেই পরবর্তীতে গ্রীক সংস্করণের আবির্ভাব ঘটে। এই দুটি সিদ্ধান্তের যে কোন একটিতে উপনীত হতে গেলেই বিভিন্ন ধর্মতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক বিষয়কে মাথায় আনতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত আরও বেশি গ্রহণযোগ্য। যদিও এ বিষয়ে মতদ্বৈততা রয়েছে, তথাপি একজন সম্পাদনাকারী কেন কোন উপকরণ কিতাব থেকে বাদ দেবেন বা সংযুক্ত করবেন, কিংবা কেনই বা তিনি একটি ঘটনাকে খুব প্রাসঙ্গিক একটি অবস্থান থেকে সরিয়ে এনে কিতাবের শেষে এনে প্রতিস্থাপন করবেন সে কারণটিও খুব স্পষ্ট নয়। হিব্রু সংস্করণটি পাঠ করার ক্ষেত্রে সময়ানুক্রমিক ভাবে এগোনো বেশি কষ্টকর। সে কারণে কেউ পাঠকদের সুবিধার্থে সহজ ও সরল গ্রীক সংস্করণটি সম্পাদনা করেছেন বলে ধারণা করা হয়ে থাকে।

এই বর্ণনা যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে নবী ইয়ারমিয়া ও বারূক তাদের ঘটনাবহুল ও গতিময় জীবনের বিভিন্ন সময়ে কিতাবের বিভিন্ন অংশগুলো যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, সেই মূল সংস্করণটিই হচ্ছে আজকের হিব্রু সংস্করণ। তারা প্রত্যেকটি অংশই সংরক্ষণ করেছিলেন এবং ইসরাইল জাতির জীবনে পরীক্ষার বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্‌র সাথে তাদের নিয়মে আবদ্ধ সম্পর্কের উপরে গুরুত্ব আরোপের জন্য বারূক সেগুলোকে তার চিন্তা অনুসারে সাজিয়েছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ের উপরে অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এ কারণে কিতাবটির রচনাশৈলী বলে, শান্ত পরিবেশে ও সময় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে কিতাবটি লেখা হয় নি। কাজেই কিতাবটি পড়ে মনে হবে যেন কোন রাজনৈতিক বন্দী কোন শরণার্থী শিবিরে বসে কিতাবটি রচনা করেছেন। অবশ্য কিতাবটিতে ইয়ারমিয়া ও বারূককে সে ধরনের ব্যক্তি

হিসেবেই দেখানো হয়েছে।

ইয়ারমিয়ার জীবন ছিল বেশ সংগ্রামপূর্ণ। ইয়ারমিয়া জন্ম ও বেড়ে ওঠার স্থান হচ্ছে অনাথোৎ, যা জেরুশালেম নগরীর কয়েক মাইল উত্তর-পূর্ব দিকের একটি ছোট শহর (১:১)। ৬২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি একজন নবী হিসেবে সেবা দানের জন্য আহ্বান লাভ করেন এবং তিনি ৪০ বছরেরও বেশি সময়কাল নবীয়তী পরিচর্যা দান করেন (১:২-৩)। নবী হওয়ার আহ্বান লাভের সময় তিনি একজন তরুণ ছিলেন (১:৬) এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে তিনি তখনো তাঁর পিতা মাতার উপরে নির্ভরশীল ছিলেন। সে কারণে ধারণা করা হয় তাঁর জন্ম হয় ৬৪৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, যদিও নিশ্চিতভাবে কোন সন উল্লেখ করা বেশ কঠিন। তিনি একজন ইমাম হন এবং বিন্‌ইয়ামীন গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত স্থানে তিনি বসবাস করতে শুরু করেন (১:১)। সে কারণে সম্ভবত তিনি বাদশাহ্‌ দাউদের আমলের মহা-ইমাম অবিয়াথরের বংশধর। আদোনিয়কে সাহায্য করার জন্য বাদশাহ্‌ সোলায়মান অবিয়াথরকে ইমাম পদ থেকে সরিয়ে দেন (১ বাদশাহ্‌ ২:১৩-২৬)। এ কারণে বলা যায় নবী ইয়ারমিয়া একটি ছোট নগর থেকে এসেছিলেন, একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হয়ে তিনি পরিচর্যা কাজ করেছেন এবং হয়তো তিনি একজন প্রত্যাখ্যাত ইমামের বংশধর। তিনি জেরুশালেমে নগরীর খুব কাছেই বসবাস করতেন, সে কারণে এর লোকদের জীবন-যাপন প্রণালী, চিন্তা-ভাবনার ধরণ, তাদের এবাদত এবং অন্যান্য দৈনন্দিন কার্যক্রমের সাথে তিনি বেশ ভালভাবেই পরিচিত ছিলেন। জেরুশালেমে যা ঘটছে তা জেনে ও দেখে তিনি এর লোকদেরকে তিরস্কার করতে যেয়ে ভীতি বা সঙ্কোচ বোধ করেন নি।

নবী ইয়ারমিয়ার জীবন ছিল কষ্টে ভরা। তিনি লোকদেরকে মন পরিবর্তনের ও অনুতাপের যে বার্তা দিয়েছিলেন তা তারা গ্রহণ করে নি (৭:১–৮:৩; ২৬:১-১১)। তাঁর নিজ নগরের লোকেরাই তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল (১১:১৮-২৩) এবং তাঁকে তাঁর পরিচর্যা কাজ করতে গিয়ে প্রচুর নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে (২০:১-৬; ৩৭:১১–৩৮:১৩; ৪৩:১-৭)। আল্লাহ্‌র নির্দেশে তিনি কখনোই বিয়ে করেন নি (১৬:১-৪)। একজন বিশ্বস্ত তবলিগকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মাত্র দুই জন সাহাবী ছিল। একজন হলেন বারূক, যিনি তাঁর লিপিকারও ছিলেন (৩২:১২; ৩৬:১-৪; ৪৫:১-৫) এবং আবেদ-মালেক, একজন ইথিওপীয় নপুংসক, যিনি বাদশাহ্‌র সেবা করতেন (৩৮:৭-১৩; ৩৯:১৫-১৮)। পুরো ইয়ারমিয়া কিতাবের মাত্র এই দুই জন ব্যক্তির নামই পাওয়া যায়, যারা ইয়ারমিয়ার প্রচারে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন এবং তাঁর কথায় মন পরিবর্তন করেছেন। যদিও কিতাবটিতে ইয়ারমিয়ার মৃত্যুর সময় বা স্থান সম্পর্কে কিছু লেখা হয় নি, তথাপি ধারণা করা হয় যে, তিনি মিসরে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, যেখানে জেরুশালেম নগরীর পতনের পর তাঁর নগরের লোকেরা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে গিয়েছিল (৪৩:১-৭)।

বহু পণ্ডিত ব্যক্তি ইয়ারমিয়াকে বলে থাকেন "কাঁদুনে নবী"। অবশ্য বাস্তবে তিনি ইসরাইলের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার কারণে (৮:১৮–৯:৩; ১৩:১৫-১৭) মাত্র কয়েকবার তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কান্না প্রকাশ করেছেন এবং ইসরাইল জাতির প্রতি তাঁর গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁকে কাঁদুনে বলার কারণে ইয়ারমিয়ার বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়ে পাঠকদের মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। ইয়ারমিয়া ছিলেন মাবুদ আল্লাহ্‌র একজন নিবেদিত প্রাণ, কষ্টসহিষ্ণু ও আস্থাভাজন অনুসারী। আল্লাহ্‌র সমস্ত বিশ্বস্ত ও আত্মত্যাগী গোলামদের মধ্যে তাঁর সাহস ও শক্তি সকলের কাছে দৃষ্টান্ত যোগ্য। প্রেরিত পৌল তাঁর পরিচর্যা কাজে নিজেকে ইয়ারমিয়ার মত দেখতে চেয়েছিলেন (২ করিন্থীয় ৩ অধ্যায় দেখুন)। এভাবেই ইয়ারমিয়াকে কাঁদুনে নবী বলাটা তাঁর চরিত্রকে যথাযথভাবে প্রকাশ করে না। বরং তাঁকে "দীর্ঘসহিষ্ণু নবী" বলাটাই সবচেয়ে বেশি মানানসই ছিল।

নবী ইয়ারমিয়ার দীর্ঘসহিষ্ণুতার পরিচয় তাঁর সমগ্র জীবন থেকেই পাওয়া যায়, যা এই কিতাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আজ আমরা ইয়ারমিয়া নবীর কিতাব নামে যে গ্রন্থটিকে হাতে নিতে পারছি সেটি রচনা করা মোটেও সহজসাধ্য বিষয় ছিল না। এমন সব ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছিল যার যে কোন একটিই তাঁকে এই কিতাব রচনা থেকে বিরত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। ইয়ারমিয়া ও বারূক যে এই কিতাবটি রচনা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত তা সুসম্পন্ন করেছেন সেটি যেমন তাঁদের ঈমানের সাক্ষ্য বহন করে, তেমনি পাক-রূহের ক্ষমতাও প্রকাশ করে (২ পিতর ১:২১)।

ইয়ারমিয়ার সময়কালে ইসরাইল ও এহুদা রাজ্য

খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৭ অব্দ

আশেরীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর পরই ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের উত্থানের প্রাক্কালে ইয়ারমিয়া কিতাবের কাহিনীর সূত্রপাত ঘটেছে। ইয়ারমিয়া বেশ কয়েকবার এহুদা রাজ্যের লোকদেরকে ব্যাবিলনে বন্দীদশায় নীত হতে দেখেছেন এবং জেরুশালেম নগরী ও এবাদতখানা ধ্বংস হতে দেখেছেন। যদিও সে সময় এহুদা ও তার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোর মধ্যকার সীমানা নির্ধারণ করা বেশ কঠিন ছিল, তথাপি সম্ভবত আশেরীয় সাম্রাজ্যের সময়ে যে সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছিল সেই সীমানাই তখনো বহাল ছিল। তবে ইয়ারমিয়ার সময়ে ইদোম (বা ইদুমিয়া) জাতি তাদের নিজ ভূখণ্ড ছেড়ে দক্ষিণ এহুদার একটি ভূখণ্ডে এসে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে।

সময়কাল

ইয়ারমিয়া কিতাবটি ঠিক কবে চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে তা

নিশ্চিতভাবে বলা অসম্ভব। কিতাবে উল্লিখিত সর্বশেষ ঘটনা সম্পন্ন হওয়ার এক বা দুই যুগের মধ্যেই নবী ইয়ারমিয়া মৃত্যুবরণ করেন। বারূকও প্রায় সে সময়ই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এ কারণে বলা যায় আনুমানিক ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কিতাবটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে।

বিষয়বস্তু

ইয়ারমিয়া কিতাবে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে যা আল্লাহ্‌র স্থাপিত নিয়ম লঙ্ঘন করা ও সারা বিশ্ব জুড়ে প্রতিটি মানুষই গুনাহ্‌ করার কারণে আল্লাহ্‌র সাধিত বিচারের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছে। সেই সাথে এখানে নতুন একটি চুক্তি স্থাপনের মধ্য দিয়ে সারা দুনিয়ার মানুষকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসার আল্লাহ্‌র সঙ্কল্পের কথাও প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য ও পটভূমি

ইয়ারমিয়া কিতাবের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে বা অন্য কোন বিষয় বিবেচনা করেও কিতাবটির প্রধান কাঙ্ক্ষিত পাঠক কারা ছিলেন তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি। তবে খুব সম্ভব ব্যাবিলনের বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞাত দেশে ফিরে আসার জন্য যারা অপেক্ষা করছিল সেই সব লোকেরাই এর প্রথম পাঠক ছিলেন।

কিতাবটির উদ্দেশ্য বেশ পরিষ্কার: ইয়ারমিয়া ও বারূক যে বিশৃঙ্খল সময়ের মধ্য দিয়ে দিন কাটিয়েছেন সেই সময়কার বিস্তারিত বিবরণ, সেই সময়কার জন্য আল্লাহ্‌র বিশেষ বার্তা এবং ইসরাইল ও অন্যান্য জাতির ভবিষ্যদের জন্য আল্লাহ্‌র বার্তা লিপিবদ্ধ করাই এই কিতাবের উদ্দেশ্য।

ইয়ারমিয়া অত্যন্ত অশান্ত এক সময়ে নবী হিসেবে পরিচর্যা কাজ করেছেন। বাদশাহ্‌ ইউসিয়ার আমলে তিনি নবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন (৬৪০-৬০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। ইউসিয়া ছিলেন এহুদার ইতিহাসে সর্বশেষ বিশ্বস্ত বাদশাহ্‌ (২ বাদশাহ্‌ ২২:১-২৩:২৭)। তাঁর মৃত্যুর পর (২ বাদশাহ্‌ ২৩:২৮-৩০) এহুদা রাজ্যের সর্বশেষ দিন গণনা শুরু হয়ে যায়। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রূহানিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে মাত্র দুই যুগের মধ্যেই দেশটি চরমভাবে পতনের শিকার হয়। অন্যান্য নবীগণ, যেমন নাহূম, হাবাক্কুক ও সফনিয় এই সময়েই এহুদায় পরিচর্যা কাজ করেন।

বাদশাহ্‌ ইউসিয়ার আমলে বিশ্বের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। আশেরীয় রাজ্য তার সবচেয়ে ক্ষমতাধর শাসক তৃতীয় তিগ্লৎ-পিলেষরের আমল পর্যন্ত (৭৪৫-৭২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র ছিল। অবশ্য ব্যাবিলন, মিসর ও অন্যান্য জাতিগুলোও নিয়মিতভাবে আশেরিয়ার বিপক্ষে প্রায়শ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করতো। ৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনীয়রা আশেরীয় রাজধানী নিনেভে জয় করে, যে ঘটনার কথা নাহূম কিতাবে পাওয়া যায়। আশেরিয়া মিসরের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে পুনরায় আক্রমণ করে, কিন্তু ৬০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনীয়রা তাদের পুরানো শত্রুর উপরে সম্পূর্ণ বিজয় সাধন করে। সেই বছরেই মিসরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে বাদশাহ্‌ ইউসিয়া প্রাণ হারান।

ইউসিয়ার মৃত্যুর পর পরই মিসর এহুদার রাজনৈতিক পটভূমি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে, কারণ আশেরীয়দের অধিকৃত সমস্ত রাজ্যগুলো ব্যাবিলন তখনো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারে নি। যিহোয়াহসকে এহুদার সিংহাসনে বসিয়ে মিসরীয়রা অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে ৬০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দেই তারা যিহোয়াহসকে সরিয়ে যিহোয়াকীমকে এহুদার সিংহাসনে বসায় (২ বাদশাহ্‌ ২৩:৩১-৩৫)। ৬০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনীয় বাহিনী দক্ষিণে, অর্থাৎ এহুদা রাজ্যের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। অবশ্য যিহোয়াকীম মিসরকে বাদ দিয়ে ব্যাবিলনের কাছে নিজের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং এহুদার সিংহাসনে টিকে থাকেন। সেই বছর ব্যাবিলনীয়রা এহুদা থেকে প্রথম বন্দীদের দল নিয়ে যায়। এই দলের মধ্যে দানিয়াল ও তাঁর তিন বন্ধুও ছিলেন (দানি ১:১-৭)। যিহোয়াকীম ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে ব্যাবিলনের কোন প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগেই ৫৯৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন (২ বাদশাহ্‌ ২৪:১-৭)। তাঁর উত্তরসূরী যিহোয়াখীন ৫৯৮-৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত মাত্র তিন মাস সিংহাসনে রাজত্ব করেন এবং এরপর ব্যাবিলনীয় বাহিনী যিহোয়াকীমের কর্মফল হিসেবে এহুদা আক্রমণ করে। ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার জেরুশালেমে তাঁর সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। তারা যিহোয়াখীনকে সিংহাসনচ্যুত করে এবং সিদিকিয়কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে (২ বাদশাহ্‌ ২৪:৮-১৭)। আবারও ব্যাবিলনীয়রা বেশ কিছু লোককে বন্দী করে নিয়ে যায় (২ বাদশাহ্‌ ২৪:১৬)। এই দলের মধ্যে যিহিস্কেলও ছিলেন (যিহি ১:১-৩)।

বাদশাহ্‌ সিদিকিয়ের রাজত্বকালের (৫৯৭-৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে তাঁর অযোগ্যতা, অদূরদর্শিতা, সিদ্ধান্তহীনতা ও চূড়ান্ত পরাজয়। ব্যাবিলনীয় পরাধীনতার যোঁয়ালি প্রত্যাখ্যান করার জন্য এহুদা জাতি অন্যান্য জাতির সাথে মিত্রতা স্থাপন করে (ইয়ার ২৭:১-১৫), কারণ প্রতিটি জাতি কেবল মুখে মুখেই বাদশাহ্‌ বখতে-নাসারের বশ্যতা স্বীকার করত। কিন্তু এই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত সফল হয় নি। অবধারিতভাবেই বাদশাহ্‌ সিদিকিয়ের এই পরিকল্পনা ধরা পড়ে গেল (২ বাদশাহ্‌ ২৪:২০)। এর ফলশ্রুতিতে বখতে-নাসার এহুদা রাজ্য আক্রমণ করেন, জেরুশালেম আক্রমণ করে ঘেরাও করেন এবং পুরো নগরীতে তাণ্ডবলীলা চালান (ইয়ার ৩৯:১-১০)। এরপর তিনি এহুদা রাজ্যেরই একজন অধিবাসী গদলিয়কে এহুদার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন

(৪০:৫)।

দেশের অবশিষ্ট অধিবাসীদেরকে নিয়ে গদলিয় কাজ করতে চেষ্টা করেন এবং ব্যাবিলনীয় সৈন্যবাহিনী চলে যাওয়ার পর পরই যে সমস্ত লোকেরা এহুদায় বসবাস করত তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ ভাল হয়ে উঠছিল (৪০:৭-১২)। কিন্তু গদলিয়কে হত্যা করার জন্য চক্রান্ত শুরু হয় (৪০:১৩-১৬)। ইসমাইল শাসনকর্তা গদলিয়কে হত্যা করতে সক্ষম হয়। সে জেরুশালেমে এবাদত করতে আসা কয়েকজন তীর্থযাত্রীকে হত্যা করে এবং কয়েকজনকে অপহরণ করে জিম্মি করে (৪১:১-১০)। যদিও পরে অপহৃতদেরকে উদ্ধার করা হয়, তথাপি লোকেরা এই ভেবে ভয় পেতে থাকে যে, গদলিয়ের হত্যাকাণ্ডের কারণে ব্যাবিলনীয়রা কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাবে (৪১:১১-১৬)।

গদলিয়ের হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত প্রত্যেককে এহুদার নেতারা মিসরে পালিয়ে যেতে পরামর্শ দেন (৪১:১৭-১৮)। অবশ্য এ কাজের আগে তারা নবী ইয়ারমিয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ও ইচ্ছা জানতে চান (৪২:১-৬)। ইয়ারমিয়া তাদেরকে বলেন যে, তাদের কোনমতেই নিজ ভূখণ্ড ত্যাগ করা উচিত নয় (৪২:৭-২২)। কিন্তু লোকেরা ইয়ারমিয়ার কথা প্রত্যাখ্যান করে মিসরে পালিয়ে যায় এবং ইয়ারমিয়া ও বারূককেও তাদের সাথে করে নিয়ে যায়, যেন বা তাঁরা তাদেরকে আল্লাহ্‌র ক্রোধ থেকে রক্ষা করার জন্য জাদু মন্ত্রের মত কাজ করবেন (৪৩:১-৭)। মিসরে যাওয়ার পরে ইয়ারমিয়া তাঁর জাতির জন্য নবী হিসেবে দায়িত্ব পালনের পূর্ণ আহ্বান লাভ করেন (১:৫)। তাঁকে এহুদা রাজ্য, মিসর ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য সমস্ত দেশ, এমন কি ব্যাবিলনের সমস্ত গুনাহ্‌র জন্য তাদের কাছে তবলিগ ও ভবিষ্যদ্বাণী করতে আহ্বান করা হয় (অধ্যায় ৪৬-৫১)। অবশ্য ৪৬-৫১ অধ্যায়ে ইয়ারমিয়া যে পতন ও বিনাশের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তা খুব সম্ভব তিনি দেখে যেতে পারেন নি। তবে তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই যে অরাজক পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তাতে করে বিশ্ব রাজনীতির আমূল পট পরিবর্তনও তাঁর কাছে অবাক হওয়ার মত কিছু ছিল না।

মূল বিষয়বস্তুসমূহ

নবী ইয়ারমিয়া ছিলেন কিতাবুল মোকাদ্দসের সময়কার একজন ধর্মতত্ত্ববিদ। পয়দায়েশ, হিজরত, লেবীয়, শুমারী, দ্বিতীয় বিবরণ, হোসিয়া, জবুর শরীফ ও অন্যান্য আরও কিছু কিতাব থেকে তিনি খোদায়ী সত্য লাভ করেছেন ও তা গ্রহণ করেছেন। এভাবেই তিনি আল্লাহ্ ও তাঁর বিশ্বস্ত লোকেদের সম্পর্কে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু চিহ্নিত করে সেগুলোর উপরে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। একই সাথে তিনি একজন সৃজনশীল ধর্মতাত্ত্বিকও বটে, কারণ পাক রূহে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি নিজে পুরানো বিষয়বস্তুর সাথে নতুন প্রত্যাদেশের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে একটি কিতাব রচনা করেছেন, যে ধারণাটি ইয়ারমিয়ার সময়ে একেবারেই অভিনব ছিল। বেশ কিছু সনাতনী তত্ত্বও তিনি এতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যেমন আল্লাহ্‌র প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, মসীহ্, ইসরাইলের সাথে আল্লাহ্‌র চুক্তি, মানুষের গুনাহ্‌গারিতা এবং অনুতাপ ও মন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা, বিচারের আশঙ্কা এবং পুনরুদ্ধার। তাঁর প্রধান অবদান ছিল আল্লাহ্ ও মানুষের মাঝে যে চুক্তি ও সম্পর্ক তা পুনরায় নতুন করে উপস্থাপন করা।

আল্লাহ্ এবং মানবতা। আল্লাহ্ ও মানব জাতির বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃতি নিয়ে কিতাবুল মোকাদ্দসে যে সকল শিক্ষা রয়েছে তার প্রায় সবই ইয়ারমিয়া এই কিতাবে একত্রীভূত করেছেন। তিনি আল্লাহ্‌কে দেখিয়েছেন একজন সর্বশক্তিমান সত্তা ও সৃষ্টিকর্তা হিসেবে, যিনি তাঁর পরিচর্যাকারীদেরকে তাঁর পবিত্র কালামের মধ্য দিয়ে আহ্বান জানান এবং শক্তিযুক্ত করেন (১:১-১৯)। নবী ইয়ারমিয়া দাবী করেছেন যে, আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন একমাত্র জীবন্ত মাবুদ এবং তিনিই এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। অন্যান্য সকল তথাকথিত দেবতারা হচ্ছে মূর্তি মাত্র (১০:১-১৬)। মাবুদ আল্লাহ্ ইসরাইলের সাথে এক বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন (অধ্যায় ২-৬), তাদেরকে তাঁর পবিত্র কালাম দান করেছেন, তাদেরকে এক মহা অনুগ্রহ দানের ওয়াদা করেছেন এবং তাদের তৈরি এবাদতখানাকে তাঁর উপস্থিতি দ্বারা দোয়াযুক্ত করেছেন (৭:১–৮:৩)।

স্বয়ং আল্লাহ্ আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করেন (১:৪-১৬; ২৯:১-১০), তিনি তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদেরকে রক্ষা করেন (১:১৭-১৯; ২৯:১১-১৪; ৩৯:১৫-১৮; ৪৫:১-৫) এবং যারা তাঁর দিকে মন ফেরায় তাদেরকে তিনি রক্ষা করেন (১২:১৪-১৭)। নবী ইয়ারমিয়া ঘোষণা করেছেন যে, মহান আল্লাহ্ সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসযোগ্য। তিনি তাঁর ওয়াদা পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করেন। এ কারণে ইয়ারমিয়া তাঁর পাঠকদেরকে এই বলে আশ্বস্ত করছেন যে, মানুষ যখন মন পরিবর্তন এবং আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে আসে, তখন তাঁর মহা অনুগ্রহ তাদের সমস্ত গুনাহ্ ও বিচারের উপরে জয় লাভ করে।

মানব জাতিকে নবী ইয়ারমিয়া কঠোর বাস্তবতার দৃষ্টিতে অবলোকন করেছেন। তিনি দাবী করেছেন যে, মানুষের অন্তর জরাগ্রস্ত এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ তা সুস্থ করে তুলতে পারে না (১৭:৯-১০)। তিনি লিখেছেন যে, জাতিগণ তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র এবাদত না করে মূর্তি নির্মাণ করে সেগুলোর পূজা করেছে (১০:১-১৬)। তার চেয়েও গুরুতর বিষয় হল, যে ইসরাইল জাতির সাথে আল্লাহ্ একটি বিশেষ চুক্তি সাধন করেছিলেন, সেই ইসরাইল জাতিই তাঁর বিরুদ্ধে গুনাহ্ করেছে। তারা অন্য দেবতাদের উপাসনা ও সেবা করার জন্য আল্লাহ্‌র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে (অধ্যায় ২-৬), মন পরিবর্তন

করার অনিচ্ছার কারণে পবিত্র বায়তুল মোকাদ্দসকে অপবিত্র করেছে (৭:১–৮:৩; ২৬:১-১১) এবং অন্যদের উপরে অত্যাচার ও নির্যাতন করেছে (৩৪:৮-১৬)।

যেহেতু ইসরাইল ও অন্যান্য জাতিগণ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে গুনাহ্ করেছে (২৫:১-২৬), সে কারণে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ এখন তাঁর সৃষ্ট দুনিয়ায় বসবাসকারী প্রত্যেক জাতির উপরে বিচারকর্তা হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছেন (অধ্যায় ৪৬-৫১)। আল্লাহ্ একজন মানুষকেও গুনাহ্ করে পার পেতে দেবেন না। প্রত্যেকেই তাদের সমুচিত শাস্তি পাবে। ইয়ারমিয়া সাবধান করে দিয়ে বলেছেন যে, তাদের প্রত্যেকের জন্যই শাস্তি অবধারিত হয়ে আছে। ২১-২৯ অধ্যায়ে সম্ভবত এহুদার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সংবাদটিই রয়েছে, এবং ৪৬-৫১ অধ্যায়ে দেখা যায় জাতিগণের জন্য সবচেয়ে গুরুতর সতর্ক বাণী। এভাবেই নবী ইয়ারমিয়া পুরাতন নিয়মের এই শিক্ষাকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন যে, "মাবুদের দিন" বা "প্রভুর দিন" তার নিরূপিত সময়ে উপস্থিত হবে (৪:৫-১২)। "প্রভুর দিন" কথাটি ইতিহাসে যেমন শেষ বিচারের দিন হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ইসরাইল জাতির তথা জেরুশালেমের পতন এবং বিনাশের নির্দেশক হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ।

এহেন পরিস্থিতিতে নবী ইয়ারমিয়া শত বারের উপরে লোকদেরকে বলেছেন যেন তারা "মন ফিরায়" এবং গুনাহ্‌র জন্য "অনুশোচনা করে"। তিনি তাদেরকে এই ওয়াদা করেছেন যে, তারা যখনই তাদের গুনাহ্ থেকে মন ফিরাবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে আসবে তখনই তারা সমস্ত জরাগ্রস্ততা থেকে সুস্থতা এবং ক্ষমা লাভ করবে। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্ মন পরিবর্তনকারী জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলবেন। একই সাথে তিনি তাঁর সময়কার লোকদের মনের কঠিনতার কারণে দুঃখ প্রকাশ করেছেন (৮:১৮-২২)। আল্লাহ্ তাঁকে এই কথা বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, তারা এক সময় ঠিকই মন পরিবর্তন করবে এবং আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হবে (৩৩:১৪-২৬)।

পুরাতন চুক্তি, মসীহ্ এবং নতুন চুক্তি। কিতাবুল মোকাদ্দসের অন্যান্য প্রকৃত নবীর মত ইয়ারমিয়াও এ কথা বিশ্বাস করবেন যে, আল্লাহ্ ইসরাইল জাতির সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছেন। যদিও এই ধারণাটিকে সাধারণভাবে অল্প কথায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, তথাপি কিতাবুল মোকাদ্দসের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ ও ইসরাইল জাতির মধ্যকার চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল আল্লাহ্‌র কৃত কাজ এবং আল্লাহ্‌র কৃত ওয়াদার মধ্য দিয়ে, যা ইসরাইল জাতি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার মধ্য দিয়ে গ্রহণ করেছিল, যেন তারা আল্লাহ্‌র পরিচর্যা ও সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে এই দুনিয়াতে তাঁর অনন্য জাতি হিসেবে জীবন ধারণ করতে পারে।

এই চুক্তির ভিত্তি ছিল ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের প্রতি কৃত ওয়াদা (পয়দা ১২-৫০ অধ্যায়)। এর ভিত্তি ছিল মিসরের গোলামি থেকে ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ্ কর্তৃক উদ্ধার (হিজ ১:১–২০:২)। এর সাথে যুক্ত রয়েছে খোদায়ী জীবন যাপনের আদর্শ (হিজ ২০-২৪ অধ্যায়), যেন যে সমস্ত লোককে আহ্বান করা হয়েছে তারা "ইমামদের রাজ্য এবং একটি পবিত্র জাতি" হয়ে উঠতে পারে (হিজ ১৯:৬), তারা যেন আল্লাহ্‌র উপরে তাদের সমস্ত আস্থা ও নির্ভরতা স্থাপন করে এবং তারা যেন তাঁরই জন্য জীবন ধারণ করে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঈমানের নিশ্চয়তাস্বরূপ কোরবানী (লেবীয় ১-১৬ অধ্যায়) এবং মুনাজাত (জবুর ৩২; ৫১; ইত্যাদি) যেন এর মধ্য দিয়ে লোকদের গুনাহ্ মাফ করা যায়। এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল ইমামদের রাজ্যের জন্য কর্মের ভিত্তিতে ফলস্বরূপ বিশেষ সুফল (অনুগ্রহ) এবং কর্মফল (বদদোয়া) (দ্বি.বি. ২৭-২৮ অধ্যায়)।

সময় অতিক্রম করার সাথে সাথে ইসরাইলের সাথে আল্লাহ্‌র কৃত চুক্তি পরিণত হল বাদশাহ্ দাউদের প্রতি আল্লাহ্‌র চিরন্তন রাজ্য ও সিংহাসন দানের ওয়াদায় (২ শামু ৭ অধ্যায়; ১ খান্দান ১৭ অধ্যায়)। এই ওয়াদা থেকে এলো মসীহের ধারণা, যাঁর নামের আক্ষরিক অর্থ "অভিষিক্ত জন"। নবী ইয়ারমিয়া মসীহের কথা খুব বেশি উল্লেখ করেন নি, যতটা করেছেন নবী ইশাইয়া তাঁর কিতাবে। কিন্তু ধারণাটি ইয়ারমিয়া কিতাবে বেশ স্পষ্টভাবেই পাওয়া যায়। ইয়ারমিয়া এমন এক সময়ের কথা বলেছেন যখন আল্লাহ্ ইসরাইলে তাঁর "অবশিষ্ট লোকদের" সংগ্রহ করবেন এবং তাদের মধ্য থেকে "দাউদের এক ধার্মিক শাখা" উঠাবেন, যিনি আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ত লোকদের উপরে রাজত্ব করবেন (ইয়ার ২৩:৩-৫)। তিনি যখন আসবেন, তখন বাদশাহ্ হবেন "আমাদের ধার্মিকতা" (২৩:৬)। এভাবেই দাউদের সাথে কৃত আল্লাহ্‌র চিরন্তন চুক্তি ভবিষ্যতে নিরূপিত সময়ে পূর্ণতা লাভ করবে, যে সময়টির বিষয়ে নবী ইয়ারমিয়া নির্দিষ্ট করে কিছু বলেন নি (৩২:১৪-২৫)।

আল্লাহ্ এই চুক্তিটি স্থাপন করেছেন সমগ্র ইসরাইলের সাথে। এখানে আল্লাহ্ তাঁর উপরে ঈমান আনা বা না আনা নিয়ে কোন বিভেদ রাখেন নি। তবে আল্লাহ্ শুধু সেই ধরনের মানুষের কারণেই আনন্দিত হন যাদের রূহানিক জীবন। ঠিক এ ধরনের মানুষ ছিলেন নবী ইয়ারমিয়া। তিনি আল্লাহ্‌র উপরে পূর্ণ ঈমান স্থাপন করেছিলেন, যা প্রকাশ করে আল্লাহ্‌র কালামের প্রতি তাঁর বাধ্যতা (ইবরানী ১১ অধ্যায়)। এ ধরনের ব্যক্তিরাই হলেন সেই অবশিষ্ট লোকেরা, যাদেরকে মসীহ্ একত্রিত করবেন (ইয়ার ২৩:৩-৫)। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, ২-৬ অধ্যায় অনুসারে ইসরাইল জাতির রয়েছে আল্লাহ্‌র সাথে চুক্তি ভঙ্গের এক প্রলম্বিত ইতিহাস। সমষ্টিগত দিক থেকে ইসরাইল জাতি কখনোই চুক্তি রক্ষায় বিশ্বস্ত ছিল না। অবশ্য ইব্রাহিম, মূসা, দাউদ, ইশাইয়া, ইয়ারমিয়া এবং

এরকম আরও অনেকে প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের দ্বারা চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা করা সম্ভব।

আল্লাহ্‌ ইয়ারমিয়াকে ব্যবহার করেছিলেন এই সুসংবাদ মানুষের কাছে তবলিগ করার জন্য যে, "এমন সময় আসছে, যে সময়ে আমি ইসরাইল-কুল ও এহুদা-কুলের সঙ্গে একটি নতুন নিয়ম স্থির করবো" (৩১:৩১)। এই চুক্তিটি প্রধান একটি বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে আলাদা হবে: নতুন এই চুক্তির সাধনকারী কোন পক্ষই চুক্তিটি ভঙ্গ করবে না, যেভাবে আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ত থাকার পরও পুরানো চুক্তিটি লোকেরা তা ভঙ্গ করেছিল (৩১:৩২)। বরং নতুন চুক্তির অংশীদারেরা আল্লাহ্‌র কালাম গ্রহণ করবে এবং তা তাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র শক্তি দ্বারা গেঁথে নেবে, যেন তারা আল্লাহ্‌কে পরিপূর্ণভাবে জানতে পারে এবং তাদের সমগ্র জীবন দিয়ে তাঁকে গ্রহণ করতে পারে (৩১:৩৩-৩৪)।

এভাবেই নতুন চুক্তির অধীন সমস্ত অংশীদারেরা হয়ে উঠবে আল্লাহ্‌র ঈমানদার, যাদেরকে আল্লাহ্‌ ক্ষমা করে দেবেন এবং যারা আল্লাহ্‌র শক্তিতে পরিচালিত হবে। তিনি আর তাদের গুনাহ্‌ মনে রাখবেন না (৩১:৩৪)। ইবরানী ৮:৮-১২ আয়াতে ইয়ারমিয়া ৩১:৩১-৩৪ আয়াতের উদ্ধৃতি টেনে বলা হয়েছে যে, এই নতুন চুক্তির অধীন হওয়া যায় ঈসা মসীহের জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে। ইব্রাহিম, মূসা, দাউদ ও নবীদের কাছে আল্লাহ্‌তে মিলিত এক নতুন ঈমানদার মণ্ডলীর ওয়াদা পরিপূর্ণতা লাভ করে ঈসা মসীহের আগমনের মধ্য দিয়ে।

নাজাতের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ

নবী ইয়ারমিয়াকে আহ্বান জানানো হয়েছিল জেরুশালেমের মানুষদের কাছে কথা বলার জন্য। সে সময় বাদশাহ্‌ ইউসিয়ার নেতৃত্ব ইসরাইল জাতি আবারও জেগে উঠছিল এবং ব্যাবিলনীয়দের কাছে ইসরাইলের চূড়ান্ত পতনের আগ মুহূর্তে নবী ইয়ারমিয়া তাদের কাছে তবলিগ করতে আসেন। তাঁর কাজ লোকদের অন্তরে এই কথা গেঁথে দেওয়া যে, আল্লাহ্‌র কোন অসম্পূর্ণতার জন্য জেরুশালেমের পতন ঘটছে না, বরং সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি এহুদার তথা ইসরাইলের অবাধ্যতার জন্যই, বিশেষত তাঁর নিরূপিত নবীদের কথা না শুনে ভণ্ড নবীদের কথা অনুসারে চলার জন্যই তাদের পতন ঘটছে (এর পট বিশ্লেষণের জন্য দ্বি.বি. ১৮:১৫-২২ আয়াত দেখুন)। এই ভয়ঙ্কর পরিণতিই শেষ ছিল না। ইয়ারমিয়া ইসরাইল জাতির বন্দীদশা থেকে প্রত্যাবর্তন করার কথা ঘোষণা করেছেন, যার পরে এক চিরন্তন চুক্তি এবং এক নতুন চুক্তি আল্লাহ্‌র লোকদের সাথে আল্লাহ্‌ স্থাপন করবেন, যা লোকেরা তাদের অন্তরে ধারণ করবেন।

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

ইয়ারমিয়া কিতাবটি হচ্ছে নবী হিসেবে তাঁর সমগ্র জীবন ও পরিচর্যা কাজের একটি সামগ্রিক ধারা বর্ণনার সঙ্কলন। পুরো কিতাবটি জুড়ে যে সমস্ত ঘটনা দেখা যায় সেগুলো মূলত নবী ইয়ারমিয়ার জীবনেরই একেকটি অংশ, যা এহুদার গুনাহ্‌গারিতা, পতন ও ব্যাবিলনের বন্দীদশার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তবে কিতাবটির অধিকাংশই হচ্ছে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কাব্যিক ঢংয়ে বলা বক্তব্য। কাহিনীর ধারাবর্ণনায় সব সময় ঐতিহাসিক ক্রমানুসার রক্ষা করা হয় নি। সময়ানুক্রমিক বর্ণনার চেয়ে বরং গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কিতাবটির যৌক্তিক অংশের উপরে।

ইয়ারমিয়া কিতাবটিকে নবী ইয়ারমিয়ার ব্যক্তিগত দিনপঞ্জি বা খসড়া বই হিসেবে দেখাটাই ভাল, যেখানে তিনি তাঁর নিজের পরিচর্যা কাজ সম্পর্কে বলেছেন। নবী ইয়ারমিয়া এই কিতাবে অনেক ধরনের "সংবাদ" যুক্ত করেছেন, যা তাঁর জীবন ও ইসরাইল জাতির জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর একেবারে ব্যক্তিগত অনুভূতি ও আবেগগুলো খুব সুন্দরভাবে কিতাবটিতে ফুটে উঠেছে।

কিতাবটির প্রধান দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে স্বয়ং নবী ইয়ারমিয়া এবং তাঁর ভালবাসার নগরী জেরুশালেম। পুরো কিতাব জুড়ে নবী হিসেবে তাঁর পরিচর্যা কাজের বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং তাঁর প্রিয় নগরী জেরুশালেমের গুনাহ্‌গারিতা, পতন ও আসন্ন বন্দীদশা নিয়ে বিভিন্ন ঘটনা ও ঘাত প্রতিঘাত আমরা কিতাবটিতে দেখতে পাই। কিতাবটিতে এছাড়াও বহু ছোট ছোট চরিত্র রয়েছে, বিশেষ করে বিদ্রোহী বাদশাহ্‌, মিথ্যাবাদী ভণ্ড নবী, সেই সাথে ঈমানদার লোকেরা ও তাদের সমর্থন– এর সবই নবী ইয়ারমিয়ার জীবনের ও সেই সাথে জেরুশালেমের ঘটনাপ্রবাহের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিতাবে জেরুশালেম নগরীটিও যেন একটি জীবন্ত চরিত্রের অধিকারী।

কিতাবটির প্রধান আয়াত: "তোমারই নাফরমানী তোমাকে শাস্তি দেবে এবং তোমার বিপথে যাওয়াই তোমাকে অনুযোগ করবে; অতএব জেনো আর দেখো, এটা মন্দ ও তিক্ত বিষয় যে, তুমি তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদকে পরিত্যাগ করেছ ও মনের মধ্যে আমার ভয়কে স্থান দাও নি, এই কথা প্রভু, বাহিনীগণের মাবুদ বলেন" (২:১৯)।

প্রধান প্রধান লোক: এহুদার বাদশাহ্‌গণ, বারূক, এবদ-মেলক, বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার, রেখবীয়গণ।

প্রধান প্রধান স্থান: অনাথোৎ, জেরুশালেম, রামা ও মিসর।

কিতাবটির রূপরেখা:

১. ভূমিকা (১:১-১৯)
   ক. ইয়ারমিয়ার কিতাবটির ঐতিহাসিক অবস্থান (১:১-৩)
   খ. ইয়ারমিয়ার প্রতি আহ্বান ও বার্তা (১:৪-১৬)
   গ. ইয়ারমিয়ার নিরাপত্তায় আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা (১:১৭-১৯)
২. ইসরাইলের চুক্তিগত ব্যভিচার (২:১-৬:৩০)
   ক. ইসরাইল একজন অবিশ্বস্ত স্ত্রীর মত (২:১-৩:৫)
   খ. ইসরাইলের অবশ্যই অনুশোচনা করা প্রয়োজন (৩:৬-৪:৪)
   গ. ধ্বংস আসছে (৪:৫-৩১)
   ঘ. অনুতাপ করতে এহুদার অনিচ্ছা ও এর ফলাফল (৫:১-৩১)
   ঙ. আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের পরিত্যাগ করেছেন (৬:১-৩০)
৩. ভণ্ড ধর্ম ও ব্যভিচারী লোকেরা (৭:১-১০:২৫)
   ক. এবাদতখানায় এহুদার লোকদের অশোভন আচরণ (৭:১-৮:৩)
   খ. এহুদার লোকেরা আল্লাহ্‌র শরীয়তকে অস্বীকার করে (৮:৪-১৭)
   গ. এহুদার ছলনাপূর্ণ জীবন-যাপন (৮:১৮-৯:৯)
   ঘ. এহুদার জন্য ইয়ারমিয়ার শোক (৯:১০-২৬)
   ঙ. এহুদা ব্যভিচারে নিমজ্জিত (১০:১-১৬)
   চ. এহুদা বন্দিত্বে যাবে (১০:১৭-২৫)
৪. আল্লাহ্‌ ও এহুদার সঙ্গে ইয়ারমিয়ার সমস্যা (১১:১-২০:১৮)
   ক. ইয়ারমিয়া অত্যাচার দেখে হতবাক হন (১১:১-১২:১৭)
   খ. আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ইয়ারমিয়ার পলায়ন (১৩:১-১৫:২১)
   গ. আল্লাহ্‌র সঙ্গে ইয়ারমিয়ার সম্পর্ক নতুনীকরণ (১৬:১-১৭:১৮)
   ঘ. ইয়ারমিয়ার প্রতি প্রতিনিয়ত বিরোধিতা (১৭:১৯-১৮:২৩)
   ঙ. ইয়ারমিয়ার নির্যাতন ভোগ ও তাঁর আহ্বানের প্রতি প্রশ্ন তোলা (১৯:১-২০:১৮)
৫. ইয়ারমিয়া মোকাবেলা (২১:১-২৯:৩২)
   ক. ইয়ারমিয়া এহুদার বাদশাহ্‌র বিরোধিতা করেন (২১:১-২৩:৮)
   খ. ইয়ারমিয়া ভণ্ড নবীদের বিরোধিতা করেন (২৩:৯-৪০)
   গ. ইয়ারমিয়া এহুদার লোকদের বিরোধিতা করেন (২৪:১-২৫:৩৮)
   ঘ. ইয়ারমিয়া ভাক্ত বিশ্বাসের বিরোধিতা করেন (২৬:১-২৯:৩২)
৬. ইসরাইল ও এহুদাকে পুনঃস্থাপন করা (৩০:১-৩৩:২৬)
   ক. আল্লাহ্‌ ইসরাইল জাতিকে পুনঃস্থাপন করবেন (৩০:১-২৪)
   খ. আল্লাহ্‌ ইসরাইলের সঙ্গে নতুন চুক্তি করবেন (৩১:১-৪০)
   গ. আল্লাহ্‌ ইসরাইল জাতিকে প্রতিজ্ঞাত দেশে ফিরিয়ে আনবেন (৩২:১-৪৪)
   ঘ. আল্লাহ্‌ দাউদের সঙ্গে চুক্তিকে সম্মান জানাবেন (৩৩:১-২৬)
৭. আল্লাহ্‌ এহুদার বিচার করবেন (৩৪:১-৪৫:৫)
   ক. আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ততা ও এহুদার অবিশ্বস্ততা (৩৪:১-৩৫:১৯)
   খ. এহুদা আল্লাহ্‌র কালামকে প্রত্যাখান করে (৩৬:১-৩২)
   গ. জেরুশালেমের শেষ দিনগুলো (৩৭:১-৩৯:১৮)
   ঘ. ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে এহুদার বিদ্রোহ (৪০:১-৪১:১৮)
   ঙ. আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে এহুদার বিদ্রোহ (৪২:১-৪৫:৫)
৮. জাতিদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র শাস্তি (৪৬:১-৫১:৬৪)
   ক. আল্লাহ্‌ মিসরকে শাস্তি দেবেন (৪৬:১-২৮)
   খ. আল্লাহ্‌ ফিলিস্তিয়াকে শাস্তি দেবেন (৪৭:১-৭)
   গ. আল্লাহ্‌ মোয়াবকে শাস্তি দেবেন (৪৮:১-৪৭)
   ঘ. আল্লাহ্‌ অনেক জাতিকে শাস্তি দেবেন (৪৯:১-৩৯)
   ঙ. আল্লাহ্‌ ব্যাবিলনকে শাস্তি দেবেন (৫০:১-৫১:৬৪)
৯. উপসংহার: জেরুশালেমের পতন (৫২:১-৩৪)
   ক. জেরুশালেমের পতন ও সিদিকিয়ের অন্ধত্ববরণ (৫২:১-১১)
   খ. জেরুশালেমের এবাদতখানা ধ্বংস হওয়া (৫২:১২-২৩)
   গ. লোকদের বন্দিদশায় নিয়ে যাওয়া (৫২:২৪-৩০)
   ঘ. দাউদের বংশের প্রক্রিয়া চলমান থাকা (৫২:৩১-৩৪)

হযরত ইয়ারমিয়া

হযরত ইয়ারমিয়া এহুদাতে ৬২৭ খ্রীঃপূঃ থেকে ৫৮৬ খীঃ পূর্বাব্দের বন্দিদশা পর্যন্ত নবী হিসেবে কাজ করেছিলেন।

সেই সময়কার অবস্থা	অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রূহানিকভাবে সমাজের অবনতি হচ্ছিল। বিশ্বে যুদ্ধ এবং বন্দিদশার আধিপত্য ছিল। আল্লাহ্‌র কালামকে আক্রমণাত্বক মনে হয়েছিল।
মূল বার্তা	গুনাহের জন্য অনুতাপ ব্যাবিলনের হাতে এহুদার আসন্ন বিচারদন্ড স্থগিত করবে।
বার্তার গুরুত্ব	অনুতাপ হচ্ছে আমাদের অনৈতিক বিশ্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রয়োজনীয় বিষয়।
সমসাময়িক নবীগণ	হাবাক্কুক (৬১২-৫৮৮ খ্রীঃপূঃ), সফনিয় (৬৪০-৬২১ খ্রীঃপূঃ)

ইয়ারমিয়া কিতাবে আল্লাহ্‌র মূল শিক্ষা

রেফারেন্স	মূল শিক্ষা	গুরুত্ব
১:১১,১২	বাদাম গাছের একটি ডাল	আল্লাহ্ তাঁর দেওয়া শাস্তির হুমকি সত্যি করবেন।
১:১৩	উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে কাৎ হয়ে থাকা একটি ফুটতে থাকা পাত্র	আল্লাহ্ এহুদাকে শাস্তি দিবেন।
১৩:১-১১	একটি নষ্ট ও অকোজো মসীনার জাংগিয়া	যেহেতু লোকেরা আল্লাহ্‌র কথা শুনতে অগ্রাহ্য করেছে, তাই তারা একটি নষ্ট ও অকোজো মসীনা জাংগিয়ার মত অপ্রয়োজনী এবং অপদার্থ হয়ে গেছে।
১৮:১-১৭	কুমারের মাটি	আল্লাহ্ চাইলে তাঁর গুনাহ্‌গার লোকদেরকে ধ্বংস করতে পারতেন। এটি হচ্ছে তাঁকে জোড়পূর্বক বিচারদণ্ড আনার আগে তাদের জন্য একটি সাবধানবাণী।
১৯:১-১২	ভাঙা মাটির পাত্র	আল্লাহ্ এহুদাকে চূর্ণ করবেন, ঠিক যেভাবে ইয়ারমিয়া মাটির পাত্রকে চূর্ণ করেছেন।
২৪:১-১০	দুই টুকরি ডুমুর ফল	ভাল ডুমুর ফলগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র অবশিষ্ট লোকেরা, মন্দ ডুমুর ফলগুলো হচ্ছে সেই লোকেরা যারা পিছনে পড়ে গেছে।
২৭:২-১১	জোয়াল	যে জাতি ব্যাবিলনের নিয়ন্ত্রন-জোয়ালে নিজেদের সমর্পন করতে অস্বীকার করবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে।
৪৩:৮-১৩	বড় বড় পাথর	পাথরগুলো সেই জায়গাটি চিহ্নিত করেছে যেখানে বখতে-নাসার তাঁর সিংহাসন বসাবে যখন আল্লাহ্ তাঁকে মিসর জয় করার অনুমুতি দিবেন।
৫১:৫৯-৬৪	নদীতে ডুবে যাওয়া গুটিয়ে-রাখা কিতাব	ব্যাবিলন ডুবে যাবে, আর কখনও উঠবে না।

ইয়ারমিয়ার নবী-পদে নিয়োগ

১ ১ ইয়ারমিয়ার কালাম; তিনি হিল্কিয়ের পুত্র,
বিন্‌ইয়ামীন প্রদেশীয় অনাথোৎ-নিবাসী
ইমামদের এক জন। ২ আমোনের পুত্র এহুদার
বাদশাহ্‌ ইউসিয়ার সময়ে, তাঁর রাজত্বের
ত্রয়োদশ বছরে, মাবুদের কালাম ইয়ারমিয়ার
কাছে নাজেল হল। ৩ আর ইউসিয়ার পুত্র এহুদার
বাদশাহ্‌ যিহোয়াকীমের সময়ে, ইউসিয়ার
পুত্র এহুদার বাদশাহ্‌ সিদিকিয়ের একাদশ
বছরের শেষ পর্যন্ত, পঞ্চম মাসে জেরুশালেম-
নিবাসীদেরকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত
কালাম নাজেল হল।
৪ মাবুদের এই কালাম আমার কাছে নাজেল হল,
৫ উদরের মধ্যে তোমাকে গঠন করার আগে
আমি তোমাকে জানতাম, তুমি গর্ভ থেকে বের
হয়ে আসার আগে তোমাকে পবিত্র করেছিলাম;
আমি তোমাকে জাতিদের কাছে নবী হিসেবে
নিযুক্ত করেছি। ৬ তখন আমি বললাম, হায় হায়,
হে সার্বভৌম মাবুদ, দেখ, আমি কথা বলতে
জানি না, কেননা আমি বালক। ৭ কিন্তু মাবুদ

[১:১] ইউসা ২১:১৮। [১:২] ইহি ১:৩; হোশেয় ১:১; যেয়েল ১:১। [১:৩] উজা ৫:১২; ইয়ার ৫২:১৫। [১:৫] জবুর ১৩৯:১৩। [১:৬] হিজ ৩:১১; ৬:১২।

১:১-৩ নবী ইয়ারমিয়ার নবী হিসেবে আহ্বান লাভের প্রেক্ষাপট ও পটভূমি সংক্ষিপ্ত কিন্তু বোধগম্য ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

১:১ ইয়ারমিয়ার কালাম। ৩৬:১০ আয়াত দেখুন; এর সাথে নহিমিয়া ১:১; হেদায়েত ১:১; আমোস ১:১ আয়াত দেখুন; তুলনা করুন দ্বি.বি. ১:১ আয়াত। *ইয়ারমিয়া।* এই নামের অর্থ জানার জন্য ভূমিকা: রচয়িতা ও সময়কাল দেখুন। পুরাতন নিয়মে আরও আট জন ব্যক্তির এই একই নাম ছিল (১ খান্দান ৫:২৪; ১২:৪, ১০, ১৩; নহিমিয়া ১০:২; ১২:১, ১২, ৩৪ আয়াত দেখুন)। *হিল্কিয়।* এই নামের অর্থ "মাবুদ আমার অংশ"। খুব সম্ভবত হিল্কিয়ের সাথে বাদশাহ্‌ সোলায়মানের সময়কার একটি ইমাম বংশের সম্পৃক্ততা রয়েছে। এ সম্পর্কে আরও জানার জন্য দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা ও সময়কাল। হিল্কিয় নামের আরও দুজন ব্যক্তি (নামটি পুরাতন নিয়মে বেশ প্রচলিত ছিল) নবী ইয়ারমিয়ার সমসাময়িক ছিলেন (২৯:৩; উযা ৭:১ আয়াত ও নোট দেখুন)। *ইমামদের এক জন।* ইহিস্কেল (ইহ ১:৩) ও জাকারিয়ার মত (জাকারিয়া কিতাবের ভূমিকা: রচয়িতা ও সামঞ্জস্যতা দেখুন) নবী ইয়ারমিয়াও একাধারে একজন ইমাম এবং সেই সাথে একটি ইমাম পরিবারের সন্তান ছিলেন। *অনাথোৎ।* ১১:২১-২৩; ৩২:৬-৯ আয়াত দেখুন।

১:২ মাবুদের কালাম ... নাজেল হল। নবীয়তী কিতাবের শুরুতে বেহেশতী প্রত্যাদেশ ও ভবিষ্যদ্বাণীর পরিচিতি গড়ে তোলার একটি প্রচলিত বাচন ভঙ্গি (ইহি ১:৩; ইউনুস ১:১ আয়াত ও নোট দেখুন; হগয় ১:১; জাকা ১:১ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন হোসিয়া ১:১; যোয়েল ১:১ আয়াত ও নোট; মিকাহ্‌ ১:১; সফনিয় ১:১)। *ইয়ারমিয়ার কাছে।* ৪ আয়াতের শুরুতে ইয়ারমিয়া নিজেই কথা বলতে শুরু করেছেন (আয়াত ১১, ১৩; ২:১ দেখুন)। *ত্রয়োদশ বছরে।* ৬২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (২৫:৩ আয়াত দেখুন)। *ইউসিয়া।* ৩:৬; ৩৬:২ আয়াত দেখুন। তিনি ছিলেন এহুদার সর্বশেষ ভাল ও আল্লাহ্‌ভক্ত বাদশাহ্‌। ইসরাইলের লোকদের মধ্যে রূহানিক পুনরুজ্জীবন সাধনে তাঁর উদ্যোগকে নবী ইয়ারমিয়া অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে দেখেছেন এবং সহযোগিতা করেছেন (দেখুন ২২:১৫-১৬ আয়াত), যা শুরু হয়েছিল ৬২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (২ বাদশাহ্‌ ২২:৩–২৩:২৫; ২ খান্দান ৩৪:৮–৩৫:১৯; এর সাথে তুলনা করুন ২ খান্দান ৩৪:৩-৭ আয়াত)।

১:৩ যিহোয়াকীম। তাঁর পূর্বসুরী বাদশাহ্‌ (যিহোয়াহস) এবং উত্তরসুরী বাদশাহ্‌র (যিহোয়াখীন) কথা বলা হয় নি, যেহেতু তারা দুজনেই মাত্র তিন মাস রাজত্ব করেছিলেন। পিতা ইউসিয়ার তুলনায় যিহোয়াকীম ছিলেন অত্যন্ত দুষ্ট শাসক (দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ২৩:৩৬-৩৭; ২ খান্দান ৩৬:৫) – যা নবী ইয়ারমিয়া তাঁর পরিচর্যা কাজের শুরুতেই বুঝতে পেরেছিলেন (দেখুন ভূমিকা: পটভূমি; এর সাথে দেখুন ২২:১৩-১৫, ১৭-১৯; ২৬:২০-২৩ আয়াত)। *একাদশ বছরের ... পঞ্চম মাসে।* আভ মাস (জুলাই-আগষ্ট), ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (৫২:১২ আয়াত দেখুন)। *সিদিকিয়।* এহুদার সর্বশেষ বাদশাহ্‌ (দেখুন ভূমিকা: পটভূমি), যিনি যিহোয়াকীমের মতই সব দিক থেকে মন্দ ছিলেন এবং নিজের মত চলতেন (৫২:১-২; ২ খান্দান ৩৬:১১-১৪; এর সাথে দেখুন ইয়ার ২৪:৮; ৩৭:১-২ আয়াত)। *বন্দী।* এহুদার লোকদের বন্দীত্বের ঘটনার পাশাপাশি বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার দ্বারা জেরুশালেম নগরী ও সোলায়মানের এবাদতখানা ধ্বংসের ঘটনা ঘটেছিল ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (২ বাদশাহ্‌ ২৫:৮-১১ আয়াত দেখুন)।

১:৪-১৯ নবী ইয়ারমিয়ার আহ্বান সম্পর্কিত বর্ণনায় দুটি দর্শনের ঘটনা রয়েছে (আয়াত ১০-১৬) এবং কিছু উৎসাহব্যঞ্জক কথার মধ্য দিয়ে এই অংশটি শেষ করা হয়েছে (আয়াত ১৭-১৯)।

১:৪ ২ আয়াতের নোট দেখুন।

১:৫ তোমাকে গঠন করার আগে। ইশা ৪৯:৫ আয়াত দেখুন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিশীল কাজ (পয়দা ২:৭; জবুর ১১৯:৭৩ আয়াত দেখুন) তাঁর সার্বভৌম অধিকারের ভিত্তি (১৮:৪-৬; ইশা ৪৩:২১ আয়াত দেখুন), যার মধ্য দিয়ে তিনি ইয়ারমিয়াকে তাঁর পরিচর্যা কাজে আহ্বান করেছেন। *আমি তোমাকে জানতাম।* ইয়ারমিয়াকে তাঁর মনোনীত হিসেবে পছন্দ করার ব্যাপারে বলা হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটিকে পয়দা ১৮:১৯; আমোস ৩:২ আয়াতে "মনোনীত" হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। *তোমাকে পবিত্র করেছিলাম।* অন্য অর্থে, তোমাকে পরিপূর্ণতা দান করেছিলাম (এর সাথে তুলনা করুন কাজী ১৩:৫; ইশা ৪৯:১; রোমীয় ১:১; গালা ১:১৫ আয়াত ও নোট)। *আমি তোমাকে ... নিযুক্ত করেছি।* এই আয়াতের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু ক্রিয়াপদটি এবং ১০ আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ এক নয়, কিন্তু দুটো দিয়েই ইয়ারমিয়াকে নবী হিসেবে নিযুক্ত করা বোঝায়। *নবী।* আক্ষরিক অর্থে "যাকে আল্লাহ্‌র পক্ষে বক্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য আহ্বান করা হয়েছে" (হিজ ৭:১-২; ১ শামু ৯:৯; জাকা ১:১ আয়াত ও নোট দেখুন)। *জাতিদের কাছে।* যদিও এহুদার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো ছিল সম্ভবত প্রাথমিক লক্ষ্য (২৫:৮-৩৮ আয়াত দেখুন; এর সাথে দেখুন অধ্যায় ৪৬-৫১), তথাপি এহুদাও এই পরিচর্যা কাজের আওতার মধ্যে ছিল।

১:৬ আমি কথা বলতে জানি না। হযরত মূসার মত (হিজ ৪:১০ আয়াত ও নোট দেখুন), হযরত ইয়ারমিয়াও নবী হিসেবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁর অযোগ্যতার কথা উল্লেখ করলেন; কিন্তু তারপরও আল্লাহ্‌ তাঁকেই তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে

আমাকে বললেন, ‘আমি বালক,’ এমন কথা
বলো না; কিন্তু আমি তোমাকে যার কাছে পাঠাব,
তারই কাছে তুমি যাবে এবং তোমাকে যা হুকুম
করবো, তা-ই বলবে। ৮ ওদের সম্মুখে ভয়
পেয়ো না, কেননা তোমাকে রক্ষা করবার জন্য
আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, মাবুদ এই কথা
বলেন। ৯ পরে মাবুদ তাঁর হাত বাড়িয়ে আমার
মুখ স্পর্শ করলেন এবং মাবুদ আমাকে বললেন,
দেখ, আমি আমার কালাম তোমার মুখে দিলাম;
১০ দেখ, উৎপাটন করবার, ভেঙ্গে ফেলবার,
বিনাশ ও নিপাত করার জন্য, পত্তন ও রোপণ
করার জন্য, আমি জাতিদের উপরে ও
রাজ্যগুলোর উপরে আজ তোমাকে নিযুক্ত
করলাম।

১১ আর মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, ইয়ারমিয়া, তুমি কি দেখছ? আমি
বললাম, আমি বাদাম গাছের একটি ডাল
দেখছি। ১২ তখন মাবুদ আমাকে বললেন, ভাল
দেখেছ, কেননা আমি আমার কালাম সফল
করতে জাগ্রত আছি। ১৩ পরে দ্বিতীয়বার
মাবুদের কালাম আমার কাছে নাজেল হল, তিনি
বললেন, তুমি কি দেখছ? আমি বললাম,
ধোঁয়াযুক্ত একটি হাঁড়ি দেখছি; তার মুখ উত্তর
দিক থেকে হেলে আছে।
১৪ তখন মাবুদ আমাকে বললেন, উত্তর দিক
থেকে এই দেশ-নিবাসী সকলের উপরে
অমঙ্গলরূপ বন্যা প্রবাহিত হবে। ১৫ কারণ, দেখ,
আমি উত্তর দিকস্থ নানা রাজ্যের সমস্ত গোষ্ঠীকে
ডাকব, মাবুদ এই কথা বলেন; তারা এসে
জেরুশালেমের পুরদ্বারের প্রবেশ-স্থানে, তার
চারদিকের সমস্ত প্রাচীরের সম্মুখে এবং এহুদার
সমস্ত নগরের সম্মুখে, নিজ নিজ সিংহাসন স্থাপন
করবে। ১৬ আর আমি এদের সমস্ত দুষ্কর্মের জন্য
এদের বিরুদ্ধে আমার বিচারের রায় ঘোষণা
করবো; কেননা এরা আমাকে পরিত্যাগ করে
অন্য দেবতাদের কাছে ধূপ জ্বালিয়েছে ও নিজ

[১:৮] পয়দা ১৫:১; ইউসা ৮:১।
[১:৯] হিজ ৪:১২।
[১:১১] ইয়ার ২৪:৩; আমোষ ৭:৮।
[১:১২] আইউ ২৯:২; ইয়ার ৪৪:২৭।
[১:১৩] ইয়ার ২৪:৩; জাকা ৪:২; ৫:২।
[১:১৪] ইশা ১৪:৩১।
[১:১৫] ইয়ার ৪:১৬; ৯:১১; ১০:২২।
[১:১৬] পয়দা ৬:৫; ইয়ার ৪৪:৫।

নিযুক্ত করলেন (১৫:১৯)। *আমি বালক।* ১ বাদশাহ্ ৩:৭ আয়াত দেখুন। ইয়ারমিয়ার আপত্তি মাবুদ আল্লাহ্ সঙ্গে সঙ্গেই নাকচ করে দিলেন (আয়াত ৭)।

১:৭ আল্লাহ্ যখন আহ্বান করেন তখন একজন ব্যক্তি যুবক বয়স এবং অনভিজ্ঞতা কোন বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না (১ তীমথি ৪:১২ আয়াত দেখুন); আল্লাহ্ তাঁকে এই কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সক্ষমতা, যোগ্যতা ও উপকরণ যুগিয়ে দেন।

১:৮ ভয় পেয়ো না। ১০:৫; ৩০:১০; ৪০:৯; ৪২:১১; ৪৬:২৭-২৮; ৫১:৪৬ আয়াত দেখুন; এর সাথে ইশা ৩৫:৪; ৪১:১০, ১৩-১৪; ৪৩:১; সফ ৩:১১; হগয় ২:৫ আয়াতও দেখুন। *আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি।* আয়াত ১৯; ১৫:২০ দেখুন। আল্লাহ্‌র সার্বক্ষণিক উপস্থিতির ওয়াদাই সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে যাওয়া নবীদেরকে সবচেয়ে বেশি সাহসী করে তুলেছিল (পয়দা ২৬:৩; হিজ ৩:১২-১৫; ইউসা ১:৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। *রক্ষা করবার জন্য।* আয়াত ১৯; ১৫:২০; ৩৯:১৭ আয়াত দেখুন। মাবুদ আল্লাহ্ এই ওয়াদা করছেন না যে, ইয়ারমিয়া কোন নির্যাতনের শিকার হবেন না বা কারাগারে বন্দীত্ব বরণ করবেন না, কিন্তু তিনি এই ওয়াদা করছেন যে, কোন ধরনের মারাত্মক শারীরিক আঘাত তাঁকে সহ্য করতে হবে না।

১:৯ আমার মুখ স্পর্শ করলেন। হতে পারে নবীয়তী দর্শনের মধ্য দিয়ে (আয়াত ১১ ও নোট দেখুন) কিংবা প্রতীকী অর্থে – কিংবা দুটোই (এর সাথে তুলনা করুন ইশা ৬:৭ আয়াত)।
আমি আমার কালাম তোমার মুখে দিলাম। এখানে আয়াতের শুরুতে যে প্রতীকী বক্তব্য রাখা হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতা চলছে এবং মাবুদ আল্লাহ্ ও তাঁর নবীদের মধ্যকার সম্পর্কের এক চমৎকার পরিচয় এখানে তুলে ধরা হয়েছে (৫:১৪; হিজ ৪:১৫; শুমারী ২২:৩৮; ২৩:৫, ১২, ১৬; দ্বি.বি. ১৮:১৮; ইশা ৫১:১৬ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ২ পিতর ১:২১)।

১:১০ তোমাকে নিযুক্ত করলাম। ৫ আয়াতের নোট দেখুন। *উৎপাটন করবার ... নিপাত করার ... রোপণ করার জন্য।* ১২:১৪-১৫, ১৭; ১৮:৭-১০; ২৪:৬; ৩১:২৮; ৪২:১০; ৪৫:৪ আয়াত দেখুন। প্রথম দুটি ক্রিয়াপদ নেতিবাচক, যেখানে বলা হয়েছে ইয়ারমিয়া প্রধানত ধ্বংসের ভাববাণী বলা নবী হবেন, কিন্তু শেষে দুটি ইতিবাচক, যা বোঝায় ইয়ারমিয়া একই সাথে হবেন পুনরুদ্ধারের ভাববাণীর নবী। প্রথম ক্রিয়াটি (উৎপাটন) হচ্ছে শেষেরটির (রোপণ) বিপরীত, এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ক্রিয়ার (ভাঙ্গা, বিনাশ, নিপাত) বিপরীত হচ্ছে পত্তন।

১:১১ তুমি কি দেখছ। কোন একটি নবীয়তী দর্শনের শুরুতে মাবুদ (বা তাঁর প্রতিনিধি) প্রায়শই এ ধরনের প্রশ্ন করে থাকেন (আয়াত ১৩; আমোস ৭:৮; ৮:২; জাকা ৪:২; ৫:২ দেখুন)।

১:১২ জাগ্রৎ আছি। বছরের শুরুতেই যেমন বাদাম গাছের ডাল অঙ্কুরিত হয় (আয়াত ১১; এখানে জাগ্রত থাকার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে সবার আগে সজাগ হয়ে ওঠা অর্থে) সেভাবেই মাবুদ আল্লাহ্ সব সময় তাঁর কালাম কাজে পরিণত করার জন্য জাগ্রত রয়েছেন (ইশা ৫৫:১০-১১ আয়াত দেখুন)।

১:১৩ হাঁড়ি। এই হিব্রু শব্দটিকে আইউব ৪১:৩১ আয়াতে অনুবাদ করা হয়েছে “পাত্র” এবং তা বৃহদাকৃতির বলে দেখানো হয়েছে (ইহি ২৪:৩-৫ আয়াত দেখুন)।

১:১৪ উত্তর দিক ... অমঙ্গলরূপ বন্যা। ইশা ৪১:২৫ আয়াতের নোট দেখুন। *প্রবাহিত হবে।* এই শব্দের সমার্থক হিব্রু শব্দ হচ্ছে ১৩ আয়াতের “ধোঁয়াযুক্ত একটি হাঁড়ি”। *দেশ।* এহুদা (আয়াত ১৫ দেখুন)।

১:১৫ উত্তর দিকস্থ নানা রাজ্যের। যেহেতু ৬২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাদশাহ্ আশূরবানিপালের মৃত্যুর পর এহুদার প্রতি আশেরিয়া আর তেমন কোন হুমকিস্বরূপ ছিল না, সে কারণে এখানে সম্ভবত ব্যাবিলন ও তার সমস্ত মিত্রের কথা বোঝানো হয়েছে।
প্রবেশ-স্থানে ... সিংহাসন স্থাপন করবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতার জন্য দেখুন আয়াত ৩৯:৩। যেহেতু কোন নগরীর প্রবেশ স্থানেই বিচার সভা বসতো (পয়দা ১৯:১; রূত ৪:১ দেখুন), সে কারণে ব্যাবিলনীয়রা এহুদার রাজকীয় কর্তৃত্বকে প্রতিস্থাপন করে নিজেদের শাসন কায়েম করেছিল (তুলনা করুন ৪৩:১০; ৪৯:৩৮)।

১:১৬ এদের বিরুদ্ধে আমার বিচারের রায়। সার্বভৌম আল্লাহ্ তাঁর নিজ লোকদের গুনাহ্‌র কারণে তাদের বিচার করেছেন এবং শাস্তি দেওয়ার জন্য ব্যাবিলনীয়দেরকে ব্যবহার করছেন।

নিজ হস্তকৃত বস্তুর কাছে ভূমিতে সেজদা
করেছে। [17] অতএব তুমি কোমরবন্ধনী পর, উঠ;
আমি তোমাকে যা যা হুকুম করি, সেসব
তাদেরকে বল; তাদের সম্মুখে তুমি ভেঙ্গে পড়ো
না, পাছে আমি তাদের সাক্ষাতে তোমাকে ভেঙ্গে
ফেলি। [18] আর দেখ, আমি আজ সারা দেশের
বিরুদ্ধে, এহুদার বাদশাহ্‌দের, তার নেতৃবর্গের,
তার ইমামদের ও দেশের লোক-সাধারণের
বিরুদ্ধে তোমাকে দৃঢ় নগর, লোহার স্তম্ভ ও
ব্রোঞ্জের প্রাচীরস্বরূপ করলাম। [19] তারা তোমার
সঙ্গে যুদ্ধ করবে, কিন্তু তোমাকে পরাজিত করতে
পারবে না, কারণ তোমাকে রক্ষা করবার জন্য
আমি তোমার সঙ্গে আছি, মাবুদ এই কথা
বলেন।

[১:১৭] দ্বি:বি ৩১:৬; ২বাদশা ১:১৫।
[১:১৮] ইশা ৫০:৭।
[১:১৯] জবুর ১২৯:২।
[১:১৯] মেসাল ২০:২২; প্রেরিত ২৬:১৭।
[২:১] ইশা ৩৮:৪; ইহি ১:৩; মীখা ১:১।
[২:৩] দ্বি:বি ৭:৬।
[২:৫] দ্বি:বি ৩২:২১; ১শামু ১২:২১; জবুর ৩১:৬।

গুনাহের জন্য ইহুদীদের প্রতি অনুযোগ

২ [1] আর মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, [2] তুমি যাও, জেরুশালেমের
কর্ণগোচরে এই কথা তবলিগ কর, মাবুদ এই
কথা বলেন, তোমার পক্ষে তোমার যৌবনের
ভক্তি, তোমার বিয়ের সময়কার মহব্বত আমার
স্মরণ হয়; তুমি আমার পিছনে মরুভূমিতে,
যেখানে বপন করা যায় নি, এমন দেশে গমন
করেছিলে। [3] ইসরাইল মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র,
তাঁর আয়ের অগ্রিমাংশ ছিল; যেসব লোক তাকে
গ্রাস করবে, তারা দোষী হবে; তাদের প্রতি
অমঙ্গল ঘটবে, মাবুদ এই কথা বলেন।
[4] হে ইয়াকুবের কুল, হে ইসরাইল-কুলের সমস্ত
গোষ্ঠী, মাবুদের কালাম শোন। [5] মাবুদ এই কথা
বলেন, তোমাদের পূর্বপুরুষেরা আমার কি

অন্য দেবতাদের কাছে ধূপ জ্বালিয়েছে। পৌত্তলিক পূজা অর্চণার একটি সাধারণ বিষয় (উদাহরণ হিসেবে দেখুন ৭:৯; ১১:১২-১৩, ১৭; ১৮:১৫; ১৯:১৩; ৩২:২৯; ৪৪:১৭ আয়াত)। *নিজ নিজ হস্তকৃত বস্তু।* তারা নিজেদের হাতে যা তৈরি করেছে, অর্থাৎ দেবতাদের মূর্তিগুলো (১৬:১৯-২০; ২৫:৬; ২ বাদশাহ্‌ ২২:১৭; ২ খান্দান ৩৩:২২ আয়াত দেখুন; এর সাথে দেখুন ইশা ৪৬:৬ আয়াত)।

১:১৭ তুমি কোমরবন্ধনী পর। অর্থাৎ "নিজেকে প্রস্তুত কর"। এ ধরনের আরও বক্তব্য দেখুন হিজ ১২:১১; ১ বাদশাহ্‌ ১৮:৪৬; ২ বাদশাহ্‌ ৪:২৯; ৯:১; আইউব ৩৮:৩; ৪০:৭ আয়াতে।

১:১৮ দৃঢ় নগর। সুরক্ষা ও দুর্ভেদ্যতার প্রতীক (৫:১৭; মেসাল ১৮:১১, ১৯ আয়াত দেখুন)। *লোহার স্তম্ভ।* এই কথাটি পুরাতন নিয়মে আর কোথাও দেখা যায় না, যা নির্দেশ করে মর্যাদা ও শক্তিমত্তা। *ব্রোঞ্জের প্রাচীর।* ১৫:২০ আয়াত দেখুন। নবী ইয়ারমিয়া তাঁর বেহেশতী প্রত্যাদেশ অনুসারে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সমস্ত বাধা বিপত্তি ও অত্যাচার নির্যাতন প্রতিহত করতে সক্ষম হবেন, যদিও তাঁর দুশমনেরা নিজেদেরকে "ব্রোঞ্জ ও লোহা" হিসেবে প্রকাশ করবে (৬:২৮)। *বাদশাহ্‌ ... নেতাবর্গ ... ইমাম ... লোকসাধারণ।* সমগ্র জাতি নবীকে ও তাঁর আল্লাহ্‌কে অসম্মান করবে (উদাহরণ হিসেবে দেখুন আয়াত ২:২৬; ২৩:৮; ৩২:৩২)।

১:১৯ আয়াত ৮ এর নোট দেখুন; এর সাথে ১৫:২০ আয়াতও দেখুন।

২:১–৬:৩০ সাধারণত এটি ধরে নেওয়া হয় যে, এই অধ্যায়গুলো নবী ইয়ারমিয়ার পরিচর্যা কাজের একেবারে শুরুর দিকের বক্তব্য, যা তিনি বাদশাহ্‌ ইউসিয়ার রাজত্বের সময়ে বলেছিলেন (৩:৬)। এই অংশের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে সমগ্র এহুদা রাজ্যের ধর্মচ্যুতি (অধ্যায় ২-৫), যেখানে থেকে পরজাতীয়দের আক্রমণের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র বিচারে প্রদত্ত শাস্তিতে রূপ নিয়েছে (অধ্যায় ৬)।

২:১–৩:৫ আল্লাহ্‌র লোকদের দুষ্টতা এবং পশ্চাৎপদতা নবী ইয়ারমিয়ার সুস্পষ্ট বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ছবির মত করে প্রকাশ পেয়েছে।

২:১ ১:২ আয়াতের নোট দেখুন।

২:২ ভক্তি। এই শব্দটির মূল হিব্রু প্রতিশব্দ দিয়ে বোঝানো হয়ে থাকে দুজনের মানুষের মধ্যকার বা মানুষ ও মাবুদ আল্লাহ্‌র মধ্যকার পূর্ণ বাধ্যতা, ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা। *তোমার যৌবনের ... তোমার বিয়ের সময়কার।* ইসরাইল জাতি তার জীবনের শুরুতে মাবুদের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিল। এ কারণে মাবুদকে অনেক সময় রূপকার্থে ইসরাইলের স্বামী বলা হয়েছে (৩:১৪; ৩১:৩২; ইশা ৫৪:৫; হোসিয়া ২:১৬)। *তোমার ... মহব্বত।* কিন্তু পরবর্তী সময়ে মাবুদের লোকেরা তাঁকে ভুলে গিয়ে বিদেশী দেবতাদের ভালবাসতে শুরু করে (আয়াত ২৫) এবং তাদের প্রথম ভালবাসাকে ত্যাগ করে (তুলনা করুন প্রকাশিত ২:৪ আয়াত)। *তুমি আমার পিছনে ... গমন করেছিলে।* কিন্তু পরবর্তীতে তারা অসার মূর্তিকে (আয়াত ৫, ৮) তথা বাল দেবতাকে অনুসরণ করতে শুরু করে (আয়াত ২৩)। *মরুভূমি।* সিনাই (আয়াত ৬ দেখুন)।

২:৩ ইসরাইল মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র। মাবুদের উদ্দেশে ও তাঁর পরিচর্যা কাজের জন্য পৃথক করে রাখা (হিজ ৩:৫; লেবীয় ১১:৪৪; দ্বি.বি. ৭:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। *অগ্রিমাংশ।* ঠিক যেভাবে ইসরাইলের প্রথম ফসলের সবচেয়ে ভাল অংশ মাবুদের কাছে আনা হত (হিজ ২৩:১৯; আরও দেখুন শুমারী ১৮:১২; ২ খান্দান ৩১:৫; ইহি ৪৪:৩০), ঠিক সেভাবে ইসরাইল জাতির লোকেরা ছিল তাঁর কাছে সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে পছন্দের উপহার (তুলনা করুন ইয়াকুব ১:১৮; প্রকাশিত ১৪:৪ আয়াত ও নোট)। *তাদের প্রতি অমঙ্গল ঘটবে।* তুলনা করুন হিজ ১৭:৮-১৬ আয়াত।

২:৪ শোন। বেহেশতী প্রত্যাদেশ ভিত্তিক নবীয়তী বক্তব্যের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র লোকদেরকে, সেই সাথে অন্যান্য জাতিদেরকে তাঁর কালাম শোনার জন্য আহ্বান করা এবং তাদের যে সকল বিধি নিষেধ ও পালনীয় বিষয়াদি রয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌ যে বিচার নিয়ে আসছেন বা যে শাস্তি দেবেন তার কথা ঘোষণা করা (উদাহরণ স্বরূপ দেখুন ৭:২; ১৭:২০; ১৯:৩; ২১:১১; ২২:২, ২৯; ৩১:১০; ৪২:১৫; ৪৪:২৪, ২৬; ইশা ১:১০; ইহি ১৩:২; হোসিয়া ৪:১; আমোস ৭:১৬)।

২:৫ মাবুদ এই কথা বলেন। বার্তাবাহকের ভঙ্গিতে নবী ইয়ারমিয়া এই কথাগুলো বলেছেন। যদিও সমস্ত নবীদেরই এ ধরনের কথা বলার এখতিয়ার ছিল, তথাপি আমরা এই

অন্যায় দেখেছে যে, তারা আমার কাছ থেকে
দূরে চলে গেছে, অসারতার অনুগামী হয়ে অসার
হয়েছে? ৬ তারা বলে নি যে, সেই মাবুদ কোথায়,
যিনি মিসর দেশ থেকে আমাদের বের করে
এনেছিলেন, যিনি মরুভূমির মধ্য দিয়ে, মরুভূমি
ও গর্তময় ভূমি দিয়ে, পানিশূন্যতার ও
মৃত্যুচ্ছায়ার ভূমি দিয়ে পথিকবিহীন ও নিবাসী-
বর্জিত ভূমি দিয়ে, আমাদেরকে নিয়ে
এসেছিলেন? ৭ আমি তোমাদের এই ফলবান
দেশে এনেছিলাম, যেন তোমরা এখানকার ফল
ও উত্তম উত্তম সামগ্রী ভোজন কর; কিন্তু তোমরা
প্রবেশ করে আমার দেশ নাপাক করলে, আমার
অধিকার ঘৃণাস্পদ করলে। ৮ ইমামেরা বলে নি,
‘মাবুদ কোথায়?’ এবং যারা শরীয়ত পরিচালনা
করে, তারা আমাকে জানে নি, পালকেরা আমার
বিরুদ্ধে গুনাহের কাজ করেছে, নবীরা বাল
দেবতার নাম নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী বলেছে এবং
এমন পদার্থের পিছনে চলেছে, যাতে উপকার
নেই। ৯ অতএব আমি তোমাদের সঙ্গে আরও
ঝগড়া করবো, মাবুদ এই কথা বলেন এবং
তোমাদের পুত্রপৌত্রদের সঙ্গেও ঝগড়া করবো।
১০ বস্তুত তোমরা পার হয়ে সাইপ্রাস দ্বীপের
উপকূলগুলোতে যাও, দেখ; আর কায়দারে
লোক পাঠাও, সূক্ষ্ম বিবেচনা কর, দেখ, কখনও
এমন হয়েছে কি না? ১১ কোন জাতি কি
নিজেদের দেবতাদের পরিবর্তন করেছে? সেই
দেবতারা তো আল্লাহ্‌ নয়। কিন্তু আমার
লোকেরা এমন বস্তুর সঙ্গে নিজেদের গৌরবের
পরিবর্তন করেছে, যাতে উপকার নেই। ১২ হে
আসমান, এতে স্তম্ভিত হও, রোমাঞ্চিত হও,
নিতান্ত অসার হয়ে পড়, মাবুদ এই কথা বলেন।
১৩ কেননা আমার লোকবৃন্দ দু’টি দোষ করেছে;

[২:৬] হিজ ৬:৬; হোশেয় ১৩:৪।
[২:৭] শুমারী ১৩:২৭; দ্বি:বি ৮:৭-৯; ১১:১০-১২।
[২:৮] ১শামু ২:১২; ইয়ার ৪:২২।
[২:৯] ইয়ার ২৫:৩১; হোশেয় ৪:১; মীখা ৬:২।
[২:১০] পয়দা ১০:৪।
[২:১১] ইশা ৩৭:১৯; ইয়ার ১৬:২০; গালা ৪:৮।
[২:১৩] দ্বি:বি ৩১:১৬; ইশা ৬৫:১১।

কথাগুলোকে নির্দিষ্ট কয়েকজন নবীকে বলতে শুনি; যেমন ইয়ারমিয়া, ইশাইয়া (৭:৭), ইহিস্কেল (২:৪), আমোস (১:৩), ওবদিয়া (১), মিকাহ্‌ (৩:৫), নাহূম (১:১২), হগয় (১:২), জাকারিয়া (১:৩) ও মালাখি (১:৪)। *দূরে চলে গেছে।* দেখুন ৪:১; ২৩:১৩, ৩২; ৩১:১৯; ৫০:৬; ইশা ৫৩:৬; ইহি ৩৪:৪-৬, ১৬; ১ পিতর ২:২৫ আয়াত। *অসারতার অনুগামী হয়ে অসার হয়েছে।* আয়াত ৮, ২৩ দেখুন; এর সাথে ২ আয়াতের নোট দেখুন। দেবতাদের মূর্তির কথা বলার ক্ষেত্রে “অসার” সম্বোধনটি ইয়ারমিয়া বেশ কয়েকবার ব্যবহার করেছেন (৮:১৯; ১০:৮, ১৫; ১৪:২২; ১৬:১৯; ৫১:১৮)। *অসার হয়েছে।* ২ বাদশাহ্‌ ১৭:১৫ আয়াত দেখুন। যারা প্রতিমার পূজা করে তারা সেই সমস্ত অসার মূর্তির চেয়ে কোন অংশে ভাল নয় (জবুর ১১৫:৮ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২:৬ মাবুদ ... মিসর দেশ থেকে আমাদের বের করে এনেছিলেন। ইসরাইলের উদ্ধারকর্তা মাবুদ আল্লাহ্‌ (পয়দা ২:৪; হিজ ৩:১৫ আয়াতের নোট দেখুন) তাঁর লোকদেরকে ব্যাবিলনের বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন যেন তারা শুধু তাঁরই সেবা করতে পারে (হিজ ২০:২-৬)। *যিনি ... আমাদেরকে নিয়ে এসেছিলেন।* যেভাবে একজন মেষপালক তার মেষদেরকে চরিয়ে নিয়ে যায় (আয়াত ১৭; দ্বি.বি. ৮:১৫; জবুর ২৩:২-৩ দেখুন)। *মরুভূমি ... মৃত্যুচ্ছায়ার ভূমি।* মরুভূমি বলতে অনেক সময় অন্ধকার ও তার আড়ালে লুকিয়ে থাকা বিপদ এবং মৃত্যুকেও বোঝানো হয় (আয়াত ৩১ ও নোট দেখুন; আরও দেখুন ৯:১০; ১২:১২; ১৭:৬; ২৩:১০; জবুর ৪৪:১৯)।

২:৭ ফলবান। এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ হচ্ছে কার্মেল, যা ৪৮:৩৩ আয়াতে অনুবাদ করা হয়েছে “ফলবান ক্ষেত” এবং এই নামে একটি স্থানও রয়েছে (ইশা ৩৩:৯ আয়াত ও নোট দেখুন)। ৪:২৬ আয়াতে বলা হয়েছে “বাগান”, যা মরুভূমির বিপরীত। *আমার দেশ নাপাক করলে।* অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে নাপাক হয়েছে (৩:১-২, ৯; ১৬:১৮ আয়াত দেখুন; এর সাথে লেবীয় ৪:১২ আয়াতের নোট দেখুন)। *আমার অধিকার।* প্রতিজ্ঞাত দেশ, যা মাবুদ আল্লাহ্‌ ইসরাইল জাতিকে তাঁর উত্তরাধিকার হিসেবে দান করেছিলেন এবং অনেক সময় এই কথার মধ্য দিয়ে তাঁর জাতিকেও বোঝানো হয়ে থাকে (বিশেষ করে ১২:৭-৯, ১৪-১৫ আয়াত দেখুন)। *ঘৃণাস্পদ।* লেবীয় ৭:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

২:৮ তারা আমাকে জানে নি (আয়াত ৬ দেখুন)। ইমাম ... যারা শরীয়ত পরিচালনা করে ... পালক। ১:১৮ আয়াতের নোট দেখুন। যারা মাবুদ আল্লাহ্‌র শরীয়ত নিয়ে পরিচর্যার কাজ করতেন। ইমামেরা (দ্বি.বি. ৩১:১১ আয়াত ও নোট দেখুন)। **পালকেরা।** আক্ষরিক অর্থে “মেষপালক,” যে শব্দটি দিয়ে সাধারণত শাসনকর্তাদের বোঝানো হয়ে থাকে (২৩:১-৪; ৪৯:১৯; ৫০:৪৪; বিশেষ করে ইহি ৩৪:১-১০, ২৩-২৪ আয়াত দেখুন)। *বাল দেবতার নাম নিয়ে।* অর্থাৎ বাল দেবতার শক্তিতে (তুলনা করুন ১১:২১; ১৪:১৫; ২৩:২৫; ২৬:৯; কাজী ২:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)। *এমন পদার্থের পিছনে ... উপকার নেই।* আয়াত ২৩ দেখুন। *যাতে উপকার নেই।* আক্ষরিক অর্থে “অসার” (আয়াত ১১ দেখুন)।

২:৯ আরও ঝগড়া করবো। অর্থাৎ আরও অভিযোগ আনবো। আয়াত ৪ ও নোট দেখুন; এর সাথে ২৫:৩১; হোসিয়া ৪:১; ১২:২; মিকাহ্‌ ৬:২ আয়াত দেখুন।

২:১০ সাইপ্রাস। শুমারী ২৪:২৪; ইহি ২৭:৬ আয়াত ও নোট দেখুন।

কায়দার। এই নামটির মধ্য দিয়ে পূর্ব দিকের জাতি ও রাজ্যগুলোর কথা বোঝানো হয়ে থাকে (এর সাথে ৪৯:২৮; ইশা ২১:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২:১১ কোন জাতি ... দেবতাদের পরিবর্তন করেছে? উত্তর দাবী করে না এমন একটি প্রশ্ন, যেখানে স্পষ্টভাবে নেতিবাচক উত্তর কাম্য এবং এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে মাবুদ আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে দেবতাদের এবাদত করাটা এহুদার জন্য কতটা নির্বুদ্ধিতার কাজ ছিল। *নিজেদের গৌরব।* জবুর ১০৬:২০; হোসিয়া ৪:৭ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন ১ শামু ১৫:২৯ আয়াত। *যাতে উপকার নেই।* ৮ আয়াতের নোট দেখুন।

২:১২ হে আসমান ... স্তম্ভিত হও। ইশা ১:২ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে দেখুন মিকাহ্‌ ৬:১-২ আয়াত ও নোট। এই শব্দগুলোর হিব্রু প্রতিশব্দ চমৎকার শব্দের খেলা তৈরি করে: শোম্মু শামায়াম।

২:১৩ দেখুন ১:১৬ আয়াত। আমাকে তারা ত্যাগ করেছে। আয়াত ১৯ দেখুন। *জীবন্ত পানির ফোয়ারা যে আমি।* ১৭:১৩

BACIB International Bible CHURCH

ইয়ারমিয়া

ইয়ারমিয়া নামের অর্থ, ইয়াহ্ওয়েহ্ কর্তৃক উন্নীত বা নিয়োগকৃত। পুরাতন নিয়মে উল্লিখিত "বড় নবীদের" একজন, হিল্কিয়ের পুত্র, অনাথোতের একজন ইমাম (ইয়ার ১:১; ৩২:৬)। বাদশাহ্ ইউসিয়ার রাজত্বের ১৩ বছরের সময়ে খুব অল্প বয়সেই তিনি নবী হিসেবে আল্লাহ্‌র আহ্বান পান। তিনি তাঁর নিজ বাসস্থান ত্যাগ করেন এবং বসবাসের জন্য জেরুশালেমে যান, সেখানে তিনি সংস্কার কাজে বাদশাহ্ ইউসাকে ব্যাপক সাহায্য করেন। সেই ধার্মিক বাদশাহ্‌র মৃত্যুতে এই নবী জাতীয়ভাবে শোক পালন করেন। যিহোয়াহসের ৩ বছরের রাজত্বকালে নবী ইয়ারমিয়া সম্পর্কে আমরা কোন সূত্র পাই নি, কিন্তু যিহোয়াকীমের রাজত্বের শুরুতে তাঁর বিরুদ্ধে জনগণের শত্রুতা তিক্ত যন্ত্রণাদায়ক রূপে প্রকাশ পায় এবং তাঁকে স্পষ্টত শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয় (ইয়ার ৩৬:৫)। যিহোয়াকীমের রাজত্বের চতুর্থ বছরে নবী ইয়ারমিয়াকে তাঁর কাছে পাঠানো ভবিষ্যদ্বাণী লেখার জন্য এবং রোজার দিনে তা জনগণের সামনে তেলাওয়াত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। ইয়ারমিয়ার পরিবর্তে তাঁর সহকারী বারূক এই কাজ করে এবং তা জনগণের মাঝে অনেক উত্তেজনার সৃষ্টি করে। সেই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো বাদশাহ্‌র সামনে তেলাওয়াত করা হয়। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বাদশাহ্ যিহোয়াকীম কিতাবটি কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে আগুনে ফেলে দেন এবং বারূক ও নবী ইয়ারমিয়াকে গ্রেফতার করার আদেশ দেন। পরে নবী ইয়ারমিয়া আরেকটি কিতাব লেখেন এবং বাদশাহ্ যে কিতাবটি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন তাতে যা লেখা ছিল তাই লেখেন এবং পাশাপাশি আরও অনেক কথা লেখেন (ইয়ার ৩৬:৩২)। তিনি জেরুশালেমেই থাকতেন এবং কিছুদিন পর পর সতর্কবাণী উচ্চারণ করতেন, কিন্তু তা কারো উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তিনি সেখানে থাকা অবস্থায় বাদশাহ্ বখ্তে-নাসার সেই শহর অবরোধ করেন। মিসরীয়রা ইহুদীদের সাহায্য করতে আসছে–এই গুজব কল্‌দীয়দেরকে অবরোধ তুলে নিজ দেশে ফিরে যেতে প্ররোচিত করে। যদিও এটি মাত্র একবারের জন্য ঘটে। নবী ইয়ারমিয়া তাঁর মুনাজাতের উত্তরে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যে বার্তা পান তাতে বলা হয়, কল্‌দীয়রা আবার ফিরে এসে সেই শহর দখল করবে এবং আগুনে পুড়িয়ে দেবে। রাজপুত্রেরা নবী ইয়ারমিয়ার এই বার্তায় রাগান্বিত হয়ে তাঁকে জেলখানায় বন্দী করেন। যখন সেই শহর দখল হয় তখনও তিনি বন্দী ছিলেন। কল্‌দীয়রা তাঁকে মুক্ত করে এবং তাঁর প্রতি অনেক দয়া দেখিয়ে তাঁকে তাঁর বসবাসের জায়গা নির্বাচনের সুযোগ দেয়। তখন তিনি এহুদিয়ার নব নির্বাচিত শাসনকর্তা গদলিয়ের সাথে মিস্পাতে চলে যান। যোহানন গদলিয়ের স্থলাভিষিক্ত হন এবং নবী ইয়ারমিয়া এবং বারূককে নিয়ে মিসর দেশে প্রবেশ করেন। সম্ভবত সেখানেই এই নবী তাঁর জীবনের বাকি দিনগুলো কাটান এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে ফেরাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে যান। তিনি বাদশাহ্ বখ্তে-নাসারের পুত্র ইবিল মারডকের শাসনকাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন এবং মৃত্যুর সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৯০। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের কাছে কোন তথ্য-প্রমাণ নেই। তিনি তফন্‌হেষেও মারা যেতে পারেন অথবা প্রথা অনুসারে বখ্তে-নাসারের সৈন্যদলের সাথে ব্যাবিলনেও চলে যেতে পারেন, কিন্তু এর কোনটিই সুস্পষ্ট নয়।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- পুরাতন নিয়মের দুটি কিতাবের লেখক– ইয়ারমিয়া ও মাতম।
- এহুদার শেষ পাঁচ বাদশাহ্‌র সময়ে তিনি নবী হিসাবে কাজ করেছেন।
- বাদশাহ্ যোশিয়ের সময়ে আত্মিক জাগরণের সময়ে তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন।
- তাঁর জীবনের নানা বিপর্যয়ের সময়েও তিনি আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক হিসাবে কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন।
- এহুদার পতনের অবস্থার দরুন তিনি আন্তরিকভাবেই দুঃখিত ছিলেন ও সেজন্য লোকেরা তাকে "কাঁদুনে নবী" বলতো।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- বেশিরভাগ লোকদের মতামত বা ইচ্ছাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা নয়।
- যদিও গুনাহের শাস্তি ভয়ানক তবুও সেখানে আল্লাহ্‌র করুণার আশা আছে।
- আল্লাহ্ কোন শূন্য বা নিবেদনহীন এবাদত গ্রহণ করেন না।
- আল্লাহর সেবা করলেই যে, পৃথিবীতে নিরাপদ থাকবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** অনাথোত
- **কাজ:** নবী
- **আত্মীয়-স্বজন:** বাবা: হিল্কিয়,
- **সমসাময়িক:** যোশিয়, যিহোয়াহস, যিহোয়াকীম, যিহোয়াখীন, সিদিকীয়, বারূক

মূল আয়াত: "তখন আমি বললাম, হায় হায়, হে সার্বভৌম মাবুদ, দেখ, আমি কথা বলতে জানি না, কেননা আমি বালক। কিন্তু মাবুদ আমাকে বললেন, 'আমি বালক,' এমন কথা বলো না; কিন্তু আমি তোমাকে যার কাছে পাঠাব, তারই কাছে তুমি যাবে এবং তোমাকে যা হুকুম করবো, তা-ই বলবে। ওদের সম্মুখে ভয় পেয়ো না, কেননা তোমাকে রক্ষা করবার জন্য আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, মাবুদ এই কথা বলেন" (ইয়ারমিয়া ১:৬-৮)।

ইয়ারমিয়ার কাহিনী ইয়ারমিয়ার কিতাবে লেখা আছে। এছাড়া, উজায়ের ১:১; দানিয়াল ৯:২; মথি ২:১৭; ১৬:১৪; ২৭:৯ আয়াতে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া দেখুন ২ খান্দান ৩৪, ৩৫ অধ্যায়।

জীবন্ত পানির ফোয়ারা যে আমি, আমাকে তারা
ত্যাগ করেছে; আর নিজেদের জন্য কুয়া খনন
করেছে, সেসব ভগ্ন কুয়া জলাধার হতে পারে না।
১৪ ইসরাইল কি গোলাম? সে কি বাড়িতে জন্ম
নেওয়া কেনা গোলাম? সে কেন লুটদ্রব্য হয়েছে?
১৫ যুবসিংহরা তার উপরে গর্জন ও হুঙ্কার করেছে;
তারা তার দেশ ধ্বংস করেছে; তার নগরগুলো
পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, নিবাসী কেউ নেই।
১৬ আবার নোফের ও তফনহেষের লোকেরা
তোমার মাথা মুড়িয়েছে। ১৭ তুমি কি নিজে
নিজের প্রতি এটা ঘটাও নি? বাস্তবিক তোমার
আল্লাহ্‌ মাবুদ যখন তোমাকে পথ দিয়ে নিয়ে
যাচ্ছিলেন, তখন তুমি তাঁকে পরিত্যাগ করেছ।
১৮ এখন শীহোর নদীর পানি পান করতে মিসরের
পথে কেন যাচ্ছ? অথবা ফোরাত নদীর পানি পান
করতে আশেরিয়া দেশের পথে কেন যাচ্ছ?
১৯ তোমারই নাফরমানী তোমাকে শাস্তি দেবে
এবং তোমার বিপথে যাওয়াই তোমাকে অনুযোগ
করবে; অতএব জেনো আর দেখো, এটা মন্দ ও
তিক্ত বিষয় যে, তুমি তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদকে
পরিত্যাগ করেছ ও মনের মধ্যে আমার ভয়কে
স্থান দাও নি, এই কথা প্রভু, বাহিনীগণের মাবুদ
বলেন। ২০ বস্তুত অনেক দিন হল, আমি তোমার
জোয়াল ভেঙ্গে ফেলেছিলাম, তোমার বন্ধনগুলো
কেটে ফেলেছিলাম; আর তুমি বলেছিলে, আমি
গোলামী করবো না; বাস্তবিক সমস্ত উঁচু পর্বতের
উপরে ও সমস্ত সবুজ গাছের তলে তুমি নত হয়ে
জেনা করে আসছ। ২১ আমি তো একেবারে
উৎকৃষ্ট জাতের উত্তম আঙ্গুরলতা করে তোমাকে
রোপণ করেছিলাম, তুমি কেমন করে বিকৃত হয়ে
আমার কাছে বিজাতীয় আঙ্গুরলতার ডাল হলে?
২২ যদিও ক্ষার দিয়ে তুমি নিজেকে ধোও ও
অনেক সাবান লাগাও, তবুও তোমার অপরাধের
দাগ আমার সম্মুখে রয়েছে, এই কথা সার্বভৌম
মাবুদ বলেন। ২৩ তুমি কেমন করে বলতে পার,
আমি নাপাক নই, বাল দেবতাদের পিছনে যাই
নি? উপত্যকাতে তোমার পথ দেখ; যা করেছ,
তা চিন্তা করে দেখ; তুমি তোমার পথে

[২:১৪] হিজ ৪:২২; ইয়ার ৩১:৯।
[২:১৫] ২বাদশা :৯।
[২:১৬] ইশা ১৯:১৩।
[২:১৭] ইশা ১:২৮; ইয়ার ১৭:১৩; ১৯:৪।
[২:১৮] ইশা ৩০:২।
[২:১৯] ইশা ৩:৯; ৫৭:১২; হোশেয় ৫:৫।
[২:২০] লেবীয় ২৬:১৩।
[২:২১] হিজ ১৫:১৭।
[২:২১] জবুর ৮০:৮।
[২:২২] জবুর ৫১:২; মাতম ১:৮, ১৭।
[২:২৩] মেসাল ৩০:১২।

আয়াত দেখুন। স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের জন্য জীবনদায়ী পানি (জবুর ৩৬:৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে দেখুন ইউহোন্না ৪:১০; ইশা ৫৫:১ আয়াত ও নোট; প্রকাশিত ২১:৬ আয়াত)। *ভগ্ন কূপ।* পানি যেন বের না হয়ে যায় সে জন্য কূপের ভেতরে পানি নিরোধক প্রলেপ দেওয়া হত। দেবতাদের মূর্তি ভাঙ্গা কূপের মতই সব সময় তাদের পূজাকারীদেরকে নিরাশ করে; কিন্তু এর বিপরীতে আল্লাহ্‌ দেন প্রাচুর্যপূর্ণ ও চিরস্থায়ী জীবন (তুলনা করুন ইউহোন্না ১০:১০ আয়াত ও নোট)।

২:১৪ বাড়িতে জন্ম নেওয়া। আরেকটি প্রশ্ন যা উত্তর দাবী করে না (আয়াত ১১ ও নোট দেখুন) এবং এখানেও এর নেতিবাচক উত্তর কাম্য। এখানে মিসর থেকে ইসরাইল জাতি বের হয়ে আসার সময় আল্লাহ্‌র উদ্ধারকারী কাজের আলোকে প্রশ্নটি করা হয়েছে (হিজ ৬:৬; ২০:২ আয়াত দেখুন)। *লুটদ্রব্য।* আশেরিয়া ও মিসরের (আয়াত ১৫-১৬ দেখুন)।

২:১৫ যুবসিংহ। সম্ভবত প্রতীকী অর্থে আশেরিয়াকে বোঝানো হয়েছে (আয়াত ১৮; ৫০:১৭ দেখুন; এর সাথে ৪:৭; ইশা ১৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন)। *গর্জন ও হুঙ্কার।* আমোস ৩:৪ আয়াত দেখুন। তার দেশ ধ্বংস করেছে। ৪:৭; ১৮:১৬; ৫০:৩ আয়াত দেখুন। *নগরগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।* এখানে ব্যবহৃত হিব্রু শব্দগুচ্ছটি ৪:৭ আয়াতের সমার্থক, যেখানে বলা হয়েছে "তোমার নগরগুলো উচ্ছিন্ন ও জনবসতিহীন হবে" (তুলনা করুন ২২:৬ আয়াত)।

২:১৬ নোফের। স্থানটি মেম্ফিস নামে অধিক পরিচিত। দেখুন ৪৪:১; ৪৬:১৪, ১৯; এর সাথে দেখুন ইশা ১৯:১৩ আয়াতের নোট। *তফনহেষ।* সম্ভবত গ্রীকরা এই নগরটিকে পরবর্তীতে ডাফনি বলে সম্বোধন করতে শুরু করে। এর অবস্থান ছিল মেনযালেহ্‌ হ্রদের ঠিক দক্ষিণে মিসরীয় বদ্বীপের পূর্ব দিকে, যা বর্তমানে তেল দাফনেহ্‌ নামে পরিচিত (৪৩:৭-৯; ৪৪:১; ৪৬:১৪; ইহি ৩০:১৮ আয়াত দেখুন)।

২:১৭ মাবুদ ... নিয়ে যাচ্ছিলেন। আয়াত ৬ ও নোট দেখুন। *পথ দিয়ে।* হিজ ১৮:৮; ২৩:২০; দ্বি.বি. ১:৩৩ আয়াত দেখুন।

২:১৮ আয়াত ৩৬ দেখুন। নবী ইয়ারমিয়ার সময়ে ইসরাইল বা এহুদা কর্তৃক মিসর ও আশেরিয়ার কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করাটা নিষিদ্ধ ছিল না (উদাহরণ স্বরূপ দেখুন হোসিয়া ৭:১১; ১২:২)। *পানি পান করতে।* যা আল্লাহ্‌ নয় কিন্তু দুশমনেরা দিয়ে থাকে, তা হতে পারে জাতিগত বা রূহানিক দুশমন (আয়াত ১৩ দেখুন; ইশা ৮:৬-৮ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২:১৯ তোমার বিপথে যাওয়া। ৩:২২; ৫:৬; ১৪:৭ আয়াত দেখুন। এই কথাটি দিয়ে বোঝানো হয় ক্রমাগতভাবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করা। *আল্লাহ্‌ মাবুদ।* ইয়ারমিয়া কিতাবে এই উপাধিটি প্রায় ৭৫ বার দেখা যায় – যা পুরাতন নিয়মের আর কোন কিতাবে দেখা যায় না (১ শামু ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

২:২০–৩:৬ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে এহুদার বিদ্রোহ নবী ইয়ারমিয়ার কথায় সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে, যা তিনি বিভিন্ন রূপক বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

২:২০ একগুঁয়ে চাষের বলদের মত (হোসিয়া ৪:১৬ আয়াত দেখুন) এহুদা ক্রমাগতভাবে মাবুদ আল্লাহ্‌র বিধান অমান্য করেই চলছিল। *জোয়াল ভেঙ্গে ফেলেছিলাম ... বন্ধনগুলো কেটে ফেলেছিলাম।* ৫:৫ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন ৩১:১৮; এর সাথে তুলনা করুন জবুর ২:৩। এহুদা মাবুদ আল্লাহ্‌র বিধান অমান্য করেছে এবং তাঁর সাথে স্থাপিত নিয়ম ভঙ্গ করেছে। *সমস্ত উঁচু পর্বতের উপরে ... সবুজ গাছের তলে।* পৌত্তলিক দেবতাদের পূজা করার স্থান (১ বাদশাহ্‌ ১৪:২৩; ২ বাদশাহ্‌ ১৭:১০; ইহি ৬:১৩)। *জেনা করে আসছ।* আয়াত ২; হিজ ৩৪:১৫ ও নোট দেখুন।

২:২১ ইশা ৫:১-৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে জবুর ৮০:৮-১৬; ইহি ১৭:১-১০; হোসিয়া ১০:১-২; এর সাথে তুলনা করুন ইউহোন্না ১৫:১-৮ আয়াত। *উত্তম আঙ্গুরলতা।* ইশা ৫:২ আয়াত দেখুন। এই শব্দের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয় সর্বোৎকৃষ্ট মানের আঙ্গুরলতা। *বিজাতীয়।* আক্ষরিক অর্থে "বুনো জাতের"। ইসরাইলকে বোঝাতে যে ধরনের আঙ্গুরলতার কথা বলা হবে তা দিয়ে কখনো

BACIB
International Bible
CHURCH

ভ্রমণকারিণী উট; তুমি মরুভূমি-পরিচিতা বন্য
গাধী, ২৪ যা অভিলাষক্রমে বায়ু আহার করে;
তার কামাবেশে কে তাকে ফিরাতে পারে? যারা
তার খোঁজ করে তারা নিজেদের ক্লান্ত করবে না,
তার নিয়মিত মাসে তাকে পাবে। ২৫ সাবধান,
পাছে তোমার পায়ের জুতা নষ্ট হয় ও তোমার
কণ্ঠনালী তৃষ্ণায় শুকিয়ে যায়! কিন্তু তুমি বলেছ,
আশা নেই, না, কেননা আমি বিদেশীদেরকে
মহব্বত করে আসছি, তাদেরই পিছনে যাব।
২৬ চোর ধরা পড়লে যেমন লজ্জিত হয়, তেমনি
ইসরাইল-কুল ও তাদের বাদশাহ্‌রা, কর্মকর্তারা,
ইমামেরা ও নবীরা লজ্জিত হয়েছে; ২৭ বস্তুত
তারা কাঠকে বলে, তুমি আমার পিতা; শিলাকে
বলে, তুমি আমার জননী; তারা আমার প্রতি পিঠ
ফিরিয়েছে, মুখ নয়; কিন্তু বিপদ কালে তারা
বলবে, 'তুমি উঠ, আমাদেরকে নিস্তার কর'।

[২:২৪] পয়দা ১৬:১২; ইয়ার ১৪:৬।
[২:২৫] ইশা ৫৭:১০।
[২:২৬] মাতম ১:৭।
[২:২৭] ১বাদশা ১৪:৯।
[২:২৮] ইশা ৪৫:২০।
[২:২৯] দানি ৯:১১; মীখা ৩:১১; ৭:২।
[২:৩০] প্রেরিত ৭:৫২; ১থিষ ২:১৫।
[২:৩১] ইশা ৪৫:১৯।
[২:৩২] দ্বি:বি ৩২:১৮; ইশা

২৮ কিন্তু তুমি নিজের জন্য যাদেরকে নির্মাণ
করেছ, তোমার সেই দেবতারা কোথায়? তারাই
উঠুক, যদি বিপদ কালে তোমাকে নিস্তার করতে
পারে; কেননা হে এহুদা, তোমার যত নগর, তত
দেবতা।
২৯ মাবুদ বলেন, তোমরা কেন আমার সঙ্গে
ঝগড়া করছো? সকলেই আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
করেছ। ৩০ আমি তোমাদের সন্তানদেরকে বৃথাই
আঘাত করেছি; তারা শাসন গ্রাহ্য করলো না;
তোমাদেরই তলোয়ার বিনাশক সিংহের মত
তোমাদের নবীদেরকে গ্রাস করেছে। ৩১ হে
বর্তমানকালের লোকেরা, তোমরা মাবুদের
কালাম দেখ; ইসরাইলের কাছে আমি কি
মরুভূমি হয়েছি? কিংবা আমি কি অন্ধকারময়
দেশ হয়েছি? আমার লোকেরা কেন বলে, আমরা
ছুটে চলে গেছি, তোমার কাছে আর আসবো না?

ইসরাইলের দুশমনদেরকে বোঝানো হবে না (দ্বি.বি. ৩২:৩২ আয়াত দেখুন)।

২:২২ ক্ষার ... সাবান। উদ্ভিজ্জ ও খনিজ ক্ষার। গুনাহ্‌ মোচন করা যায় ও ক্ষমা করে দেওয়া যায় (জবুর ৫১:২, ৭; ইশা ১:১৮ আয়াত দেখুন), কিন্তু শুধুমাত্র যখন গুনাহ্‌গারেরা গুনাহ্‌ স্বীকার করে ও মন পরিবর্তন করে (দেখুন মেসাল ২৮:১৩; এর সাথে তুলনা করুন ১ ইউহোন্না ১:৭, ৯ আয়াত)।

২:২৩ নাপাক। শরীয়ত অনুসারে নাপাক (১৯:১৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে দেখুন লেবীয় ৪:১২ আয়াতের নোট)। *পিছনে যাই নি।* আয়াত ২ ও নোট দেখুন; এর সাথে ২৫ আয়াতও দেখুন। *বাল দেবতাদের।* ৯:১৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে কাজী ২:১১, ১৩ আয়াতের নোট দেখুন। *উপত্যকা।* সম্ভবত হিন্নোম উপত্যকা (ইউসা ১৫:৫ আয়াতের নোট দেখুন), এটি বিন হিন্নোম উপত্যকা নামেও পরিচিত (৭:৩১-৩২; ১৯:২, ৬; ৩২:৩৫)। *তোমার পথে ভ্রমণকারিণী উট।* নিজ পথে ঘুরে না বেড়িয়ে এহুদার লোকদের উচিত ছিল মাবুদের বাধ্য হয়ে তাঁর পথ অনুসরণ করা (দ্বি.বি. ২৮:১৪ দেখুন)। *বন্য গাধী।* বন্য গাধাকে পোষ মানানো যেত না (পয়দা ১৬:১২; আইউব ৩৯:৫-৮ আয়াত দেখুন)।

২:২৪ মরুভূমি-পরিচিতা। ১৪:৬; আইউব ২৪:৫ আয়াত দেখুন। *বায়ু আহার করে।* এখানে এমন একজনের কথা বলা হচ্ছে যে একাগ্রভাবে কোন কিছুর খোঁজ করছে (হোসিয়া ২:৭, ১৩)।

২:২৫ পাছে তোমার পায়ের জুতা নষ্ট হয়। অর্থাৎ মরুভূমিতে ঘুরে বেড়িয়ে পায়ের জুতো ক্ষয় করে ফেললেও কোন আশা নেই। ১৮:১২ আয়াত ও নোট দেখুন। *আমি বিদেশীদেরকে মহব্বত করে আসছি।* মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত নিয়ে তাঁর সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে যা সর্বপ্রধান অন্তরায় (উদাহরণ স্বরূপ দেখুন দ্বি.বি. ৬:৫; ৭:৯; হোসিয়া ২:১৬ আয়াত; এর সাথে দেখুন হিজ ৩৯:১৫ আয়াত ও নোট)। *তাদেরই পিছনে যাব।* আয়াত ২৩ দেখুন; এর সাথে ২ আয়াতের নোট দেখুন।

২:২৬ চোর ধরা পড়লে যেমন লজ্জিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন হিজ ২২:৩-৪ আয়াত। "লজ্জিত" শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে "অপমানিত হওয়া"। এই শব্দটি আবার অনেক সময় কেনান দেশের প্রধান দেবতা বাল-এর সমার্থক নাম হিসেবেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে (১১:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন; হোসিয়া ৯:১০; কাজী ৬:৩২ আয়াতের নোট দেখুন)। বাদশাহ্‌রা, কর্মকর্তারা, ইমামেরা ও নবীরা। ১:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

২:২৭ ইশা ৪৪:১৩-১৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন দ্বি.বি. ৩২:৬, ১৮; ইশা ৬৪:৮; মালাখি ২:১০ আয়াত। *কাঠ ... শিলা।* যে উপাদানগুলো মূর্তি তৈরি করতে ব্যবহার করা হত (৩:৯ আয়াত ও নোট দেখুন)। *তুমি উঠ ... নিস্তার কর।* আয়াত ২৮ দেখুন।

২:২৮ তোমার যত নগর, তত দেবতা। আয়াত ১১:১৩ দেখুন; তুলনা করুন ১ করি ৮:৫ আয়াত। প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ নগরের নিজস্ব একজন স্বতন্ত্র প্রধান দেবতা ছিল (এর সাথে তুলনা করুন প্রেরিত ১৯:২৮, ৩৪-৩৫ আয়াত) এবং অনেক নগরই সেসব দেবতাদের নামে নামকরণ করা হত (উদাহরণ হিসেবে দেখুন ১:১ আয়াতের নোট)।

২:২৯ কেন আমার সঙ্গে ঝগড়া করছো? আয়াত ৯ দেখুন; আরও দেখুন ১২:১; আইউব ৩৩:১৩ আয়াত।

২:৩০ তোমাদের সন্তানদেরকে বৃথাই আঘাত করেছি। তুলনা করুন ইবরানী ১২:৬ আয়াত। *তারা শাসন গ্রাহ্য করলো না।* ৫:৩ আয়াত দেখুন। *তলোয়ার ... নবীদেরকে গ্রাস করেছে।* দেখুন ২৬:২০-২৩; ২ বাদশাহ্‌ ২১:১৬; ২৪:৪ আয়াত; আর দেখুন নহি ৯:২৬ আয়াত।

২:৩১ বর্তমানকালের লোকেরা। এই সম্বোধনটি অনেক ক্ষেত্রে নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে (উদাহরণ হিসেবে দেখুন দ্বি.বি. ১:৩৫; ৩২:৫; মথি ১২:৩৯; ১৬:৪; ১৭:১৭; প্রেরিত ২:৪০; ফিলি ২:১৫; ইবরানী ৩:১০ আয়াত)। *আমি কি মরুভূমি হয়েছি ... অন্ধকারময় দেশ হয়েছি?* এর বিপরীতে মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদেরকে মরুভূমি ও অন্ধকারের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেছেন (আয়াত ৬)। "অন্ধকারময়" শব্দটিকে হিব্রুতে "মাবুদের অন্ধকার" বলা হয়ে থাকে (অর্থাৎ মাবুদ যে অন্ধকার পাঠিয়ে থাকেন; তুলনা করুন ১ শামু ২৬:১২ আয়াত); ঠিক যেভাবে সোলায়মান ৮:৬ আয়াতের "মাবুদের আগুন" কথাটির মূল রূপ হচ্ছে "মহা অগ্নি"।

২:৩২ ইশা ৪৯:১৫, ১৮ আয়াত ও নোট দেখুন। *কুমারী।* এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ২। *আমার লোক ... আমাকে ভুলে রয়েছে।* আয়াত ১৮:১৫ দেখুন; এর সাথে দেখুন ৩:২১;

ইয়ারমিয়ার জীবনকালের বাদশাহ্‌গণ

বাদশাহ্‌	তাঁর রাজত্বের কাহিনী	তাঁর রাজত্বে তারিখ	রাজত্বের চরিত্র	বাদশাহ্‌র কাছে ইয়ারমিয়ার সংবাদ
যোশিয়া	২বাদশা ২২:১-২৩:৩০	৬৪০-৬০৯ খ্রীঃপূঃ	বেশির ভাগই ভাল	৩:৬-২৫
যিহোয়াহস	২বাদশা ২৩:৩১-৩৩	৬০৯ খ্রীঃপূঃ	মন্দ	২২:১১-১৭
যিহোয়াকিম	২বাদশা ২৩:৩৪-২৪:৭	৬০৯-৫৯৮ খ্রীঃপূঃ	মন্দ	২২:১৮-২৩; ২৫:১-৩৮; ২৬:১-২৪; ২৭:১-১১; ৩৫:১-১৯; ৩৬:১-৩২
যিহোয়াখিন	২বাদশা ২৪:৮-১৭	৫৯৮-৫৯৭ খ্রীঃপূঃ	মন্দ	১৩:১৮-২৭; ২২:২৪-৩০
সিদিকিয়	২বাদশা ২৪:১৮-২৫:২৬	৫৯৭-৫৮৬ খ্রীঃপূঃ	মন্দ	২১:১-১৪; ২৪:৮-১০; ২৭:১২-২২; ৩২:১-৫; ৩৪:১-২২; ৩৭:১-২১; ৩৮:১-২৮; ৫১:৫৯-৬৪

ভণ্ড নবীদের জন্য পুরাতন নিয়মের পরীক্ষা

পুরাতন নিয়মে বিভিন্ন চিহ্ন এবং কাজসমূহ সত্যি কিনা অথবা ভণ্ড নবীকে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা রয়েছে। এই ব্যবস্থার মধ্যে অনেকগুলো আজকের সময়ে প্রযোজ্য হতে পারে ভণ্ড নবীদের চিহ্নিত করার জন্য।

১. নবী কি লোকদের ভবিষ্যতে কি হবে সেই বিষয়েই বলে থাকেন?
ভবিষ্যত জানা আল্লাহ্‌ স্পষ্টভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন (দ্বিঃবিঃ ১৮:৯-১৪)। কোন সত্যিকারের শিক্ষক অথবা নবী লোকদের ভবিষ্যতে কি হবে অথবা মৃত রূহ্‌দের সাথে যোগাযোগ করবেন না (ইয়ার ১৪:১৪; ইহি ১২:২৪; মিকাহ্‌ ৩:৭)।

২. নবীর স্বল্পমেয়াদী ভবিষ্যদ্বাণীগুলো কি পূর্ণ হয়েছে?
দ্বিঃবিঃ ১৮:২২ এটিকে একটি পরীক্ষা হিসেবে ব্যবহার করেছে। ভবিষ্যদ্বাণীগুলো কি সত্যি হয়েছে?

৩. নবীর মধ্যে কি এমন কোন চিহ্ন দেখা যায় যেখানে তিনি শুধু সেগুলো বলতে চান যা তাদের খুশি করে?
অনেক ভণ্ড নবী লোকদের শুধু সেটাই বলে যা তারা শুনতে চায়। একজন সত্যিকারের নবী আল্লাহ্‌র অধীনে কাজ করেন, মানুষের নয় (ইয়ার ৮:১১; ১৪:১৩; ২৩:১৭; ইহি ১৩:১০; মিকাহ ৩:৫)।

৪. নবী কি লোকদেরকে আল্লাহ্‌ থেকে দূরে সরিয়ে দেন?
অনেক শিক্ষকেরা লোকদেরকে তাদের দিকে অথবা যে ব্যবস্থা অথবা সংগঠন তারা তৈরি করেছে সেই দিকে আর্কষণ করেন (দ্বিঃবিঃ ১৩:১-৩)।

৫. নবীর ভবিষ্যদ্বাণী কি কিতাবুল মোকাদ্দসের শিক্ষাকে নিশ্চিত করে?
যদি কোন ভবিষ্যদ্বাণী শাস্ত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অথবা পরস্পর বিরোধী হয় তবে তা বিশ্বাস করা উচিত নয়।

৬. নবীর নৈতিক চরিত্র কি ধরনের?
ভণ্ড নবীরা মিথ্যা বলার জন্য (ইয়ার ৮:১০; ১৪:১৪), মাতলামির জন্য (ইশা ২৮:৭) এবং অনৈতিকতার জন্য (ইয়ার ২৩:১৪) অভিযুক্ত হয়েছিলেন।

৭. পাক-রূহ্‌ দ্বারা চালিত অন্যান্য লোকেরা নবীর সত্যতা উপলব্ধি করতে পেরেছে?
পাক-রূহ্‌ দ্বারা চালিত অন্যান্য লোকদের উপলব্ধি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা (১বাদশা ২২:৭)। নতুন নিয়ম এই চমৎকার পরীক্ষার বিষয়ে বলে (ইউ ১০:৪-১৫; ১করি ২:১৪; ১৪:২৯,৩২; ১ইউ ৪:১)

৩২ কুমারী কি নিজের ভূষণ ও কন্যা কি নিজের
মেখলা ভুলে যেতে পারে? কিন্তু আমার লোক
অসংখ্য দিন আমাকে ভুলে রয়েছে। ৩৩ তুমি
প্রেমের অনুসন্ধান করতে তোমার পথ কেমন
প্রস্তুত করেছ! এই কারণ তুমি দুষ্টদেরকেও
তোমার পথ শিখিয়েছ। ৩৪ আর তোমার
পোশাকে নির্দোষ দীনহীন লোকদের রক্ত পাওয়া
যাচ্ছে; তুমি তাদেরকে সিঁধ কাটার সময়ে ধর নি,
কিন্তু এসব এই দুষ্কর্ম করার পরেও তুমি বলেছ,
৩৫ আমি নির্দোষ, অবশ্য তাঁর ক্রোধ আমার কাছ
থেকে চলে গেছে। দেখ, আমি তোমার বিচার
করবো, কারণ তুমি বলছো, 'আমি গুনাহ্‌ করি
নি'। ৩৬ তুমি তোমার পথ পরিবর্তন করতে কেন
এত ঘুরে বেড়াও? আশেরিয়া দেশের বিষয়ে
যেমন লজ্জিত হয়েছিলে, মিসরের বিষয়েও
তেমনি লজ্জিত হবে। ৩৭ তার কাছ থেকেও
মাথায় হাত দিয়ে প্রস্থান করবে, কেননা মাবুদ
তোমার বিশ্বাসপাত্রদেরকে অগ্রাহ্য করেছেন,
তাদের সাহায্যে তুমি কৃতকার্য হবে না।

অবিশ্বস্ত ইসরাইল

৫৭:১১।
[২:৩৪] মেসাল ৬:১৭।
[২:৩৫] ইশা ৬৬:১৬; যেয়েল ৩:২।
[২:৩৬] জবুর ১০৮:১২; ইশা ৩০:২, ৩, ৭।
[২:৩৭] ২শামু ১৩:১৯।
[৩:১] পয়দা ৩:১৭।
[৩:২] পয়দা ৩৮:১৪।
[৩:৩] লেবীয় ২৬:১৯।
[৩:৪] দ্বিঃবি ৩২:৬; জবুর ৮৯:২৬।
[৩:৫] জবুর ১০৩:৯; ইশা ৫৪:৯।
[৩:৬] ২২; ইশা ২৪:১৬; ইয়ার ৩১:২২; ৪৯:৪।

৩ ১ লোকে বলে, কেউ তার স্ত্রীকে ত্যাগ
করার পর ঐ স্ত্রী তার সঙ্গ ছেড়ে যদি অন্য
পুরুষের হয়, তবে তার স্বামী কি পুনর্বার তার
কাছে গমন করবে? করলে কি সেই দেশ নিতান্ত
নাপাক হবে না? কিন্তু তুমি অনেক প্রেমিকের
সঙ্গে জেনা করেছ, তবু কি আমার কাছে ফিরে
আসবে? মাবুদ এই কথা বলেন। ২ চোখ তুলে
গাছপালাহীন উঁচু পর্বতগুলোর দিকে দেখ, কোন্‌
স্থানে তোমার সতীত্ব লঙ্ঘন না হয়েছে? তুমি
ওদের জন্য মরুভূমিস্থ যাযাবরের মত রাজপথে
বসেছ, তুমি তোমার জেনা ও দুষ্টতা দিয়ে দেশ
নাপাক করেছ। ৩ এজন্য বৃষ্টিধারা বন্ধ করা
হয়েছে এবং শেষ বর্ষাও হয় নি; তবুও তুমি
পতিতার ললাট ধারণ করেছ, লজ্জিতা হতে
অসম্মত হয়েছ। ৪ তুমি এইমাত্র কি আমাকে
ডেকে বলবে না, 'হে আমার পিতা, তুমিই
আমার বাল্যকালের মিত্র। ৫ তিনি কি চিরকাল
ক্রোধ রাখবেন, শেষ পর্যন্ত তা রক্ষা করবেন?'
দেখ, তুমি মন্দ কথা বলেছ, মন্দ কাজ করেছ ও
তা সিদ্ধ করেছ।

ইসরাইল ও এহুদাকে তওবা করার

১৩:২৫; ইশা ১৭:১০; ইহি ২২:১২; ২৩:৩৫; হোসিয়া ৮:১৪ আয়াত। ইসরাইল সব সময় মাবুদকে ও তিনি তার জন্য যা করেছেন তা "স্মরণ করতো" (দ্বি.বি. ৭:১৮; ৮:১৮)। ইসরাইলের উচিত ছিল একমাত্র মাবুদ আল্লাহ্‌র উপরেই ঈমান আনা এবং একমাত্র তাঁর এবাদত করা। কিন্তু সে মাবুদ আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়েছে এবং তাঁকে পরিত্যাগ করেছে (কাজী ২:১০; হোসিয়া ২:১৩ আয়াত দেখুন)।

২:৩৩ প্রেম। আয়াত ২৫ ও নোট দেখুন।

২:৩৪ আমোস ২:৬-৮; ৪:১; ৫:১১-১২ আয়াত দেখুন। *সিঁধ কাটার সময়ে ধর নি।* হিজ ২২:২ আয়াত ও নোট দেখুন।

২:৩৬ আশেরিয়া দেশের বিষয়ে ... মিসরের বিষয়েও তেমনি লজ্জিত হবে। ১৫-১৮ আয়াত ও নোট দেখুন। সম্ভবত বাদশাহ্‌ আহসের আমস (২ খান্দান ২৮:২১) এবং বাদশাহ্‌ সিদিকিয়ের আমল (৩৭:৭ আয়াত দেখুন) সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে।

২:৩৭ মাথায় হাত দিয়ে। সাধারণত প্রাচীনকালে বন্দীদের মাথার উপরে দুই হাত তুলে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হত। *তোমার বিশ্বাসপাত্রদেরকে।* মিসর ও আশেরিয়া।

৩:১ করলে কি ... নাপাক হবে না? এর সাথে তুলনা করুন দ্বি.বি. ২৪:১-৪ আয়াত। ব্যাপকভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুনঃবিবাহের কারণে শুধু যে যারা এই কাজ করবে তারা নাপাক হয় তা নয়, সেই সাথে তারা যে দেশে বাস করে সেই দেশও নাপাক হয় (এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ২; লেবীয় ১৮:২৫-২৮ আয়াত)। *অনেক প্রেমিকের সঙ্গে জেনা করেছ।* অধ্যায় ২ থেকে এই রূপকটি নিয়ে আসা হয়েছে এবং ৩ অধ্যায়েও এর ব্যাপ্তি ঘটেছে (২:২০, ২৫, ৩৩ আয়াত ও ২:২৫ আয়াতের নোট দেখুন)। *অনেক।* ২:২৮ আয়াতের নোট দেখুন। আমার কাছে ফিরে আসবে? মাবুদ আল্লাহ্‌ জানতে চাইছেন ইসরাইল জাতি তাঁর বিরুদ্ধে যে গুনাহ্‌ করেছে তা স্বীকার করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে কি না (আয়াত ১২-১৪, ২২; ৪:১ আয়াত দেখুন)।

৩:২ গাছপালাহীন উঁচু পর্বত। যে সমস্ত স্থানে পৌত্তলিক দেবতাদের পূজা করা হত (আয়াত ২১; ১২:১২; শুমারী ২৩:৩ দেখুন)। *সতীত্বলঙ্ঘন।* তুলনা করুন দ্বি.বি. ২৮:৩০ আয়াত। *ওদের জন্য ... রাজপথে বসেছ।* পয়দা ৩৮:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন; মেসাল ৭:১০, ১২ আয়াত দেখুন। *মরুভূমিস্থ যাযাবরের মত।* পথচারীদের উপরে হামলা করার জন্য যাযাবরেরা অনেক সময় ওৎ পেতে থাকত (তুলনা করুন লূক ১০:৩০ আয়াত)। *দেশ নাপাক করেছ।* আয়াত ৯ দেখুন।

৩:৩ বৃষ্টিধারা বন্ধ করা হয়েছে। ১৪:১-৬; আমোস ৪:৭-৮ আয়াত দেখুন। হোসিয়া ২:২১; ৬:৩ আয়াতে আল্লাহ্‌ যে অনুগ্রহপূর্ণ উত্তর দিয়েছেন এখানে ঠিক তার বিপরীতটি দেখা যায়। *শেষ বর্ষাও হয় নি।* অর্থাৎ বসন্তকালের বৃষ্টি। দ্বি.বি. ১১:১৪; ইয়াকুব ৫:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *পতিতার ললাট।* মেসাল ৭:১৩ আয়াত দেখুন।

৩:৪ হে আমার পিতা। আয়াত ১৯ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ২:২৭ ও নোট। ইঞ্জিল শরীফের সাথে তুলনা করুন আল্লাহ্‌কে "পিতা" হিসেবে সম্বোধন করার ঘটনা পুরাতন নিয়মে বেশ বিরল। তবে অনেক সময় ব্যক্তির নামে ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা হয়েছে, বিশেষ করে যুক্ত শব্দের নামের ক্ষেত্রে, যা "অবী" দিয়ে শুরু হয়েছে (যেমন অবীনাদব ও অবীরাম) সে সমস্ত নাম দিয়ে "আমার পিতা" বোঝানো হয়। *আমার বাল্যকালের মিত্র।* এখানে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বোঝানো হয়েছে (জবুর ৫৫:১৩; মেসাল ১৬:২৮; ১৭:৯; মিকাহ্‌ ৭:৫ আয়াত দেখুন); সম্ভবত এখানে মাবুদের বিশ্বস্ত স্ত্রী বোঝাতে কথাটি বলা হয়েছে (তুলনা করুন মেসাল ২:১৭ আয়াত)। *বাল্যকালের।* ২:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:৫ তিনি কি চিরকাল ক্রোধ রাখবেন? যদি আল্লাহ্‌ লোকেরা অনুতাপ ও মন পরিবর্তন করে তাহলে তিনি তা করবেন না (আয়াত ১২-১৩ দেখুন)।

৩:৬–৬:৩০ এহুদার অবিশ্বস্ততা (৩:৬–৫:৩১) ব্যাবিলনীয়দেরকে

BACIB
International Bible
CHURCH

আহ্বান

৬ ইউসিয়া বাদশাহ্‌র সময়ে মাবুদ আমাকে
বললেন, বিপথগামিনী ইসরাইল যা করেছে, তা
কি তুমি দেখেছ? সে প্রত্যেক উঁচু পর্বতের উপরে
ও প্রত্যেক সবুজ গাছের তলে গিয়ে সেসব স্থানে
জেনা করেছে। ৭ সে এসব কাজ করার পর আমি
বললাম, সে আমার কাছে ফিরে আসবে, কিন্তু সে
ফিরে আসলো না; এবং তার বেঈমান বোন
এহুদা তা দেখল। ৮ আর আমি দেখলাম,
বিপথগামিনী ইসরাইল জেনা করেছিল, এই
কারণে আমি তাকে তালাক-নামা দিয়ে ত্যাগ
করেছিলাম, তবুও তার বেঈমান বোন এহুদা ভয়
করলো না, কিন্তু নিজেও গিয়ে জেনা করলো।
৯ তার জেনার নির্লজ্জতায় দেশ নাপাক হয়েছিল;
সে পাথর ও কাঠের সঙ্গে জেনা করতো।
১০ এমন হলেও তার বেঈমান বোন এহুদা সমস্ত
অন্তঃকরণের সঙ্গে নয়, কেবল কপটভাবে আমার
প্রতি ফিরেছে, মাবুদ এই কথা বলেন।
১১ আর মাবুদ আমাকে বললেন, বেঈমান
এহুদার চেয়ে বিপথগামিনী ইসরাইল নিজেকে
ধার্মিক দেখিয়েছে। ১২ তুমি যাও, এসব কথা
উত্তর দিকে তবলিগ কর, বল, মাবুদ বলেন, হে
বিপথগামিনী ইসরাইল, ফিরে এসো; আমি

[৩:৭] আমোষ ৪:৮।
[৩:৮] দ্বি:বি ৪:২৭; ২৪:১।
[৩:৯] লেবীয় ১৭:৭; ইশা ১:২১।
[৩:১০] ইশা ৩১:৬; আমোষ ৪:৯; হগয় ২:১৭।
[৩:১১] ইহি ১৬:৫২; ২৩:১১।
[৩:১২] ২বাদশা ১৭:৩-৬।
[৩:১৩] দ্বি:বি ৩০:১-৩; ইয়ার ১৪:২০; ১ইউ ১:৯।
[৩:১৪] আইউ ২২:২৩; ইয়ার ৪:১।
[৩:১৫] প্রেরিত ১৩:২২।
[৩:১৬] শুমারী ৩:৩১; ১খান্দান ১৫:২৫।
[৩:১৭] জবুর ৪৭:৮; ইয়ার ১৭:১২; ৩৩:১৬;

তোমাদের প্রতি ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকাব না; যেহেতু
আমি দয়াবান, মাবুদ এই কথা বলেন, আমি
চিরকাল ক্রোধ রাখবো না। ১৩ কেবলমাত্র
তোমার এই অপরাধ স্বীকার কর যে, তুমি
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ
ও প্রত্যেক সবুজ গাছের তলে বিদেশীদের সঙ্গে
তোমার আচার ভ্রষ্ট করেছ, আর তোমরা আমার
কথায় কান দাও নি, মাবুদ এই কথা বলেন।
১৪ হে বিপথগামী সন্তানেরা, ফিরে এসো, মাবুদ
এই কথা বলেন, কেননা আমি তোমাদের স্বামী;
আমি নগর থেকে এক জন ও গোষ্ঠী থেকে
দু'জন করে তোমাদেরকে গ্রহণ করবো ও
সিয়োনে আনবো; ১৫ আর তোমাদেরকে আমার
মনের মত পালকদের দেব, তারা জ্ঞানে ও
বিজ্ঞতায় তোমাদেরকে চরাবে। ১৬ মাবুদ বলেন,
সেই সময়ে যখন তোমরা দেশে বর্ধিত ও
বহুসংখ্যক হবে, তখন 'মাবুদের শরীয়ত-
সিন্দুক,' এই কথা লোকে আর বলবে না, তা
মনে আসবে না, তারা তা স্মরণে আনবে না,
তার বিরহে দুঃখিত হবে না এবং তা আর নির্মাণ
করা যাবে না। ১৭ সেই সময়ে জেরুশালেম
মাবুদের সিংহাসন বলে আখ্যাত হবে এবং সমস্ত
জাতি তার কাছে, মাবুদের নামের কাছে,

আল্লাহ্‌র বিচারের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করবে (অধ্যায় ৬ দেখুন)।

৩:৬ বিপথগামিনী ইসরাইল। উত্তরের রাজ্য, যা ৭২২-৭২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় (আয়াত ৮, ১১-১২ দেখুন)।

৩:৭ তার বেঈমান বোন এহুদা। দক্ষিণের রাজ্য (আয়াত ৮, ১০-১১ দেখুন)। সামেরিয়া (ইসরাইলের রাজধানী) এবং জেরুশালেম (এহুদার রাজধানী) ইহিস্কেল ২৩ অধ্যায়ে সমানভাবে জেনার দায়ে দোষী দুই বোন হিসেবে রূপকার্থে অভিযুক্ত হয়েছে। *তা দেখল*। ইসরাইলের বেঈমানী বা জেনা।

৩:৮ তালাক-নামা। আয়াত ১ ও নোট দেখুন; এর সাথে দ্বি.বি. ২৪:১-৪; ইশা ৫০:১ আয়াত ও নোট দেখুন। *ত্যাগ করেছিলাম*। ৭২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের বন্দীদশার কথা বলা হচ্ছে। *এহুদা ভয় করলো না*। ইসরাইলের দুঃখজনক পরিণাম দেখেও সে শিখতে চেষ্টা করলো না।

৩:৯ সে পাথর ও কাঠের সঙ্গে জেনা করতো। অর্থাৎ ইসরাইল জাতি পাথর ও কাঠ দিয়ে নির্মিত পৌত্তলিক দেবতাদের পূজা করেছিল (২:২৭; হিজ ৩৪:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩:১০ কেবল কপটভাবে। বাদশাহ্‌ ইউসিয়া কর্তৃক এহুদা জাতির সংশোধন কাজের প্রতি তার প্রতিক্রিয়া (১:২ আয়াতের নোট দেখুন) ছিল একান্তই লোক দেখানো এবং ভণ্ডামিপূর্ণ।

৩:১১ এহুদার চেয়ে ... ইসরাইল নিজেকে ধার্মিক দেখিয়েছে। আয়াত ৮ ও নোট দেখুন; এর সাথে ইহি ১৬:৫১-৫২; ২৩:১১ আয়াত দেখুন।

৩:১২ যাও ... তবলিগ কর। ২:২ আয়াত দেখুন। *উত্তর দিকে*। আশেরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহ, যেখানে বহু ইসরাইলীয় বন্দীদশায় অবস্থান করছিল। *ফিরে এসো*। অর্থাৎ অনুতাপ ও মন পরিবর্তন কর (আয়াত ১৩ দেখুন)। *দয়াবান*। অন্য কথায় বিশ্বস্ত; এই শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দ পুরাতন নিয়মে এই আয়াত ব্যতীত শুধুমাত্র জবুর ১৪৫:১৩, ১৭ আয়াতে দেখা যায়। *আমি চিরকাল ক্রোধ রাখবো না*। আয়াত ৫ ও নোট দেখুন।

৩:১৩ তোমার আচার ভ্রষ্ট করেছ। ইহি ১৬:১৫, ৩৩-৩৪ আয়াত দেখুন ও ১৬:৩৩ আয়াতের নোট দেখুন। *বিদেশীদের সঙ্গে*। ২:২৫ আয়াত ও নোট দেখুন। *প্রত্যেক সবুজ গাছের তলে*। ২:২০ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:১৪ তোমাদের স্বামী। ৩১:৩২; হোসিয়া ২:১৬-১৭ আয়াত দেখুন। এই শব্দটির বুৎপত্তিগত হিব্রু শব্দটি হচ্ছে বা'য়াল। কিন্তু ইসরাইল জাতি আল্লাহ্‌কে তার স্বামী হিসেবে বিবেচনা করে "বাল" দেবতাকে অনুসরণ করতে শুরু করেছিল (২:২৩ আয়াত দেখুন; কাজী ২:১১ আয়াতের নোট দেখুন)। *এক জন ... দু'জন করে*। বন্দীদশা থেকে কিছু সংখ্যক অবশিষ্টরা ফিরে আসবে (ইশা ১০:২০-২২ আয়াতের নোট দেখুন)। সিয়োন। জেরুশালেম।

৩:১৫ আয়াত ২৩:৪ দেখুন। *পালক*। শাসকবৃন্দ (২:৮ আয়াত ও নোট দেখুন)। *আমার মনের মত*। দাউদের মত (১ শামু ১৩:১৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে ইহি ৩৪:২৩; হোসিয়া ৩:৫ আয়াত দেখুন)।

৩:১৬ সেই সময়ে। মসীহী যুগ (আয়াত ১৮; ৩১:২৯ দেখুন)। *বহুসংখ্যক হবে*। ২৩:২; ইহি ৩৬:১১ আয়াত দেখুন। হিব্রু সংস্করণ অনুসারে এই অংশের অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করতে দেখুন পয়দা ১:২৮ আয়াতের নোট। *তা আর নির্মাণ করা যাবে না*। শরীয়ত সিন্দুক, যা এর আগে মাবুদ আল্লাহ্‌র রাজকীয় উপস্থিতির নিদর্শন বহন করতো (১ শামু ৪:৩ আয়াত ও নোট দেখুন), যা মসীহের আগমনের পর আর অর্থবহ থাকবে না।

৩:১৭ সিংহাসন। মাবুদ আল্লাহ্‌ শরীয়ত সিন্দুকে "দুই কারুবীর মধ্যস্থলে" বসতেন (১ শামু ৪:৪ আয়াত ও নোট দেখুন), কিন্তু

জেরুশালেমে, একত্রীকৃত হবে; তারা আর নিজ
নিজ দুষ্ট হৃদয়ের কঠিনতা অনুসারে চলবে না।
১৮ সেই সময়ে এহুদা-কুল ইসরাইল-কুলের সঙ্গে
সঙ্গে গমন করবে এবং তারা একসঙ্গে উত্তর দেশ
থেকে, যে দেশ আমি অধিকারের জন্য তোমাদের
পূর্বপুরুষদেরকে দিয়েছি, সেই দেশে আসবে।
১৯ আর আমিই বলেছিলাম, আমি সন্তানদের
মধ্যে তোমাকে কেমন স্থান দেব! মনোরম একটি
দেশ, জাতিদের পরম-রত্নস্বরূপ অধিকার
তোমাকে দান করবো! আমি বলেছিলাম, তোমরা
আমাকে পিতা বলে ডাকবে এবং আমার
পশ্চাদগমন থেকে ফিরে যাবে না। ২০ হে
ইসরাইল-কুল, সত্যিই যে স্ত্রী বেঈমানী করে তার
স্বামীকে ছেড়ে যায়, তার মত তোমরাও আমার
সঙ্গে বেঈমানী করেছ, মাবুদ এই কথা বলেন।
২১ গাছপালাহীন পাহাড়গুলোর উপরে উচ্চরব,
বনি-ইসরাইলদের কান্না ও কাতরোক্তি শোনা
যাচ্ছে; কারণ তারা কুটিল-পথগামী হয়েছে,
নিজেদের আল্লাহ্‌ মাবুদকে ভুলে গেছে। ২২ হে
বিপথগামী সন্তানেরা, ফিরে এসো, আমি
তোমাদের বিপথগমন-রোগ ভাল করবো।
'দেখ, আমরা তোমার কাছে এলাম, কেননা

ইহি ১:২৬; ৪৩:৭; ৪৮:৩৫।
[৩:১৮] ইহি ৩৭:১৯।
[৩:১৯] দ্বি:বি ৮:৭।
[৩:২০] ইশা ২৪:১৬।
[৩:২১] ইশা ৫৭:১১।
[৩:২২] ইশা ৩০:২৬; ৫৭:১৮।
[৩:২৩] জবুর ৩:৮; ইয়ার ১৭:১৪।
[৩:২৪] হোশেয় ৯:১০।
[৩:২৫] উজা ৯:৬; ইয়ার ৩১:১৯; দানি ৯:৭।
[৪:১] দ্বি:বি ৪:৩০; ২বাদশা ১৭:১৩; হোশেয় ১২:৬।
[৪:২] দ্বি:বি ১০:২০; ইশা ১৯:১৮; ৬৫:১৬।
[৪:৩] হোশেয় ১০:১২।

তুমিই আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ। ২৩ সত্যিই,
উপপর্বতস্থ ও পর্বতস্থ লোকারণ্য মিথ্যামাত্র,
সত্যিই আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের মধ্যেই আছে
ইসরাইলের উদ্ধার। ২৪ কিন্তু বাল্যকাল থেকে
আমাদের পূর্বপুরুষদের শ্রমফল, তাঁদের ভেড়া ও
গবাদি পাল ও তাঁদের পুত্রকন্যাদের, সেই
লজ্জাস্পদ দেবতাদের গ্রাসে পড়েছে। ২৫ এসো,
আমরা নিজেদের লজ্জাতে শয়ন করি এবং
আমাদের অপমান আমাদেরকে আচ্ছাদন করুক;
কারণ আমরা আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের বিরুদ্ধে
গুনাহ্‌ করেছি, আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষেরা
গুনাহ্‌ করেছি, বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত
গুনাহ্‌ করেছি; আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের কথার
বাধ্য হই নি।

৪ ১ মাবুদ বলেন, হে ইসরাইল, তুমি যদি
ফিরে আসতে চাও, তবে আমারই কাছে
ফিরে এসো; এবং যদি আমার দৃষ্টি থেকে
তোমার ঘৃণার বস্তুগুলো দূর কর, তবে আর
বিচলিত হবে না। ২ আর তুমি সত্যে, ন্যায়ে ও
ধার্মিকতায় 'জীবন্ত মাবুদের কসম' বলে শপথ
করবে, আর জাতিরা তাঁতেই দোয়া লাভ করবে,
তাঁকে নিয়েই গর্ব করবে।

জেরুশালেম নগরীই একদিন হবে তাঁর সিংহাসন। *সমস্ত জাতি ... একত্রীকৃত হবে।* জাকা ২:১১ আয়াত দেখুন; এর সাথে ইশা ২:২-৪ আয়াত ও নোট দেখুন। *তারা।* ইসরাইল। *নিজ নিজ দুষ্ট হৃদয়ের কঠিনতা অনুসারে।* এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে ইসরাইল জাতির অবাধ্যতা এবং পৌত্তলিক দেবতার পূজায় নিজেদেরকে নিযুক্ত করা (৯:১৪; ১১:৮; ১৩:১০; ১৬:১২; ১৮:১২; ২৩:১৭ আয়াত দেখুন)।

৩:১৮ এহুদা-কুল ইসরাইল-কুলের সঙ্গে সঙ্গে গমন করবে। মসীহী যুগে আল্লাহ্‌ বিভক্তীকৃত সমস্ত লোকেরা আবারও এক হবে (উদাহরণ হিসেবে দেখুন ৩১:৩১; ইশা ১১:১২; ইহি ৩৭:১৫-২৩; হোসিয়া ১:১১; জাকা ১১:৭ আয়াত ও নোট দেখুন)। *উত্তর দেশ।* যেখানে তারা বন্দীদশায় অবস্থান করছিল (আয়াত ১২ ও নোট দেখুন; এর সাথে ৩১:৮ আয়াতও দেখুন)। *যে দেশ আমি অধিকারের জন্য ... দিয়েছি।* ২:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:১৯ সন্তানদের মধ্যে। ইসরাইল জাতি ছিল আল্লাহ্‌র প্রথমজাত সন্তান (হিজ ৪:২২ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন হোসিয়া ১১:১ আয়াত)। *মনোরম একটি দেশ।* জবুর ১০৬:২৪; জাকা ৭:১৪ আয়াত দেখুন। *পরমরত্নস্বরূপ অধিকার।* এহুদা, জেরুশালেম, এই দুই স্থানে বসবাসকারী লোকেরা – এর সব কিছুই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে পরম সুন্দর ছিল (৬:২; ১১:১৬ আয়াত দেখুন)। *পিতা।* আয়াত ৪ ও নোট দেখুন।

৩:২০ হোসিয়া ১-৩ অধ্যায়ে যে কাহিনীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার সারসংক্ষেপ (হিজ ৩৪:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩:২১ গাছপালাহীন পাহাড়গুলো। ২ আয়াতের নোট দেখুন। *কান্না ও কাতরোক্তি।* অনুতাপ ও মন পরিবর্তনের বর্ণনা, যা ২২-২৫ আয়াতে বিধৃত করা হয়েছে। *ভুলে গেছে।* ২:৩২ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:২২ আয়াত ১৪ দেখুন। বিপথগামী ... ফিরে এসো ... বিপথগমন-রোগ। এই তিনটি শব্দের বুৎপত্তিগত হিব্রু শব্দ একই, যা এক চমৎকার শব্দের খেলা তৈরি করেছে। *আমি তোমাদের ... ভাল করবো।* ৩০:১৭; ৩৩:৬; হোসিয়া ৬:১; ১৪:৪ আয়াত দেখুন। *দেখ ... তোমার কাছে এলাম।* লোকেরা অনুতাপ ও মন পরিবর্তন করতে শুরু করেছে।

৩:২৩ লোকারণ্য। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ১৮:২৫-২৯ আয়াত। *আল্লাহ্‌ মাবুদের মধ্যেই আছে ইসরাইলের উদ্ধার।* পয়দা ৪৯:১৮; জবুর ৩:৮; ইউনুস ২:৯ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩:২৪ বাল্যকাল থেকে। কাজীগণের আমলের কথা বোঝানো হয়েছে। *লজ্জাস্পদ দেবতা।* ২:২৬; ১১:১৩ আয়াতের নোট দেখুন। *শ্রমফল ... গ্রাসে পড়েছে।* মিথ্যা দেবতার পূজা করতে অনেক মূল্য দিতে হয়, একাধারে অর্থনৈতিকভাবে এবং রূহানিকভাবে। *পুত্রকন্যা।* অনেক সময় লোকেরা নিজ সন্তানদেরকে পৌত্তলিক দেবতাদের উদ্দেশে বলি দিত (৭:৩১ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩:২৫ লজ্জা। এই শব্দের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটিকে ২৪ আয়াতে অনুবাদ করা হয়েছে "লজ্জাস্পদ দেবতা"।

৪:২ সত্যে, ন্যায়ে ও ধার্মিকতায়। এই বিশেষণগুলো দিয়ে বোঝানো হয়েছে এমন অনুতাপ ও মন পরিবর্তন প্রয়োজন যাতে কোন খাদ নেই, আন্তরিকতার অভাব নেই। *জীবন্ত মাবুদের কসম।* পয়দা ৪২:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। *জাতিরা তাঁতেই দোয়া লাভ করবে।* হযরত ইব্রাহিমের কাছে আল্লাহ্‌র মহান ওয়াদাগুলোর মধ্যে সপ্তম ওয়াদাটিকে প্রতিফলিত করে (পয়দা ১২:২-৩ আয়াত ও নোট দেখুন)। ইসরাইলের অনুতাপ ও মন পরিবর্তন জাতিগণের চূড়ান্ত অনুগ্রহ ও দোয়া লাভের জন্য পূর্বশর্ত।

BACIB
International Bible
CHURCH

[৩] কারণ মাবুদ এহুদার ও জেরুশালেমের
লোকদেরকে এই কথা বলেন, তোমরা তোমাদের
পতিত ভূমি চাষ কর, কাঁটাবনের মধ্যে বীজ বপন
করো না। [৪] হে এহুদার লোক, হে জেরুশালেম-
নিবাসীরা, তোমরা মাবুদের উদ্দেশে নিজেদের
খৎনা করাও, নিজ নিজ হৃদয়ের ত্বক্‌ দূর করে
ফেল, পাছে তোমাদের দুষ্কর্মের জন্য আমার
ক্রোধ আগুনের মত জ্বলে উঠে এবং এমন
পুড়িয়ে দেয় যে, কেউ নিভাতে পারবে না।

এহুদার গুনাহের জন্য শাস্তি

[৫] তোমরা এহুদা দেশে তবলিগ কর,
জেরুশালেমে ঘোষণা কর; বল, তোমরা দেশে
তূরীধ্বনি কর, চিৎকার করে বল, তোমরা
জমায়েত হও, এসো, আমরা দৃঢ় নগরগুলোতে
প্রবেশ করি। [৬] সিয়োনের দিকে নিশান তোল,
রক্ষা পাবার জন্য পালিয়ে যাও, বিলম্ব করো না;
কেননা আমি উত্তর দিক থেকে অমঙ্গল ও
মহাধ্বংস আনবো। [৭] সিংহ তার গহ্বর থেকে
উঠে আসছে, জাতিদের বিনাশক আসছে; সে
পথে আছে, সে স্বস্থান থেকে বের হয়েছে,
তোমার দেশ ধ্বংস স্থান করবার জন্য আসছে;
তোমার নগরগুলো উচ্ছিন্ন ও জনবসতিহীন
হবে। [৮] এজন্য তোমরা চট পর, মাতম ও
হাহাকার কর, কেননা মাবুদের জ্বলন্ত ক্রোধ
আমাদের থেকে ফিরে যায় নি। [৯] মাবুদ বলেন,
সেদিন বাদশাহ্‌র অন্তর ও কর্মকর্তাদের অন্তর
ক্ষয় পাবে, ইমামেরা চমকে উঠবে ও নবীরা স্তম্ভি
ত হবে।
[১০] তখন আমি বললাম, হায় হায়! হে সার্বভৌম
মাবুদ, তুমি এই লোকদের ও জেরুশালেমকে
নিতান্ত ভ্রান্ত করেছ, কথিত আছে, তোমাদের
শান্তি হবে, কিন্তু তাদের প্রাণ পর্যন্ত তলোয়ার
প্রবেশ করছে।
[১১] সেই সময়ে এই লোকদেরকে ও
জেরুশালেমকে এই কথা বলা যাবে, মরুভূমিস্থ
গাছপালাহীন পাহাড়গুলো থেকে উষ্ণ বায়ু
আমার জাতির কন্যার দিকে আসছে, তা শস্য
ঝাড়বার কি পরিষ্কার করার জন্য নয়।
[১২] তারচেয়ে বেশি প্রচণ্ড বায়ু আমার হুকুমনামায়
আসছে, এখন আমিও লোকদের বিরুদ্ধে

[৪:৪] সফ ১:১৮; ২:২।
[৪:৫] শুমারী ১০:২, ৭; আইউ ৩৯:২৪।
[৪:৬] ইশা ১৪:৩১; ইয়ার ৫০:৩।
[৪:৭] ২বাদশা ২৪:১; ইয়ার ২:১৫।
[৪:৭] ইশা ১:৭; ইহি ১২:২০।
[৪:৮] ১বাদশা ২১:২৭; যেয়েল ১:৮।
[৪:৯] ১শামু ১৭:৩২।
[৪:১০] ২থিষ ২:১১।
[৪:১১] পয়দা ৪১:৬।
[৪:১২] ইশা ৬৪:৬।
[৪:১৩] ২শামু ২২:১০; ইশা ১৯:১।

৪:৩ তোমাদের পতিত ভূমি চাষ কর। সম্ভবত এই আয়াতটি হোসিয়া ১০:১২ আয়াত থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। *কাঁটাবনের মধ্যে বীজ বপন করো না।* মথি ১৩:৭, ২২ আয়াত দেখুন। মাবুদ আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে নেওয়া ও তাঁর প্রতি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দেওয়াটা একান্তভাবে জরুরি (ইহি ১৮:৩১ আয়াত দেখুন)।

৪:৪ নিজ নিজ হৃদয়ের ত্বক্‌ দূর করে ফেল। অর্থাৎ নিজ নিজ হৃদয়কে পবিত্র কর (৬:১০ আয়াত ও ৯:২৬; এর সাথে পয়দা ১৭:১০ আয়াত ও নোট দেখুন; দ্বি.বি. ১০:১৬; ৩০:৬; তুলনা করুন রোমীয় ২:২৯ আয়াত ও নোট; ১ করি ৭:১৯; কল ২:১১)। *আমার ক্রোধ ... কেউ নিভাতে পারবে না।* ২১:১২ আয়াত দেখুন; এর সাথে ইশা ১:৩১; আমোস ৫:৬ আয়াত ও নোট দেখুন। *তোমাদের দুষ্কর্মের জন্য।* সম্ভবত এই অংশটি দ্বি.বি. ২৮:২০ আয়াত থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

৪:৫-৩১ উত্তর দেশ থেকে আসা আক্রমণকারীরা আল্লাহ্‌র মন পরিবর্তন না করা লোকদের প্রতি তাঁর শাস্তি নিয়ে আসবে (অধ্যায় ৬ দেখুন)।

৪:৫ তূরীধ্বনি কর। আসন্ন ধ্বংসের প্রতি সতর্ক করে তোলার জন্য (৬:১ আয়াত দেখুন; এর সাথে যোয়েল ২:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *আমরা দৃঢ় নগরগুলোতে প্রবেশ করি।* আয়াত ৬ দেখুন। শত্রু বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হওয়া এড়ানোর জন্য যে সমস্ত লোকেরা বিভিন্ন গ্রামে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় বসবাস করতো তারা নিকটস্থ প্রাচীর ঘেরা নগরীগুলোতে আশ্রয় নিতে শুরু করে (৫:১৭; ৮:১৪; ৩৪:৭; ৪৮:১৮ আয়াত দেখুন)।

৪:৬ আয়াত ৬:১ আয়াত দেখুন। *নিশান তোল।* ইশা ৫:২৬ আয়াতের নোট দেখুন। *উত্তর দিক থেকে অমঙ্গল ও ধ্বংস আনবো।* ১:১৪; ৬:২২ আয়াত দেখুন; ব্যাবিলনীয়রা (২৫:৯; ইশা ৪১:২৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। *মহাধ্বংস।* ৬:১ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ৪৮:৩; ৫০:২২; ৫১:৫৪ আয়াত।

৪:৭ সিংহ। ব্যাবিলনের প্রতীক (২:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)। *বিনাশক।* সাধারণত এই কথাটি দিয়ে ব্যাবিলনকে বোঝানো হয়ে থাকে (৬:২৬; ১৫:৮; ৪৮:৮, ৩২), কিন্তু ৫১:১, ৫৬ আয়াতে এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে পারস্য ও তার মিত্রদেরকে (৫১:৪৮, ৫৩ আয়াত দেখুন)। *নগরগুলো ... জনবসতিহীন হবে।* ২:১৫ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে আয়াত ২৫; ৪৬:১৯ আয়াত দেখুন।

৪:৮ চট। পয়দা ৩৭:৩৪; প্রকা ১১:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *জ্বলন্ত ক্রোধ ... ফিরে যায় নি।* এর সাথে তুলনা করুন ২:৩৫ আয়াত।

৪:৯ সেদিন। ইশা ২:১১, ১৭, ২০ আয়াতের নোট দেখুন। *বাদশাহ্‌ ... কর্মকর্তা ... ইমামেরা ... নবীরা।* ১:১৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪:১০ ভ্রান্ত করেছ। সরাসরি নয়, কিন্তু ভণ্ড নবীদের মধ্য দিয়ে (উদাহরণ হিসেবে দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ২২:২০-২৩ আয়াত এবং ২২:২৩ আয়াতের নোট)। *তোমাদের শান্তি হবে।* এখানে ভণ্ড নবীদের কথা বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র নয় (১৪:১৩; ২৩:১৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে দেখুন ৬:১৩-১৪; ৮:১০-১১ আয়াত)। *তাদের প্রাণ পর্যন্ত।* এখানে "প্রাণ" শব্দটির হিব্রু বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে প্রাণ বা জীবন, কিন্তু এর ব্যবহারিক অর্থ হচ্ছে "গলা" বা "গর্দান" (উদাহরণ স্বরূপ দেখুন জবুর ৬৯:১ আয়াত)।

৪:১১ উষ্ণ বায়ু। সিরোক্কো বা খামশিন, মরুভূমির বিশেষ ঝড় যা প্রচণ্ড গতিতে গরম বাতাস ও বালি উড়িয়ে নিয়ে যায় (জবুর ১১:৬; ইশা ১১:১৫; ইউনুস ৪:৮ আয়াত দেখুন)। *শস্য ঝাড়বার কি পরিষ্কার করার জন্য।* রূত ১:২২ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪:১২ তারচেয়ে বেশি প্রচণ্ড। শস্য ঝাড়া (অর্থাৎ ধান থেকে তুষ আলাদা করা) বা পরিষ্কার করা (বাতাস উড়িয়ে শস্য থেকে ধুলা ময়লা আলাদা করা) নয়, বরং আল্লাহ্‌র বিচার ভাল ও মন্দ উভয়কেই উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

৪:১৩ সে মেঘমালার মত আসছে। এর সাথে তুলনা করুন ইহি ৩৮:১৬ আয়াত। *তার রথগুলো ঘূর্ণিবাতাসের মত।* ২ বাদশাহ্‌

বিচারদণ্ড প্রচার করবো। ১৩ দেখ, সে মেঘমালার
মত আসছে, তার রথগুলো ঘূর্ণিবাতাসের মত,
তার ঘোড়াগুলো ঈগল পাখির চেয়েও দ্রুতগামী।
হায় হায়, আমরা নষ্ট হলাম। ১৪ হে জেরুশালেম,
অন্তর ধুয়ে তোমার দুষ্টতা ঘুচাও, যেন উদ্ধার
পেতে পার; কত দিন তোমার অন্তরে দুশ্চিন্তা
বাস করবে? ১৫ বস্তুত দান নগর থেকে কোন
কণ্ঠস্বর ঘোষণা করছে, আফরাহীমের পর্বতমালা
থেকে কেউ দুর্ঘটনার কথা ঘোষণা করছে।
১৬ তোমরা জাতিদের কাছে উল্লেখ কর; দেখ,
জেরুশালেমের বিরুদ্ধে ঘোষণা কর; দূর দেশ
থেকে অবরোধকারীরা আসছে, তারা এহুদার
নগরগুলোর বিরুদ্ধে হুঙ্কার করছে। ১৭ তারা
ক্ষেত্ররক্ষকদের মত জেরুশালেমের চারদিকে
থাকবে, কেননা সে আমার বিপক্ষচারিণী হয়েছে,
মাবুদ এই কথা বলেন। ১৮ তোমার পথ ও
তোমার সমস্ত কাজকর্ম তোমার বিরুদ্ধে এটা
ঘটিয়েছে; এটা তোমার নাফরমানীর ফল, হ্যাঁ,
এটা তিক্ত, হ্যাঁ, এটা তোমার মর্মভেদী।

ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের জন্য দুঃখ

১৯ 'হায় আমার যাতনা! হায় আমার যাতনা!
আমি অন্তরে ব্যথিত; আমার অন্তর কাঁপছে;
আমি নীরব থাকতে পারি না; কেননা হে আমার
প্রাণ, তুমি তূরীর আওয়াজ ও যুদ্ধের সিংহনাদ
শুনেছ। ২০ ধ্বংসের উপরে ধ্বংস প্রচারিত হচ্ছে,
ফলে, সারা দেশ উচ্ছিন্ন হচ্ছে; হঠাৎ আমার
তাঁবুগুলো, নিমেষের মধ্যে আমার পর্দাগুলো
উচ্ছিন্ন হল। ২১ আমি কত দিন যুদ্ধের নিশান
দেখব ও তূরীর আওয়াজ শোনব?' ২২ বস্তুত
আমার লোকেরা অজ্ঞান, তারা আমাকে জানে
না; তারা নির্বোধ বালক, তারা কদাচারে পটু,
কিন্তু সদাচার করতে জানে না।
২৩ 'আমি দুনিয়াতে দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ
তা আকারহীন ও শূন্য ছিল; আমি আকাশমণ্ডলে
দৃষ্টিপাত করলাম তার আলো ছিল না। ২৪ আমি

[৪:১৪] রূত ৩:৩; জবুর ৫১:২; ইয়াকুব ৪:৮। [৪:১৫] ইয়ার ৩১:৬। [৪:১৬] দ্বি:বি ২৮:৪৯। [৪:১৮] জবুর ১০৭:১৭; ইশা ১:২৮। [৪:১৯] ইশা ২২:৪; মাতম ১:২০। [৪:২০] দ্বি:বি ৩১:১৭। [৪:২১] শুমারী ২:২; ইশা ১৮:৩। [৪:২২] ইশা ১:৩; ২৭:১১; হোশেয় ৫:৪; ৬:৬। [৪:২৩] পয়দা ১:২। [৪:২৪] হিজ ১৯:১৮; আইউ

২:১১; ৬:১৭; জবুর ৬৮:১৭; ইশা ৬৬:১৫ আয়াত দেখুন। *ঘোড়াগুলো ঈগল পাখির চেয়েও দ্রুতগামী।* হাবা ১:৮ আয়াত দেখুন, যেখানে ব্যাবিলনীয়রা (হাবা ১:৬) এমন ঘোড়া ব্যবহার করেছে যা "চিতাবাঘের চেয়ে দ্রুতগামী" এবং তাদের এমন সৈন্যবাহিনী ছিল যারা "ঈগলের মত উড়ে যেতে" সক্ষম (এর সাথে দেখুন দ্বি.বি. ২৮:৪৯ আয়াত)। *নষ্ট হলাম।* আয়াত ২০; ৯:১৯; ৪৮:১ দেখুন।

৪:১৪ জেরুশালেম। এহুদার রাজকীয় নগর হিসেবে এবং জাতিগণের মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত ও তাৎপর্যপূর্ণ নগর হওয়ার কারণে জেরুশালেমকে অন্যান্য জাতিদের প্রতিনিধি হিসেবে দেখানো হয়েছে। *অন্তর ধুয়ে।* ২:২২ আয়াত ও নোট দেখুন। *দুশ্চিন্তা।* অর্থাৎ মন্দ চিন্তা; অন্য লোকদের বিপক্ষে (মেসাল ৬:১৮; ইশা ৫৯:৭ আয়াত দেখুন)।

৪:১৫ দান। বেশ দূরে ইসরাইলের উত্তর সীমান্তের কাছাকাছি একটি স্থান (৮:১৬ আয়াত দেখুন)। *আফরাহীম।* জেরুশালেম থেকে কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি নগর। নবী ইয়ারমিয়া তাঁর অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন যে, দুশমনেরা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে পবিত্র নগরী দখলের জন্য এগিয়ে আসছে। এর সাথে তুলনা করুন মিকাহ্ ১:১০-১৬ আয়াত।

৪:১৬ অবরোধকারীরা আসছে। ইশা ১:৮ আয়াত দেখুন। *দূর দেশ।* *ব্যাবিলন।* *তারা ... হুঙ্কার করছে।* অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য মহানাদ করছে, যা ২:১৫ আয়াতে হিব্রু শব্দ অনুসারে "গর্জন" বলা হয়েছে।

৪:১৭ তারা ... জেরুশালেমের চারদিকে থাকবে। ১:১৫ আয়াত দেখুন।

৪:১৮ তোমার পথ ... কাজকর্ম ... এটা ঘটিয়েছে। মেসাল ২৬:২৭ আয়াত ও নোট।

৪:১৯-২৬ সংক্ষিপ্ত একটি ভূমিকা, যা ২২ আয়াতে গিয়ে খোদায়ী বিচারে রূপ নিয়েছে। নবী ইয়ারমিয়া তাঁর প্রিয় ভূমি ও জাতির আসন্ন ধ্বংসের কারণে কণ্ঠ সোচ্চার করেছেন।

৪:১৯ দেখুন ১০:১৯-২০ আয়াত। *যাতনা।* অনেক সময় যাতনা বলতে প্রসব বেদনা বোঝানো হয়ে থাকে, যেমন এখানে (৬:২৪; ৪৯:২৪; ৫০:৪৩ আয়াত দেখুন)। *অন্তর কাঁপছে।* আইউব ৩৭:১; জবুর ৩৮:১০; হাবা ৩:১৬ আয়াত দেখুন। *তূরীর আওয়াজ।* আয়াত ৫ ও নোট দেখুন।

৪:২০ ধ্বংসের উপরে ধ্বংস। আয়াত ১৩; ৯:১৯; ৪৮:১ দেখুন। *আমার তাঁবুগুলো।* ভাবগত অর্থে "আশ্রয়" (যেমনটা দেখা যায় ইশা ৫৪:২ আয়াতে)। এই তাঁবু সাধারণত ছাগলের লোম দিয়ে তৈরি করা হত (হিজ ২৬:৭) এবং সে কারণে তা ঠাণ্ডা ও বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট ছিল (১০:২০ আয়াত দেখুন)।

৪:২১ যুদ্ধের নিশান ... তূরীর আওয়াজ। আয়াত ৫-৬ ও নোট দেখুন।

৪:২২ এখানে স্বয়ং মাবুদ আল্লাহ্ কথা বলছেন। *অজ্ঞান।* মেসাল ১:৭ আয়াতের এনআইভি টেক্সট নোট দেখুন। *আমাকে জানে না।* ২:৮ আয়াত দেখুন। নেতারা ও সাধারণ মানুষেরা একই ধরনের গুনাহ্ করেছে (ইশা ১:২-৩; হোসিয়া ৪:১ আয়াত দেখুন)। *নির্বোধ।* ৫:২১; ১০:৮, ১৪, ২১; ৫১:১৭ আয়াত দেখুন। *কদাচারে পটু।* মিকাহ্ ৭:৩ আয়াত দেখুন। *সদাচার করতে জানে না।* জবুর ১৪:১-৩ আয়াত দেখুন এবং ১৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:২৩-২৬ এই কাব্যাংশের প্রতিটি আয়াতের শুরুতে চমৎকারভাবে "দৃষ্টিপাত করলাম" কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে অংশটির বিশেষ উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু স্পষ্ট করা হয়েছে। এখানে নবী ইয়ারমিয়া দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে তাঁর প্রিয় স্বদেশ ব্যাবিলনীয়দের আক্রমণের কারণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সৃষ্টিকর্ম যেন এখানে বিপরীতমুখী হয়ে পড়েছে।

৪:২৩ আকারহীন ও শূন্য। এই অংশটি এই আয়াত ব্যতীত শুধুমাত্র পয়দা ১:২ আয়াতে দেখা যায় (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। নবী ইয়ারমিয়ার দর্শনে সৃষ্টির পূর্বের বিশৃঙ্খল অবস্থা ফিরে এসেছে। *তার আলো ছিল না।* এর সাথে তুলনা করুন পয়দা ১:৩ আয়াত।

৪:২৪ নাহূম ১:৫ আয়াত দেখুন।

পর্বতমালার প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ,
সেসব কাঁপছে ও উপপর্বতগুলো টলটলায়মান
হচ্ছে। ২৫ আমি দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ,
কোন মানুষ নেই এবং আসমানের সমস্ত পাখি
পালিয়ে গেছে। ২৬ আমি দৃষ্টিপাত করলাম, আর
দেখ, মাবুদের সম্মুখে ও তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধের
সম্মুখে বাগান মরুভূমি হয়ে পড়েছে ও তার সমস্ত
নগর ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।'
২৭ কারণ মাবুদ এই কথা বলেন, সমস্ত দেশ
ধ্বংসের স্থান হবে তবুও আমি নিঃশেষে সংহার
করবো না। ২৮ এইজন্য দুনিয়া শোক করবে,
উপরিস্থ আসমান কালো রংয়ের হবে; কারণ
আমি এই কথা বলেছি, মনে স্থির করেছি, এই
বিষয়ে অনুশোচনা করি নি, এ থেকে ফিরবো না।
২৯ ঘোড়সওয়ারদের ও ধনুকধারীদের আওয়াজে
নগরের সমস্ত লোক পালিয়ে যায়, তারা নিবিড়
বনে প্রবেশ করে ও শৈলে ওঠে; সকল নগর
পরিত্যক্ত তাদের মধ্যে বাসকারী কোন মানুষ
নেই। ৩০ হে পুরি, তুমি উচ্ছিন্ন হলে কি করবে?
যদিও লাল রংয়ের পোশাক পর, যদিও সোনার
গহনায় নিজেকে সাজাও, যদিও অঞ্জন দ্বারা চোখ
চির, তবুও সৌন্দর্যের চেষ্টা বৃথা হবে; তোমার
প্রেমিকেরা তোমাকে অগ্রাহ্য করে, তোমার
প্রাণনাশেরই চেষ্টা করে। ৩১ বস্তুত স্ত্রীর
প্রসবকালের রবের মত, প্রথম প্রসবকালের
আর্তনাদের মত আমি সিয়োন কন্যার স্বর
শুনেছি; সে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে দু'হাত তুলে
বলছে, হায় হায়, হত্যাকারীদের সম্মুখে আমার
প্রাণ অবসন্ন হল।

আল্লাহ্‌র লোকদের অসততা

৫ ১ তোমরা জেরুশালেমের পথে পথে দৌড়ে
বেড়াও, চারপাশে তাকিয়ে দেখ ও জেনে
নাও এবং সেখানকার সকল চকে খোঁজ কর;
যদি এমন এক জনকেও পেতে পার যে
ন্যায়াচরণ করে, সত্যের অনুশীলন করে, তবে
আমি নগরকে মাফ করবো। ২ তারা যদিও বলে,
জীবন্ত মাবুদের কসম, তবুও তারা মিথ্যা শপথ
করে। ৩ হে মাবুদ, তোমার দৃষ্টি কি সত্যের প্রতি
নয়? তুমি তাদেরকে প্রহার করলেও তারা
দুঃখার্ত হল না; তাদেরকে চুরমার করলেও তারা
শাসন গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো; তারা নিজ
নিজ মুখ পাষাণের চেয়েও কঠিন করলো; তারা

৯:৬।
[৪:২৫] হোশেয় ৪:৩; সফ ১:৩।
[৪:২৬] পয়দা ১৩:১০।
[৪:২৭] লেবীয় ২৬:৪৪; ইহি ২০:১৭; আমোষ ৯:৮।
[৪:২৮] হোশেয় ৪:৩।
[৪:২৯] হিজ ৩৩:২২; ১শামু ২৬:২০।
[৪:৩০] ইশা ১০:৩-৪।
[৪:৩১] পয়দা ৩:১৬; মীখা ৪:১০।
[৫:১] ২ খান্দান ১৬:৯।
[৫:২] লেবীয় ১৯:১২।
[৫:৩] ২খান্দান ১৬:৯।
[৫:৪] মেসাল ১০:২১; ইশা ১:৩।

৪:২৫ কোন মানুষ নেই। এখানে যে হিব্রু শব্দটি ব্যবহার হয়েছে তা পুরাতন নিয়মে এই আয়াত ব্যতীত শুধুমাত্র পয়দা ২:৫ আয়াতে দেখা যায়, যেখানে বলা হয়েছে "কোন মানুষ ছিল না"। আবারও সৃষ্টিকে পেছনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

৪:২৬ বাগান। ২:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *জ্বলন্ত ক্রোধ।* আয়াত ৮; ইশা ১৩:১৩; নাহূম ১:৬ আয়াত দেখুন।

৪:২৭ আমি নিঃশেষে সংহার করবো না। আয়াত ৫:১০, ১৮; ৩০:১১; ৪৬:২৮ আয়াত দেখুন। আয়াত ২৩-২৬ আয়াতে নবী ইয়ারমিয়া আল্লাহ্‌র বিচার সম্পর্কে যে দর্শন দেখেছেন তাকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া লঘু করে ফেলে।

৪:২৮ এ থেকে ফিরবো না। যে পর্যন্ত না লোকেরা মন পরিবর্তন ও অনুতাপ করে (১৮:৭-১০ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪:২৯ ধনুকধারী। এহুদার উপরে ব্যাবিলনের মন্দ কাজ এক সময় তার উপরেই ফিরে আসবে (৫০:২৯ আয়াত দেখুন)। *পালিয়ে যায়।* কাজী ৬:২; ১ শামু ১৩:৬; ইশা ২:১৯, ২১। এমন কি দুর্গ নগরীতে বসবাসকারী লোকেরাও নিরাপত্তাহীন বোধ করে। *পরিত্যক্ত।* এর সাথে তুলনা করুন ইশা ৬২:৪ আয়াত।

৪:৩০ তুমি ... নিজেকে। এখানে ব্যবহৃত সমস্ত সর্বনাম পদ দিয়ে স্ত্রীলিঙ্গে বোঝানো হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে জেরুশালেমকে সম্বোধন করা হয়েছে বলে বোঝা যায় (আয়াত ১৪ ও নোট দেখুন)। এখানে জেরুশালেমকে একজন জেনাকারী স্ত্রী হিসেবে দেখানো হয়েছে যে তার প্রেমিকদের কাছে টানার চেষ্টা করছে। *অঞ্জন।* কাজল; এক ধরনের কালো পদার্থ যা দিয়ে চোখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয় (২ বাদশাহ্‌ ৯:৩০; ইহি ২৩:৪০)। *প্রেমিকেরা।* এই আয়াতে ব্যবহৃত শব্দটি এই স্থান ব্যতীত দেখা যায় ইহি ২৩:৫, ৭, ৯, ১২, ১৬, ২০ আয়াতে, যেখানে তা সামেরিয়া ও জেরুশালেমের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে, যাদেরকে জেনাকারী দুই বোন বলে সম্বোধন করা হয়েছে (ইয়ার ২:২৫; ৩:১, ৭ আয়াতের নোট দেখুন) যারা পরজাতি ও তাদের দেবতাদের প্রতি লালসা করেছে। *তোমার প্রাণনাশেরই চেষ্টা করে।* তাদের ইচ্ছা শুধুই তাকে হত্যা করা (আয়াত ৩১ দেখুন)।

৪:৩১ স্ত্রীর প্রসবকালের রবের মত। ৬:২৪; ১৩:২১; ২২:২৩; ৩০:৬; ৩১:৮; ৪৮:৪১; ৪৯:২২, ২৪; ৫০:৪৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে আয়াত ১৯; ইশা ১৩:৮ আয়াত ও নোট দেখুন। *সিয়োন কন্যা।* জেরুশালেম নগরীকে ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে (২ বাদশাহ্‌ ১৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন)। *দু'হাত তুলে বলছে।* সাহায্যের জন্য মুনাজাত করার কথা বলা হচ্ছে (আইউব ১১:১৩ আয়াত দেখুন।

৫:১-৩১ নবী ইয়ারমিয়া এহুদা ও জেরুশালেমের লোকদের মন্দতার বহুবিধ বর্ণনা দিচ্ছেন।

৫:১ সফনিয় ১:১২ আয়াত দেখুন। মাবুদ আল্লাহ্‌ চ্যালেঞ্জ করছেন যেন লোকেরা ইসরাইলের মধ্য থেকে অন্তত একজন ধার্মিক লোককে খুঁজে বের করে – এই প্রশ্নটির মধ্য দিয়ে জেরুশালেম নগরীর মন্দতার চূড়ান্ত অবস্থাকে প্রকাশ করা হয়েছে (জবুর ১৪:১-৩; ইশা ৬৪:৬-৭; হোসিয়া ৪:১-২; মিকাহ্‌ ৭:২ আয়াত দেখুন)। *এক জনকেও পেতে পার ... তবে আমি নগরকে মাফ করবো।* পয়দা ১৮:২৬-৩২ আয়াত দেখুন।

৫:২ জীবন্ত মাবুদের কসম। ৪:২ আয়াত দেখুন; এর সাথে পয়দা ৪২:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন। *তারা মিথ্যা শপথ করে।* যা লেবীয় ১৯:১২ আয়াতের স্পষ্ট লঙ্ঘন (এর সাথে হিজ ২০:৭ আয়াতের নোট দেখুন)। এই আয়াতের অন্তর্নিহিত হিব্রু শব্দটিকে ৭:৯ আয়াতে অনুবাদ করা হয়েছে "মিথ্যাশপথ" করা।

৫:৩ তারা শাসন গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো। ২:৩০ আয়াত দেখুন। *নিজ নিজ মুখ পাষাণের চেয়েও কঠিন করলো।* স্পষ্টভাবে বিদ্রোহের চিহ্ন প্রকাশ (ইহি ৩:৭-৯ আয়াত দেখুন)।

৫:৪ দরিদ্র। জৈবিক প্রয়োজনের ব্যাপারে সচেতন হলেও (তুলনা করুন ৩৯:১০; ৪০:৭) তারা আল্লাহ্‌র কালাম ও পথ সম্পর্কে অসচেতন। *এরা অজ্ঞান।* ৪:২২ আয়াত দেখুন; এর

BACIB International Bible CHURCH

ফিরে আসতে অস্বীকার করলো।
৪ তখন আমি বললাম, এরা তো দরিদ্র, এরা
অজ্ঞান, কারণ মাবুদের পথ ও নিজেদের আল্লাহ্‌র
বিচার জানে না; ৫ আমি একবার মহৎ লোকদের
কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলবো, কেননা
তারা মাবুদের পথ ও নিজেদের আল্লাহ্‌র বিচার
জানে। কিন্তু ওরা একযোগে জোয়াল ভেঙ্গে
ফেলেছে, বন্ধন ছিড়ে ফেলেছে। ৬ এই জন্য বন
থেকে সিংহ এসে তাদেরকে হত্যা করবে,
জঙ্গলের নেকড়ে তাদেরকে বিনষ্ট করবে, চিতা
বাঘ তাদের নগরের কাছে ওৎ পেতে থাকবে; যে
কেউ নগর থেকে বের হবে, সে ছিন্নভিন্ন হবে;
কারণ তাদের অধর্ম বেশি, তাদের বিপথগমন
গুরুতর।
৭ আমি কিভাবে তোমাকে মাফ করবো?
তোমার সন্তানেরা আমাকে ত্যাগ করেছে, মিথ্যা
দেবদেবীর নাম নিয়ে কসম খেয়েছে; আমি
তাদেরকে পরিতৃপ্ত করলে তারা জেনা করলো ও
দলে দলে পতিতার বাড়িতে গিয়ে একত্র হল।
৮ তারা খাদ্যপুষ্ট কামুক ঘোড়ার মত ঘুরে বেড়াল,
প্রত্যেক জন পরস্ত্রীর প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ আওয়াজ
করলো। ৯ আমি কি এই সকলের প্রতিফল দেব
না, মাবুদ এই কথা বলেন, আমার প্রাণ কি এই

[৫:৫] মীখা ৩:১, ৯।
[৫:৬] হোশেয় ১৩:৭।
[৫:৭] ইউসা ২৩:৭।
[৫:৮] ইয়ার ২৯:২৩।
[৫:৯] ইশা ৫৭:৬।
[৫:১০] আমোষ ৯:৮।
[৫:১১] ১বাদশা ১৯:১০; জবুর ৭৩:২৭; ইশা ২৪:১৬।
[৫:১২] ইশা ২৮:১৫।
[৫:১৩] ২খান্দান ৩৬:১৬; আইউ ৬:২৬।
[৫:১৪] হোশেয় ৬:৫।
[৫:১৫] দ্বি:বি ২৮:৪৯; ২বাদশা ২৪:২।
[৫:১৬] আইউ ৩৯:২৩।
[৫:১৭] লেবীয় ২৬:১৬; ইশা ১:৭;

রকম জাতির প্রতিশোধ নেবে না? ১০ তোমরা
জেরুশালেমের আঙ্গুর ক্ষেতগুলোতে গিয়ে তা
নষ্ট কর, কিন্তু নিঃশেষে সংহার করো না; তার
তরুশাখাগুলো দূর কর, কারণ সেসব মাবুদের
নয়। ১১ কেননা ইসরাইল-কুল ও এহুদা-কুল
আমার বিপরীতে অত্যন্ত বেঈমানী করেছে,
মাবুদ এই কথা বলেন। ১২ তারা মাবুদকে
অস্বীকার করে বলেছে, 'উনি তিনি নন; আর
আমাদের প্রতি অমঙ্গল ঘটবে না, আমরা
তলোয়ার বা দুর্ভিক্ষ দেখব না, ১৩ আর নবীরা
বায়ুর মত হবে, তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কালাম
নেই, তাদেরই প্রতি এরকম করা যাবে।' ১৪ এই
কারণ বাহিনীগণের আল্লাহ্ মাবুদ এই কথা
বলেন, তোমরা এই কথা বলছো, এজন্য দেখ,
আমি তোমার মুখস্থিত আমার কালামকে
আগুনের মত ও এই জাতিকে কাঠের মত
করবো, তা এদেরকে গ্রাস করবে। ১৫ মাবুদ
বলেন, হে ইসরাইল-কুল, দেখ, আমি তোমাদের
বিরুদ্ধে দূর থেকে একটি জাতিকে আনবো; সে
বলবান জাতি, সে প্রাচীন জাতি; তুমি সেই
জাতির ভাষা জান না, তারা কি বলে, তা বুঝতে
পার না। ১৬ তাদের তূণ খোলা কবরের মত,
তারা সকলে বীর পুরুষ। ১৭ তারা তোমার পাকা

সাথে শুমারী ১২:১১ আয়াত ও মেসাল ১:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *তারা মাবুদের পথ ... আল্লাহ্‌র বিচার জানে না।* তারা আকাশের পাখিদের চেয়ে বেশি মূর্খ (৮:৭ আয়াত দেখুন)।

৫:৫ মহৎ লোকদের। আক্ষরিক অর্থে "নেতৃবৃন্দ"। যদিও তাদের সব ধরনের সুযোগ সুবিধা ছিল, তথাপি তারা সাধারণ দরিদ্র মানুষের চেয়ে কোন অংশে বেশি ধার্মিক নয়। *জোয়াল ভেঙ্গে ... বন্ধন ছিড়ে ফেলেছে।* ২:২০ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫:৬ সিংহ ... কেঁদুয়া ... চিতা বাঘ। লেবীয় ২৬:২২; ইহি ১৪:১৫ দেখুন; এর সাথে দেখুন ২ বাদশাহ্ ১৭:২৫-২৬ আয়াত। *ওৎ পেতে থাকবে।* ১:১২ আয়াতে এই অংশটিকে বলা হয়েছে জাগ্রত থাকা। *বিপথগমন।* ২:১৯; ৩:২২; ১৪:৭ আয়াত দেখুন। এই কথাটির মধ্য দিয়ে বোঝায় বার বার ধর্মচ্যুত হওয়া।

৫:৭ আমি কিভাবে তোমাকে মাফ করবো? আয়াত ১ দেখুন। *তোমার সন্তানেরা।* জেরুশালেমকে অন্যান্য জাতি ও নগরে "মা" হিসেবে দেখানো হয়েছে। মিথ্যা দেবদেবী। *মূর্তি* (২:১১ আয়াত দেখুন)। *আমি তাদেরকে পরিতৃপ্ত করলে।* দ্বি.বি. ৩২:১৫-১৬; হোসিয়া ২:৮ আয়াত দেখুন। *তারা জেনা করলো।* ২:২৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫:৮ কামুক ঘোড়া। ১৩:২৭; ৫০:১১; ইহি ২৩:২০ আয়াত দেখুন।

৫:৯ আমি কি এই সকলের প্রতিফল ... এই রকম জাতির প্রতিশোধ নেবে না? একই কথা আয়াত ২৯; ৯:৯ আয়াতে প্রতিফলন করা হয়েছে।

৫:১০ গিয়ে। এখানে ইসরাইলের দুশমনদের প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে (আয়াত ১৫ দেখুন)। *আঙ্গুর ক্ষেত।* আঙ্গুর লতা ও আঙ্গুর ক্ষেত দিয়ে অনেক সময় প্রতীকী অর্থে ইসরাইল জাতিকে বোঝানো হয়েছে (২:২১; ইশা ৫:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *নিঃশেষে সংহার করো না।* আয়াত ১৮ দেখুন; এর সাথে ৪:২৭ আয়াতের নোট দেখুন। *তার তরুশাখাগুলো দূর কর।* ইশা ১৮:৫; ইউহোন্না ১৫:২, ৬ আয়াত দেখুন। *কারণ সেসব মাবুদের নয়।* হোসিয়া ১:৯ আয়াত দেখুন।

৫:১১ ৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৫:১২ আর আমাদের প্রতি অমঙ্গল ঘটবে না। বস্তুত হিব্রু সংস্করণ অনুসারে এখানে বোঝানো হয়েছে তিনি মঙ্গল বা অমঙ্গল কিছুই করবেন না (সফ ১:১২ আয়াত দেখুন)। *তলোয়ার বা দুর্ভিক্ষ।* নবী ইয়ারমিয়া আমাদেরকে মাবুদ আল্লাহ্‌র বিশেষ শাস্তির মধ্যে প্রথম দুটিকে এখানে উল্লেখ করেছেন: "তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ, মহামারী" (১৪:১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫:১৩ নবীরা বায়ুর মত হবে। মিথ্যা দেবতাদের মূর্তির মত (ইশা ৪১:২৯)। *তাদেরই প্রতি এরকম করা যাবে।* ৪:২৯ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে দেখুন জবুর ৭:১৬; ৫৪:৫ আয়াত দেখুন।

৫:১৪ তোমার মুখস্থিত আমার কালামকে আগুনের মত। এর সাথে তুলনা করুন ভণ্ড নবীদের মুখে মাবুদের কালামের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি (আয়াত ১৩)। ২০:৯ আয়াত ও নোট দেখুন। *গ্রাস করবে।* ইশা ১:৩১ আয়াত দেখুন।

৫:১৫ দূর থেকে একটি জাতি। ৪:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। *বলবান জাতি ... প্রাচীন জাতি।* ব্যাবিলনের ইতিহাস ২,০০০ বছরের পুরানো। *তুমি সেই জাতির ভাষা জান না।* দ্বি.বি. ২৮:৪৯ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫:১৬ খোলা কবর। এর দ্বারা প্রতীকী অর্থে বোঝানো হয়েছে অতৃপ্তি, ধ্বংস ও মৃত্যু (জবুর ৫:৯; মেসাল ৩০:১৫-১৬ আয়াত দেখুন)।

৫:১৭ তোমার পুত্রকন্যাদের খাদ্য গ্রাস করবে। হতে পারে পৌত্তলিক দেবতাদের কাছে করা কোরবানী হিসেবে (৩:২৪ আয়াতের নোট দেখুন) কিংবা যুদ্ধে মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে

শস্য ও তোমার খাদ্য, তোমার পুত্রকন্যাদের
খাদ্য গ্রাস করবে; তারা তোমার ভেড়ার পাল ও
গরুর পাল গ্রাস করবে; তোমার আঙ্গুরলতা ও
ডুমুর গাছ গ্রাস করবে; তুমি যেসব প্রাচীরবেষ্টিত
নগরের উপর নির্ভর করছো, সেসব তারা
তলোয়ার দ্বারা চূর্ণ করবে। ১৮ কিন্তু মাবুদ বলেন,
সেই সময়েও আমি নিঃশেষে তোমাদের সংহার
করবো না। ১৯ আর যখন তারা বলবে, আমাদের
আল্লাহ্ মাবুদ আমাদের প্রতি এসব কেন
করলেন। তখন তুমি তাদেরকে বলবে, তোমরা
যেমন আমাকে ত্যাগ করেছ ও নিজেদের দেশে
বিজাতীয় দেবতাদের গোলামী করেছ, তেমনি
বিদেশে বিদেশীদের গোলামী করবে।
২০ তোমরা ইয়াকুব-কুলকে এই কথা জানাও,
২১ এহুদার মধ্যে এই কথা প্রচার কর, বল, হে
অজ্ঞান নির্বোধ জাতি, চোখ থাকতে অন্ধ, কান
থাকতে বধির যে তোমরা, তোমরা এই কথা
শোন। ২২ মাবুদ বলেন তোমরা কি আমাকে ভয়
করবে না? আমার সাক্ষাতে কি ভয়ে কাঁপবে না?
আমি তো বালুকা দ্বারা সমুদ্রের সীমা নিত্যস্থায়ী
প্রতিবন্ধকরূপে স্থির করেছি; সে তা পার হতে
পারে না; তার তরঙ্গ আস্ফালন করলেও কৃতার্থ
হয় না, কল্লোল-ধ্বনি করলেও সীমা অতিক্রম
করতে পারে না। ২৩ কিন্তু এই লোকদের অন্তর
অবাধ্য ও প্রতিকূলাচারী, তারা অবাধ্য হয়ে চলে
গেছে। ২৪ তারা মনে মনে বলে না, এসো,
আমরা আমাদের আল্লাহ্ মাবুদকে ভয় করি;
তিনিই উপযুক্ত কালে প্রথম ও শেষ বর্ষার পানি
দেন; আমাদের জন্য ফসল কাটার নিয়মিত
সপ্তাহগুলো রক্ষা করেন। ২৫ তোমাদের অপরাধ
এসব দূর করে দিয়েছে, তোমাদের গুনাহ্
তোমাদের মঙ্গল নিবারণ করেছে। ২৬ কারণ
আমার লোকদের মধ্যে দুষ্ট লোক পাওয়া যায়,
তারা ব্যাধের মত ওৎ পেতে লুকিয়ে থাকে, তারা
ফাঁদ পাতে ও মানুষ ধরে। ২৭ খাঁচা যেমন
পাখিতে পরিপূর্ণ, তেমনি তাদের বাড়ি ছলে
পরিপূর্ণ; এজন্য তারা উন্নত ও ধনবান হয়েছে;
২৮ তারা স্থূলকায় ও চাকচিক্যময় হয়েছে; হ্যাঁ,
তারা নাফরমানীর সীমা ছাড়িয়ে গেছে, তারা
বিচার করে না, এতিমের কল্যাণের জন্য বিচার
করে না ও দরিদ্রদের বিচার নিষ্পত্তি করে না।
২৯ মাবুদ বলেন, আমি কি তাদের প্রতিফল দেব
না? আমার প্রাণ কি এই রকম জাতির প্রতিশোধ
দেবে না?
৩০ দেশের মধ্যে ভয়ানক ও রোমাঞ্চজনক
ব্যাপার সাধিত হয়। ৩১ নবীরা মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী
বলে, আর ইমামেরা তাদের বশবর্তী হয়ে কর্তৃত্ব
করে; আর আমার লোকেরা এই রীতি
ভালবাসে; কিন্তু এর পরিণামে তোমরা কি
করবে?

ইয়ার ৮:১৬; ৩০:১৬।
[৫:১৮] ইয়ার ৪:২৭।
[৫:১৯] দ্বি:বি ৪:২৮; ১বাদশা ৯:৯।
[৫:২০] ইয়ার ৪:৫।
[৫:২১] দ্বি:বি ৩২:৬; ইয়ার ৪:২২; হবক ২:১৮।
[৫:২২] দ্বি:বি ২৮:৫৮।
[৫:২৩] জবুর ১৪:৩।
[৫:২৪] দ্বি:বি ৬:২৪।
[৫:২৫] জবুর ৮৪:১১।
[৫:২৬] মথি ৭:১৫।
[৫:২৭] ইয়ার ১২:১।
[৫:২৮] দ্বি:বি ৩২:১৫।
[৫:২৯] ইশা ৫৭:৬।
[৫:৩১] মীখা ২:১১।

[৬:১] শুমারী ১০:৭; ইয়ার ৪:২১।

(১০:২৫ আয়াত দেখুন)। *তুমি যেসব প্রাচীরবেষ্টিত নগরের উপর নির্ভর করছো।* ৪:৫ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে দ্বি.বি. ২৮:৫২ আয়াত দেখুন।

৫:১৮ আয়াত ১০ দেখুন; আরও দেখুন ৪:২৭ আয়াত ও নোট।

৫:২১ এই কথা শোন। ২:৪ আয়াতের নোট দেখুন। *অজ্ঞান ও নির্বোধ।* ৪:২২ আয়াত দেখুন। *চোখ থাকতে অন্ধ, কান থাকিতে বধির।* ইশা ৬:১০ আয়াতের নোট দেখুন; আরও দেখুন দ্বি.বি. ২৯:৪; জবুর ১১৫:৪-৮; ১৩৫:১৫-১৮ আয়াত।

৫:২২ আমাকে ভয় করবে না? পয়দা ২০:১১ আয়াতের নোট দেখুন। *বালুকা দ্বারা সমুদ্রের সীমা।* আইউব ৩৮:৮-১১; জবুর ১০৪:৬-৯ আয়াত দেখুন।

৫:২৩ যদিও সমুদ্র কখনো আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত সীমা অতিক্রম করে না, তথাপি আল্লাহ্‌র লোকেরা তাদের মন্দ কাজের সর্বশেষ সীমা অতিক্রম করে গেছে।

৫:২৪ আমাদের আল্লাহ্ ... তিনিই ... দেন। আয়াত ৭ ও নোট দেখুন। *প্রথম ও শেষ বর্ষার পানি।* ৩:৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে দ্বি.বি. ১১:১৪ আয়াতের নোট দেখুন। *ফসল কাটার নিয়মিত সপ্তাহ।* সম্ভবত ঈদুল ফেসাখ ও সপ্তাহব্যাপী ঈদের সময়কার সাত সপ্তাহ (লেবীয় ২৩:১৫-১৬ আয়াত দেখুন)।

৫:২৬ ফাঁদ। আক্ষরিক অর্থে "বিনাশক" (উদাহরণ হিসেবে দেখুন হিজ ১২:২৩ আয়াত) কিংবা "ধ্বংস" (উদাহরণ হিসেবে দেখুন ইহি ২১:৩১ আয়াত)। *লোকদের মধ্যে।* নিষ্পাপ (ইশা ২৯:২১ আয়াত দেখুন), আল্লাহ্‌ভক্ত ও ধার্মিক লোক (মিকাহ্ ৭:২ আয়াত দেখুন)।

৫৮:২৭ খাঁচা। ডালপালা দিয়ে তৈরি করা ফাঁদ; আমোস ৮:১-২ আয়াতে এই শব্দটিকে অনুবাদ করা হয়েছে ঝুড়ি। *ছলে পরিপূর্ণ।* জোরপূর্বক ও ধোঁকা দিয়ে আদায় করা সম্পদ (হাবা ২:৬ আয়াত দেখুন)।

৫:২৮ তারা স্থূলকায় ও চাকচিক্যময় হয়েছে। সমৃদ্ধির নিদর্শন (দ্বি.বি. ৩:১৫; ইয়াকুব ৫:৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। নাফরমানীর সীমা ছাড়িয়ে গেছে। জবুর ৭৩:৭ আয়াত দেখুন। *তারা বিচার করে না।* দুষ্টেরা যা করে না, আল্লাহ্ অবশ্যই তা করবেন (দ্বি.বি. ১০:১৮ আয়াত দেখুন) এবং যারা সত্যিকার অর্থে তাঁকে জানে এবং তাঁর সেবা করে তারাও তা করবে (২২:১৬; ইয়াকুব ১:২৭ আয়াত দেখুন)।

৫:২৯ এই অংশটি ৯ আয়াতের প্রতিফলন; এর সাথে ৯:৯ আয়াতও দেখুন।

৫:৩১ আয়াত ১:১৮ ও নোট দেখুন। *মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী।* ২০:৬ আয়াত দেখুন (কখনো কখনো আল্লাহ্‌র নামে এই সব মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়া হয়; দেখুন ২৩:২৫; ২৭:১৫; ২৯:৯ আয়াত)। *আমার লোকেরা এই রীতি ভালবাসে।* আমোস ৪:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:১-৩০ এখানে নবী ইয়ারমিয়া জেরুশালেমের উপরে ব্যাবিলনের ভবিষ্যৎ আক্রমণের কথা দর্শন হিসেবে দেখছেন।

৬:১ মাবুদ আল্লাহ্ ১-৩ আয়াতে কথা বলেছেন। আয়াত ১ দৃঢ়ভাবে ৪:৬ আয়াতের প্রতিফলন ঘটিয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। কিন্তু ৪:৬ আয়াতে যেমন জেরুশালেমের নিরাপত্তা কামনা করা হয়েছে, তেমনি ৬:১ আয়াতে আমরা দেখি লোকেরা জেরুশালেম থেকে পালিয়ে যাচ্ছে, কারণ কোন স্থানই আক্রমণকারীদের হাত থেকে নিরাপদ নয়, এমন কি জেরুশালেম নগরীও নয়।

জেরুজালেম আক্রমণ

৬ ১ হে বিন্‌ইয়ামীনের লোকেরা, তোমরা
জেরুশালেমের মধ্য থেকে পালিয়ে যাও,
তকোয় নগরে তূরী বাজাও, বৈৎ-হক্কেরমে ধ্বজা
তোল, কেননা উত্তর দিক থেকে অমঙ্গল ও
মহাধ্বংস উঁকি মারছে। ২ সুন্দরী সুখভোগিনী
সিয়োন-কন্যাকে আমি সংহার করবো। ৩ ভেড়ার
রাখালেরা নিজ নিজ পাল সঙ্গে নিয়ে তার কাছে
আসবে; তারা তার বিরুদ্ধে চারদিকে নিজ নিজ
তাঁবু স্থাপন করবে, প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে
পাল চরাবে। ৪ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন
কর; উঠ, আমরা মধ্যাহ্নকালে আক্রমণ করি।
ধিক্‌ আমাদেরকে! কেননা দিবাবসান হচ্ছে,
সন্ধ্যাবেলার ছায়া দীর্ঘ হচ্ছে। ৫ উঠ, আমরা
রাতের বেলায়ই আক্রমণ করি, তার
অট্টালিকাগুলো নষ্ট করি। ৬ বস্তুত বাহিনীগণের
মাবুদ এই কথা বলেছেন, তোমরা গাছ কেটে
জেরুশালেমের বিরুদ্ধে জাঙ্গাল বাঁধ; সেই নগর
প্রতিফল পাবে; তার ভিতরে সকলই উপদ্রব।
৭ যেমন ফোয়ারা তার পানি বের করে, তেমনি
সে তার নাফরমানী বের করে; তার মধ্যে
দৌরাত্ম্য ও লুটের আওয়াজ শোনা যায়;
অসুস্থতা ও ক্ষতগুলো নিয়ত আমার দৃষ্টিগোচর
রয়েছে। ৮ হে জেরুশালেম, শাসন গ্রহণ কর,
পাছে আমার প্রাণ তোমার কাছ থেকে ফিরে
যায়, পাছে আমি তোমাকে ধ্বংস স্থান করি,
জনবসতিহীন ভূমি করি।
৯ বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন, ওরা
ইসরাইলের অবশিষ্টাংশকে শেষ আঙ্গুর ফলের
মত ঝেড়ে ফেলবে; তুমি আঙ্গুর ফল সংগ্রহ-
কারীর মত ঝুড়িতে বার বার হাত দাও।
১০ আমি কাকে বললে, কাকে সাক্ষ্য দিলে ওরা
শুনবে? দেখ, তাদের কান বন্ধ, তারা শুনতে পায়
না। দেখ, মাবুদের কালাম তাদের উপহাসের

[৬:২] মাতম ৪:৫। [৬:৩] ইয়ার ১২:১০। [৬:৩] ২বাদশা :৪; লূক ১৯:৪৩। [৬:৪] ইয়ার ১৫:৮; ২২:৭। [৬:৬] দ্বিঃবি ২০:১৯-২০। [৬:৭] জবুর ৫৫:৯; ইশা ৫৮:৪। [৬:৮] ইহি ২৩:১৮। [৬:৯] পয়দা ৪৫:৭। [৬:১০] ইয়ার ৪:৪; প্রেরিত ৭:৫১। [৬:১১] ২খান্দান ৩৬:১৭; ইশা ৪০:৩০।

বিন্‌ইয়ামীন। এই গোষ্ঠীর অধিভুক্ত অঞ্চল ছিল এহুদায় জেরুশালেমের উত্তর সীমান্ত ঘেঁষে অবস্থিত। নবী ইয়ারমিয়া নিজে বিন্‌ইয়ামিনীয় অঞ্চল থেকে এসেছেন (১:১ আয়াত দেখুন)। *তকোয় নগরে তূরী বাজাও।* হিব্রু সংস্করণে এই অংশে একটি চমৎকার শব্দের খেলা হয়েছে। তকোয়া ছিল আমোসের মাতৃভূমি (আমোস কিতাবের ভূমিকা: রচয়িতা দেখুন)। *ধ্বজা তোল।* এখানেও হিব্রু সংস্করণে শব্দের খেলা রয়েছে যার মধ্য দিয়ে "ধ্বজা তোলার" সম্ভাব্য অন্যান্য হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা সম্ভব (লাখীশ পত্রের ৪:১০ আয়াতেও তা দেখা যায়)। এই ধ্বজা বলতে আগুন জ্বালিয়ে তৈরি করা সংকেত বোঝানো যেতে পারে। দেখুন কাজী ২০:৩৮, ৪০ আয়াত। *বৈৎ-হক্কেরম।* এই আয়াত ব্যতীত পুরাতন নিয়মের শুধুমাত্র নহিমিয়া ৩:১৪ আয়াতে এই স্থানের কথা দেখা যায় (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। *উত্তর দিক থেকে ... মহাধ্বংস উঁকি মারছে।* ১:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

৬:২ সিয়োন কন্যা। জেরুশালেমকে এখানে ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে (২ বাদশাহ্‌ ১৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন)। *সুখভোগিনী।* ইশা ৪৭:১ আয়াতে ব্যাবিলনকে বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

৬:৩ আয়াত ১:১৫ দেখুন। *রাখালেরা নিজ নিজ পাল সঙ্গে নিয়ে।* অর্থাৎ শাসনকর্তারা (২:৮ আয়াতের নোট দেখুন) তাদের সৈন্যদলকে সাথে নিয়ে আসবে। *তাঁবু স্থাপন করবে।* এই আয়াতের ক্রিয়াপদটি ১ আয়াতে তকোয়া সম্পর্কে উল্লিখিত মন্তব্যকে বিশেষায়িত করেছে (৮ আয়াতের নোট দেখুন)। *নিজ নিজ স্থানে।* এখানে যে হিব্রু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটিই শুমারী ২:১৭ আয়াতে দেখা যায়। *পাল চরাবে।* চরে বেড়ানো বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া, এবং এভাবে এক সময় ধ্বংস হয়ে যাওয়া।

৬:৪ আয়াত ৪-৫ এ আক্রমণকারী কথা বলছে। *আয়োজন কর।* আক্ষরিক অর্থে "মনোযোগ দাও" (এই শব্দটি যোয়েল ৩:৯; মিকাহ্‌ ৩:৫ আয়াতেও দেখা যায়)। যেহেতু প্রাচীনকালে সাধারণত ধর্ম নিয়েই বেশি যুদ্ধ হত, সে কারণে সৈন্যরা যুদ্ধের আগে সামরিক প্রস্তুতির পাশাপাশি ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক দিক থেকে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতো (দ্বি.বি. ২০:২-৪; ১ শামু ২১:৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। *মধ্যাহ্নকালে।* বিপক্ষ বাহিনীকে অপ্রস্তুত করে ফেলার জন্য, যেহেতু সাধারণত খুব সকালে আক্রমণ করা হত (উদাহরণ হিসেবে দেখুন ইউসা ৮:১০, ১৪)।

৬:৫ রাতের বেলায়ই। যেহেতু সাধারণত সৈন্যরা রাতের বেলা যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকতো এবং খুব সকালে আবার অবরোধ করতো, সে কারণে এই আয়াতটি তাদের তীব্র আগ্রহ ও প্রত্যয় প্রকাশ করে (কাজী ৭:১৯ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৬:৬ মাবুদ আল্লাহ্‌ এখানে ব্যাবিলনীয় বাহিনীকে সম্বোধন করছেন। *জাঙ্গাল বাঁধ।* নগর দ্বার এবং জেরুশালেমের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলার ভারী যন্ত্র আনার জন্য (৩৩:৪ আয়াত দেখুন)। *উপদ্রব।* ইসরাইলের নিজ লোকদের বিরুদ্ধে (ইশা ৩০:১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬:৭ অসুস্থতা ও ক্ষত। জেরুশালেম নগরী রূহানিক ক্ষয় ও রোগে আক্রান্ত (আয়াত ১৪ দেখুন) এবং সে নিজেই তা সম্পর্কে জানে না।

৬:৮ শাসন গ্রহণ কর। জ্ঞানের পরিচয় (আয়াত ১০; জবুর ২:১০ দেখুন)। *ফিরে যায়।* দুঃখের কারণে, সেই সাথে ঘৃণার কারণে। এখানে ১ আয়াতে তকোয়া সম্পর্কে বলা কথার প্রতিফলন লক্ষ্যণীয় (৩ আয়াতের নোট দেখুন)। *পাছে আমি তোমাকে ... জনবসতিহীন ভূমি করি।* ২২:৬ আয়াত দেখুন।

৬:৯ ঝেড়ে ফেলবে। রূত ২:২; ইশা ১৭:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *অবশিষ্টাংশ।* ১১:২৩; ২৩:৩; ৩১:৭; ৪০:১১, ১৫; ৪২:২, ১৫, ১৯; ৪৩:৫; ৪৪:৭, ১২, ১৪, ২৮; ৫০:২০; আয়াত দেখুন; এর সাথে ইশা ১০:২০-২২ আয়াতের নোট দেখুন। *শেষ আঙ্গুর ফলের মত।* অর্থাৎ সম্পূর্ণ ধ্বংস (৪:২৭; ৫:১০, ১৮; ৩০:১১; ৪৬:২৮ আয়াত দেখুন)। *আঙ্গুর ফল।* ইসরাইলের প্রতীক (২:২১ আয়াত ও নোট দেখুন; ৫:১০ আয়াত দেখুন)।

৬:১০ এখানে নবী ইয়ারমিয়া কথা বলছেন। কাকে সাক্ষ্য দিলে। আয়াত ৮ ও নোট দেখুন। *তাদের কান বন্ধ।* এর সাথে ৪:৪ আয়াত ও নোট দেখুন। খৎনা না করানো কানের রূপক চিত্র আরও দেখা যায় প্রেরিত ৭:৫১ আয়াতে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৬:১১ নবী কথা বলেছেন, এর পর মাবুদ আল্লাহ্‌ আবারও তাঁর কথা শুরু করেছেন (আয়াত ২৩ পর্যন্ত)। মাবুদের ক্রোধে

বিষয় হয়েছে; সেই কালামে তাদের কিছুই
সন্তোষ হয় না। ১১ আহা! আমি মাবুদের ক্রোধে
পরিপূর্ণ হয়েছি; সম্বরণ করতে করতে ক্লান্ত
হলাম; সড়কে বালকদের উপরে ও যুবকদের
মাহ্‌ফিলের উপরে একসঙ্গে তা ঢেলে দাও;
কারণ, এমন কি, স্বামী ও স্ত্রী, বৃদ্ধ ও জরাতুর
সকলেই ধরা পড়বে। ১২ আর ভূমি ও স্ত্রীসুদ্ধ
তাদের বাড়িগুলো পরের অধিকার হবে; কারণ,
আমি এই দেশবাসীদের বিরুদ্ধে আমার হাত
বাড়িয়ে দেব, মাবুদ এই কথা বলেন, ১৩ কেননা
তারা ক্ষুদ্র ও মহান সকলেই লোভে লুব্ধ, নবী ও
ইমাম সকলেই ছলনা করে। ১৪ আর তারা আমার
জাতির ক্ষত কেবল একটুমাত্র সুস্থ করেছে; যখন
শান্তি নেই, তখন শান্তি শান্তি বলেছে। ১৫ তারা
ঘৃণার কাজ করেছে বলে কি লজ্জিত হল? তারা
মোটেই লজ্জিত হয় নি, বিষণ্ন হতেও জানে না;
সেজন্য তারা তাদের মধ্যে পড়বে যারা শাস্তি
ভোগ করবে; আমি যখন তাদের প্রতিফল দেব,
তখন তাদের নিপাত হবে, মাবুদ এই কথা
বলেন।
১৬ মাবুদ এই কথা বলেন, তোমরা পথে পথে
দাঁড়িয়ে দেখ কোন্ কোন্‌টা চিরন্তন পথ; তা
জিজ্ঞাসা করে বল, উত্তম পথ কোথায়? আর সেই
পথে চল, তাতে তোমরা নিজ নিজ প্রাণের জন্য

[৬:১২] দ্বি:বি ২৮:৩০; মীখা ২:৪।
[৬:১৩] ইশা ৫৬:১১।
[৬:১৪] ইশা ৩০:১০; ইয়ার ৪:১০।
[৬:১৫] ইয়ার ৩:৩; ৮:১০-১২; মীখা ৩:৭; জাকা ১৩:৪।
[৬:১৬] ১বাদশা ৮:৩৬; জবুর ১১৯:৩।
[৬:১৭] ইশা ৫২:৮।
[৬:১৯] দ্বি:বি ৪:২৬; ইয়ার ২২:২৯; মীখা ১:২।
[৬:২০] পয়দা ১০:৭।
[৬:২১] লেবীয় ২৬:৩৭; ইশা ৮:১৪।
[৬:২২] দ্বি:বি ২৮:৪৯।
[৬:২৩] ইশা ১৩:১৮।
[৬:২৪] ইশা ১৩:৭।

বিশ্রাম পাবে। কিন্তু তারা বললো, আমরা চলবো
না। ১৭ আর আমি তোমাদের উপরে প্র-
হরীদেরকে রাখলাম, বললাম 'তোমরা
তূরীধ্বনিতে কান দাও;' কিন্তু তারা বললো, কান
দেব না। ১৮ অতএব হে জাতিরা, শোন; হে
মণ্ডলী, তাদের প্রতি কি কি ঘটবে তা জান।
১৯ হে দুনিয়া, শোন, দেখ, আমিই এই জাতির
উপরে অমঙ্গল আনবো, তাদের পরিকল্পনাগুলোর
ফল বর্তাব, কারণ তারা আমার কথায় মনযোগ
দেয় নি; আর আমার ব্যবস্থা, তারা তা হেয়জ্ঞান
করেছে। ২০ সাবা থেকে আমার কাছে কেন ধূপ
আসে? কেন দূর দেশ থেকে মিষ্ট বচ আসে?
তোমাদের পোড়ানো-কোরবানীগুলো আমার
গ্রাহ্য নয়, তোমাদের কোরবানীও আমার
তুষ্টিজনক নয়। ২১ অতএব মাবুদ এই কথা
বলেন, দেখ, আমি এই জাতির সম্মুখে নানা
বাধা রাখব, আর পিতা ও পুত্রেরা একসঙ্গে
তাতে উচোট খাবে; প্রতিবেশী ও তার বন্ধু বিনষ্ট
হবে।
২২ মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ, উত্তর দেশ
থেকে এক জনসমাজ আসছে, দুনিয়ার প্রান্ত
থেকে একটি মহাজাতি উত্তেজিত হয়ে আসছে।
২৩ তারা ধনুক ও বর্শাধারী, নিষ্ঠুর ও করুণাশূন্য,
তাদের রব সমুদ্র-গর্জনের মত এবং তারা

পরিপূর্ণ হয়েছি। ২৫:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন। *বালক ... যুবক ... স্বামী ও স্ত্রী ... বৃদ্ধ।* শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই বিচারের সম্মুখীন হবে (আয়াত ১৩ দেখুন)। *সড়কে।* যেখানে শিশুরা খেলা করে (আয়াত ৯:২১; জাকা ৮:৫ দেখুন)।

৬:১২-১৫ প্রায় উদ্ধৃতির ভঙ্গিতে এই অংশটি ৮:১০-১২ আয়াতে প্রতিফলিত হয়েছে।

৬:১২ ভূমি ও স্ত্রীসুদ্ধ তাদের বাড়িগুলো। এর সাথে তুলনা করুন হিজ ২০:১৭; দ্বি.বি. ৫:২১ আয়াত। *পরের অধিকার হবে।* দ্বি.বি. ২৮:৩০ আয়াতের বক্তব্য অনুসারে এটি শরীয়তের অন্যতম একটি বদদোয়া। *দেশবাসীদের বিরুদ্ধে ... হাত বাড়িয়ে দেব।* ধ্বংস করার জন্য (১৫:৬ আয়াত দেখুন)।

৬:১৩ আয়াত ১:১৮ ও নোট দেখুন।

৬:১৪ ক্ষত। আয়াত ৭ ও নোট দেখুন। *শান্তি নেই ... শান্তি বলেছে।* ভণ্ড ও লোভী নবীদের সাধারণ বক্তব্য (ইহি ১৩:১০; মিকাহ্‌ ৩:৫ আয়াত দেখুন)। দুষ্টেরা কোনভাবেই শান্তি উপভোগ করতে পারে না (ইশা ৪৮:২২; ৫৭:২১ আয়াত দেখুন)।

৬:১৬ চিরন্তন পথ। এহুদার আল্লাহ্‌ভক্ত পূর্বপুরুষদের পরীক্ষিত ও সত্য পথ (১৮:১৫; দ্বি.বি. ৩২:৭ আয়াত দেখুন)। *সেই পথে চল।* ইশা ৩০:২১ আয়াত দেখুন। *নিজ নিজ প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে।* এই কথাটি প্রভু ঈসা মসীহ্‌ মথি ১১:২৯ আয়াতে উদ্ধৃত করেছেন (ইশা ২৮:১২ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন জবুর ১১৯:১৬৫ আয়াত)।

৬:১৭ প্রহরী। প্রকৃত নবী (ইহি ৩:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন; হাবা ২:১ আয়াত দেখুন)। *তূরীধ্বনি।* আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য (আয়াত ১ দেখুন; এর সাথে যোয়েল ২:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬:১৮ হে জাতিরা, শোন। মিকাহ্‌ ১:২ আয়াত দেখুন।

৬:১৯ আমার ব্যবস্থা ... হেয়জ্ঞান করেছে। অর্থাৎ মূসার শরীয়ত অমান্য করেছে (৮:৮-৯ আয়াত দেখুন)।

৬:২০ সাবা। এই দেশটির অবস্থান ছিল দক্ষিণ পশ্চিম আরবে, যা মশলার বাণিজ্যের জন্য সুবিখ্যাত ছিল (ইশা ৬০:৬ আয়াত ও নোট দেখুন)।

ধূপ। হিজ ২৫:৬; সোলায়মান ৪:১৪; ইশা ৪৩:২৪ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন। সম্ভবত এটি আসতো ভারতবর্ষ থেকে এবং এটি অভিষেক দানের পবিত্র সুগন্ধি তেল তৈরির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হত (হিজ ৩০:২৫ আয়াত দেখুন)। পোড়ানো-কোরবানীগুলো আমার গ্রাহ্য নয়। একজন মানুষের অন্তরের ইচ্ছা ও জীবনাচরণ সমস্ত কোরবানী ও আনুষ্ঠানিকতার চেয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ (ইশা ১:১১-১৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬:২১ বাধা। ব্যাবিলনীয়দের আক্রমণ (আয়াত ২২ দেখুন)।

৬:২২-২৪ এই অংশটি ৫০:৪১-৪৩ আয়াতে প্রায় উদ্ধৃতির মত করে প্রতিফলিত হয়েছে।

৬:২২ উত্তর দেশ থেকে। ব্যাবিলন (৪:৬; ইশা ৪১:২৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। *দুনিয়ার প্রান্ত থেকে।* ২৫:৩২; ৩১:৮ আয়াত দেখুন।

৬:২৩ বর্শা। ১ শামু ১৭:৬ আয়াতে এই শব্দের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটিকে অনুবাদ করা হয়েছে "তলোয়ার"। কাজেই এই শব্দটি দিয়ে তলোয়ারও বোঝানো হতে পারে, যা ডেড সী স্ক্রোলের একটিতে আলোর পুত্রের সাথে অন্ধকারের পুত্রের যুদ্ধে লক্ষণীয়। *তাদের রব সমুদ্র-গর্জনের মত।* ইশা ৫:৩০ আয়াত দেখুন; ইশা ১৭:১২ আয়াত ও নোট দেখুন। *ঘোড়া।* ৪:১৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৮:১৬ আয়াতও দেখুন। *সিয়োন*

ঘোড়ায় চড়ে আসছে। অয়ি সিয়োন-কন্যে,
তোমারই বিপরীতে যুদ্ধ করবার জন্য তারা
প্রত্যেক জন যোদ্ধার মত সুসজ্জিত হয়েছে।
২৪ আমরা এই বিষয়ে জনশ্রুতি শুনেছি, আমাদের
হাত অবশ হল; যন্ত্রণা প্রসবকারিণীর মত ব্যথা
আমাদেরকে ধরলো। ২৫ মাঠে যেও না, পথে
গমন করো না, কেননা সেখানে দুশমনের
তলোয়ার, চারদিকেই ভয়। ২৬ হে আমার জাতির
কন্যে, তুমি চট পর, ভস্মে লুটিয়ে পর, একমাত্র
পুত্রবিয়োগ শোকের মত শোক কর, তীব্র মাতম
কর; কেননা বিনাশক অকস্মাৎ আমাদের উপরে
আসবে।
২৭ আমি আমার লোকদের মধ্যে তোমাকে
পরীক্ষক করে দুর্গরূপে স্থাপন করেছি; যেন তুমি
তাদের পথ জানতে পার ও পরীক্ষা করে দেখতে
পার। ২৮ তারা সকলে দারুণ অবাধ্য, কুৎসা
রটনা করে বেড়ায়; তারা ব্রোঞ্জ ও লোহার মত;

[৬:২৫] আইউ ১৫:২১; জবুর ৩১:১৩।
[৬:২৬] আইউ ২:৮; ইহি ২৭:৩০; ইউ ৩:৬।
[৬:২৭] জাকা ১৩:৯।
[৬:২৮] লেবীয় ১৯:১৬।
[৬:২৯] মালা ৩:৩।
[৬:৩০] মেসাল ১৭:৩; ইহি ২২:১৮।
[৭:২] ইয়ার ১৭:১৯।
[৭:৩] ইয়ার ১৮:১১; ২৬:১৩; ৩৫:১৫।
[৭:৪] আইউ ১৫:৩১।

তারা সকলেই ভ্রষ্টাচারী। ২৯ যাঁতা পুড়িয়ে দেওয়া
হয়েছে, সীসা আগুনে শেষ হয়েছে; অনর্থক তা
খাঁটি করার চেষ্টা হচ্ছে; কারণ দুষ্টদেরকে বের
করা যাচ্ছে না। ৩০ তাদেরকে পরিত্যক্ত রূপা
বলা যাবে, কারণ মাবুদ তাদেরকে পরিত্যাগ
করেছেন।

গুনাহের জন্য অনুযোগ

৭ ১ ইয়ারমিয়ার কাছে মাবুদের এই কালাম
নাজেল হল, ২ তুমি মাবুদের গৃহের দ্বারে
গিয়ে দাঁড়াও, সেখানে এই কথা তবলিগ কর,
বল, হে এহুদার সমস্ত লোক, মাবুদের কাছে
সেজ্‌দা করবার জন্য এই সকল দ্বারে প্রবেশ
করে থাক যে তোমরা, তোমরা মাবুদের কালাম
শোন। ৩ বাহিনীগণের মাবুদ, ইসরাইলের
আল্লাহ্‌, এই কথা বলেন, তোমরা নিজ নিজ
আচার-ব্যবহার শুদ্ধ কর, তাতে আমি
তোমাদেরকে এই স্থানে বাস করতে দেব।

কন্যে। আয়াত ২ ও নোট দেখুন।

৬:২৪-২৬ নবী ইয়ারমিয়া এখানে এহুদার লোকদের পক্ষ হয়ে কথা বলছেন।

৬:২৪ আমাদের হাত অবশ হল। এখানে সাহস হারিয়ে ফেলার কথা বলা হয়েছে (৪৭:৩; ইশা ১৩:৭ ও নোট দেখুন)। *যন্ত্রণা।* ৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন। *প্রসবকারিণীর মত।* ৪:৩১ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:২৫ চারদিকেই ভয়। নবী ইয়ারমিয়ার একটি বিখ্যাত প্রকাশভঙ্গি (২০:১০; ৪৬:৫; ৪৯:২৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন মাতম ২:২২ আয়াত); শব্দটি একবার নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে (২০:৩)।

৬:২৬ তুমি চট পর। ৪:৮ আয়াত দেখুন; এর সাথে পয়দা ৩৭:৩৪ আয়াত দেখুন। *ভস্মে লুটিয়ে পর ... শোক কর।* হিজ ২৭:৩০-৩১ আয়াত দেখুন; তুলনা করুন মিকাহ্‌ ১:১০ আয়াত। *একমাত্র পুত্রবিয়োগ।* পিতার সবচেয়ে অমূল্য ধন (পয়দা ২২:১২, ১৬; হিজ ১১:৫ আয়াত ও নোট; আমোস ৮:১০; জাকা ১২:১০; রোমীয় ৮:৩২ আয়াত দেখুন)। *বিনাশক।* ব্যাবিলন সাম্রাজ্য (৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬:২৭-৩০ মাবুদ আল্লাহ্‌ এখানে নবী ইয়ারমিয়ার সাথে কথা বলা বলছেন এবং তাঁকে ধাতুর পরীক্ষকের মত করে এহুদার লোকদের উপরে পরীক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করছেন (৯:৭; জবুর ১২:৬ আয়াত ও নোট দেখুন; ইশা ১:২৫; মালাখি ৩:২-৩ আয়াত দেখুন)।

৬:২৭ পরীক্ষক। আইউব ২৩:১০ আয়াত দেখুন।

৬:২৮ কুৎসা রটনা করে বেড়ায়। লেবীয় ১৯:১৬ আয়াতের বিপরীত। *ব্রোঞ্জ ও লোহা।* সোনা ও রূপার তুলনায় এই ধাতুগুলো হচ্ছে খাদ। *সকলেই ভ্রষ্টাচারী।* দ্বি.বি. ৩১:২৯; ইশা ১:৪ আয়াত দেখুন।

৬:২৯ প্রাচীনকালে রূপার আকর পরিষ্কার করার জন্য তাতে সীসা যোগ করা হত। যখন যথেষ্ট পরিমাণে তাপ উৎপন্ন করা যেত তখন সীসা আকরিককে গলিয়ে সমস্ত খাদ আলাদা করে ফেলত। এখানে এই প্রক্রিয়াও ব্যর্থ হয়েছে, কারণ এই আকর যথেষ্ট খাঁটি নয় (তুলনা করুন ইহি ২৪:১১-১৩ আয়াত)।

৬:৩০ তাদেরকে ... পরিত্যাগ করেছেন। "দারুন অবাধ্য" (আয়াত ২৮), "দুষ্ট" (আয়াত ২৯) লোকেরা আল্লাহ্‌র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদেরকে দিয়ে মূল্যবান কোন কিছুই তৈরি করা সম্ভব নয়।

৭:১–১০:২৫ নবী ইয়ারমিয়া কর্তৃক প্রদত্ত এবাদতখানায় প্রচারিত বার্তা, যা তিনি সম্ভবত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে দান করেছেন। যেহেতু ২৬:২-৬, ১২-১৫ আয়াতের সাথে ৭ অধ্যায়ের বক্তব্যের বেশ মিল রয়েছে, সে কারণে হতে পারে অধ্যায় ৭-১০ (কিংবা অন্তত অধ্যায় ৭) বাদশাহ্‌ যিহোয়াকীমের সময়কালে রচিত হয়েছে (২৬:১ আয়াত দেখুন)। অপরদিকে নবী ইয়ারমিয়া সম্ভবত তাঁর সুবিস্তৃত পরিচর্যা কাজের সময়কালে বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে বারবার কথা বলেছেন। তবে যাই হোক না কেন, অধ্যায় ৭-১০ এর কোন বিষয়বস্তুই বাদশাহ্‌ ইউসিয়ার আমলের সাথে অপ্রাসঙ্গিক নয়।

৭:১–৮:৩ এই অংশের সোজাসাপ্টা বর্ণনায় বোঝা যায় যে, বাদশাহ্‌ সোলায়মান নির্মিত বায়তুল মোকাদ্দস কোনভাবেই শীলোহের এবাদতখানার মত একই নিয়তি এড়াতে পারবে না, যদি এহুদার ইমামেরা মিথ্যা দেবতাদের পূজা চালিয়ে যাওয়া বন্ধ না করে।

৭:১ এই কালাম নাজেল হল। আয়াত ১:২ আয়াত ও নোট দেখুন; ১:৪, ১১, ১৩; ২:১ আয়াত দেখুন।

৭:২ গৃহের দ্বার। বায়তুল মোকাদ্দসের ভেতরের ও বাইরের প্রাঙ্গণের মধ্যবর্তী দ্বার, যাকে সম্ভবত তথাকথিত নতুন দ্বার বলা হয়ে থাকে (২৬:১০; ৩৬:১০ আয়াত দেখুন)। *শোন।* ২:৪ আয়াতের নোট দেখুন। *মাবুদের কাছে সেজ্‌দা করবার জন্য ... প্রবেশ করে থাক যে তোমরা।* সম্ভবত তিনটি বার্ষিক তীর্থযাত্রার ঈদের মধ্যে একটি চলাকালে (দ্বি.বি. ১৬:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন। *দ্বারে।* যার মধ্য দিয়ে বাইরের প্রাঙ্গণে যাওয়া যায়।

৭:৩ এই স্থান। ইয়ারমিয়া কিতাবে এই শব্দটি দিয়ে অন্তত ৩০ বার মাবুদ আল্লাহ্‌ ইসরাইল জাতিকে প্রদত্ত দেশের কথা বোঝানো হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ৭; ১৪:১৩, ১৫; ২৪:৫-৬ আয়াত দেখুন)।

৭:৪ মিথ্যা কথা। যা ভণ্ড নবীরা বলেছে। জেরুশালেম নগরীতে আল্লাহ্‌র আবাসস্থল, তাঁর এবাদতখানার অবস্থান রয়েছে বলেই যে তিনি তা ধ্বংস করবেন না এমন ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক।

৪ তোমরা এই মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করো না,
যথা, মাবুদের বায়তুল-মোকাদ্দস, মাবুদের
বায়তুল-মোকাদ্দস, মাবুদের বায়তুল-মোকাদ্দস
ইত্যাদি।
৫ যদি তোমরা নিজ নিজ আচার-ব্যবহার
সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ কর; যদি বাদী প্রতিবাদীর
বিচার যথার্থরূপে নিষ্পত্তি কর; ৬ যদি বিদেশী,
এতিম ও বিধবাদের প্রতি জুলুম না কর, এই
স্থানে নির্দোষের রক্তপাত না কর এবং নিজেদের
অমঙ্গলের জন্য অন্য দেবতাদের পিছনে না যাও,
৭ তবে আমি এই স্থানে, তোমাদের
পূর্বপুরুষদেরকে এই যে দেশ দিয়েছি, এখানে
তোমাদেরকে যুগে যুগে চিরকাল বাস করতে
দেব।
৮ দেখ, তোমরা মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করছো,
তা উপকার করতে পারে না। ৯ তোমরা কি চুরি,
খুন, জেনা, মিথ্যা শপথ এবং বালের উদ্দেশে
ধূপ জ্বালাবে এবং যাদেরকে জান নি, এমন অন্য
দেবতাদের পেছনে চলবে, আর এখানে এসে,
১০ এই যে গৃহের উপরে আমার নাম কীর্তিত
হয়েছে, এই গৃহে আমার সাক্ষাতে দাঁড়াবে, আর
বলবে, আমরা উদ্ধার পেলাম, যেন ঐ সমস্ত
ঘৃণার কাজ করতে পার? ১১ এই যে গৃহের
উপরে আমার নাম কীর্তিত হয়েছে, এই গৃহ কি
তোমাদের দৃষ্টিতে দস্যুদের গহ্বর হয়েছে? দেখ,
আমি, আমিই এই সমস্ত দেখেছি, মাবুদ এই
কথা বলেন।
১২ কিন্তু শীলোতে আমার যে স্থান ছিল, যেখানে
আমি প্রথমে আমার নাম বাস করিয়েছিলাম,
তোমরা একবার সেখানে গমন কর এবং আমার

[৭:৫] হিজ ২২:২২; লেবীয় ২৫:১৭; ইশা ১:১৭।
[৭:৬] ইয়ার ৫:২৮; ইহি ২২:৭।
[৭:৭] দ্বি:বি ৪:৪০।
[৭:৮] আইউ ১৫:৩১।
[৭:৯] হিজ ২০:৩; হোশেয় ২:১৩।
[৭:১০] ইশা ৪৮:১।
[৭:১১] মথি ২১:১৩; মার্ক ১১:১৭।
[৭:১২] ইউসা ১৮:১।
[৭:১৩] জবুর ৭১:১৭; ইশা ৪৮:১৭; ইয়ার

বস্তুত বাদশাহ্‌ হিষ্কিয়ের আমলে নগরীটি অলৌকিকভাবে রক্ষা পাওয়ায় এমন ধারণা সবার মনে ছড়িয়ে ছিল (২ বাদশাহ্‌ ১৯:৩২-৩৬ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ২ শামু ৭:১১-১৩; জবুর ১৩২:১৩-১৪ আয়াত)। মাবুদ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে এহুদার গুনাহ্‌ পূর্ণ বিদ্রোহের আলোকে বলা যায় যে, এ ধরনের ধারণা ছিল "মূল্যহীন" বা অসার (আয়াত ৮; আরও দেখুন মিকাহ্‌ ৩:১১)। *যথা।* আক্ষরিক অর্থে "এগুলো হচ্ছে"। এখানে কয়েকটি ভবনের কথা বলা হচ্ছে যার সমন্বয়ে সমগ্র বায়তুল মোকাদ্দস নির্মিত হয়েছে। *মাবুদের ... বায়তুল-মোকাদ্দস ... বায়তুল-মোকাদ্দস।* অসার পুনরুক্তি (তুলনা করুন মথি ৬:৭)। অনেক সময় তিনবার উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে একটি শব্দের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপের কথা বোঝানো হয় (২২:২৯; এর সাথে ইশা ৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭:৬ শাসনকর্তা ও লোকদের এই ভবিষ্যদ্বাণী শোনা ও সে অনুসারে কাজ করা প্রয়োজন ছিল (২২:২-৩ আয়াত দেখুন)। *বিদেশী ... এতিম ... বিধবা।* দ্বি.বি. ১৬:১১, ১৪; ২:১৯-২১; ২৬:১২-১৩; ২৭:১৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ইয়াকুব ১:২৭ আয়াত। *নির্দোষের রক্তপাত।* ১৯:৪; ২২:১৭; ২৬:১৫ আয়াত দেখুন; এর সাথে বাদশাহ্‌ মানাশার ভীতিকর উদাহরণও দেখুন (২ বাদশাহ্‌ ২১:১৬ আয়াত)।

৭:৭ যে দেশ দিয়েছি ... যুগে যুগে চিরকাল। পয়দা ১৭:৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

৭:৮ মিথ্যা কথা। আয়াত ৪ ও নোট দেখুন।

৭:৯ এই একটি আয়াতে দশটি হুকুমনামার অন্তত অর্ধেক অংশকে অমান্য করার বিষয়ে কথা বলা হয়েছে (তুলনা করুন হোসিয়া ৪:২ আয়াত ও নোট)। *বালের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাবে।* ১:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। যাদেরকে জান নি, এমন অন্য দেবতা। ১৯:৪ আয়াত দেখুন। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এ ধরনের গুনাহ্‌র কারণে তারা তাদের প্রতিজ্ঞাত দেশ হারিয়ে এমন দেশে বন্দীদশায় চলে গিয়েছিল যে দেশ তারা জানে না (৯:১৪, ১৬; ১৬:১১, ১৩)।

৭:১০ যে গৃহের উপরে আমার নাম কীর্তিত হয়েছে। আয়াত ১১, ১৪, ৩০; ২৫:২৯; ৩২:৩৪; ৩৪:১৫; দ্বি.বি. ১২:৫ আয়াত ও নোট দেখুন; ১ বাদশাহ্‌ ৮:১৬ ও নোট দেখুন; ২ খান্দান ৬:৩৩; ২০:৯; দানি ৯:১৮ আয়াত দেখুন। মাবুদের "নাম" এই সমস্ত অংশে তাঁর গৌরবময় উপস্থিতির সাথে সম্পর্কযুক্ত (আয়াত ১২, ১৫ দেখুন; এর সাথে জবুর ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন)। *আমরা উদ্ধার পেলাম।* ১২:১২ আয়াত দেখুন। *ঘৃণার কাজ।* ২:৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে লেবীয় ৭:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

৭:১১ ইশা ৫৬:৭ আয়াতের শেষাংশের সাথে এই আয়াতটিকে যুক্ত করে প্রভু ঈসা মসীহ্‌ মথি ২১:১৩; মার্ক ১১:১৭; লূক ১৯:৪৬ আয়াতে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। *দস্যুদের গহ্বর।* চোরেরা ও ডাকাতেরা যেমন গুহায় লুকিয়ে থাকে এবং ভাবে তারা নিরাপদে রয়েছে, তেমনি এহুদার লোকেরা তাদের এবাদতখানার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করেছিল এবং ভেবেছিল তারা তাদের সমস্ত গুনাহ্‌ থাকা সত্ত্বেও এবাদতখানায় অবস্থান করার কারণে রক্ষা পাবে।

৭:১২ দেখুন ৭:১–৮:৩ আয়াতের নোট। *শীলোতে আমার যে স্থান ... আমি সেই স্থানের প্রতি যা করেছি।* দেখুন আয়াত ১৪; ২৬:৬, ৯; জবুর ৭৮:৬০-৬১। কেনান দেশ জয় করার পর শীলোহে আবাস তাঁবু স্থাপন করা হয় (ইউসা ১৮:১) এবং কাজীগণের সময় শেষ পর্যন্ত সেখানেই তা অবস্থান করছিল (১ শামু ১:৯ আয়াত দেখুন)।

শীলো। আধুনিক সাইলুন, যা জেরুশালেম থেকে ১৮ মাইল উত্তরে মহাসড়কের পাশ ঘেঁষে অবস্থিত। উক্ত অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য চালিয়ে দেখা গেছে ১০৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ফিলিস্তিনীরা এই নগরটি ধ্বংস করে দেয়। তবে এই ধ্বংসের আওতায় শরীয়ত সিন্দুকটি ছিল না, কারণ সে সময়ের পরেও বাদশাহ্‌ দাউদের আমলে তা গিবিয়োনে অবস্থান করছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় (১ খান্দান ২১:২৯ আয়াত দেখুন)। শীলোতে শরীয়ত সিন্দুকের কাছাকাছি আরও কয়েকটি ভবন গড়ে তোলা হয় যেখানে বিভিন্ন ভাবে এবাদত করা হত (এর সাথে তুলনা করুন ১ শামু ৩:১৫ আয়াত; ১ শামু ১:৯ আয়াতের নোট দেখুন)। এ ধরনের কাঠামো নগরীটির সাথে ধ্বংস করে ফেলা হয়, সম্ভবত ১ শামু ৪ অধ্যায়ের ঘটনাবলীর কিছু কাল পরে।

৭:১৩ কথা বললেও ... ডাকলেও। মাবুদ আল্লাহ্‌ বার বার ইসরাইল জাতিকে সতর্ক করার চেষ্টা করেছেন। ইয়ারমিয়া কিতাবের বেশ কিছু স্থানে এ ধরনের ভাষার উল্লেখ দেখা যায় (আয়াত ২৫; ১১:৭; ২৫:৩-৪; ২৬:৫; ২৯:১৯; ৩২:৩৩; ৩৫:১৪-১৫; ৪৪:৪), কিন্তু পুরাতন নিয়মের আর কোথাও তা দেখা যায় না।

লোক ইসরাইলের নাফরমানীর দরুন আমি সেই
স্থানের প্রতি যা করেছি, তা দেখ। ১৩ আর এখন
তোমরা এসব কাজ করেছ, মাবুদ এই কথা
বলেন এবং আমি খুব ভোরে উঠে তোমাদেরকে
কথা বললেও তোমরা শোন নি, আমি
তোমাদেরকে ডাকলেও তোমরা জবাব দাও নি;
১৪ সেজন্য এই যে গৃহের উপরে আমার নাম
কীর্তিত হয়েছে, যাতে তোমরা নির্ভর করছো এবং
এই যে স্থান আমি তোমাদেরকে ও তোমাদের
পূর্বপুরুষদেরকে দিয়েছি, এর প্রতিও আমি এখন
তা-ই করবো, যা শীলোর প্রতি করেছিলাম।
১৫ আর তোমাদের ভাইদেরকে, আফরাহীমের
সমস্ত বংশকে, যেমন বের করে দিয়েছি, তেমনি
তোমাদেরকেও আমার দৃষ্টিপথ থেকে বের করে
দেব।

লোকদের অবাধ্যতা

১৬ অতএব তুমি এই জাতির জন্য মুনাজাত
করো না, তাদের জন্য আমার কাছে কাতরোক্তি
ও মুনাজাত উৎসর্গ করো না, কেননা আমি
তোমার কথা শুনব না। ১৭ তারা এহুদার নগরে
নগরে ও জেরুশালেমের পথে পথে যা করছে, তা
কি তুমি দেখছ না? ১৮ বালকেরা কাঠ কুড়ায়,
পিতারা আগুন জ্বালায়, স্ত্রীলোকেরা ময়দা ছানে,
আকাশ-রাণীর উদ্দেশে পিঠা রান্না করে ও অন্য
দেবতাদের উদ্দেশে পানীয় নৈবেদ্য উৎসর্গ করার
জন্য তা করে, যেন এভাবে তারা আমার
অসন্তোষ জন্মায়। ১৯ তারা কি আমারই অসন্তোষ
জন্মায়? মাবুদ এই কথা বলেন; তারা কি
নিজেদেরই অসন্তোষ জন্মিয়ে নিজেদের দুঃখ
দিচ্ছে না? ২০ এজন্য সার্বভৌম মাবুদ এই কথা
বলেন, দেখ, এই স্থানের উপরে, মানুষ, পশু
এবং ক্ষেতের গাছ ও ভূমির ফল, এই সকলের
উপরে আমার ক্রোধ ও গজব ঢালা যাবে; আর
তা জ্বলতেই থাকবে, নিভে যাবে না।
২১ বাহিনীগণের মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই
কথা বলেন; তোমরা নিজেদের অন্যান্য
কোরবানীর সঙ্গে পোড়ানো-কোরবানী যোগ কর,
গোশ্‌ত খেয়ে ফেল। ২২ বস্তুত যেদিন আমি
তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে মিসর দেশ থেকে
বের করে এনেছিলাম, সেই সময়ে পোড়ানো-
কোরবানীর কিংবা কোরবানীর বিষয় তাদেরকে
বলেছিলাম, কিংবা হুকুম দিয়েছিলাম, এমন নয়;
২৩ বরং তাদেরকে এই হুকুম দিয়েছিলাম,
তোমরা আমার কথা মান্য কর, তাতে আমি
তোমাদের আল্লাহ্‌ হব ও তোমরা আমার লোক
হবে; আর আমি তোমাদেরকে যে পথে চলবার
হুকুম দিই, সেই পথেই চলো, যেন তোমাদের
মঙ্গল হয়। ২৪ কিন্তু তারা শুনলো না, কানও দিল
না, বরং নিজেদের মন্ত্রণায়, নিজেদের হৃদয়ের
কঠিনতায় আচরণ করলো, তারা অগ্রসর না হয়ে

৩২:৩৩।
[৭:১৪] কাজী ১৮:৩১; ১শামু ২:৩২।
[৭:১৫] পয়দা ৪:১৪; হিজ ৩৩:১৫; ২বাদশা ১৭:২০; ইয়ার ২৩:৩৯।
[৭:১৬] হিজ ৩২:১০; দ্বি:বি ৯:১৪।
[৭:১৮] ইশা ৫৭:৬।
[৭:১৯] দ্বি:বি ৩২:২১।
[৭:২০] আইউ ৪০:১১; মাতম ২:৩-৫।
[৭:২১] আমোষ ৫:২১-২২।
[৭:২২] ইশা ৪৩:২৩।
[৭:২৩] ১ইউ ৩:২৩।
[৭:২৪] ইয়ার ৬:১০।
[৭:২৫] ২খান্দান ৩৬:১৫।

৭:১৫ আমার দৃষ্টিপথ থেকে বের করে দেব। অর্থাৎ বন্দীদশায় পাঠিয়ে দেব (দ্বি.বি. ২৯:২৮ আয়াত দেখুন)। *তোমাদের ভাইদেরকে ... যেমন বের করে দিয়েছি।* আল্লাহ্‌ উত্তরের রাজ্য ইসরাইলকে ৭২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বন্দীদশায় পাঠিয়েছিলেন (২ বাদশাহ্‌ ১৭:২০ আয়াত দেখুন)। *আফরাহীম।* ইসরাইলের আরেকটি নাম (উদাহরণস্বরূপ দেখুন ৩১:৯) এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই গোষ্ঠীর অধিভুক্ত অঞ্চলেই শীলো অবস্থিত ছিল।

৭:১৬ সম্ভবত ২৬ অধ্যায়ের ঘটনাবলী সময়ানুক্রমিক দিক থেকে আয়াত ১৫ ও ১৬ এর মধ্যে পড়ে (দেখুন ভূমিকা: রূপরেখা)। *এই জাতির জন্য মুনাজাত করো না।* যেমনটা একজন সত্যিকার নবী করতেন (আয়াত ২৮:১৮; হিজ ৩২:৩১-৩২; ১ শামু ১২:২৩ দেখুন)। আয়াত ১১:১৪; ১৪:১ দেখুন। *তাদের জন্য আসলে কোন আশা নেই* (তুলনা করুন ইহি ১৪:১৪, ২০ আয়াত)। তবে বিভিন্ন সময়ে নবী ইয়ারমিয়া তাঁর নিজ জাতির লোকদের জন্য মুনাজাত করেছেন (তুলনা করুন আয়াত ১৮:২০)। *এই জাতি।* হিজ ১৭:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৭:১৮ বালকেরা ... পিতারা ... স্ত্রীলোকেরা। পুরো পরিবার পৌত্তলিক দেবতাদের পূজায় অংশ নিত। *পিঠা।* ৪৪:১৯ আয়াত দেখুন। *আকাশ-রাণী।* ব্যাবিলনীয়দের প্রচুর দেব দেবীর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একজন দেবী ইস্টারের উপাধি (৪৪:১৭-১৯, ২৫ আয়াত দেখুন)। *অন্য দেবতাদের উদ্দেশে পানীয় নৈবেদ্য।* কখনো কখনো আকাশ রাণীর জন্যও তা করা হত (৪৪:১৯, ২৫ আয়াত দেখুন)। *আমার অসন্তোষ জন্মায়।* দ্বি.বি. ৩১:২৯ আয়াত দেখুন।

৭:১৯ নিজেদের দুঃখ দিচ্ছে না? ৩:২৫ আয়াত দেখুন।

৭:২০ আল্লাহ্‌ যখন গুনাহ্‌গারদের শাস্তি দেন তখন সমগ্র সৃষ্ট জগত কষ্ট পায় (৫:১৭; রোমীয় ৮:২০-২২ আয়াত দেখুন)। *তা জ্বলতেই থাকবে, নিভে যাবে না।* ৪:৪; ২১:১২ আয়াত দেখুন; এর সাথে দেখুন ইশা ১:৩১; আমোস ৫:৬ আয়াত।

৭:২১ তোমার গুনাহ্‌পূর্ণ কাজের কারণে এই পোড়ানো কোরবানীও মূল্যহীন, কাজেই তুমি নিজেই এই কোরবানীর গোশ্‌ত খেয়ে ফেল।

৭:২২-২৩ কেবল মাত্র আন্তরিকভাবে মন পরিবর্তন করা হলে এবং আনন্দ সহকারে আল্লাহ্‌র বাধ্য হলেই কোরবানী গ্রাহ্য হবে (৬৯:২০; ইশা ১:১১-১৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৭:২৩ আমি তোমাদের আল্লাহ্‌ ... তোমরা আমার লোক। আল্লাহ্‌ ও ইসরাইল জাতির মধ্যকার এই সম্পর্কে সবচেয়ে মৌলিক বিষয়বস্তুগুলো প্রকাশিত হয়েছে সিনাই পর্বতে প্রদত্ত শরীয়তে (৩১:৩৩; হিজ ৬:৯; লেবীয় ২৬:১২; জাকা ৮:৮ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে দ্বি.বি. ২৬:১৭-১৮ আয়াত দেখুন)।

৭:২৪ নিজেদের হৃদয়ের কঠিনতায় আচরণ করলো। ৩:১৭ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে পয়দা ৬:৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

৭:২৫ সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত। অর্থাৎ বার বার। ১৩ আয়াতের নোট দেখুন। *আমার সমস্ত গোলামকে, অর্থাৎ নবীদেরকে।* ২৫:৪; ২৬:৫; ২৯:১৯; ৩৫:১৫; ৪৪:৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে জাকা ১:৬ আয়াত ও নোট দেখুন। আল্লাহ্‌ এই ওয়াদা করেছেন যে, মূসা নবীদের মধ্যে হবেন সর্ব প্রথম যিনি মাবুদের নামে কথা বলবেন এবং বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর

পিছে হটে গেল। [২৫] যেদিন তোমাদের
পূর্বপুরুষেরা মিসর দেশ থেকে বের হয়ে
এসেছিল, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি
প্রতিদিন খুব ভোরে উঠে আমার সমস্ত
গোলামকে, অর্থাৎ নবীদেরকে, তোমাদের কাছে
প্রেরণ করে আসছি। [২৬] তবুও লোকেরা আমার
কালাম শোনে নি, কানও দেয় নি, কিন্তু নিজ নিজ
ঘাড় শক্ত করতো; তারা পূর্বপুরুষদের চেয়েও
বেশি দুরাচারী হয়েছে।
[২৭] আর তুমি তাদেরকে এসব কথা বলবে,
কিন্তু তারা তোমার কথা শুনবে না; তুমি
তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা তোমাকে জবাব
দেবে না। [২৮] তখন তুমি তাদেরকে বলবে, এই
সেই জাতি, যে তার আল্লাহ্ মাবুদের কথা মান্য
করে নি, শাসন গ্রহণ করে নি; সত্য বিনষ্ট হয়েছে
ও এদের মুখ থেকে তা উচ্ছিন্ন হয়েছে।
[২৯] হে জেরুশালেম, তুমি তোমার চুল কেটে দূরে
ফেলে দাও, গাছপালাহীন পাহাড়গুলোর উপরে
উঠে মাতম কর, কেননা মাবুদ তাঁর ক্রোধের
পাত্র এই বংশকে অগ্রাহ্য করেছেন, পরিত্যাগ
করেছেন।
[৩০] কারণ আমার দৃষ্টিতে যা মন্দ, এহুদার
সন্তানেরা তা-ই করেছে, মাবুদ এই কথা বলেন;
এই যে গৃহের উপরে আমার নাম কীর্তিত
হয়েছে, এটি নাপাক করবার জন্য তারা এর
মধ্যে নিজেদের ঘৃণিত বস্তুগুলো রেখেছে।
[৩১] আর তারা নিজ নিজ পুত্রকন্যাদেরকে আগুনে
পোড়াবার জন্য হিন্নোম-সন্তানের উপত্যকায়
তোফতের উচ্চস্থলীগুলো প্রস্তুত করেছে; তা
আমি হুকুম করি নি, আমার মনেও তা উদয় হয়

[৭:২৬] হিজ ৩২:৯; প্রেরিত ৭:৫১।
[৭:২৭] ইহি ৩:৭; জাকা ৭:১৩।
[৭:২৮] লেবীয় ২৬:২৩; সফ ৩:৭।
[৭:২৯] ইয়ার ৪:৮; ইহি ১৯:১।
[৭:২৯] ইয়ার ৬:৩০; ১২:৭; হোশেয় ১১:৮; মীখা ৫:৩।
[৭:৩০] আয়াত ১০; লেবীয় ১৮:২১।
[৭:৩১] ২বাদশা ২৩:১০।
[৭:৩২] ইয়ার ১৯:৬।

সেবা করবেন (দ্বি.বি. ১৮:১৫-২২ আয়াত ও নোট দেখুন), যে ওয়াদাটি মসীহের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেয়েছে (প্রেরিত ৩:২২, ২৬ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৭:২৬ নিজ নিজ ঘাড় শক্ত করতো। ১৭:২৩; ১৯:১৫; হিজ ৩২:৯ আয়াত ও নোট দেখুন।

৭:২৮ মাবুদের ... শাসন গ্রহণ করে নি। ২:৩০; ৫:৩ আয়াত দেখুন। *সত্য ... মুখ থেকে তা উচ্ছিন্ন হয়েছে।* কেউই সত্য অনুসন্ধান করে না (৫:১ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৭:২৯ জেরুশালেমকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে।

তোমার চুল কেটে দূরে ফেলে দাও। এটি শোক প্রকাশের চিহ্ন (আইউব ১:২০; মিকাহ্ ১:১৬ আয়াত দেখুন)। হিব্রু ভাষায় "চুল" শব্দটির সাথে "নাসরীয়" শব্দটির সংযোগ রয়েছে (শুমারী ৬:২; উক্ত আয়াতের নোট দেখুন) এবং তা দিয়ে মহা ইমামের মাথার তাজকে বোঝানো হয়ে থাকে (হিজ ২৯:৬ আয়াত দেখুন)। নাসরীয়দের চুল ছিল তাদের আল্লাহ্‌র জন্য পৃথকীকরণ ও পবিত্রীকরণের চিহ্ন (শুমারী ৬:৭ আয়াত দেখুন)। একজন নাসরীয় ব্যক্তি শরীয়ত অনুসারে নাপাক হলে পর তাকে চুল কেটে ফেলতে হত (শুমারী ৬:৯), সে কারণে একই ভাবে জেরুশালেমকেও তার গুনাহ্‌র কারণে চুল কেটে ফেলতে বলা হচ্ছে। গাছপালাহীন পাহাড়গুলোর উপরে উঠে মাতম কর। ৩:২১ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৭:৩০ যে গৃহের উপরে ... ঘৃণিত বস্তুগুলো রেখেছে। বাদশাহ্ মানাশা বায়তুল মোকাদ্দসের ভেতরে (২ বাদশাহ্ ২১:৭) আশেরা দেবীর একটি খোদাই করা মূর্তি রেখেছিলেন। নবী ইয়ারমিয়ার সমসাময়িক বাদশাহ্ ইউসিয়া পৌত্তলিক দেব দেবীদের পূজা করার সমস্ত উপকরণ ও মূর্তি সরিয়ে ফেলেছিলেন (২ বাদশাহ্ ২৩:৪-৭ আয়াত দেখুন)। কিন্তু এর মাত্র ২০ বছর পরেই বাদশাহ্ ইউসিয়ার মৃত্যুর পর নবী ইহিষ্কেল বায়তুল মোকাদ্দসের প্রাঙ্গনে এ ধরনের আরও কয়েকটি মূর্তি লক্ষ্য করেন (দেখুন ইহি ৮:৩, ৫-৬, ১০, ১২)। নাপাক করবার জন্য। ২:৭ আয়াত ও নোট দেখুন।

৭:৩১ উচ্চস্থলী। পৌত্তলিক দেবতাদের পূজা করার স্থান সাধারণত (তবে এখানে নয়) প্রাকৃতিভাবে সৃষ্ট কোন উঁচু স্থানে স্থাপন করা হত (১ শামু ৯:১৩-১৪; ১০:৫; ১ বাদশাহ্ ১১:৭ আয়াত দেখুন)।

তোফত। আয়াত ৩২; ১৯:৬, ১১-১৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে ইশা ৩০:৩৩ আয়াত ও নোট দেখুন। এই শব্দটির বুৎপত্তি এসেছে অরামীয় ভাষা থেকে যার অর্থ আগুন জ্বালানোর স্থান, যদিও সংস্কৃতিগত দিক থেকে ইসরাইলের বাইরের অঞ্চলগুলোতে এই শব্দ দিয়ে বোঝানো হত "শিশু কোরবানী দেওয়ার স্থান"। এই শব্দটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে অপভ্রংশ হিসেবে উচ্চারণ করে হিব্রু বোশেৎ শব্দটির মত করে উচ্চারণ করা হয়েছে, যা দ্বারা "লজ্জাজনক কাজ" বোঝানো হয়ে থাকে (কাজী ৬:৩২ আয়াত দেখুন)। অনেক সময়ই তা পৌত্তলিক দেবতাদের পূজা সংক্রান্ত বিষয় বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে (২:২৬; ৩:২৫ আয়াতের নোট দেখুন)। পুরাতন নিয়ম অনুসারে তোফতে একটি আগুনের চুল্লী ছিল (ইশা ৩০:৩৩ আয়াত দেখুন), যেখানে অসহায় শিশুদেরকে ধরে ধরে ছুড়ে ফেলা হত।

হিন্নোম-সন্তানের উপত্যকা। আয়াত ৩২; ১৯:২, ৬; ৩২:৩৫ আয়াত দেখুন; এর সাথে ইউসা ১৫:৫ আয়াতের নোট দেখুন। এই স্থানটি ময়লা ফেলার জন্য এবং সেই সাথে পৌত্তলিক দেবতাদের কাছে শিশুদেরকে উৎসর্গ করার জন্যও ব্যবহার করা হত। এর সংক্ষিপ্ত হিব্রু নাম হচ্ছে গে'হিন্নোম (হিন্নোম উপত্যকা; দেখুন নহিমিয়া ১১:৩০ আয়াত ও নোট) যা উচ্চারণের কারণে গেহেন্না হয়ে ওঠে (গ্রীক গীন্না)। শব্দটিকে ইঞ্জিল শরীফে প্রায়শই দোজখ নামে অভিহিত করা হয়েছে, যেখানে চিরকাল আগুনে পোড়ার শাস্তি চলতে থাকে (মথি ৫:২২ ও নোট দেখুন; ১৮:৯; মার্ক ৯:৪৭-৪৮ আয়াত দেখুন)। *নিজ নিজ পুত্রকন্যাদেরকে আগুনে পোড়াবার জন্য।* অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এক প্রথা, যা মূসার শরীয়ত অনুসারে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল (লেবীয় ১৮:২১ আয়াত ও নোট দেখুন; দ্বি.বি. ১৮:১০) কিন্তু বাদশাহ্ আহস নিজেই তা চর্চা করেছিলেন (২ বাদশাহ্ ১৬:২-৩) এবং বাদশাহ্ মানাশাও করেছিলেন (২ বাদশাহ্ ২১:১, ৬ আয়াত দেখুন)। *আমার মনেও তা উদয় হয় নি।* আল্লাহ্‌র কাছেও ঘটনাটি কতটা ভয়ঙ্কর তা এই কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় (১৯:৫; ৩২:৩৫ আয়াত দেখুন)।

৭:৩২ হত্যার উপত্যকা বলে আখ্যাত হবে। ১৯:৬ আয়াতে এই অংশটি প্রায় উদ্ধৃতির মত করে প্রতিফলিত হয়েছে। এহুদার লোকেরা যখন ব্যাবিলনীয় হানাদার বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হবে, তখন তাদের কোরবানী দেওয়ার স্থানই তাদের কবর হবে।

নি। ৩২ এজন্য মাবুদ বলেন, দেখ, এমন সময়
আসছে, যখন ঐ স্থান আর তোফৎ কিংবা হিন্নোম
-সন্তানের উপত্যকা নামে আখ্যাত হবে না, কিন্তু
হত্যার উপত্যকা বলে আখ্যাত হবে; কারণ
লোকেরা স্থানের অভাবের কারণে ঐ তোফতে
কবর দেবে। ৩৩ আর এই জাতির লাশ
আসমানের পাখিদের ও ভূমির পশুগুলোর খাবার
হবে, কেউ তাদেরকে তাড়িয়ে দেবে না।
৩৪ তখন আমি এহুদার সকল নগরে ও
জেরুশালেমের সকল পথে আমোদের আওয়াজ
ও আনন্দের আওয়াজ, বর ও কন্যার কণ্ঠস্বর
নিবৃত্ত করবো; কেননা দেশ ধ্বংসস্থান হয়ে
পড়বে।
৮ ১ মাবুদ বলেন, সেই সময়ে লোকেরা
এহুদার বাদশাহ্‌দের অস্থি, তার
কর্মকর্তাদের অস্থি, ইমামদের অস্থি, নবীদের
অস্থি ও জেরুশালেম-নিবাসী লোকদের অস্থি
তাদের কবর থেকে বের করবে। ২ আর তারা
সূর্যের, চন্দ্রের ও সমস্ত আকাশ-বাহিনীর সম্মুখে–
তারা যাদেরকে ভক্তি ও সেবা করতো, যাদের
অনুগামী হত, যাদেরকে খোঁজ করতো ও যাদের
কাছে সেজ্‌দা করতো, তাদের সম্মুখে– সেসব

[৭:৩৩] পয়দা ১৫:১১।
[৭:৩৪] প্রকা ১৮:২৩।
[৮:১] জবুর ৫৩:৫।
[৮:২] ২বাদশা ২৩:৫; ইয়ার ১৯:১৩; সফ ১:৫; প্রেরিত ৭:৪২।
[৮:৩] দ্বি:বি ২৯:২৮।
[৮:৪] মেসাল ২৪:১৬; মীখা ৭:৮।
[৮:৫] জাকা ৭:১১।
[৮:৬] মালা ৩:১৬।
[৮:৭] দ্বি:বি ৩২:২৮; ইয়ার ৪:২২।
[৮:৮] রোমীয় ২:১৭।

অস্থি ছড়িয়ে দেবে। সেগুলো আর একত্রীকৃত
কিংবা কবরে স্থাপিত হবে না; সারের মত ভূমির
উপরে থাকবে। ৩ আর এই দুষ্ট গোষ্ঠীর অবশিষ্ট
যে সমস্ত লোক থাকবে– যে সকল স্থানে আমি
তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছি, সেসব স্থানে
থাকবে– তারা জীবনের চেয়ে মরণই বাঞ্ছনীয়
জ্ঞান করবে, এই কথা বাহিনীগণের মাবুদ
বলেন।

গুনাহ্‌ ও শাস্তি

৪ তুমি তাদেরকে আরও বলবে, মাবুদ এই কথা
বলেন, মানুষ পড়ে গেলে কি আর ওঠে না?
বিপথে গেলে কি আর ফিরে আসে না? ৫ তবে
জেরুশালেমের এই জাতি কেন নিত্যস্থায়ী
বিপথগমন দ্বারা বিপথগামী হয়েছে? তারা
প্রবঞ্চনাকে দৃঢ়ভাবে ধরে রয়েছে, তারা ফিরে
আসতে অসম্মত। ৬ আমি মনযোগ দিয়ে
শুনলাম, কিন্তু তারা সঠিক কথা বললো না; কেউ
তার নাফরমানীর জন্য তওবা করে বলে না,
‘হায়, আমি কি করলাম!’ ঘোড়া যেমন
ঊর্ধ্বশ্বাসে যুদ্ধে দৌড়ে যায়, তেমনি প্রত্যেকে
নিজ নিজ ধাবন পথে ফিরে। ৭ আসমানে
হাড়গিলাও তার সময় জানে এবং ঘুঘু, তালচোঁচ

৭:৩৩ এখানে যে শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে তা শরীয়তের প্রতি অবাধ্যতার জন্য দেওয়া হয়ে থাকে (দ্বি.বি. ২৮:২৬ আয়াত দেখুন)। *আসমানের পাখিদের ... পশুগুলোর খাবার হবে।* ১৬:৪; ১৯:৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৩৪:২০ আয়াত দেখুন, যেখানে একই বিচার ঘোষণা করা হয়েছে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পাদিত নিয়ম ভঙ্গ করার জন্য (৩৪:১৮-১৯)। লাশ দাফন না হওয়াটা প্রাচীনকালে অত্যন্ত অমর্যাদাকর একটি কাজ বলে বিবেচিত হত (এর সাথে তুলনা করুন ২২:১৯ আয়াত ও নোট)।

৭:৩৪ আয়াত ১৬:৯; ২৫:১০ দেখুন; তুলনা করুন ৩৩:১০-১১ আয়াত। *দেশ ধ্বংসস্থান হয়ে পড়বে।* শরীয়তের আরেকটি বদদোয়া (লেবীয় ২৬:৩১, ৩৩ আয়াত দেখুন)।

৮:১ অস্থি ... তাদের কবর থেকে বের করবে। ভীষণ অপমানের বিষয় (২ বাদশাহ্‌ ২৩:১৬, ১৮; আমোস ২:১ আয়াত ও নোট দেখুন)। *বাদশাহ্‌দের ... কর্মকর্তাদের ... ইমামদের ... নবীদের।* ২:২৬ আয়াত দেখুন; এর সাথে ১:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:২ সূর্যের, চন্দ্রের ও সমস্ত আকাশ-বাহিনীর সম্মুখে ... ছড়িয়ে দেবে। তাদের এই বিচ্ছিন্নতাকে আরও প্রবল করে তুলতে এবং সম্ভবত এটি দেখানো জন্য যে, তারা যে সকল তারার পূজা করতো, এমনকি এহুদার কোন কোন বাদশাহ্‌ও যাদের পূজা করতো (২ বাদশাহ্‌ ২১:৩, ৫; ২৩:১১ আয়াত দেখুন), তাদের সাহায্য করার মত কোন শক্তিই ছিল না। *যাদেরকে ভক্তি ও সেবা করতো ... অনুগামী হত ... খোঁজ করতো ... সেজ্‌দা করতো।* যে ধরনের ভক্তি, সেবা ও সম্মান একমাত্র মাবুদ আল্লাহ্‌ই পাওয়ার যোগ্য। *সেগুলো।* অস্থিগুলো। *একত্রীকৃত কিংবা কবরে স্থাপিত হবে না।* এর সাথে তুলনা করুন ২ শামু ২১:১৩-১৪ আয়াত। *সারের মত।* ৯:২২; ১৬:৪; ২৫:৩৩ আয়াত দেখুন।

৮:৩ অবশিষ্ট যে সমস্ত লোক। ৬:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:৪–৯:২৬ ৭:১–৮:৩ আয়াতের তুলনায় এই অংশটি পুরোপুরি কাব্যিক ঢংয়ে লেখা হয়েছে। নবী ইয়ারমিয়া গুনাহ্‌গারদের বিপক্ষে আল্লাহ্‌র বেহেশতী বিচার সম্পর্কে দীর্ঘ বিবৃতি আবারও শুরু করেছেন এই অংশে।

৮:৪ তুমি তাদেরকে আরও বলবে। এই অংশটিকে পূর্ববর্তী অংশের সাথে যুক্ত করা হয়েছে (৭:২৮ আয়াত দেখুন)। *বিপথে গেলে ... ফিরে আসে না?* হিব্রু ভাষায় এই দুটি শব্দের বুৎপত্তিগত রূপ প্রায় একই, যে কারণে এখানে চমৎকার একটি শব্দের খেলা তৈরি হয়েছে।

৮:৫ আয়াত ৪-এ যে সার্বজনীন সত্যের কথা বলা হয়েছে তা জেরুশালেমের লোকেরা ক্রমাগতভাবে বিকৃত করেছে ও লঙ্ঘন করেছে। *বিপথগমন দ্বারা বিপথগামী হয়েছে ... ফিরে আসতে অসম্মত।* এখানেও ৪ আয়াতের শব্দের খেলাটিকে নিয়ে আসা হয়েছে।

৮:৬ আমি। মাবুদ আল্লাহ্‌। *ঊর্ধ্বশ্বাসে যুদ্ধে দৌড়ে যায়।* এখানে ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটিও ৪-৫ আয়াতের শব্দের খেলাকে অনুসরণ করেছে। *ধাবন পথে ফিরে।* এবং মন্দ কাজে লিপ্ত হয় (২৩:১০ আয়াত দেখুন)।

৮:৭ ইশা ১:৩ আয়াত দেখুন। যদিও অতিথি পাখিরা তাদের আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সহজাত প্রবৃত্তি অনুসরণ করে, তথাপি আল্লাহ্‌র বিদ্রোহী লোকেরা তাঁর নিয়ম পালন করতে সম্মত হল না। *তালচোঁচ।* বকের মত আকৃতি ও স্বভাব বিশিষ্ট এক ধরনের পাখি (৩৮:১৪ আয়াত দেখুন)। *মাবুদের বিধান জানে না।* ৫:৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

৮:৮-৯ মাবুদের শরীয়ত ... মাবুদের কালাম। প্রথমটিকে (অর্থাৎ হযরত মূসার লিখিত শরীয়ত) ভুল ব্যাখ্যা ও বিকৃত করার কারণে দ্বিতীয়টিকে (আল্লাহ্‌র গোলামরূপ নবীরা যে কালামকে আল্লাহ্‌র সন্দেহাতীত সত্য বলে জেনেছেন ও ঘোষণা

ও বক নিজ নিজ আগমনের কাল রক্ষা করে,
কিন্তু আমার লোকেরা মাবুদের বিধান জানে না।
৮ তোমরা কেমন করে বলতে পার, আমরা
জ্ঞানী এবং আমাদের কাছে মাবুদের শরীয়ত
আছে? দেখ, আলেমদের মিথ্যা-লেখনী তা মিথ্যা
করে ফেলেছে। ৯ জ্ঞানীরা লজ্জিত হল, ব্যাকুল
হল ও ফাঁদে ধরা পড়লো; দেখ, তারা মাবুদের
কালাম অগ্রাহ্য করেছে, তবে তাদের জ্ঞান কি
রকম? ১০ এজন্য আমি অন্য লোকদেরকে তাদের
স্ত্রী এবং অন্য অধিকারীদেরকে তাদের ক্ষেত
দেব; কেননা ক্ষুদ্র বা মহান সবারই লোভ আছে,
নবী ও ইমামসুদ্ধ সমস্ত লোক প্রবঞ্চনায় রত।
১১ আর তারা আমার জাতির কন্যার ক্ষত কেবল
একটুমাত্র সুস্থ করেছে; যখন শান্তি নেই, তখন
বলেছে, শান্তি, শান্তি। ১২ তারা ঘৃণার কাজ
করেছে বলে কি লজ্জিত হল? তারা মোটেই
লজ্জিত হয় নি, তারা বিষণ্ন হতেও জানেও না;
এজন্য তারা তাদের মধ্যে পড়বে, যারা শাস্তি
ভোগ করবে; আমি যখন তাদের প্রতিফল দেব,
তখন তাদের নিপাত হবে, মাবুদ এই কথা
বলেন।
১৩ আমি তাদেরকে নিঃশেষে সংহার করবো,
মাবুদ এই কথা বলেন; আঙ্গুরলতায় আঙ্গুর ফল,
কিংবা ডুমুরগাছে ডুমুর ফল থাকবে না, পাতাও
শুকিয়ে যাবে; হ্যাঁ, আমি তাদের জন্য
আক্রমণকারী লোকদেরকে নির্ধারণ করেছি।
১৪ আমরা কেন বলে থাকি? এসো আমরা একত্র
হয়ে প্রাচীরবেষ্টিত নগরে নগরে প্রবেশ করি,
সেখানে ধ্বংস হই; কেননা আমাদের আল্লাহ্
মাবুদ আমাদেরকে ধ্বংসের পাত্র করলেন ও
বিষবৃক্ষের রস পান করালেন, কারণ আমরা
মাবুদের বিরুদ্ধে গুনাহ্ করেছি। ১৫ আমরা
শান্তির অপেক্ষা করলাম; কিন্তু কিছুই মঙ্গল হল
না; সুস্থতার সময়ের অপেক্ষা করলাম, কিন্তু
দেখ, উদ্বেগ উপস্থিত। ১৬ দান নগর থেকে
দুশমনের ঘোড়াগুলোর নাসিকাধ্বনি শোনা
যাচ্ছে; তার ঘোড়াগুলোর হ্রেষা শব্দে সমস্ত দেশ
কাঁপছে; তারা এসেছে, জনপদ ও তার মধ্যেকার
সমস্ত দ্রব্য এবং নগর ও সেখানকার
নিবাসীবর্গকে গ্রাস করেছে। ১৭ বস্তুত দেখ, আমি
তোমাদের মধ্যে সাপ, কালসাপ প্রেরণ করবো,
তারা কোন মন্ত্র মানবে না, তোমাদেরকে দংশন
করবে, মাবুদ এই কথা বলেন।

ভাবী দণ্ডের জন্য নবীর শোক-প্রকাশ

১৮ আহা, আমি যদি দুঃখে সান্ত্বনা পেতাম!
আমার অন্তর মূর্চ্ছিত। ১৯ দেখ, দূর দেশ থেকে

[৮:৯] মেসাল ১:৭; ১করি ১:২০।
[৮:১০] ইশা ৫৬:১১।
[৮:১১] ইয়ার ৪:১০; ইহি ৭:২৫।
[৮:১২] ইয়ার ৩:৩।
[৮:১৩] লূক ১৩:৬।
[৮:১৪] ইউসা ১০:২০; ইয়ার ৩৫:১১।
[৮:১৫] আইউ ১৯:৮; ইয়ার ১৪:১৯।
[৮:১৬] পয়দা ৩০:৬।
[৮:১৭] শুমারী ২১:৬; দ্বি:বি ৩২:২৪।
[৮:১৮] মাতম ৫:১৭।
[৮:১৯] দ্বি:বি ২৮:৬৪; ইয়ার ৯:১৬।

করেছেন) লোকেরা বাতিল করে দিয়েছে।

৮:৮ মিথ্যা-লেখনী। এখানে লিখিত শরীয়তের অপব্যাখ্যার কথা বোঝানো হয়েছে। আলেম। কিতাবুল মোকাদ্দসে প্রথম এই দলটির কথা এই আয়াতে দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত কিছু নির্দিষ্ট পরিবারকে আলেম পরিবার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হত (১ খান্দান ২:৫৫; ২ খান্দান ৩৪:১৩; এর সাথে দেখুন উযায়ের ৭:৬ আয়াত)। *তা মিথ্যা করে ফেলেছে।* এর সাথে তুলনা করুন ২ তীমথি ২:১৫ আয়াত।

৮:৯ তারা মাবুদের কালাম অগ্রাহ্য করেছে। তুলনা করুন দ্বি.বি. ৪:৫-৬ আয়াত।

৮:১০-১২ দেখুন ৬:১২-১৫ আয়াত ও নোট।

৮:১১ আমার জাতির কন্যা। আক্ষরিক অর্থে "আমার জাতি" (এর সাথে দেখুন আয়াত ২১; আরও দেখুন ইশা ২২:৪ আয়াত ও নোট)।

৮:১৩–৯:২৪ এই অংশটি প্রত্যেক সমাজগৃহে প্রতি বছর আভ মাসের নবম দিনে উচ্চ স্বরে পাঠ করা হয়। ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের এই দিনে ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা জেরুশালেমের এবাদতখানা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং আবারও ৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয়দের দ্বারা তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

৮:১৪-১৬ লোকদের পক্ষে এখানে নবী কথা বলছেন এবং ব্যাবিলনীয় বাহিনীর আক্রমণের ভবিষ্যদ্বাণী করছেন।

৮:১৪ একত্র হয়ে ... প্রবেশ করি। ৪:৫ আয়াত দেখুন। এই অংশটির হিব্রু প্রতিশব্দ ১৩ আয়াতে "নিয়ে যাওয়া" এবং "ফসল উত্তোলন" এর মধ্যে একটি শব্দের খেলা তৈরি করেছে। প্রাচীরবেষ্টিত নগরে নগরে প্রবেশ করি। ৪:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *বিষবৃক্ষের রস পান করালেন।* একমাত্র নবী ইয়ারমিয়াই এ ধরনের কথা বলেছেন (আয়াত ৯:১৫; ২৩:১৫ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ২৫:১৫)।

৮:১৫ এই অংশটি ১৪:১৯ আয়াতে প্রায় উদ্ধৃতির মত করে প্রতিফলিত হয়েছে। *শান্তি।* চলমান প্রেক্ষাপট অনুসারে তা কেবলই মিথ্যা আশ্বাস (৪:১০; ৬:১৪ আয়াতের নোট দেখুন)। *সুস্থতা।* ৬:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:১৬ দুশমনের ঘোড়া। ৪:১৩ আয়াতের নোট দেখুন। *দান।* ইসরাইলের উত্তর সীমান্তের নিকটবর্তী নগর। এই নগরটিই সর্বপ্রথম ব্যাবিলনীয় বাহিনীর আক্রমণের শিকার হবে। *ঘোড়াগুলো।* আক্ষরিক অর্থে "শক্তিমান"। এই শব্দের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি ৫০:১১ আয়াতে "তেজস্বী ঘোড়া" এবং ৪৭:৩ আয়াতে "বলবান ঘোড়া" হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে।

৮:১৭ কালসাপ ... কোন মন্ত্র মানবে না। দুষ্টেরা সব সময়ই এমন হয়ে থাকে (জবুর ৫৮:৪-৫ আয়াত দেখুন)।

৮:১৮ নবী ইয়ারমিয়া এখানে কথা বলছেন। *আমার অন্তর মূর্চ্ছিত।* মাতম ১:২২; ৫:১৭ আয়াত দেখুন।

৮:১৯ আয়াতের প্রথম অংশে নবী কথা বলছেন এবং শেষ অংশে কথা বলেছেন স্বয়ং মাবুদ আল্লাহ্। দূর দেশ থেকে আমার জাতির কন্যার আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। ব্যাবিলনের বন্দীদশায় অবস্থানকারী এহুদা (জবুর ১৩৭:১-৪) যা নবী ইয়ারমিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ও দর্শন দেখেছিলেন। *মাবুদ কি সিয়োনে নেই?* এর সাথে তুলনা করুন মিকাহ্ ৩:১১ আয়াত। লোকেরা নিজেদের কর্মফল হিসেবে এই নিয়তি ভোগ করছে, অথচ তারা আল্লাহ্‌কে দোষ দিয়ে বলছে কেন তিনি তাঁর নিজ দেশ ও এবাদতখানার প্রতি এমনটা হতে দিলেন (৭:৪ আয়াতের নোট দেখুন)। *বাদশাহ্।* স্বয়ং মাবুদ আল্লাহ্ (ইশা ৩৩:২২ আয়াত ও নোট দেখুন)। *আমাকে কেন অসন্তুষ্ট করেছে?* ৭:১৮; দ্বি.বি. ৩১:২৯ আয়াত দেখুন। *বিজাতীয় অসার বস্তুগুলো।* ২:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

আমার জাতির কন্যার আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে;
মাবুদ কি সিয়োনে নেই? তার বাদশাহ্‌ কি তার
মধ্যবর্তী নন? তারা নিজেদের খোদাই-করা মূর্তি
ও বিজাতীয় অসার বস্তুগুলো দ্বারা আমাকে কেন
অসন্তুষ্ট করেছে? ২০ শস্য কাটার সময় গেল,
ফলচয়নের কাল শেষ হল, কিন্তু আমাদের উদ্ধার
লাভ হয় নি। ২১ আমি আমার জাতির কন্যার
স্বাস্থ্যের ভগ্নতার জন্য ভগ্ন হয়েছি, আমি মলিন ও
আতঙ্কিত হয়েছি। ২২ গিলিয়দে কি মলম নেই?
সেখানে কি চিকিৎসক নেই? তবে আমার জাতির
কন্যা কেন স্বাস্থ্য লাভ করে নি?

৯ ১ হায় হায়, আমার মাথা কেন পানির ঝর্ণা
হল না! আমার চোখ কেন অশ্রুর ফোয়ারা
হল না! তা হলে আমি আমার জাতির কন্যার
নিহত লোকদের বিষয়ে দিনরাত কাঁদতে
পারতাম। ২ হায় হায়, মরুভূমিতে পথিকদের
রাত যাপনের কুটিরের মত কেন আমার কুটির
হয় নি! হলে আমি স্বজাতীয়দেরকে ত্যাগ করে
স্থানান্তরে যেতে পারতাম। কেননা তারা সকলে
জেনাকারী ও বিশ্বাসঘাতকদের সমাজ। ৩ তারা
জিহ্বারূপ ধনুকে মিথ্যারূপ তীর ধনুকে লাগায়;
এবং দেশে বিশ্বস্ততার পক্ষে তাদের বিক্রম
প্রকাশ হয় নি; বরং তারা একটা নাফরমানী
থেকে অন্য নাফরমানীর প্রতি অগ্রসর হয় এবং
তারা আমাকে জানে না, মাবুদ এই কথা বলেন।
৪ তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ বন্ধু থেকে সাবধান
থাক, কোন ভাইকেও বিশ্বাস করো না, কেননা
প্রত্যেক ভাই নিতান্তই প্রতারণা করে, প্রত্যেক
বন্ধু কুৎসা রটনা করে বেড়ায়। ৫ প্রত্যেকে নিজ
নিজ বন্ধুকে প্রবঞ্চনা করে, সত্যি কথা বলে না;
তারা নিজ নিজ জিহ্বাকে মিথ্যা বলতে শিক্ষা
দিয়েছে, তারা অপরাধ করার জন্য কষ্ট স্বীকার
করে। ৬ তুমি ছলনার মধ্যস্থানে বাস করছো;
তারা ছলনা কারণে আমাকে জানতে অস্বীকার
করে, মাবুদ এই কথা বলেন।
৭ অতএব বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন,
দেখ, আমি তাদেরকে গলাব, তাদের পরীক্ষা
করবো; আমার জাতির কন্যা হেতু আর কি
করবো? ৮ তাদের জিহ্বা প্রাণনাশক তীর; তা
ছলের কথা বলে; লোকে মুখে বন্ধুর সঙ্গে
প্রেমালাপ করে, কিন্তু অন্তরে তার জন্য ঘাঁটি
বসায়। ৯ মাবুদ বলেন, আমি কি তাদেরকে এই
সকলের প্রতিফল দেব না? আমার প্রাণ কি এই
রকম জাতির প্রতিশোধ নেবে না?

[৮:২১] জবুর ৭৮:৪০; ইশা ৪৩:২৪; মাতম ২:১৩; ইহি ৬:৯।
[৮:২২] পয়দা ৩৭:২৫।
[৯:১] জবুর ১১৯:১৩৬।
[৯:২] শুমারী ২৫:১; হোশেয় ৪:২; ৭:৪।
[৯:৩] হিজ ২০:১৬; জবুর ৬৪:৩; ইশা ৪৪:২০; ইয়ার ১৮:১৮; মীখা ৬:১২।
[৯:৪] মীখা ৭:৫-৬।
[৯:৫] লেবীয় ৬:২।
[৯:৬] ইয়ার ৫:২৭।
[৯:৭] আইউ ২৮:১; ইশা ১:২৫।
[৯:৮] জবুর ৩৫:২০।
[৯:৯] দ্বি:বি ৩২:৪৩।
[৯:১০] যেয়েল ১:১৯।

৮:২০ লোকেরা তাদের বন্দীদশার নিরাশায় জর্জরিত হয়ে কথা বলছে। *আমাদের উদ্ধার লাভ হয় নি।* অর্থাৎ আমরা দুশমনদের দ্বারা বন্দী হয়েছি।

৮:২১ নবী ইয়ারমিয়া নিজেকে তাঁর নিজ জাতির বন্দী লোকদের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন। *আমি মলিন ও আতঙ্কিত হয়েছি।* ৬:২৪ আয়াত দেখুন।

৮:২২ গিলিয়দে কি মলম নেই? ৪৬:১১ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ৫১:৮ আয়াত। গিলিয়দ অঞ্চলটি বিভিন্ন ধরনের মশলা এবং ভেষজ ওষুধের উপকরণের জন্য বিখ্যাত ছিল (পয়দা ৩৭:২৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। *সেখানে কি চিকিৎসক নেই?* এর সাথে তুলনা করুন ৩০:১৭ আয়াত।

৯:১-২ আয়াত ১-এ নবী ইয়ারমিয়ার নিজ জাতির লোকদের দুর্দশায় তাঁর হাহাকার এবং আয়াত ২-এ তাদের প্রতি বিরক্তির প্রকাশের মধ্য দিয়ে নবীর অন্তরের হতাশা ও উদ্বেগ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

৯:১ অনেক সময় ইয়ারমিয়াকে "কাঁদুনে নবী" বলা হয়ে থাকে, যা একেবারেই যথার্থ একটি উপাধি (আয়াত ১০ দেখুন; মাতম কিতাব; এর সাথে তুলনা করুন ২ শামু ১৮:৩৩; লূক ১৯:৪১; রোমীয় ৯:২-৪; ১০:১)।

৯:২ নবী তাঁর জাতির মধ্যকার দুষ্ট লোকদের মধ্য থেকে যতটা সম্ভব দূরে চলে যেতে চান (এর সাথে তুলনা করুন জবুর ৫৫:৬-৮ আয়াত)। *জেনাকারী ও বিশ্বাসঘাতকদের সমাজ।* আয়াত ১৪ দেখুন; এর সাথে হিজ ৩৪:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন। *সমাজ।* এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ পুরাতন নিয়মের অন্যান্য স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সমবেত জনতাকে বোঝাতে (উদাহরণ হিসেবে দেখুন দ্বি.বি. ১৬:৮)। কোন কোন সময় এই শব্দটির অর্থকে এবাদতকারীরা বিকৃত করে ফেলে এবং তারা বেহেশতী বিচারের অধীনে পতিত হয় (দেখুন ইশা ১:১৩; আমোস ৫:২১)।

৯:৩-৯ এই আয়াতগুলোতে মাবুদ আল্লাহ্‌ কথা বলছেন।

৯:৩ জিহ্বারূপ ধনুক। আয়াত ৫, ৮ দেখুন; এর সাথে দেখুন জবুর ৬৪:৩-৪; আরও দেখুন ইয়াকুব ৩:৫-১২। *তারা আমাকে জানে না।* দেখুন আয়াত ৬; কাজী ২:১০; ১ শামু ২:১২; আইউব ১৮:২১; হোসিয়া ৪:১ আয়াত ও নোট; রোমীয় ১:২৮; তুলনা করুন হোসিয়া ৬:৩।

৯:৪ প্রতারণা করে। পয়দা ২৫:২৬ আয়াত ও নোট দেখুন; পয়দা ২৭:৩৬ আয়াতের নোট দেখুন; হোসিয়া ১২:২-৩ আয়াত দেখুন ও ১২:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:৬ আমাকে জানতে অস্বীকার করে। তাদের অস্বীকৃতি এই পরিস্থিতি আরও বেশি ঘোলাটে করে তুলেছে (৩ আয়াতে বলা হয়েছে "তারা আমাকে জানে না")।

৯:৭ আমি তাদেরকে গলাব ... পরীক্ষা করবো। ৬:২৭-৩০ আয়াত ও নোট দেখুন। মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদেরকে দুঃখরূপ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পরীক্ষাসিদ্ধ করবেন (ইশা ৪৮:১০ আয়াত দেখুন)।

৯:৮ তাদের জিহ্বা ... ছলের কথা বলে। আয়াত ৩ ও নোট দেখুন। *মুখে ... কিন্তু অন্তরে।* জবুর ৫৫:২১ আয়াত দেখুন। *প্রেমালাপ।* ৬:১৪ আয়াতে এই শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দের অনুবাদ করা হয়েছে "শান্তি" (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৯:৯ ৫:৯, ২৯ আয়াতের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে।

৯:১০ নবী ইয়ারমিয়া কথা বলছেন। ৪:২৩-২৬ আয়াত ও নোট দেখুন। *কাঁদব ও হাহাকার করবো।* আয়াত ১৮ দেখুন; এর সাথে ১ আয়াতের নোট দেখুন। *মরুভূমিস্থ চরাণিস্থান।* দরিদ্র পশুপালকদের জন্য পশু চরানোর অত্যন্ত ভাল স্থান (১ শামু ১৭:২৮ আয়াত দেখুন; তুলনা করুন হিজ ৩:১)। *ধ্বংস ... হল।* আক্ষরিক অর্থে পুড়ে গেল (যেমনটা দেখা যায় ২:১৫ আয়াতে); এখানে সূর্যের খরতাপে পুড়ে যাওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে। *পথিকবিহীন।* আয়াত ১২; হিজ ৩৩:২৮

[১০] আমি পর্বতমালার বিষয়ে কাঁদব ও হাহাকার
করবো, মরুভূমিস্থ চরাণিস্থানের বিষয়ে মাতম
করবো, কেননা সেসব ধ্বংস ও পথিকবিহীন হল;
পশুপালের ডাক আর শোনা যায় না, আসমানের
পাখিগুলো ও পশুগুলো পালিয়ে গেছে, চলে
গেছে। [১১] আমি জেরুশালেমকে ঢিবি ও
শিয়ালদের বাসস্থান করবো; আমি এহুদার
নগরগুলো জনবসতিহীন ধ্বংসস্থান করবো।
[১২] এসব বুঝতে পারে, এমন জ্ঞানবান কে?
মাবুদের মুখে কালাম শুনে জানাতে পারে এমন
ব্যক্তি কে? দেশ কি জন্য বিনষ্ট ও মরুভূমির মত
পোড়ো জমি ও পথিকবিহীন হল? [১৩] মাবুদ
বলেন, কারণ এই, তারা আমার সেই শরীয়ত
ত্যাগ করেছে, যা আমি তাদের সম্মুখে
রেখেছিলাম; তারা আমার কথা মান্য করে নি, সে
পথে চলে নি; [১৪] কিন্তু নিজ নিজ হৃদয়ের
কঠিনতার ও বাল দেবতাদের পিছনে চলেছে,
তাদের পূর্বপুরুষেরা তাদেরকে এই শিক্ষা
দিয়েছিল। [১৫] এজন্য বাহিনীগণের মাবুদ,
ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই কথা বলেন, দেখ, আমি
এই লোকদেরকে নাগদানা ভোজন করাব,
বিষবৃক্ষের রস পান করাব। [১৬] তারা ও তাদের
পূর্বপুরুষেরা যাদেরকে জানে নি, এমন জাতিদের
মধ্যে তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করবো এবং যতদিন
তাদেরকে সংহার না করি, ততদিন আমি তাদের
পিছনে পিছনে তলোয়ার প্রেরণ করবো।

লোকদের হাহাকার

[১৭] বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন, তোমরা
বিবেচনা কর, মাতমকারিণীদেরকে ডাক, তারা
আসুক; জ্ঞানবতী স্ত্রীলোকদের কাছে লোক
পাঠাও, তারা আসুক। [১৮] তারা দ্রুত এসে
আমাদের জন্য হাহাকার করুক, যেন আমাদের
চোখ অশ্রুতে ভেসে যায়, আমাদের চোখ দিয়ে
পানির ধারা বের হয়। [১৯] কারণ সিয়োন থেকে
এই হাহাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, আমরা
কেমন হৃতসর্বস্ব হলাম। আমরা অতিশয় লজ্জিত
হলাম; কারণ আমরা দেশত্যাগী হয়েছি,
দুশমনরা আমাদের আবাসগুলো ভূমিসাৎ
করলো। [২০] আহা! হে স্ত্রীলোকেরা, মাবুদের কথা
শোন, তাঁর মুখের কালামে কান দাও এবং নিজ
নিজ কন্যাদেরকে হাহাকার করতে শিক্ষা দাও,
প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিবাসিনীকে মাতম করতে
শিক্ষা দাও। [২১] কেননা মৃত্যু আমাদের জানালায়
উঠলো, তা আমাদের অট্টালিকায় প্রবেশ করলো;
যেন বাইরে থেকে বালকেরা উচ্ছিন্ন হয়, চক
থেকে যুবকেরা উচ্ছিন্ন হয়। [২২] তুমি বল, মাবুদ
এই কথা বলেন, মানুষের লাশ সারের মত
ক্ষেতে পড়ে থাকবে, শস্য কর্তনকারীদের পিছনে

[৯:১১] আইউ ৩০:২৯; ইশা ৩৪:১৩।
[৯:১২] জবুর ১০৭:৪৩।
[৯:১৩] ২খান্দান ৭:১৯; জবুর ৮৯:৩০-৩২।
[৯:১৪] ইয়ার ২:৮, ২৩; আমোষ ২:৪।
[৯:১৫] ইয়ার ৮:১৪।
[৯:১৬] লেবীয় ২৬:৩৩।
[৯:১৭] হেদা ১২:৫।
[৯:১৮] জবুর ১১৯:১৩৬; মাতম ৩:৪৮।
[৯:১৯] ইয়ার ৪:১৩।
[৯:২০] ইশা ৩২:৯-১৩।
[৯:২১] যেয়েল ২:৯।
[৯:২২] ২বাদশা ৯:৩৭।
[৯:২৩] আইউ ৪:১২; হেদা

দেখুন।

৯:১১ মাবুদ আল্লাহ্‌ কথা বলছেন। *শিয়ালদের বাসস্থান।* আয়াত ১০:২২; ৪৯:৩৩; ৫১:৩৭; জবুর ৪৪:১৯; ইশা ১৩:২১-২২; মাতম ৫:১৮; ইহি ১৩:৪; মালাখি ১:৩ দেখুন; তুলনা করুন ইশা ৩৫:৭ আয়াত। *জনবসতিহীন ধ্বংসস্থান।* ২:১৫; ৪:৭ আয়াত ও নোট দেখুন।

৯:১২ নবী ইয়ারমিয়া একাধারে কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন। *এমন জ্ঞানবান কে?* হোসিয়া ১৪:৯ আয়াত দেখুন।

৯:১৩ মাবুদ আল্লাহ্‌ নবী ইয়ারমিয়ার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন এবং আবারও ১৯ আয়াত পর্যন্ত কথা বলে গেছেন। *শরীয়ত ... যা আমি তাদের সম্মুখে রেখেছিলাম।* হযরত মূসার মধ্য দিয়ে (দ্বি.বি. ৪:৮ আয়াত দেখুন)।

৯:১৪ হৃদয়ের কঠিনতা। ৩:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন। *বালদেবতা।* ২:২৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

৯:১৫ নাগদানা ভোজন করাব, বিষবৃক্ষের রস পান করাব। ২৩:১৫ আয়াতে তা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে; ৮:১৪ আয়াতের নোট দেখুন। কয়েক শতাব্দী আগে হযরত মূসা ইসরাইল জাতিকে তাদের এ ধরনের নিয়তি ঘটতে পারে বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন (দ্বি.বি. ২৯:১৮ আয়াত দেখুন)।

৯:১৬ তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করবো। আয়াত ১৩:২৪; ১৮:১৭; ৩০:১১; ৪৬:২৮ দেখুন। দ্বি.বি. ২৮:৬৪ আয়াতে এই সতর্কবাণী দেওয়া হয়েছিল শরীয়তের প্রতি ক্রমাগতভাবে অবাধ্য থাকার কারণে বদদোয়ার ব্যাপারে। *তাদের পিছনে পিছনে তলোয়ার প্রেরণ করবো।* ৪২:১৬ আয়াত দেখুন। *যতদিন তাদেরকে সংহার না করি।* তবে নির্বিশেষে তিনি ধ্বংস করবেন না (৪:২৭ আয়াতের নোট দেখুন; বিশেষ করে ৪৪:২৭-২৮ আয়াত দেখুন)।

৯:১৭ মাতমকারিণী। যারা টাকার বিনিময়ে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে ও অন্যান্য দুঃখ ভারাক্রান্ত অনুষ্ঠানে শোক ও মাতম করতো (২ খান্দান ৩৫:২৫; হেদায়েত ১২:৫; আমোস ৫:১৬ আয়াত দেখুন)।

৯:১৮ হাহাকার। আয়াত ১০ দেখুন। *চোখ অশ্রুতে ভেসে যায়।* আয়াত ১ দেখুন।

৯:১৯ আমরা কেমন হৃতসর্বস্ব হলাম। ৪:১৩, ২০ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ৪৮:১ আয়াত।

৯:২০-২১ নবী ইয়ারমিয়া কথা বলছেন।

৯:২০ মাতমকারী নারীদের নিজ নিজ কন্যাদেরকে এই কাজ শেখাতে হত, যেন তারা তাদের পেশা ধরে রাখতে পারে।

৯:২১ মৃত্যু। এখানে মৃত্যুকে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (এর সাথে হাবা ২:৫ আয়াত দেখুন)। কেনানীয় পৌরাণিক কাহিনীতে মৎ নামের এক দেবতা রয়েছে (যে নামের সাথে মৃত্যু শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে), যে অনুর্বরতা ও দোজখের প্রতীক। *আমাদের জানালায় উঠলো।* যোয়েল ২:৯ আয়াতে এই কথাটি এক ঝাঁক পঙ্গপালের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। *বালকেরা ... যুবকেরা।* আয়াত ৬:১১ দেখুন।

৯:২২ মানুষের লাশ। ৭:৩৩ আয়াত ও নোট দেখুন। *সারের মত।* ৮:২ আয়াতের নোট দেখুন। *শস্য কর্তনকারী।* মৃত্যুকে আজরাইল বা যমদূত হিসেবে দেখার ধারণাটি এই আয়াত থেকে অনেকখানি অনুপ্রাণিত হয়েছে।

৯:২৩ ধনবান তার ধনের গর্ব না করুক। নবী ইয়ারমিয়ার প্রায় এক শতাব্দী পরে আহিকার রচিত অরামীয় ভাষার একটি লিপিতে প্রায় একই ধরনের কথা দেখতে পাওয়া যায়: "ধনীরা না বলুক, "আমি আমার ধনের জন্য গর্বিত'।"

যে শস্যগুচ্ছ পড়ে থাকে, তার মত হবে, কেউ
তাদেরকে সংগ্রহ করবে না।
[২৩] মাবুদ এই কথা বলেন, জ্ঞানবান তার
জ্ঞানের বিষয়ে গর্ব না করুক, বিক্রমী তার
বিক্রমের গর্ব না করুক, ধনবান তার ধনের গর্ব
না করুক। [২৪] কিন্তু যে ব্যক্তি গর্ব করে, সে এই
বিষয়ের গর্ব করুক যে, সে বুঝতে পারে ও
আমার এই পরিচয় পেয়েছে যে, আমি মাবুদ
দুনিয়াতে অটল মহব্বত, বিচার ও ধার্মিকতার
অনুষ্ঠান করি, কারণ ঐ সকলে আমি প্রীত, মাবুদ
এই কথা বলেন।
[২৫] মাবুদ বলেন, দেখ, এমন সময় আসছে, যে
সময়ে আমি যাদের খৎনা করানো হয়েছে তাদের
খৎনা-না-করানো বলে প্রতিফল দেব; [২৬] আমি
মিসরকে, এহুদাকে, ইদোমকে, অম্মোনীয়দেরকে,

৯:১১।
[৯:২৪] জবুর ৩৪:২; ১করি ১:৩১; গালা ৬:১৪।
[৯:২৫] লেবীয় ২৬:৪১; রোমীয় ২:২৫।
[৯:২৬] প্রেরিত ৭:৫১ ইয়ারমিয়া ১০।
[১০:২] হিজ ২৩:২৪; লেবীয় ২০:২৩।
[১০:৩] ইশা ৪০:১৯।
[১০:৪] জবুর ১৩৫:১৫; হোশেয় ১৩:২; হবক ২:১৯।
[১০:৫] ১বাদশা ১৮:২৬; ১করি ১২:২।

মোয়াবকে এবং মরুভূমিবাসী যারা মাথার
দু'পাশের চুল কাটে, তাদের সকলকে প্রতিফল
দেব; কেননা সমস্ত জাতি খৎনা-না-করানো, আর
ইসরাইলের সমস্ত কুল অন্তরে খৎনা-না-
করানো।

মূর্তিপূজা ইসরাইলদের জন্য ধ্বংস ডেকে এনেছে

১০ [১] হে ইসরাইল-কুল, মাবুদ তোমাদের
বিষয়ে যে কথা বলেন, তা শোন।
[২] মাবুদ এই কথা বলেন, তোমরা জাতিদের
ব্যবহার শিখো না, আসমানের নানা চিহ্নকে ভয়
পেয়ো না; বাস্তবিক জাতিরাই তা থেকে ভীত
হয়। [৩] কেননা জাতিদের বিধিগুলো অসার;
লোকে বনে যে কাঠ কাটে, তা-ই বাটালি
সহকারে কারুশিল্পীর হস্তকৃত কাজ হয়ে ওঠে।
[৪] লোকে তা রূপা ও সোনা দিয়ে অলঙ্কৃত করে;
এবং যেন না নড়ে, সেজন্য হাতুড়ি দিয়ে প্রেক
মেরে তা দৃঢ় করে। [৫] সেসব খোদিত স্তম্ভস্বরূপ;

৯:২৪ ১ করি ১:৩১ আয়াতে এই আয়াতের সার সংক্ষিপ্ত রূপ এখানে প্রকাশ করা হয়েছে: "যে ব্যক্তি গর্ব করে, সে প্রভুতেই গর্ব করুক"। *এই বিষয়ে ... ঐ সকলে।* চূড়ান্তভাবে কেবল মাবুদ আল্লাহ্‌ এবং তাঁর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ও তাঁর প্রতি আমাদের মহব্বতেরই একমাত্র মূল্য থাকে। *সে বুঝতে পারে ... পরিচয় পেয়েছে।* ৩:১৫ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৪:২২ আয়াতের নোট দেখুন। *আমি মাবুদ।* হিজ ৬:২-৮ আয়াত দেখুন, যা নাজাতের ধারণা সম্পর্কিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ, যা শুরু ও শেষ করা হয়েছে খোদায়ী আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে। *অটল মহব্বত।* ২:২ আয়াতে এই শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দটিকে অনুবাদ করা হয়েছে "বিয়ের সময়কার মহব্বত" (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। *ঐ সকলে আমি প্রীত।* জবুর ১১:৭; ৩৩:৫; ৯৯:৪; ১০৩:৬; মিকাহ্‌ ৬:৮; ৭:১৮ আয়াত দেখুন।

৯:২৫-২৬ রোমীয় ২:২৫-২৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে পয়দা ১৭:১০ আয়াত ও নোট দেখুন।

৯:২৬ মরুভূমিবাসী। এখানে দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী আরবীয় গোষ্ঠীগুলোকে বোঝানো হয়েছে (২৫:২৩; ৪৯:৩২ আয়াত দেখুন), যারা পরবর্তীতে বাদশাহ্‌ বখতে-নাসারের অধীনে ব্যাবিলনের দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়েছিল (৪৯:২৮-৩৩ আয়াত দেখুন)। *অন্তরে খৎনা-না-করানো।* ৪:৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

১০:১-২৫ একটি কাব্যাংশের মধ্য দিয়ে নবী ইয়ারমিয়া এবাদতখানায় প্রচারের জন্য উপযোগী তাঁর এই বাণী সঙ্কলন শেষ করেছেন। এখানে বিভিন্ন দেব দেবতার মূর্তি এবং মাবুদ আল্লাহ্‌র মধ্যে পার্থক্য মূলত স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে (আয়াত ২-১৬)। আয়াত ২-৫, ৮-৯, ১১, ১৪-১৫ এ মূর্তি ও তাদের পূজাকারীদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েঝে, অন্য দিকে বাকি আয়াতগুলোতে একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গৌরব করা হয়েছে (আয়াত ৬-৭, ১০, ১২-১৩, ১৬)। ইশা ৪০:১৮-২০ আয়াত ও নোট দেখুন; ৪১:৭; ৪৪:৯-২০; ৪৬:৫-৭ আয়াত দেখুন।

১০:১ শোন। ২:৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

১০:২ ভয় পেয়ো না। ১:১৭ আয়াত দেখুন। *জাতিদের ব্যবহার।* হিব্রু ভাষায় এই শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত হয় এবং এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জাতিদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে বোঝানো হয়। প্রথম দিককার ঈসায়ী ঈমানদারেরা অনেক সময় তাদের বিশেষ ঈমান ও জীবনাচরণ বোঝাতে এক কথায় "ব্যবহার" বা "পথ" শব্দটি ব্যবহার করতেন (দেখুন প্রেরিত ৯:২; ১৯:৯, ২৩; ২২:৪; ২৪:১৪, ২২)। *আসমানের নানা চিহ্ন।* বেহেশতের সমস্ত বস্তু মাবুদ আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তা মানুষের পূজা করার জন্য নয় (পয়দা ১:১৪-১৮ আয়াত ও নোট দেখুন)। *জাতিরাই তা থেকে ভীত হয়।* শুধুমাত্র আসমানের নানা চিহ্ন নয়, সেই সাথে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত সমস্ত বস্তুর কারণেই তারা ভীত হয় (যেমন ধূমকেতু, উল্কা, রংধনু ইত্যাদি)।

১০:৩ অসার। ২:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *বনে যে কাঠ কাটে।* ইশা ৪৪:১৪-১৫ আয়াত দেখুন। *কারুশিল্পী।* এই শব্দের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটিকে অনেক সময় মূর্তি নির্মাতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যারা সাধারণত কাঠ দিয়ে কাজ করে (ইশা ৪১:৭ আয়াত দেখুন), কিন্তু সব সময় নয় (ইশা ৪০:১৯ আয়াত দেখুন)। *বাটালি।* তুলনা করুন ইশা ৪৪:১৩ আয়াত।

১০:৪ রূপা ও সোনা। কাঠের তৈরি মূর্তি অনেক সময় সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য মূল্যবান ধাতু দিয়ে মুড়ে দেওয়া হত (ইশা ৩০:২২; ৪০:১৯ আয়াত দেখুন)। *যেন না নড়ে ... দৃঢ় করে।* ইশা ৪০:২০; ৪১:৭ আয়াত দেখুন; তুলনা করুন ৪৬:৭; ১ শামু ৫:২-৪ আয়াত।

১০:৫ জবুর ১১৫:৪-৭; ১৩৫:১৫-১৮ আয়াতে অত্যন্ত সুনিপুণ ভঙ্গিতে মূর্তির অসারতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। *খোদিত স্তম্ভ স্বরূপ।* এখানে কাকতাড়ুয়া অর্থে বলা হয়েছে। নবী ইয়ারমিয়ার এপোক্রিফা পত্রের ৭০ আয়াতে এই একই চিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। *তাদেরকে বহন করতে হয়।* সাধারণত পশুর পিঠে করে মূর্তিগুলো বহন করতে হত। ইশা ৪৬:১ আয়াত দেখুন। *অমঙ্গল করতে পারে না, মঙ্গল করতেও তাদের সাধ্য নেই।* মূর্তিরা বস্তুত কিছুই করতে পারে না (ইশা ৪১:২২-২৪ আয়াত দেখুন)।

কথা বলতে পারে না; তাদেরকে বহন করতে
হয়, কারণ তারা চলতে পারে না। তোমরা
তাদেরকে ভয় পেয়ো না। কারণ তারা অমঙ্গল
করতে পারে না, মঙ্গল করতেও তাদের সাধ্য
নেই।
৬ হে মাবুদ, তোমার মত আর কেউই নেই;
তুমি মহান, তোমার নাম ও পরাক্রমে মহৎ।
৭ হে জাতিদের বাদশাহ্‌, তোমাকে কে না ভয়
করবে? তা তোমারই পাওনা, কেননা জাতিদের
সমস্ত জ্ঞানী লোকের মধ্যে, তাদের সমস্ত রাজ্যের
মধ্যে, তোমার মত কেউ নেই। ৮ কিন্তু তারা
সকলে পশুর মত ও স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন; তাদের
মূর্তিগুলো যে শিক্ষা দেয় তা কাঠের মতই
অসার। ৯ তর্শীশ থেকে রূপার পাত ও উফস
থেকে সোনা আনা হয়; মূর্তিগুলো কারুকরের
কৃত ও স্বর্ণকারের হাতের তৈরি; তাদের পরিচ্ছদ
নীল ও বেগুনে, সে সবই শিল্পনিপুণ লোকদের
হাতের কাজ। ১০ কিন্তু মাবুদ সত্য আল্লাহ্‌;
তিনিই জীবন্ত আল্লাহ্‌ ও অনন্তকালস্থায়ী বাদশাহ্‌;
তাঁর ক্রোধে দুনিয়া কেঁপে ওঠে এবং তাঁর কোপ
জাতিরা সইতে পারে না।

[১০:৬] হিজ ৮:১০।
[১০:৭] প্রকা ১৫:৪।
[১০:৮] ইশা ৪৪:১৮।
[১০:৯] পয়দা ১০:৪।
[১০:১০] ইউসা ৩:১০; মথি ১৬:১৬।
[১০:১১] ইশা ২:১৮।
[১০:১২] ১শামু ২:৮।
[১০:১৩] আইউ ৩৬:২৯।
[১০:১৪] জবুর ৯৭:৭; ইশা ১:২৯।
[১০:১৫] ইশা ৪১:২৪।
[১০:১৬] দ্বি:বি ৩২:৯।
[১০:১৭] ইহি ১২:৩-১২।
[১০:১৮] ১শামু ২৫:২৯।

১১ তোমরা ওদেরকে এই কথা বল, ‘যে
দেবতারা আসমান ও দুনিয়া গঠন করে নি, তারা
দুনিয়া থেকে ও আসমানের নিচ থেকে উচ্ছিন্ন
হবে’। ১২ তিনি নিজের শক্তিতে দুনিয়া গঠন
করেছেন, নিজের জ্ঞানে দুনিয়া স্থাপন করেছেন,
নিজের বুদ্ধিতে আসমান বিস্তার করেছেন।
১৩ তিনি গর্জে উঠলে আসমানে জলরাশির
আওয়াজ হয়, তিনি দুনিয়ার প্রান্ত থেকে বাষ্প
উত্থাপন করেন; তিনি বৃষ্টির জন্য বিদ্যুৎ গঠন
করেন, তিনি তাঁর ভাণ্ডার থেকে বায়ু বের করে
আনেন। ১৪ প্রত্যেক মানুষ পশুর মত হয়েছে, সে
জ্ঞানহীন; প্রত্যেক স্বর্ণকার তার মূর্তি দ্বারা
লজ্জিত হয়। কারণ তার ছাঁচে ঢালা বস্তু,
মিথ্যামাত্র, তার মধ্যে শ্বাসবায়ু নেই। ১৫ সেসব
অসার, মায়ার কর্মমাত্র; তাদের প্রতিফল
দানকালে তারা বিনষ্ট হবে। ১৬ যিনি ইয়াকুবের
অধিকার, তিনি সেরকম নন; কারণ তিনি সমস্ত
বস্তুর গঠনকারী এবং ইসরাইল তাঁর অধিকাররূপ
বংশ; তাঁর নাম বাহিনীগণের মাবুদ!

এহুদার ধ্বংস

১৭ হে অবরুদ্ধস্থান-নিবাসীনী! তুমি ভূমি থেকে

১০:৬ আর কেউই নেই। দেবতাদের মধ্যে (জবুর ৮৬:৮ আয়াত দেখুন)। *তোমার নামও পরাক্রমে মহৎ।* ১৬:২১ আয়াত দেখুন।

১০:৭ হে জাতিদের বাদশাহ্‌ ... কে না ভয় করবে? জবুর ৪৭:৮-৯ আয়াত ও নোট দেখুন; ৯৬:১০; প্রকা ১৫:৩-৪ আয়াত ও নোট দেখুন। পার্শ্ববর্তী জাতিদের দেবতাদের শক্তির আওতা তাদের নিজেদের নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু মাবুদ আল্লাহ্‌ সমস্ত স্থান জুড়ে আছেন (পয়দা ২৮:১৫; ২ বাদশাহ্‌ ৫:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন)। *জাতিদের সমস্ত জ্ঞানী লোকের মধ্যে ... তোমার মত কেউ নেই।* ইশা ১৯:১২; ২৯:১৪; ১ করি ১:২০ আয়াত দেখুন।

১০:৮ পশুর মত ও স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন। আয়াত ৪, ২১; ৫:২১ দেখুন; এর সাথে মেসাল ১:৭ আয়াতের এনআইভি টেক্সট নোট দেখুন। *তাদের মূর্তিগুলো যে শিক্ষা দেয়।* তা মাবুদ আল্লাহ্‌র শিক্ষা নয় (দ্বি.বি. ১১:২; আইউব ৫:১৭; মেসাল ৩:১১ আয়াত দেখুন, যেখানে "শিক্ষা দেওয়া" শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দের অর্থ করা হয়েছে "শাসন")।

১০:৯ তর্শীশ থেকে রূপার পাত। ইহি ২৭:১২ আয়াত দেখুন; এর সাথে ইশা ২৩:৬ আয়াতের নোট দেখুন। *উফস।* শুধুমাত্র এই আয়াতে শব্দটি দেখা যায়। *কারুকর ... স্বর্ণকার।* ইশা ৪০:১৯ আয়াত ও নোট দেখুন। *তাদের পরিচ্ছদ নীল ও বেগুনে।* যেন তা রাজকীয় দেখায়। *সে সবই।* মূর্তিগুলোর কথা বলা হচ্ছে।

১০:১০ মূর্তিগুলো যা কিছু পারে না তার সবই মাবুদ আল্লাহ্‌ করতে সক্ষম। *সত্য আল্লাহ্‌।* ১ থিষ ১:৯ আয়াত দেখুন। *জীবন্ত আল্লাহ্‌।* ২৩:৩৬; দ্বি.বি. ৫:২৬; ২ বাদশাহ্‌ ১৯:৪ আয়াত ও নোট দেখুন। *অনন্তকালস্থায়ী।* দেখুন হিজ ১৫:১৮; জবুর ১০:১৬; ২৯:১০ আয়াত। *তাঁর ক্রোধে ... তাঁর কোপ।* জবুর ৯৭:৫; নাহূম ১:৫ আয়াত দেখুন।

১০:১১ পুরাতন নিয়মের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অরামীয় অংশ হচ্ছে উযায়ের ৪:৮–৬:১৮; ৭:১২-২৬; দানি ২:৪–৭:২৮। *তারা।* পৌত্তলিক দেবতাদের পূজাকারীরা, যারা হিব্রুর চেয়ে অরামীয় ভাষা ভাল বুঝতো (তৎকালে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে অরামীয় ভাষার বেশ প্রচলন ছিল)।

১০:১২-১৬ এই অংশটি ৫১:১৫-১৯ আয়াতে প্রায় উদ্ধৃতি হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে।

১০:১২ এখানে ১১ আয়াতের অসার দেবতাদের সাথে মাবুদ আল্লাহ্‌র তুলনা করা হয়েছে। *আসমান বিস্তার করেছেন।* তাঁবু বা ছাউনির মত করে (জবুর ১০৪:২; ইশা ৪০:২২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১০:১৩ বাষ্প উত্থাপন করেন ... ভাণ্ডার থেকে বায়ু বের করে আনেন। জবুর ১৩৫:৭ আয়াতে এই কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, যেখানে একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌র সাথে অসার দেবতাদের তুলনা করা হয়েছে (জবুর ১৩৫:৫, ১৫-১৭ আয়াত দেখুন); এর সাথে তুলনা করুন আইউব ৩৮:২২ আয়াত।

১০:১৪ পশুর মত হয়েছে। ৮, ২১ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৪:২২ আয়াতের নোট দেখুন। *ছাঁচে ঢালা বস্তু।* সাধারণত গলিত ধাতু দিয়ে তা তৈরি করা হত। ইশা ৪৮:৫ আয়াতে এই শব্দটিতে বলা হয়েছে ধাতু নির্মিত দেবতা এবং দানিয়াল ১১:৮ আয়াতে বলা হয়েছে ধাতু নির্মিত প্রতিমা। *তার মধ্যে শ্বাসবায়ু নেই।* জবুর ১৩৫:১৭ আয়াত দেখুন।

১০:১৫ অসার। আয়াত ৩ ও নোট দেখুন।

১০:১৬ ইয়াকুবের অধিকার। আল্লাহ্‌র একটি উপাধি, যা এই আয়াত ব্যতীত শুধুমাত্র ৫১:১৯ আয়াতে দেখা যায় (জবুর ৭৩:২৬ আয়াত ও নোট দেখুন; ১১৯:৫৭; ১৪২:৫; মাতম ৩:২৪ আয়াত দেখুন)। *তাঁর অধিকাররূপ বংশ।* ইশা ৬৩:১৭ আয়াত দেখুন। *তাঁর নাম বাহিনীগণের মাবুদ!* ২:১৯ আয়াত ও নোট দেখুন; ইশা ৫৪:৫; আমোস ৪:১৩ আয়াত দেখুন।

১০:১৭-২২ এহুদার ধ্বংস ও বন্দীদশা একেবারে আসন্ন।

১০:১৮ ফিঙ্গার পাথরের মত নিক্ষেপ করবো। অর্থাৎ নিজেদের ভূখণ্ড থেকে অনেক দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলবো।

১০:১৯-২০ নবী ইয়ারমিয়া তাঁর নিজ জাতির লোকদের পক্ষ

তোমার সামগ্রী কুড়িয়ে নাও। [১৮] কেননা মাবুদ
এই কথা বলেন, দেখ, আমি এই সময়ে দেশীয়
লোকদেরকে ফিঙ্গার পাথরের মত নিক্ষেপ করবো
এবং এমন সঙ্কটাপন্ন করবো যে, তারা টের
পাবে। [১৯] হায় হায়, আমার কেমন ক্ষত! আমার
ক্ষত অতি বেদনাযুক্ত; তবুও আমি বললাম, এ
আমার অসুস্থতা, আমি তা সহ্য করবো।
[২০] আমার তাঁবু বিনষ্ট হল; আমার সমস্ত দড়ি
ছিঁড়ে গেল, আমার সন্তানেরা আমার কাছ থেকে
প্রস্থান করলো, তারা আর নেই। আমার তাঁবু
পুনর্বার টাঙ্গাতে ও আমার পর্দা ঝোলাতে এক
জনও নেই। [২১] কেননা পালকেরা পশুর মত
হয়েছে, মাবুদের কাছে খোঁজ করে নি, এজন্য
বুদ্ধিপূর্বক চলে নি, তাদের সমস্ত পাল ছিন্নভিন্ন
হয়েছে। [২২] কোলাহলের আওয়াজ! দেখ, তা
উপস্থিত হচ্ছে, উত্তর দেশ থেকে বড় কলরব
আসছে; এহুদার নগর সকল বিধ্বস্ত ও
শিয়ালদের বাসস্থান করা হবে। [২৩] হে মাবুদ,
আমি জানি, মানুষের পথ তার বশে নয়, মানুষ
চলতে চলতে তার পদক্ষেপ স্থির করতে পারে
না। [২৪] হে মাবুদ, আমাকে শাসন কর, কেবল
বিচারপূর্বক কর; ক্রোধপূর্বক করো না, পাছে
তুমি আমাকে ক্ষীণ করে ফেল। [২৫] ঢেলে দাও
তোমার গজব সেই জাতিদের উপরে, যারা
তোমাকে জানে না; সেই গোষ্ঠীগুলোর উপরে,
যারা তোমার নামে ডাকে না; কেননা তারা
ইয়াকুবকে গ্রাস করেছে, গ্রাস করে সংহার
করেছে, তারা তার বাসস্থান শূন্য করেছে।

ইসরাইল ও এহুদা আল্লাহ্‌র নিয়ম ভঙ্গকারী

১১ [১] ইয়ারমিয়ার কাছে মাবুদের এই
কালাম নাজেল হল, [২] তোমরা এই
নিয়মের কথা শোন এবং এহুদার লোকদের
কাছে ও জেরুশালেম-নিবাসীদের কাছে বল।
[৩] তুমি তাদেরকে বল, মাবুদ, ইসরাইলের
আল্লাহ্‌ এই কথা বলেন, এই নিয়মের কথা যে
কেউ না মানবে, সে বদদোয়াগ্রস্ত হোক।
[৪] মিসর দেশ থেকে, সেই লোহার হাপর থেকে,
তোমাদের পূর্বপুরুষদের বের করে আনবার দিনে
আমি তাদের তা হুকুম করেছিলাম, বলেছিলাম,
‘তোমরা আমার কথায় মনোযোগ দিয়ো এবং
আমি তোমাদের যেসব হুকুম দিই, তা পালন

[১০:১৯] আইউ ৩৪:৬; মাতম ২:১৩; মীখা ১:৯; নহূম ৩:১৯।
[১০:২০] ইয়ার ৩১:১৫; মাতম ১:৫।
[১০:২১] ইয়ার ২২:২২।
[১০:২২] ইশা ৩৪:১৩।
[১০:২৩] আইউ ৩৩:২৯।
[১০:২৪] জবুর ৬:১; ৩৮:১।
[১০:২৫] জবুর ৬৯:২৪; সফ ২:২; ৩:৮।
[১১:২] দ্বি:বি ৫:২।
[১১:৩] দ্বি:বি ১১:২৬-২৮; গালা ৩:১০।
[১১:৪] হিজ ২৪:৮; ইয়ার ৭:২৩।
[১১:৫] হিজ ৬:৮; ১৩:৫; দ্বি:বি ৭:১২;

হয়ে তাদের ও তাঁর নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য মাতম করছেন (৪:১৯-২১ আয়াত দেখুন)।

১০:২০ আমার সন্তানেরা। এহুদা ও জেরুশালেমের লোকেরা (নবী ইয়ারমিয়া কখনো বিয়ে করেন নি বা তাঁর কোন সন্তানও ছিল না; ১৬:২ আয়াত দেখুন)। *আমার তাঁবু।* এখানে আশ্রয় অর্থে বোঝানো হয়েছে। ৪:২০ আয়াত ও নোট দেখুন।

১০:২১ পালকেরা ... তাদের সমস্ত পাল। শাসনকর্তা ও জনসাধারণ (২:৮ আয়াতের নোট দেখুন)। পশুর মত হয়েছে। আয়াত ৮, ১৪ দেখুন; এর সাথে ৪:২২ আয়াতের নোট দেখুন। *মাবুদের কাছে খোঁজ করে নি।* এর বদলে তারা আসমানের তারকারাজির কাথে খোঁজ করেছে (৮:২ আয়াত দেখুন)। *ছিন্নভিন্ন হয়েছে।* ৯:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:২২ বড় কলরব। আক্রমণকারী বাহিনীর যুদ্ধ আওয়াজ (৬:২৩; ৮:১৬ আয়াত দেখুন)। *উত্তর দেশ।* ব্যাবিলন (১:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন; ৪:৬; ৬:২২ আয়াত দেখুন; এর সাথে ইশা ৪১:২৫ আয়াতের নোট দেখুন)। *শিয়ালদের বাসস্থান।* ৯:১১ আয়াত ও নোট দেখুন।

১০:২৩-২৫ লোকদের পক্ষ হয়ে নবী ইয়ারমিয়া খোদায়ী বিচার কামনা করে মুনাজাত করছেন।

১০:২৩ একমাত্র আল্লাহ্‌ই লোকদের পদক্ষেপ স্থির করতে পারেন (জবুর ৩৭:২৩; মেসাল ১৬:৯ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১০:২৫ জবুর ৭৯:৬-৭ আয়াতে এই অংশটি প্রায় উদ্ধৃতি আকারে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, যেখানকার প্রেক্ষাপট (জবুর ৭৯:১-৫ আয়াত দেখুন) দেখায় যে, মুনাজাত প্রতিশোধমূলক নয় বরং এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র ন্যায় বিচার প্রত্যাশা করা হয়েছে (জবুর ৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন)। প্রতি বছর ঈদুল ফেসাখের সময় ইহুদীরা এই অংশটি ভাবগাম্ভীর্য নিয়ে পাঠ করে থাকে।

১১:১–১৩:২৭ এহুদার লোকেরা আল্লাহ্‌র সাথে স্থাপিত নিয়ম ভঙ্গ করায় ও তাঁর অবাধ্য হওয়ায় তাদেরকে ব্যাবিলনের বন্দীদশায় যেতে হবে। সম্ভবত এই অংশটি বাদশাহ্‌ ইউসিয়ার সময়ে রচনা করা হয়েছে (কিন্তু ১৩:১৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১:১-১৭ আল্লাহ্‌র লোকেরা তাঁর সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছে।

১১:২ শোন। ২:৪ আয়াতের নোট দেখুন। *কালাম।* আক্ষরিক অর্থে “শর্তাবলী,” যা সাধারণত কোন নিয়ম স্থাপনের সময় দুই পক্ষকে মানতে হত (আয়াত ৩-৪, ৬; ৩৪:১৮ দেখুন; এর সাথে হিজ ২০:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *এই নিয়ম।* আয়াত ৩, ৬, ৮, ১০; দ্বি.বি. ২৯:৯ দেখুন। এখানে সিনাই পর্বতে হযরত মূসার মধ্য দিয়ে মাবুদ আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর জাতি ইসরাইলের নিয়ম স্থাপনের কথা বলা হয়েছে (আয়াত ৪; হিজ ১৯-২৪ অধ্যায় দেখুন)। *শোন এবং ... বল।* এ ধরনের নিয়ম সাধারণত কিছু দিন পর পর নিয়মিতভাবে জন সাধারণের কাছে পাঠ করে শোনানো হত (দ্বি.বি. ৩১:১০-১৩; ইউসা ৮:৩৪-৩৫ আয়াত দেখুন)।

১১:৩ সে বদদোয়াগ্রস্ত হোক। দ্বি.বি. ২৭:১৫-২৬ আয়াতের মধ্যে প্রত্যেকটি শরীয়তী বদদোয়ার শুরুতে “যে ব্যক্তি” ও শেষে “সে বদদোয়াগ্রস্ত” বলা হয়েছে। আর প্রতিটি বদদোয়া উচ্চারণের শেষে সমবেত জনতা উচ্চারণ করেছে “আমিন”। শরীয়ত মান্য করার কারণে এসেছে দোয়া ও রহমত (দ্বি.বি. ২৮:১-১৪ আয়াত দেখুন) এবং অবাধ্যতার কারণে এসেছে বদদোয়া (দ্বি.বি. ২৮:১৫-৬৮ আয়াত দেখুন; এর সাথে দেখুন দ্বি.বি. ১১:২৬-২৮; ২৯:২০-২১ আয়াত)।

১১:৪ মিসর দেশ থেকে ... লোহার হাপর থেকে। দ্বি.বি. ৪:২০ আয়াতের নোট দেখুন। *আমার কথায় মনোযোগ দিয়ো।* আয়াত ৭; ৭:২৩; হিজ ১৯:৫ দেখুন। *আমার লোক ... তোমাদের আল্লাহ্‌।* ৭:২৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১১:৫ যেন আমি সেই শপথ সিদ্ধ করতে পারি। পয়দা ১৫:১৭-১৮ আয়াত ও নোট দেখুন; দ্বি.বি. ৭:৮ আয়াত দেখুন। *দুগ্ধ-মধু-প্রবাহী দেশ।* ৩২:২২ আয়াত দেখুন; এর সাথে হিজ ৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন। *আমিন।* ৩ আয়াতের নোট দেখুন।

করো, তাতে তোমরা আমার লোক হবে এবং
আমি তোমাদের আল্লাহ্ হব; ৫ যেন আমি সেই
শপথ সিদ্ধ করতে পারি, যে শপথ তোমাদের
পূর্বপুরুষদের কাছে, তাদেরকে আজকের মত
এই দুগ্ধ-মধু-প্রবাহী দেশ দেবার জন্য
করেছিলাম।’ তখন আমি জবাব দিলাম, বললাম,
আমিন, মাবুদ।
৬ আর মাবুদ আমাকে বললেন, তুমি এহুদার
নগরে নগরে ও জেরুশালেমের পথে পথে এ সব
কথা তবলিগ কর, বল, তোমরা এই নিয়মের
কথা শোন ও সেসব পালন কর। ৭ কেননা
যেদিন আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে মিসর
দেশ থেকে উঠিয়ে এনেছিলাম, সেদিন থেকে
আজ পর্যন্ত সাক্ষ্য দিয়েছি, খুব ভোরে উঠে আমি
তাদেরকে দৃঢ়ভাবে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছি, তোমরা
আমার কথা মান্য কর। ৮ তবু তারা মনযোগ দিল
না, কান দিল না, কিন্তু প্রত্যেকে নিজ নিজ দুষ্ট
হৃদয়ের কঠিনতা অনুসারে আচরণ করলো;
সেজন্য আমি এই নিয়মের সমস্ত কথা তাদের
উপরে আরোপ করলাম; যে নিয়ম আমি
তাদেরকে পালন করতে হুকুম দিয়েছিলাম, কিন্তু
তারা পালন করে নি।
৯ আর মাবুদ আমাকে বললেন, এহুদার
লোকদের মধ্যে ও জেরুশালেম নিবাসীদের মধ্যে
চক্রান্ত পাওয়া গেছে। ১০ তারা নিজেদের সেই
পূর্বপুরুষদের অপরাধের প্রতি ফিরেছে, যারা
আমার কথা শুনতে অস্বীকার করেছিল; আর
তারা সেবা করবার জন্য অন্য দেবতাদের পিছনে
গেছে; ইসরাইল-কুল ও এহুদা-কুল আমার সেই
নিয়ম ভঙ্গ করেছে, যা আমি তাদের
পূর্বপুরুষদের সঙ্গে করেছিলাম। ১১ অতএব
মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ, আমি তাদের প্রতি
অমঙ্গল ঘটাবো, তারা তা থেকে রক্ষা পেতে
পারবে না; তখন তারা আমার কাছে কান্নাকাটি
করবে, কিন্তু আমি তাদের কথা শুনব না।
১২ আর এহুদার নগরগুলো ও জেরুশালেম-
নিবাসীরা যে দেবতাদের কাছে ধূপ জ্বালিয়ে
থাকে, তাদের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করবে,
কিন্তু তারা বিপদের সময়ে তাদেরকে কোন মতে
নিস্তার করবে না। ১৩ বস্তুত হে এহুদা, তোমার
যত নগর তত দেবতা; এবং জেরুশালেমের যত
সড়ক, তোমরা সেই লজ্জাস্পদ দেবতাদের জন্য
তত কোরবানগাহ্, বালের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাবার
জন্য তত ধূপগাহ্ স্থাপন করেছ।
১৪ অতএব তুমি এই জাতির জন্য মুনাজাত করো
না, এদের জন্য খেদোক্তি কি মুনাজাত উৎসর্গ
করো না, কেননা এরা বিপদে পড়ে যে সময়ে
আমাকে ডাকবে, তখন আমি এদের কথা শোনব
না। ১৫ আমার বাড়িতে আমার প্রিয়ার কি কাজ?
সে তো অনেকের সঙ্গে জেনা করেছে এবং
ওয়াদা ও কোরবানীর গোশ্‌ত দ্বারা কি তুমি শাস্তি
এড়াতে পারবে? তুমি যখন দুষ্কর্ম কর, তখনই
উল্লাস করে থাক। ১৬ মাবুদ তোমার নাম
‘ফলশোভায় মনোহর সবুজ জলপাই গাছ’
রেখেছিলেন; তিনি মহা তুমুল-শব্দ সহকারে তার
উপরে আগুন জ্বালিয়েছেন, তাই তার ডালগুলো
ভেঙ্গে পড়লো। ১৭ বাস্তবিক বাহিনীগণের মাবুদ,
যিনি তোমাকে রোপণ করেছিলেন, তিনি তোমার

জবুর ১০৫:৮-১১।

[১১:৬] হিজ ১৫:২৬; দ্বি:বি ১৫:৫; ইয়াকুব ১:২২।
[১১:৭] ২খান্দান ৩৬:১৫।
[১১:৮] ইয়ার ৭:২৬।
[১১:৮] হেদা ৯:৩; ইয়ার ৩:১৭।
[১১:৯] ইহি ২২:২৫।
[১১:১০] দ্বি:বি ৯:৭; ২খান্দান ৩০:৭।
[১১:১০] ইশা ২৪:৫; হোশেয় ৬:৭; ৮:১।
[১১:১১] আইউ ১১:২০; মাতম ২:২২।
[১১:১২] দ্বি:বি ৩২:৩৮।
[১১:১৩] হিজ ২০:৩।
[১১:১৪] হিজ ৩২:১০।
[১১:১৫] হগয় ২:১২।
[১১:১৬] জবুর ১:৩; হোশেয় ১৪:৬।
[১১:১৭] হিজ ১৫:১৭; ইশা ৫:২; ইয়ার ১২:২;

১১:৬ তবলিগ কর। ২:২; ৩:১২ আয়াত দেখুন।
১১:৭ সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত। অর্থাৎ বারবার। ৭:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।
১১:৮ ৭:২৪ আয়াত দেখুন। *নিজ নিজ দুষ্ট হৃদয়ের কঠিনতা।* ৩:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। *সেজন্য ... তাদের উপরে আরোপ করলাম।* ২ বাদশাহ্ ১৭:১৮-২৩ আয়াত দেখুন। *এই নিয়মের সমস্ত কথা।* অর্থাৎ শরীয়তের বদদোয়া। আয়াত ৩ ও নোট দেখুন।
১১:৯ চক্রান্ত। বাদশাহ্ ইউসিয়া যে রূহানিক পুনর্জাগরণ সাধন করতে চেয়েছিলেন তার বিপক্ষে।
১১:১০ আমার কথা শুনতে অস্বীকার করেছিল। তাদের গুনাহ্ ছিল ক্ষমার অযোগ্য (৯:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। আমার সেই নিয়ম। আক্ষরিক অর্থে “আমার শরীয়ত,” যেখানে এর উৎস হিসেবে আল্লাহ্‌কে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
১১:১১ তাদের প্রতি অমঙ্গল ঘটাবো। এহুদার বিচার করা হবে, যেভাবে এর আগে ইসরাইলের বিচার করা হয়েছে (আয়াত ১০ দেখুন; এর সাথে ২ বাদশাহ্ ১৭:১৮-২৩ আয়াত দেখুন)।
১১:১২ ধূপ জ্বালিয়ে থাকে। আয়াত ১৩, ১৭ দেখুন; এর সাথে ১:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।
১১:১৩ তোমার যত নগর তত দেবতা। ২:২৮ আয়াতের নোট দেখুন। *যত সড়ক ... তত কোরবানগাহ্।* ২ খান্দান ২৮:২৪ আয়াত দেখুন। *সেই লজ্জাস্পদ দেবতা।* অর্থাৎ বাল দেবতা। ৩:২৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে ২:২৬ আয়াতের নোট দেখুন; কাজী ৬:৩২।
১১:১৪এই জাতির জন্য মুনাজাত করো না। ৭:১৬ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১ ইউহোন্না ৫:১৬।
১১:১৫ আয়াত ৭:১০-১১, ২১-২৪ দেখুন। *আমার প্রিয়া।* এহুদা (১২:৭ আয়াত দেখুন; তুলনা করুন ৩৩:১২ আয়াত, যেখানে বিন্‌ইয়ামিনকে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র প্রিয়)।
১১:১৬ তোমার নাম ... জলপাই গাছ’ রেখেছিলেন। জবুর ৫২:৮; ১২৮:৩ আয়াত দেখুন। *মহা তুমুল-শব্দ সহকারে।* এখানে ঝড় অর্থে কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। ইহি ১:২৪ আয়াত দেখুন, যেখানে এই শব্দটিকে সৈন্য বাহিনীর যুদ্ধ আওয়াজের সাথে তুলনা করা হয়েছে (ইশা ১৩:৪ আয়াত দেখুন)। *তার ডালগুলো ভেঙ্গে পড়লো।* ইহি ৩১:১২ আয়াত দেখুন।
১১:১৭ ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এহুদা ধ্বংস হওয়ার মধ্য দিয়ে এর পূর্ণতা সাধিত হয়েছে (৪৪:২-৩ আয়াত দেখুন)। *আমাকে অসন্তুষ্ট করাতে।* ৮:১৯; দ্বি.বি. ৩১:২৯ আয়াত দেখুন।
১১:১৮-২৩ নবী ইয়ারমিয়ার ছয়টি “স্বীকারোক্তির” মধ্যে একটি (দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা ও সময়কাল)।

বিরুদ্ধে অমঙ্গলের কথা বলেছেন, ‘ইসরাইল-কুলের
ও এহুদা-কুলের নাফরমানী এর কারণ; তারা
বালের কাছে ধূপ জ্বালিয়ে আমাকে অসন্তুষ্ট
করাতে নিজেদের প্রতি নিজেরাই তার প্রতিফল
বর্তিয়েছে।’

হযরত ইয়ারমিয়ার জীবন বিপদাপন্ন

১৮ মাবুদ আমাকে জানালে পর আমি বুঝলাম;
সেই সময়ে তুমি আমাকে তাদের কর্মকাণ্ড
জানালে। ১৯ কিন্তু আমি জবেহ্ করার জন্য আনা
নম্র গৃহপালিত ভেড়ার বাচ্চার মত ছিলাম;
জানতাম না যে, তারা আমার বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা
করেছে, বলেছে, এসো, আমরা ফলসুদ্ধ গাছটি
নষ্ট করি, জীবিত লোকদের দেশ থেকে ওকে
কেটে ফেলি, যেন ওর নাম আর স্মরণে না
থাকে। ২০ কিন্তু হে বাহিনীগণের মাবুদ, তুমি
ধর্মত বিচার করে থাক, তুমি মর্মের ও
অন্তঃকরণের পরীক্ষা করে থাক; তাদের প্রতি
তোমার প্রতিশোধের দান আমাকে দেখতে দাও,
কেননা তোমারই কাছে আমি আমার বিবাদের
কথা নিবেদন করেছি।
২১ এজন্য অনাথোতের লোকদের বিষয়ে মাবুদ
এই কথা বলেন, তারা তোমার প্রাণের খোঁজ
করে, বলে, তুমি মাবুদের নামে ভবিষ্যদ্বাণী বলো
না, বললে আমাদের হাতে মারা পড়বে;
২২ এজন্য বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন,
দেখ, আমি তাদেরকে প্রতিফল দেব; যুবকেরা
তলোয়ারের আঘাতে মারা পড়বে; তাদের
পুত্রকন্যারা ক্ষুধায় মারা যাবে; তাদের অবশিষ্ট
কেউ থাকবে না; ২৩ কেননা অনাথোতের
লোকদেরকে প্রতিফল দেবার বছরে আমি তাদের
প্রতি অমঙ্গল ঘটাবো।

হযরত ইয়ারমিয়ার অভিযোগ

১২ ১ হে মাবুদ, আমি যখন তোমার সঙ্গে
ঝগড়া করি, তখন তুমিই ধর্মময়; তবুও
তোমার সঙ্গে বাদানুবাদ করবো। দুষ্ট লোকদের
পথ কেন কুশলযুক্ত হয়? যারা অতিশয়
বিশ্বাসঘাতক, তারা কেন শান্তিতে থাকে? ২ তুমি
তাদেরকে সৃষ্টি করেছ; তারা মূল বেঁধেছে; তারা
বৃদ্ধি পেয়ে ফলবানও হচ্ছে; তুমি তাদের মুখের
নিকটস্থ, কিন্তু তাদের অন্তঃকরণ থেকে দূরবর্তী।
৩ কিন্তু, হে মাবুদ, তুমি আমাকে জান, তুমি
আমাকে দেখছ এবং তোমার প্রতি আমার মন

৪৫:৪।
[১১:১৯] জবুর ৪৪:২২।
[১১:২০] ১শামু ২:৩; ১খান্দান ২৯:১৭।
[১১:২১] ইউসা ২১:১৮।
[১১:২২] ইশা ৯:১৭; ইয়ার ১৮:২১।
[১১:২৩] ইয়ার ৬:৯।
[১২:১] উজা ৯:১৫; আইউ ৮:৩; দানি ৯:১৪।
[১২:২] আইউ ৫:৩।
[১২:৩] জবুর ৭:৯; ১১:৫; ১৩৯:১-৪।
[১২:৪] ইয়ার ৪:২৬; যেয়েল ১:১০-১২; আমোষ ১:২।

১১:১৮ তাদের কর্মকাণ্ড জানালে। নবী ইয়ারমিয়ার ব্যক্তিগত দুশমন, তাঁর নিজ মাতৃভূমি অনাথোতের লোকেরা।

১১:১৯ নম্র গৃহপালিত ভেড়ার বাচ্চার মত। ৫১:৪০ আয়াত দেখুন; ইশা ৫৩:৭ আয়াত ও নোট দেখুন। *ফলসুদ্ধ গাছটি নষ্ট করি।* এর সাথে তুলনা করুন ১২:২ আয়াত। *জীবিত লোকদের দেশ থেকে ওকে কেটে ফেলি।* ইশা ৫৩:৮ আয়াত দেখুন; তুলনা করুন জবুর ২৭:১৩ আয়াত। *নাম।* যেহেতু নবী ইয়ারমিয়ার কোন সন্তান ছিল না (১৬:২), সে কারণে তিনি মারা গেলে তাঁর বংশও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। *আর স্মরণে না থাকে।* এমনভাবে বলা হয়েছে যেন তিনি অত্যন্দ মন্দ ব্যক্তি ছিলেন (আইউব ২৪:২০; ইহি ২১:৩২ আয়াত দেখুন)।

১১:২০ ২০:১২ আয়াতে এই অংশটি প্রায় উদ্ধৃতি আকারে তুলে ধরা হয়েছে; এর সাথে ১৭:১০ আয়াতও দেখুন। *তুমি ধর্মতঃ বিচার করে থাক।* পয়দা ১৮:২৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১১:২১ অনাথোতের লোকদের ... তারা তোমার প্রাণের খোঁজ করে। ১২:৬ আয়াত দেখুন। “নিজ নিজ পরিজনই মানুষের দুশমন হবে” (মিকাহ্ ৭:৬, যা মথি ১০:৩৬ আয়াতে প্রভু ঈসা মসীহ্ উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করেছেন)।

১১:২২ তলোয়ারের আঘাতে ... ক্ষুধায় মারা যাবে। ৫:১২ আয়াতের নোট দেখুন। *অবশিষ্ট।* ৬:৯; ইশা ১০:২০-২২ আয়াতের নোট দেখুন।

১১:২৩ তাদের প্রতি। অনাথোতে বসবাসকারী চক্রান্তকারী, পুরো নগরের সমস্ত অধিবাসীরা নয়, কারণ অনাথোতের ১২৮ জন লোক বন্দীদশার পরে তাদের নিজ ভূখণ্ডে ফিরে এসেছিল (উযা ২:২৩ আয়াত দেখুন)।

১২:১-৪ নবী ইয়ারমিয়ার দ্বিতীয় “স্বীকারোক্তি” (দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা ও সময়কাল), যা চলমান এবং প্রথমটির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত (১১:১৮-২৩ আয়াত দেখুন)। ১-৪ আয়াতে নবী ইয়ারমিয়া কথা বলেছেন এবং ৫-৬ আয়াতে আল্লাহ্‌র জবাব দিয়েছেন।

১২:১ তুমিই ধর্মময়। পয়দা ১৮:২৫ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে দেখুন ১১:২০; জবুর ৫১:৪; রোমীয় ৩:৪ আয়াত। যেহেতু আল্লাহ্ ধর্মময়, সে কারণে তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বিচারক। *তবুও।* তিনি সব সময়ই আমাদের প্রশ্ন ও অভিযোগ শোনার জন্য প্রস্তুত। *দুষ্ট লোকদের পথ কেন কুশলযুক্ত হয়?* এই প্রশ্নটি শুধু যে নবী ইয়ারমিয়াই করেছেন তা নয় (উদাহরণ হিসেবে দেখুন আইউব ২১:৭-১৫; মালাখি ৩:১৫ আয়াত)। মাবুদ আল্লাহ্‌র এই প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে, চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে এহুদার দুষ্ট লোকেরা ধ্বংস হয়ে যাবে (আয়াত ৭-১৩) এবং যে সকল দুষ্ট আক্রমণকারীরা তাদেরকে ধ্বংস করবে তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে (আয়াত ১৪-১৭)।

১২:২ তুমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছ। আল্লাহ্ সব সময়ই তাঁর সৃষ্টির পরিবর্তন সাধন করতে পারেন যদি তা তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে না চলে (১৮:৯-১০ আয়াত দেখুন)। *ফলবানও হচ্ছে।* দুষ্টেরা ক্রমেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে, অপরদিকে ইয়ারমিয়ার প্রতিবেশীরা তাঁর “ফল” ধ্বংস করার জন্য চক্রান্ত করছে (আয়াত ১১:১৯ দেখুন)। *মুখের নিকটস্থ ... অন্তঃকরণ থেকে দূরবর্তী।* মথি ১৫:৮-৯ আয়াতে প্রভু ঈসা মসীহ্ এই আয়াতটির অংশবিশেষ উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

১২:৩ আমার মন কেমন, তার পরীক্ষা নিয়ে থাক। আয়াত ১১:২০ দেখুন। *ভেড়ার মত নিহত হবার জন্য।* নবী ইয়ারমিয়া আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করছেন যেন ১১:১৯ আয়াতে তাঁর জন্য যে নিয়তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই পরিণতি তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী প্রতিবেশীদের জীবনে ঘটে। তাঁর এই অনুরোধ যত না ব্যক্তিগত প্রতিশোধ হিসেবে পরিচয় বহন করে, তার চেয়ে বেশি আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার প্রকাশ ঘটায় (১০:২৫ আয়াতের নোট দেখুন)। *হত্যার দিন।* এই কথাটি শুধুমাত্র ইয়াকুব ৫:৫ আয়াতে দেখা যায়।

১২:৪ শোক করবে ... শুকনো থাকবে। দেখুন ২৩:১০ আয়াত; আরও দেখুন ৩:৩; ১৪:১ আয়াত ও নোট। সম্ভবত নবী

কেমন, তার পরীক্ষা নিয়ে থাক; ওদেরকে ভেড়ার
মত নিহত হবার জন্য টেনে নাও, হত্যার দিনের
জন্য নিযুক্ত করে রাখ। ৪ কত দিন দেশ শোক
করবে ও সমস্ত ক্ষেতের ঘাস শুকনো থাকবে?
দেশ-নিবাসীদের নাফরমানীর জন্য পশু ও
পাখিগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে; কারণ লোকেরা
বলে, সে আমাদের শেষ দশা দেখবে না।

আল্লাহ্‌র জবাব

৫ তুমি যদি পদাতিকদের সঙ্গে দৌড় দিয়ে
থাক, আর তারা তোমাকে ক্লান্ত করে থাকে, তবে
ঘোড়াগুলোর সঙ্গে কিভাবে পেরে উঠবে? আর
যদিও শান্তির দেশে নির্ভয়ে থাক, তবুও জর্ডানের
জঙ্গলে কি করবে? ৬ বস্তুত তোমার ভাইয়েরা ও
তোমার পিতৃকুল, তারাই তোমার প্রতি বেঈমানী
করেছে, তারাই তোমার পিছনে 'ধর ধর' বলে
ডাকছে; তারা তোমাকে ভাল ভাল কথা বললেও
তাদের কথায় বিশ্বাস করো না।
৭ আমি আমার বাড়ি ত্যাগ করেছি; আমার
অধিকার ছেড়ে দিয়েছি, আমার প্রাণের
প্রিয়পাত্রীকে দুশমনদের হাতে তুলে দিয়েছি।
৮ আমার পক্ষে আমার অধিকার অরণ্যস্থ
সিংহতুল্য হল; সে আমার বিরুদ্ধে হুঙ্কার করলো,
এজন্য আমি তাকে ঘৃণা করেছি। ৯ আমার পক্ষে
কি আমার অধিকার ছাপযুক্ত শকুনীর মত
হয়েছে? শকুনীরা কি চারদিকে তার বিরুদ্ধে
এসেছে? চল, তোমরা সমস্ত বন্য পশু একত্র
কর, তাদেরকে খাওয়াতে আন। ১০ অনেক
পালরক্ষক আমার আঙ্গুরক্ষেত বিনষ্ট করেছে,
আমার ভূমি পদতলে দলিত করেছে, আমার
সুন্দর ভূমিকে ধ্বংসিত মরুভূমি করেছে।
১১ তারা তা ধ্বংসস্থান করেছে, তা ধ্বংসপ্রাপ্ত
হয়ে আমার কাছে মাতম করছে; সারা দেশ
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, কেননা কেউ মনোযোগ দেয়
না। ১২ মরুভূমিতে গাছপালাহীন যেসব পাহাড়
আছে, তাদের উপর দিয়ে বিনাশকরা এসেছে,
বস্তুত মাবুদের তলোয়ার দেশের এক সীমা
থেকে অপর সীমা পর্যন্ত সকলই গ্রাস করছে,
কোন প্রাণীর শান্তি নেই। ১৩ তারা গম বুনেছে,
কাঁটারূপ শস্য কেটেছে, অনেক কষ্ট করলেও
কিছু উপকার পায় না; তোমরা মাবুদের জ্বলন্ত
ক্রোধের দরুন তোমাদের ফলের বিষয়ে লজ্জিত
হও।
১৪ আমার সমস্ত দুষ্ট প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মাবুদ
এই কথা বলেন, আমি আমার লোক

[১২:৫] ইয়ার ৪৯:১৯; ৫০:৪৪। [১২:৬] মেসাল ২৬:২৪-২৫। [১২:৭] ২বাদশা ২১:১৪। [১২:৮] জবুর ৫:৫; হোশেয় ৯:১৫; আমোষ ৬:৮। [১২:৯] দ্বি:বি ২৮:২৬; ইশা ৫৬:৯। [১২:১০] ইহি ৩৪:২-১০। [১২:১১] ইশা ৫:৬; ২৪:৪। [১২:১২] ইহি ২১:৩-৪। [১২:১৩] লেবীয় ২৬:২০। [১২:১৪] দ্বি:বি ২৯:২৮। [১২:১৪] জবুর ৯:৬; জাকা ২:৭-৯। [১২:১৫] জবুর ৬:২।

ইয়ারমিয়ার পরিচর্যা কালে এহুদায় পর পর বেশ কয়েকটি দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। *সে আমাদের শেষ দশা দেখবে না।* নবী ইয়ারমিয়ার দুশমনেরা মনে করে যে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হবে না। কিংবা তারা এটা মনে করে যে, যদি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যিই হয়, তাহলে তিনি নিজে সেই দিন দেখার জন্য বেঁচে থাকবেন না।

১২:৫ মাবুদ আল্লাহ্ ইয়ারমিয়াকে সতর্ক করে দিয়ে বলছেন যে, ভবিষ্যতে তাঁর বিপদ আরও বাড়বে (উদাহরণ স্বরূপ দেখুন ৩৮:৪-৬ আয়াত)। *তোমাকে ক্লান্ত করে থাকে।* এই কথাটির হিব্রু প্রতিশব্দের অর্থ সাধারণত "আস্থা" বুঝিয়ে থাকে (এনআইভি টেক্সট নোট দেখুন)। *জর্ডানের জঙ্গল।* এখানে আশ্রয় বোঝানো হয়েছে, যা প্রচলিত ধারণা অনুসারে সাধারণত সিংহের ডেরা বুঝিয়ে থাকে (৪৯:১৭; ৫০:৪৪; জাকা ১১:৩ আয়াত দেখুন)। এর হিব্রু প্রতিশব্দ অবশ্য "বন্য" বুঝিয়ে থাকে, যা ইউসা ৩:১৫ আয়াতে একটি প্রাচীন উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

১২:৬ পিতৃকুল। আক্ষরিক অর্থে "পরিবার", যা এই আয়াতটিকে প্রেক্ষাপটের সাথে চমৎকারভাবে সংযুক্ত করেছে (আয়াত ৭ দেখুন)। সম্ভবত "অনাথোতের লোকদের" মধ্যে নবী ইয়ারমিয়ার নিজ পরিবারের লোকেরাও ছিলেন (আয়াত ১১:২১, ২৩) যারা তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন।

১২:৭-১৭ মাবুদ আল্লাহ্ এহুদার বিচার করবেন (আয়াত ৭-১৩) এবং সেই সাথে তার পার্শ্ববর্তী দুষ্ট প্রতিবেশী জাতিদেরও বিচার করবেন (আয়াত ১৪-১৭ দেখুন)।

১২:৭ বাড়ি। এহুদা (উদাহরণ হিসেবে দেখুন ১১:১৭ আয়াত)। *অধিকার।* আল্লাহ্‌র দেশ ও জাতি (আয়াত ৮-৯, ১৪-১৫ দেখুন; এর সাথে হিজ ১৫:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন; দ্বি.বি. ৪:২০; ইশা ১৯:২৫; ৪৭:৬ আয়াত দেখুন)। *আমার প্রাণের প্রিয়পাত্রী।* ১১:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১২:৮ আমি তাকে ঘৃণা করেছি। অর্থাৎ আমি "আমার প্রাণের প্রিয়পাত্রীকে দুশমনদের হাতে তুলে দিয়েছি" এবং তার প্রতি আমার সমস্ত ভালবাসা অস্বীকার করেছি (আয়াত ৭; মালাখি ১:৩ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১২:৯ শকুনীরা ... সমস্ত বন্য পশু। এহুদার দুশমনেরা (৫৬:৯ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১২:১০ পালরক্ষক। শাসনকর্তা (আয়াত ২:৮ ও নোট দেখুন)। *আমার আঙ্গুরক্ষেত।* এহুদা (২:২১ আয়াত ও নোট দেখুন)। *আমার সুন্দর ভূমি।* ৩:১৯ আয়াত ও নোট দেখুন।

১২:১১ ধ্বংসস্থান। আয়াত ৪ ও নোট দেখুন। হিব্রু সংস্করণে এই আয়াতে সাতটি স-ধ্বনির শব্দ ও সাতটি ম-ধ্বনির শব্দের সম্মিলন ঘটেছে যা অত্যন্ত চমৎকারভাবে পুরো বিষয়টিকে প্রকাশ করেছে এবং নবী ইয়ারমিয়ার সাহিত্যবোধের প্রকাশ ঘটিয়েছে (দেখুন ভূমিকা: সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ)।

১২:১২ গাছপালাহীন যেসব পাহাড়। এই স্থানগুলোতে পৌত্তলিক দেবতাদের পূজা করা হত (আয়াত ৩:২; শুমারী ২৩:৩ দেখুন)। *বিনাশক।* ব্যাবিলনীয় বাহিনী (৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন)। *মাবুদের তলোয়ার।* আল্লাহ্‌র বিচারের হাতিয়ারের প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে (আয়াত ২৫:২৯; ৪৭:৬ দেখুন ও জবুর ৭:১২-১৩ আয়াতের নোট দেখুন)। *এক সীমা থেকে অপর সীমা পর্যন্ত।* ২৫:৩৩ আয়াত দেখুন। *কোন প্রাণীর শান্তি নেই।* আক্ষরিক অর্থে কারও কোন শান্তি বা সুরক্ষা নেই (৬:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১২:১৩ দেখুন আয়াত ১৪:২-৪।

১২:১৪ দুষ্ট প্রতিবেশী। উদাহরণস্বরূপ দেখুন ২ বাদশাহ্ ২৪:২ আয়াত। *স্পর্শ করে।* আক্ষরিক অর্থে "দখল করা," যা জাকা ২:৮ আয়াতে আক্রমণ ও লুটতরাজ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। *উৎপাটন করবো।* অর্থাৎ বন্দীদশায় নিয়ে যাওয়া হবে (উদাহরণ হিসেবে দেখুন ১ বাদশাহ্ ১৪:১৫ আয়াত)।

১২:১৫ এহুদা এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে যে সমস্ত লোকদেরকে বন্দীদশায় নেওয়া হবে তাদেরকে ক্রমান্বয়ে

ইসরাইলকে যার অধিকারী করেছি, সেই অধিক-
ার তারা স্পর্শ করে, দেখ, আমি তাদের ভূমি
থেকে তাদেরকে উৎপাটন করবো এবং তাদের
মধ্য থেকে এহুদা-কুলকেও উৎপাটন করবো।
১৫ আর তাদের উৎপাটনের পরে আমি আবার
তাদের প্রতি করুণা করবো, তাদের প্রত্যেক
জনকে পুনরায় তার অধিকারে ও তার ভূমিতে
এনে দেব। ১৬ আর তারা যদি যত্নপূর্বক আমার
লোকদের পথ শিখে এবং যেমন বালের নামে
শপথ করতে আমার লোকদেরকে শিক্ষা দিত,
তেমনি যদি জীবন্ত মাবুদের কসম বলে আমার
নামে শপথ করে, তবে তারা আমার লোকদের
মধ্যে একীভূত হবে। ১৭ কিন্তু তারা যদি কথা না
শোনে, তবে আমি সেই জাতিকে উৎপাটন
করবো, উৎপাটন করে বিনষ্ট করবো, মাবুদ এই
কথা বলেন।

মসীনা সুতার অন্তর্বাস

১৩ ১ মাবুদ আমাকে এই কথা বললেন,
তুমি যাও, মসীনা-সুতার একটি
অন্তর্বাস ক্রয় কর ও তা কোমরে পর, তা পানিতে
ডোবাবে না। ২ তাতে আমি মাবুদের কালাম
অনুসারে এই অন্তর্বাস ক্রয় করলাম ও আমার
কোমরে পরলাম। ৩ পরে দ্বিতীয় বার মাবুদের
কালাম আমার কাছে নাজেল হল, ৪ যথা, তুমি
যে অন্তর্বাস ক্রয় করে কোমরে পরেছ, উঠ, তা
নিয়ে ফোরাত নদীর কাছে গিয়ে সেখানকার
শৈলের কোন ছিদ্রে লুকিয়ে রাখ। ৫ তাতে আমি
মাবুদের হুকুম অনুসারে গিয়ে ফোরাত নদীর
কাছে তা লুকিয়ে রাখলাম। ৬ পরে বহুদিন গত
হলে মাবুদ আমাকে বললেন, তুমি উঠ,
ফোরাতের কাছে যাও এবং আমার হুকুমে
সেখানে যে অন্তর্বাস লুকিয়ে রেখেছ, তা সেখান
থেকে তুলে নাও। ৭ তখন আমি ফোরাতের
কাছে গেলাম এবং খনন করে যে স্থানে
অন্তর্বাসটি লুকিয়ে রেখেছিলাম, সেখান থেকে তা
তুলে নিলাম; আর দেখ, সেই অন্তর্বাসটি নষ্ট
হয়েছে, কোন কাজের যোগ্য নয়।
৮ তখন মাবুদের কালাম আমার কাছে নাজেল
হল, ৯ যথা, মাবুদ এই কথা বলেন, এভাবে
আমি এহুদার অহংকার ও জেরুশালেমের মহা
অহংকার চূর্ণ করে ফেলবো। ১০ এই যে দুষ্ট
জাতি আমার কথা শুনতে অস্বীকার করে, নিজ
নিজ হৃদয়ের কঠিনতা অনুসারে চলে এবং অন্য
দেবতাদের সেবা ও তাদের কাছে সেজ্‌দা করার

[১২:১৬] ইশা ২৬:১৮; ৪৯:৬; ইয়ার ৩:১৭। [১২:১৭] পয়দা ২৭:২৯ ইয়ারমিয়া ১৩। [১৩:৩] ইয়ার ৩৩:১। [১৩:৪] পয়দা ২:১৪। [১৩:৫] হিজ ৪০:১৬। [১৩:৯] লেবীয় ২৬:১৯; মথি ২৩:১২; লূক ১:৫১। [১৩:১০] হেদা ৯:৩; ইয়ার ৩:১৭। [১৩:১১] হিজ ১৯:৫-৬; ইশা ৪৩:২১; ইয়ার ৩:১৭।

আবারও তাদের নিজ নিজ দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে (দেখুন আয়াত ১৬; ৩২:৩৭, ৪৪; ৩৩:২৬; ৪৮:৪৭; ৪৯:৬)।

১২:১৬ এই ভবিষ্যদ্বাণী মসীহের যুগে পূর্ণতা পাবে (ইশা ৫৬:৬-৭ আয়াত দেখুন এবং ৫৬:৭ আয়াতের নোট দেখুন)। *পথ।* ১০:২ আয়াতের নোট দেখুন। *বাল।* কাজী ২:১৩ আয়াতের নোট দেখুন। *একীভূত হবে।* অন্যভাবে বললে, "প্রতিষ্ঠিত হবে"। মালাখি ৩:১৫ আয়াতে এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দকে অনুবাদ করা হয়েছে "প্রতিষ্ঠিত হওয়া"।

১৩:১-২৭ পাঁচটি সতর্কবাণীর সঙ্কলন, যার মধ্যে প্রথম দুটি (আয়াত ১-১১, ১২-১৪) লেখা হয়েছে গদ্য আকারে এবং শেষের তিনটি (আয়াত ১৫-১৭, ১৮-১৯, ২০-২৭) লেখা হয়েছে কাব্য আকারে।

১৩:১-১১ নষ্ট হয়ে যাওয়া ও ব্যবহারের অযোগ্য অন্তর্বাস হচ্ছে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ যার মধ্য দিয়ে মাবুদ আল্লাহ্‌ নবী ইয়ারমিয়ার মুখ হয়ে প্রতীকী ভাষায় তাঁর লোকদের কাছে সতর্ক বাণী প্রদান করেছেন।

১৩:১-২, ৪-৭ তুমি যাও ... ক্রয় কর ... ক্রয় করলাম ... লুকিয়ে রাখ ... লুকিয়ে রাখলাম ... ফোরাতের কাছে যাও ... তুলে নাও ... ফোরাতের কাছে গেলাম ... তুলে নিলাম। তাঁর রূহানিক পূর্বপুরুষ ইব্রাহিমের মত (পয়দা ১২:৪ আয়াতের নোট দেখুন) নবী ইয়ারমিয়াও প্রতিটি ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক বাধ্যতার নিদর্শন দেখিয়েছেন।

১৩:১ মসীনা। এই উপকরণ দিয়ে ইমামদের পোশাক তৈরি করা হত (ইহি ৪৪:১৭-১৮ আয়াত দেখুন), যা "ইমামদের রাজ্য" হিসেবে ইসরাইলের পবিত্রতার প্রতীক নির্দেশ করে (হিজ ১৯:৬ আয়াত ও নোট দেখুন)। মসীনা কাপড়ের তৈরি অন্তর্বাস বা কোমরবন্ধ ছিল আল্লাহ্‌ ও এহুদার মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতীক নির্দেশ করে (আয়াত ১১)। *তা পানিতে ডোবাবে না।* অর্থাৎ এটি ধোবে না – এহুদার গুনাহ্‌পূর্ণ গর্বের প্রতীক (আয়াত ৯ দেখুন)।

১৩:৩ পরে। আরও কিছু দিন পর।

১৩:৪ ফোরাত। সম্ভবত পারা নদী (ইউসা ১৮:২৩), যা অনাথোৎ থেকে তিন মাইল উত্তর পূর্ব দিকে আধুনিক ওয়াদি ফারাহ্‌ এর কাছে অবস্থিত। যেহেতু অন্যান্য প্রেক্ষাপট অনুসারে হিব্রু ফোরাত নামটি দিয়ে ইফ্রেটিস বা ফোরাত নদীকে বোঝানো হয়ে থাকে, সে কারণে এখানে এহুদার জীবনে আশেরিয়া ও ব্যাবিলনীয়দের আগ্রাসী প্রভাব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে যা বাদশাহ্‌ আহসের আমল থেকেই শুরু হয়েছিল (২ বাদশাহ্‌ ১৬ অধ্যায় দেখুন)। *শৈলের কোন ছিদ্রে লুকিয়ে রাখ।* ১৬:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:৬ বহুদিন গত হলে। সম্ভবত এখানে ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা দীর্ঘ কাল বন্দীদশায় অবস্থান করার কথা বোঝানো হয়েছে।

১৩:৭ খনন করে। সম্ভবত নবী নিজেই অন্তর্বাসটি রাখার সময় মাটির নিচে পুঁতে রেখেছিলেন কিংবা নদীর পলি মাটি জমে জমে তা মাটির নিচে চলে গিয়েছিল। *সেই অন্তর্বাসটি নষ্ট হয়েছে।* লেবীয় ২৬:৩৯ আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে বন্দীদশায় থাকা আল্লাহ্‌র লোকেরা তাদের গুনাহ্‌র কারণে ও তাদের পূর্বপুরুষদের গুনাহ্‌র কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

১৩:৯ অহংকার ... মহা অহংকার। তুলনা করুন ৯:২৩-২৪ আয়াত। এহুদার অহেতুক অহঙ্কারের কারণেই তার এই পতন ও বন্দীদশা ঘটেছে (আয়াত ১৫, ১৭ দেখুন), যা লেবীয় ২৬:১৯ আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে দেখানো হয়েছে।

১৩:১০ আমার কথা শুনতে অস্বীকার করে। ৯:৬ আয়াতের নোট দেখুন। *নিজ নিজ হৃদয়ের কঠিনতা।* ৩:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। *কোন কাজের যোগ্য নয়।* ২৪:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

জন্য তাদের অনুগামী হয়, তারা এই অন্তর্বাসের
মত হবে, যা কোন কাজের যোগ্য নয়। ১১ কেননা
মাবুদ বলেন, মানুষের কোমরে যেমন অন্তর্বাস
জড়িয়ে থাকে, তেমনি আমি সমস্ত ইসরাইল-কুল
ও সমস্ত এহুদা-কুলকে আমার সঙ্গে
জড়িয়েছিলাম, যেন তারা আমার কীর্তি, প্রশংসা
ও সম্মানের জন্য আমার লোক হয়; কিন্তু তারা
শুনতে চাইল না।

আঙ্গুর-রসে পূর্ণ কলসী

১২ অতএব তুমি তাদেরকে এই কথা বল,
ইসরাইলের আল্লাহ্ মাবুদ এই কথা বলেন,
প্রত্যেক কলসী আঙ্গুর-রসে পূর্ণ করা যাবে; তাতে
তারা তোমাকে বলবে, প্রত্যেক কলসী যে আঙ্গুর-
রসে পূর্ণ করা যাবে, তা আমরা কি জানি না?
১৩ তখন তুমি তাদেরকে বলো, মাবুদ এই কথা
বলেন, দেখ, আমি এই দেশ-নিবাসী সমস্ত
লোককে, অর্থাৎ দাউদের সিংহাসনে উপবিষ্ট
বাদশাহ্‌দের, ইমামদের, নবীদের ও জেরুশালেম-
নিবাসী সমস্ত লোককে মত্ততায় পূর্ণ করবো।
১৪ আর আমি এক জনকে অন্য জনের বিরুদ্ধে,
আর পিতাদের ও পুত্রদের একসঙ্গে আছড়াব,
মাবুদ এই কথা বলেন; আমি মমতা করবো না,

[১৩:১৩] জবুর ৬০:৩; ৭৫:৮; ইশা ২৯:৯।
[১৩:১৪] দ্বি:বি ২৯:২০; ইশা ৯:১৯-২১; মাতম ২:২১; ইহি ৫:১০।
[১৩:১৫] হিজ ২৩:২১; জবুর ৯৫:৭-৮।
[১৩:১৬] লেবীয় ২৬:৩৭; আইউ ৩:২৩; ইশা ৫১:১৭; ইয়ার ২৩:১২।
[১৩:১৭] মালা ২:২।
[১৩:১৮] ১বাদশা ২:১৯; ২বাদশা ২৪:৮; ইশা ২২:১৭।
[১৩:১৯] মাতম ১:৩।
[১৩:২০] ইয়ার ৬:২২; হবক ১:৬।
[১৩:২১] জবুর ৪১:৯; ইয়ার

কৃপা করবো না, করুণা করবো না; তাদেরকে
বিনষ্ট করবো।

বন্দী হওয়ার ভয় দেখানো

১৫ তোমরা শোন, কান দাও, অহঙ্কার করো না,
কেননা মাবুদ কথা বলেছেন। ১৬ তোমরা সময়
থাকতে নিজেদের আল্লাহ্ মাবুদের গৌরব স্বীকার
কর, নতুবা তিনি অন্ধকার উপস্থিত করবেন,
আর ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্বতমালায় তোমাদের
পায়ে হোঁচট লাগবে এবং তোমরা আলোর
অপেক্ষা করলে তিনি তা মৃত্যুচ্ছায়াতে পরিণত
করবেন, ঘোর অন্ধকারস্বরূপ করবেন।
১৭ তোমরা যদি এই কথা শোন, তবে তোমাদের
দর্পের কারণে আমার প্রাণ নিরালায় কান্নাকাটি
করবে এবং আমার চোখ অশ্রুপাত করবে,
অশ্রুধারা বইবে, কেননা মাবুদের পাল বন্দী
হল। ১৮ তুমি বাদশাহ্ ও মাতারাণীকে বল,
তোমরা অবনত হও, বস, কেননা তোমাদের
পাগড়ী, তোমাদের গৌরবের মুকুট খসে
পড়লো। ১৯ দক্ষিণ প্রদেশের নগরগুলো রুদ্ধ
হল; তা খুলে দেয়, এমন কেউ নেই; সমস্ত
এহুদার লোকদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া
হয়েছে, তার সমস্ত লোক বন্দী করে নিয়ে যাওয়া

১৩:১১ কিন্তু তারা শুনতে চাইল না। এ কারণে দ্বি.বি. ২৬:১৯ আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী আর তাদের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা পাবে না।

১৩:১২-১৪ মাবুদ আল্লাহ্ আঙ্গুর রসে পূর্ণ কলসীর চিত্র উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে এহুদার নেতৃবৃন্দ ও লোকদের ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

১৩:১৩ মত্ততা। এখানে আক্ষরিক অর্থে বোঝানো হয়েছে (উদাহরণ স্বরূপ দেখুন ইশা ২৮:৭), কিন্তু একই সাথে প্রতীকী অর্থে আল্লাহ্‌র ক্রোধের পানপাত্রের কারণে মত্ত হওয়াকেও বোঝানো হয়েছে (২৫:১৫-২৯; জবুর ৬০:৩; ইশা ৫১:১৭-২৩; ইহি ২৩:৩২-৩৪ আয়াত দেখুন)। বাদশাহ্‌দের, ইমামদের, নবীদের ও জেরুশালেম-নিবাসী সমস্ত লোককে। ২৬:১৬ আয়াত দেখুন; এর সাথে ১:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:১৪ এক জনকে অন্য জনের বিরুদ্ধে ... আছড়াব। এহুদার বিভিন্ন বিভক্ত গোষ্ঠীগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ বহিরাগত দুশমনদেরকে আরও বেশি সুযোগ করে দিয়েছিল। *আমি মমতা ... কৃপা ... করুণা করবো না।* ২১:৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে ইহি ৫:১১ আয়াতও দেখুন।

১৩:১৫-১৭ নবী ইয়ারমিয়া বলছেন, গুনাহ্‌পূর্ণ অহঙ্কারের মাঝেই নিহিত থাকে তার ধ্বংসের বীজ।

১৩:১৫ শোন। ২:৪ আয়াতের নোট দেখুন। *অহঙ্কার করো না।* আয়াত ১৭ দেখুন; এর সাথে আয়াত ৯ ও নোট দেখুন।

১৩:১৬ আল্লাহ্ মাবুদের গৌরব স্বীকার কর। অর্থাৎ নিজ নিজ গুনাহ্ স্বীকার কর (তুলনা করুন ইউসা ৭:১৯; ইউহোন্না ৯:২৪ আয়াত)। *তোমরা আলোর অপেক্ষা করলে ... অন্ধকারস্বরূপ করবেন।* এর সাথে তুলনা করুন আমোস ৫:১৮-২০; ৮:৯ আয়াতে মাবুদ আল্লাহ্‌র দিনের বর্ণনা।

১৩:১৭ আমার চোখ অশ্রুপাত করবে। ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন। *দর্প।* আয়াত ১৫ দেখুন; এর সাথে ৯ আয়াতের নোট দেখুন। মাবুদের পাল। *মাবুদের লোকেরা* (দেখুন আয়াত ২০; জাকা ১০:৩; এর সাথে ১০:২১ আয়াতের নোট দেখুন)। *বন্দী হল।* অর্থাৎ বন্দীদশায় নেওয়া হল (আয়াত ১৯ দেখুন)।

১৩:১৮-১৯ নবী ইয়ারমিয়া কথা বলছেন: এহুদার লোকদের বন্দীদশা আসন্নপ্রায়।

১৩:১৮ বাদশাহ্ ও মাতারাণী। সম্ভবত যিহোয়াখীন ও নহুষ্টা (২ বাদশাহ্ ২৪:৮ আয়াত দেখুন)। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে এই ঘটনার সময়কাল ৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, অর্থাৎ ইউসিয়ার মৃত্যুর প্রায় ১২ বছর পর (১১:১–১৩:২৭ আয়াতের নোট দেখুন)। *তোমাদের পাগড়ী ... খসে পড়লো।* দেখুন আয়াত ২২:২৪-২৬; ২৯:২; ২ বাদশাহ্ ২৪:১৫; তুলনা করুন ইহি ২১:২৫-২৭ আয়াত ও নোট।

১৩:১৯ দক্ষিণ প্রদেশীয় নগরগুলো। নেগেভ, তথা দক্ষিণ অঞ্চলের শুষ্ক মরু অঞ্চল (পয়দা ১২:৯ আয়াতের নোট দেখুন)। *রুদ্ধ হল।* যা ধ্বংস সাধনের কারণে বন্ধ হয়ে ছিল (ইশা ২৪:১০ আয়াত দেখুন)। *সমস্ত এহুদা।* অর্থাৎ এক সাথে পুরো জাতি। *সমুদয় লোক বন্দীরূপে নীত হয়েছে।* তুলনা করুন আমোস ১:৬, ৯ (সমুদয় সমাজ)।

১৩:২০-২৭ প্রথমে নবী ইয়ারমিয়া কথা বলেছেন (আয়াত ২০-২৩), এর পর মাবুদ আল্লাহ্ কথা বলেছেন (আয়াত ২৪-২৭)। এহুদার ইচ্ছাকৃত বিদ্রোহের কারণে এই বন্দীদশা আরও নিশ্চিত হয়ে উঠেছে।

১৩:২০ তোমাকে ... তোমার। জেরুশালেম নগরীকে এখানে একজন রমণী হিসেবে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (আয়াত ২১-২২, ২৬-২৭ আয়াত দেখুন) ও সেভাবেই সম্বোধন করা হয়েছে। *উত্তর দিক।* ব্যাবিলন (আয়াত ৪:৬ দেখুন; এর সাথে ইশা ৪১:২৫ আয়াতের নোট দেখুন)। *ভেড়ার পাল।* ১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:২১ আত্মীয়রূপে। সম্ভবত মিসর ও ব্যাবিলনের কথা বলা হয়েছে, যারা বিভিন্ন সময়ে এহুদার উপরে কর্তৃত্ব করেছে

হয়েছে।
২০ তোমরা চোখ তুলে দেখ, ওরা উত্তর দিক
থেকে আসছে; তোমাকে যে ভেড়ার পাল দেওয়া
হয়েছিল, তোমার সেই সুন্দর ভেড়ার পাল
কোথায়? ২১ তুমি যাদেরকে আত্মীয়রূপে নিজের
উপরে প্রভুত্ব করতে শিক্ষা দিয়েছ, যখন তিনি
তাদেরকে মস্তকরূপে তোমার উপরে নিযুক্ত
করবেন, সে সময় কি বলবে? প্রসবকালে যেমন
স্ত্রীলোক, তেমনি তুমি কি যন্ত্রণাগ্রস্ত হবে না?
২২ আর যদি তুমি মনে মনে বল, আমার এমন
দশা কেন ঘটলো? তোমার অনেক অপরাধের
দরুন তোমার পরিচ্ছদের শেষভাগ তুলে দেওয়া
হল, তোমার পাদমূলের প্রতি জুলুম করা হল।
২৩ ইথিওপীয় কি তার ত্বক, কিংবা চিতাবাঘ কি
তার চিত্রবিচিত্র পরিবর্তন করতে পারে? তা হলে
দুষ্কর্ম অভ্যাস করেছ যে তোমরা, তোমরাও
সৎকর্ম করতে পারবে। ২৪ আর আমি এদেরকে
উড়িয়ে দেব, যেমন মরুভূমিস্থ বায়ুর সম্মুখে নাড়া
উড়ে যায়। ২৫ এ-ই তোমার পরিণাম, আমা দ্বারা
নিরূপিত তোমার অংশ, মাবুদ এই কথা বলেন;
যেহেতু তুমি আমাকে ভুলে গেছ এবং মিথ্যাতে
বিশ্বাস করেছ। ২৬ এজন্য আমিও তোমার
পরিচ্ছদের শেষভাগ মুখের উপরিভাগ পর্যন্ত তুলে

৪:৩০; ওব ১:৭। [১৩:২২] মাতম ১:৮; নহূম ৩:৫-৬। [১৩:২৩] ২খান্দান ৬:৩৬। [১৩:২৪] লেবীয় ২৬:৩৩। [১৩:২৫] মথি ২৪:৫১। [১৩:২৬] মাতম ১:৮; নহূম ৩:৫। [১৩:২৭] ইশা ৫৭:৭; ইহি ৬:১৩। [১৪:১] দ্বি:বি ২৮:২২; ইশা ৫:৬। [১৪:২] ইশা ৩:২৬। [১৪:৩] দ্বি:বি ২৮:৪৮; ২বাদশা ১৮:৩১। [১৪:৪] আমোষ ৪:৮। [১৪:৫] ইশা ১৫:৬। [১৪:৬] আইউ ৩৯:৫-৬। [১৪:৭] ইশা ৩:৯; হোশেয় ৫:৫। [১৪:৭] ১শামু ১২:২২।

দেব, আর তোমার লজ্জা দেখা যাবে। ২৭ আমি
পর্বতমালার উপরে ও মাঠে মাঠে তোমার ঘৃণিত
ব্যাপারগুলো, তোমার জেনা, তোমার হ্রেষা,
তোমার পতিতাবৃত্তি সম্বন্ধীয় কুকর্ম দেখেছি।
ধিক তোমাকে, জেরুশালেম! তুমি পাবিত্র
থাকতে চাওনা; আর কত দিন এমন থাকবে?

খরা, দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধ

১৪ ১ ভারী অনাবৃষ্টির বিষয়ে ইয়ারমিয়ার
কাছে মাবুদের এই কালাম নাজেল
হল। ২ এহুদা শোক করছে, তার নগর-দ্বারগুলো
দুর্বল হয়ে পড়েছে, সেসব মলিন অবস্থায় ভূমিতে
পড়ে আছে; আর জেরুশালেমের আর্তরব উর্ধ্বে
উঠছে। ৩ তাদের প্রধানেরা নিজ নিজ অধীনদের
পানির জন্য পাঠায়; তারা গর্তগুলোর কাছে এসে
একটুও পানি পায় না, শূন্য পাত্র হাতে করে
ফিরে যায়; তারা লজ্জিত ও বিষণ্ন হয়ে মাথা
ঢেকে রাখে। ৪ দেশে বৃষ্টি না হওয়াতে ভূমি
নিরাশ হয়েছে বলে কৃষকেরা লজ্জা পেয়ে নিজ
নিজ মাথা ঢেকে রাখে। ৫ এমন কি, ঘাস নেই
বলে হরিণীও মাঠে প্রসব করে শিশু ত্যাগ করে
চলে যায়। ৬ বন্য গাধাগুলো গাছপালাহীন
পাহাড়ে দাঁড়িয়ে শিয়ালদের মত বাতাসের জন্য
হাঁপায়; ঘাস না থাকাতে তাদের চোখ ক্ষীণ

(দেখুন ভূমিকা: পটভূমি)। *প্রসবকালে যেমন স্ত্রীলোক।* ৪:৩১ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৩:২২ পরিচ্ছদের শেষভাগ তুলে দেওয়া হল। জনসমক্ষে অপমান করা হল, যেভাবে পতিতাদের অপমান করা হত (২৬-২৭ আয়াত; ইশা ৪৭:২-৬; হোসিয়া ২:৩, ১০ দেখুন)।

১৩:২৩ চিত্রবিচিত্র পরিবর্তন করতে পারে? উত্তর দাবী করে না এমন একটি প্রশ্ন, কারণ এর উত্তর নিঃসন্দেহে নেতিবাচক হবে (১৭:৯ আয়াত দেখুন)।

১৩:২৪ যেমন মরুভূমিস্থ বায়ুর সম্মুখে নাড়া উড়ে যায়। দুষ্টদের নিয়তি (উদাহরণ হিসেবে দেখুন জবুর ১:৪ আয়াত)। *মরুভূমিস্থ বায়ু।* ৪:১১ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৩:২৫ আমাকে ভুলে গেছ। ২:৩২ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৩:২৬ আয়াত ২২ ও নোট দেখুন।

১৩:২৭ তোমার জেনা, তোমার হ্রেষা। ৫:৮ আয়াত ও নোট দেখুন। *তোমার পতিতাবৃত্তি সম্বন্ধীয় কুকর্ম।* ইহি ১৬:২৬ আয়াত দেখুন; এর সাথে হিজ ৩৪:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন। *আর কত দিন ... ?* জেরুশালেম নগরীর বিপক্ষে যে বেহেশতী ক্রোধ জাগ্রত হয়েছে তা নিবৃত্ত করার জন্য এখনও সময় রয়েছে (তুলনা করুন ১২:১৪-১৬ আয়াত)।

১৪:১–১৫:২১ নবী ইয়ারমিয়া এক বিশেষ খরা ও দুর্ভিক্ষের সময় এই বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, যার সময়কাল সম্পর্কে জানা যায় না।

১৪:১–১৫:৯ শুরুতে এই দুর্ভিক্ষের কিছুটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে (১৪:২-৬), এরপর নবী ইয়ারমিয়া মুনাজাত করেছেন (১৪:৭-৯, ১৩, ১৯-২২) এবং আল্লাহ্‌ প্রতি উত্তর দিয়েছেন (১৪:১০-১২, ১৪-১৮; ১৫:১-৯ আয়াত দেখুন)।

১৪:১ ভারী অনাবৃষ্টি। আয়াত ১৭:৮ দেখুন। ৩:৩; ১২:৪ আয়াতে মত ঘটনা এখানে ঘটে নি, কারণ হানাদার বাহিনীর আক্রমণের কারণে দুর্ভিক্ষের কষ্ট আরও তীব্র হয়েছে (আয়াত ১৮ দেখুন)। শরীয়তের নিয়মের অবাধ্য হওয়ার অন্যতম একটি প্রধান শাস্তি (২৩:১০) হিসেবে দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির কথা বলা হয়েছে (দেখুন লেবীয় ২৬:১৯-২০; দ্বি.বি. ২৮:২২-২৪ আয়াত)।

১৪:২ নগর-দ্বার। আক্ষরিক অর্থে “নগর” (পয়দা ২২:১৭ আয়াতের নোট দেখুন); ১৫:৭ আয়াত দেখুন।

১৪:৩ প্রধানেরা। দুর্ভিক্ষ কোন শ্রেণী ভেদ বা উঁচু নিচু মানে না। *মাথা ঢেকে রাখে।* শোক প্রকাশের চিহ্ন হিসেবে (দেখুন আয়াত ৪; ২ শামু ১৫:৩০; তুলনা করুন ২ শামু ১৯:৪ আয়াত)।

১৪:৪ বৃষ্টি না হওয়াতে। ১ বাদশাহ্‌ ১৭:৭ আয়াত দেখুন। মিসর দেশে নীল নদের পানি দিয়ে জমিতে সেচ দেওয়া হত, কিন্তু ইসরাইলে যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি হত যা চাষাবাদের জমিতে পানির যোগান দিত।

১৪:৬ হাঁপায়। ২:২৪ আয়াত অনুসারে এই শব্দের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে “বাতাসে গন্ধ শোঁকা”। এই রূপক চিত্রে এহুদার গুনাহ্‌র কারণে আনীত শাস্তির ফল হিসেবে বন্য গাধাগুলোকে এই উত্তাপ সহ্য করতে হচ্ছে। *চোখ ক্ষীণ হয়েছে।* জবুর ৬:৭ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৪:৭-৯ নবী ইয়ারমিয়া লোকদের পক্ষ হয়ে মুনাজাত করছেন (আয়াত ১১ দেখুন)।

১৪:৭ তোমার নামের অনুরোধে। আয়াত ২১; ইউসা ৭:৯; ইশা ৪৮:৯-১১ দেখুন। *বিপথগামী হয়েছি।* অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি; ২:১৯; ৩:২২; ৫:৬ আয়াত দেখুন (এই আয়াতগুলোতে বিপথগামী হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে)।

হয়েছে।
৭ যদিও আমাদের অপরাধগুলো আমাদের
বিপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে, তবুও, হে মাবুদ, তুমি
তোমার নামের অনুরোধে কাজ কর; আমরা তো
নানাভাবে বিপথগামী হয়েছি; আমরা তোমারই
বিরুদ্ধে গুনাহ্ করেছি। ৮ হে ইসরাইলের আ-
শাভূমি, সঙ্কটকালে তার উদ্ধারকর্তা, কেন তুমি
এই দেশে প্রবাসী কিংবা এক রাতের পথিকের
মত হও? ৯ কেন তুমি স্তম্ভিত মানুষের মত,
উদ্ধার করতে অসমর্থ বীরের মত হও? তবুও হে
মাবুদ, তুমি আমাদের মধ্যবর্তী, আর আমাদের
উপরে তোমার নাম কীর্তিত; আমাদেরকে
পরিত্যাগ করো না।
১০ মাবুদ এই জাতির বিষয়ে এই কথা বলেন,
তারা এভাবেই ভ্রমণ করতে ভালবাসে, নিজ নিজ
পা থামায় নি; এই কারণে মাবুদ তাদেরকে গ্রাহ্য
করেন না; তিনি এখন তাদের অপরাধ স্মরণ
করবেন, তাদের গুনাহ্গুলোর প্রতিফল দেবেন।
১১ মাবুদ আমাকে আরও বললেন, তুমি এই
জাতির পক্ষে মঙ্গল মুনাজাত করো না। ১২ তারা
রোজা করলেও আমি তাদের কাতরোক্তি শুনবো
না, পোড়ানো-কোরবানী ও নৈবেদ্য কোরবানী
করলেও তাদেরকে গ্রাহ্য করবো না, কিন্তু আমিই
তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা তাদেরকে
সংহার করবো।

মিথ্যাবাদী নবীদের শাস্তি ঘোষণা

১৩ তখন আমি বললাম, হায়, সার্বভৌম মাবুদ!
দেখ, নবীরা তাদেরকে বলছে, তোমরা তলোয়ার
দেখবে না, তোমাদের প্রতি দুর্ভিক্ষ ঘটবে না,
কারণ আমি এই স্থানে তোমাদেরকে সত্যিই
শান্তি দেব। ১৪ তখন মাবুদ আমাকে বললেন,
সেই নবীরা আমার নামে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী বলে;
আমি তাদেরকে প্রেরণ করি নি, তাদেরকে হুকুম
দিই নি, তাদের কাছে কথা বলি নি; তারা
তোমাদের কাছে মিথ্যা দর্শন ও মন্ত্র, অবস্তু ও
নিজ নিজ হৃদয়ের প্রতারণামূলক ভবিষ্যদ্বাণী
বলে। ১৫ এজন্য যে নবীরা আমার নামে
ভবিষ্যদ্বাণী বলে, আমি তাদেরকে না পাঠালেও
বলে, এই দেশে তলোয়ার কি দুর্ভিক্ষ উপস্থিত
হবে না, তাদের বিষয়ে মাবুদ এই কথা বলেন,
তলোয়ার ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা সেই নবীদের বিনাশ
হবে। ১৬ আর তারা যে জাতির কাছে ভবিষ্যদ্বাণী
বলে, সে জাতি দুর্ভিক্ষ ও তলোয়ারের দরুন
জেরুশালেমের পথে পথে নিক্ষিপ্ত হবে এবং
তাদের ও তাদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদেরকে কবর
দেবার জন্য কেউ থাকবে না; কারণ আমি
তাদের নাফরমানীকে তাদের উপরে ঢেলে দেব।
১৭ আর তুমি তাদেরকে এই কথা বল, দিনরাত
আমার চোখ থেকে পানির ধারা পড়ুক, তা নিবৃত্ত
না হোক, কেননা আমার জাতির কুমারী কন্যা
মহাভঙ্গে ও বিষম আঘাতে ভগ্ন হল। ১৮ আমি
যদি বের হয়ে ক্ষেতে যাই, তবে দেখ,
তলোয়ারের আঘাতে নিহত লোক; যদি নগরে
প্রবেশ করি, তবে দেখ, ক্ষুধায় অসুস্থ হওয়া

[১৪:৮] জবুর ৯:১৮; ইয়ার ১৭:১৩; ৫০:৭।
[১৪:৯] পয়দা ১৭:৭; ইয়ার ৮:১৯।
[১৪:১০] জবুর ১১৯:১০১; ইয়ার ২:২৫।
[১৪:১১] হিজ ৩২:১০; ১শামু ২:২৫।
[১৪:১২] দ্বি:বি ১:৪৫; ১শামু ৮:১৮; ইয়ার ১১:১১।
[১৪:১৩] দ্বি:বি ১৮:২২।
[১৪:১৪] ইহি ১৩:২।
[১৪:১৫] ইয়ার ২০:৬; ইহি ১৪:৯।
[১৪:১৬] জবুর ৭৯:৩।
[১৪:১৭] জবুর ১১৯:১৩৬।
[১৪:১৮] ২খান্দান ৩৬:১০; ইয়ার ১৩:১৭।
[১৪:১৯] ইয়ার ৭:২৯।
[১৪:১৯] ইশা ১:৬; ইয়ার ৩০:১২-১৩।

এই শব্দটি দিয়ে ধর্মত্যাগও বোঝায়।

১৪:৮ ইসরাইলের আশাভূমি। আয়াত ২২; ১৭:১৩; ৫০:৭; প্রেরিত ২৮:২০ দেখুন।

১৪:৯ আমাদের উপরে তোমার নাম কীর্তিত। অর্থাৎ আমরা তোমারই, তুমিই আমাদের চিরকালীন উদ্ধারকর্তা (৭:১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৪:১০-১২ এই আয়াতগুলোতে মাবুদ আল্লাহ্ প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন।

১৪:১০-১১ এই জাতি। আল্লাহ্ তাদেরকে এখন আর নিজের জাতি বলে পরিচয় দিচ্ছেন না (ইশা ৬:৯-১০; ৮:৬, ১১-১২ আয়াত দেখুন; এর সাথে হিজ ১৭:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৪:১০ ভ্রমণ করতে ভালবাসে। অর্থাৎ অসার পৌত্তলিক দেবতাদের পেছনে যেতে ভালবাসে (আয়াত ২:২৩, ৩১ দেখুন)। *মাবুদ তাদেরকে ... গুনাহ্গুলোর প্রতিফল দেবেন।* এই তিনটি বাক্যাংশের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু প্রতিশব্দকে হোসিয়া ৮:১৩ আয়াতে উদ্ধৃতি হিসেবে নেওয়া হয়েছে (তুলনা করুন হোসিয়া ৯:৯ আয়াত)।

১৪:১১ মুনাজাত করো না। ৭:১৬ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে দেখুন ১ শামু ৭:৮; ১২:১৯।

১৪:১২ তাদেরকে গ্রাহ্য করবো না। আয়াত ১০ দেখুন। মন পরিবর্তন ও অনুতাপ না করলে কোরবানী আল্লাহ্র কাছে গ্রাহ্য হয় না (৬:২০ আয়াতের নোট দেখুন)। *তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী।* আল্লাহ্র চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য বদদোয়া (দেখুন লেবীয় ২৬:২৫-২৬ আয়াত); এই প্রথম তিনটি বদদোয়া এক সাথে ঘটার কথা বলা হয়েছে, যা ইয়ারমিয়া কিতাবে আরও ১৫ বার আমরা দেখতে পাব।

১৪:১৩ ভণ্ড নবীরা যে সমস্ত কথা বলছে সে সম্পর্কে নবী ইয়ারমিয়া আল্লাহ্কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। *তলোয়ার দেখবে না ... দুর্ভিক্ষ ঘটবে না।* ৫:১২ আয়াত দেখুন। *সত্যিই শান্তি দেব।* ভণ্ড নবীরা যে অযথাই "শান্তি, শান্তি" ঘোষণা করতে থাকে সে সম্পর্কে ইয়ারমিয়া বলছেন (৬:১৪; ৮:১১ আয়াত দেখুন)।

১৪:১৪-১৮ মাবুদ আল্লাহ্ জবাব দিচ্ছেন।

১৪:১৪ মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী। ৫:১২ আয়াত দেখুন। *আমার নামে।* দ্বি.বি. ১৮:২০, ২২ আয়াত দেখুন। *নিজ নিজ হৃদয়ের প্রতারণামূলক ভবিষ্যদ্বাণী।* ২৩:২৬ আয়াত দেখুন।

১৪:১৫ সেই নবীদের বিনাশ হবে। ২৮:১৫-১৭; দ্বি.বি. ১৮:২০ আয়াত দেখুন।

১৪:১৬ কবর দেবার জন্য কেউ থাকবে না। ৭:৩৩ আয়াতের নোট দেখুন। *তাদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদেরকে।* সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে, কারণ তারা সকলেই মিথ্যা দেবতাদের পূজা করেছে (৭:১৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৪:১৭ দিনরাত আমার চোখ থেকে পানির ধারা পড়ুক। আয়াত ৯:১৮; ১৩:১৭ দেখুন। *আমার জাতির কুমারী কন্যা।* আক্ষরিক অর্থে "আমার লোকেরা কুমারী কন্যার মত নিষ্পাপ" (৮:১১; ইশা ২২:৪ আয়াত দেখুন ও ২ বাদশাহ্ ১৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৪:১৯-২২ নবী ইয়ারমিয়া লোকদের পক্ষ হয়ে মুনাজাত

লোক; কারণ নবী ও ইমাম উভয়ে দেশ পর্যটন
করে, কিছুই জানে না।

করুণার জন্য নিবেদন

১৯ তুমি কি এহুদাকে নিতান্তই অগ্রাহ্য করেছ?
তোমার প্রাণ কি সিয়োনকে ঘৃণা করেছে? তুমি
আমাদেরকে কেন এমন আঘাত করলে যে,
আমারা সুস্থ হতে পারছি না? আমরা শান্তির
অপেক্ষা করলাম, কিছুই মঙ্গল হল না; সুস্থতার
সময়ের অপেক্ষা করলাম, আর দেখ, উদ্বেগ!
২০ হে মাবুদ, আমরা আমাদের নাফরমানী ও
আমাদের পূর্বপুরুষদের অপরাধ স্বীকার করছি;
কারণ আমরা তোমার বিরুদ্ধে গুনাহ্ করেছি।
২১ তুমি তোমার নামের অনুরোধে আমাদের ঘৃণা
করো না, তোমার মহিমার সিংহাসনকে অনাদরের
পাত্র করো না; আমাদের সঙ্গে তোমার নিয়ম
স্মরণ কর, ভঙ্গ করো না। ২২ জাতিদের অসার
দেবতাদের মধ্যে এমন কে আছে যে বৃষ্টি দিতে
পারে? কিংবা আসমান কি পানি বর্ষণ করতে
পারে? হে মাবুদ, আমাদের আল্লাহ্, তুমিই কি
সেই বৃষ্টিদাতা নও? এজন্য আমরা তোমার
অপেক্ষায় থাকব, কেননা তুমিই এসব করে
থাক।

[১৪:২০] লেবীয় ২৬:৪০; উজা ৯:৬। [১৪:২১] ইশা ৬২:৭; ইয়ার ৩:১৭। [১৪:২২] ১বাদশা ৮:৩৬; জবুর ১৩৫:৭। [১৫:১] হিজ ৩২:১১। [১৫:২] দ্বি:বি ২৮:২৬; মাতম ৪:৯। [১৫:৩] লেবীয় ২৬:২৫। [১৫:৪] দ্বি:বি ২৮:২৫; আইউ ১৭:৬। [১৫:৫] ইশা ২৭:১১; ৫১:১৯; নহূম ৩:৭। [১৫:৬] দ্বি:বি ৩২:১৫; ইয়ার ৬:১৯।

গুনাহের শাস্তি অবশ্যই পাবে

১৫ ১ তখন মাবুদ আমাকে বললেন, মূসা
ও শামুয়েল যদি আমার সম্মুখে
দাঁড়াত, তবুও আমার প্রাণ এই জাতির অনুকূল
হত না; তুমি আমার সম্মুখ থেকে তাদেরকে
বিদায় কর, তারা চলে যাক। ২ আর যদি তারা
তোমাকে বলে, কোথায় চলে যাব? তবে তাদের
বলো, মাবুদ এই কথা বলেন, মৃত্যুর পাত্র মৃত্যুর
স্থানে, তলোয়ারের পাত্র তলোয়ারের স্থানে,
দুর্ভিক্ষের পাত্র দুর্ভিক্ষের স্থানে ও বন্দীত্বের পাত্র
বন্দীত্বের স্থানে গমন করুক। ৩ মাবুদ বলেন,
আমি চার জাতিকে তাদের উপরে নিযুক্ত করবো;
হত্যা করার জন্য তলোয়ার, টানাটানি করার
জন্য কুকুর, খেয়ে ফেলবার ও বিনাশ করার জন্য
আসমানের পাখি ও ভূমির পশু। ৪ আর আমি
এমন করবো যে তারা দুনিয়ার সমস্ত রাজ্যে
ভেসে বেড়াবে; এহুদার বাদশাহ্ হিষ্কিয়ের পুত্র
মানশার জন্য, জেরুশালেমে তার কৃতকর্মের

করছেন।

১৪:২০ আমাদের পূর্বপুরুষদের অপরাধ। আয়াত ২:৫-৬; ৭:২৫-২৬ দেখুন। *আমরা তোমার বিরুদ্ধে গুনাহ্ করেছি।* অনুতাপ ও মন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আসে পুনরুদ্ধার (দ্বি.বি. ৩০:২-৩)।

১৪:২১ তোমার নামের অনুরোধে। ইহি ২০:৯ আয়াত ও নোট দেখুন। *তোমার মহিমার সিংহাসন।* জেরুশালেমের বায়তুল মোকাদ্দস (আয়াত ১৭:১২; ২ বাদশাহ্ ১৯:১৪-১৫; জবুর ৯৯:১-২ আয়াত দেখুন)। *তোমার নিয়ম স্মরণ কর ... ভঙ্গ করো না।* লেবীয় ২৬:৪৪-৪৫ আয়াতে আল্লাহ্‌র কৃত যে ওয়াদা লিপিবদ্ধ রয়েছে তা পূর্ণ করার জন্য নবী ইয়ারমিয়া অনুরোধ করছেন।

১৪:২২ হোসিয়া ২:৮, ২১-২২ আয়াত দেখুন। *অসার দেবতা।* ২:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *তুমিই।* কেবল মাত্র মাবুদ আল্লাহ্ (বাল দেবতা নয়) দুর্ভিক্ষ শেষ করার জন্য বৃষ্টি পাঠাতে পারেন (আয়াত ১ দেখুন)। *আমরা তোমার অপেক্ষায় থাকব।* আয়াত ৮ ও নোট দেখুন।

১৫:১-৯ মাবুদ আল্লাহ্ এখানে নবী ইয়ারমিয়ার মুনাজাতের উত্তর দিচ্ছেন এবং এর মধ্য দিয়ে অংশটি শেষ করা হয়েছে।

১৫:১ মূসা ও শামুয়েল। ইসরাইল জাতির উপরে আল্লাহ্‌র শাসন প্রতিষ্ঠায় তাঁর অন্যতম দুই প্রতিনিধি যারা গুনাহ্‌গার ইসরাইলের সাথে আল্লাহ্‌র মধ্যস্থতা স্থাপনে বিভিন্ন দিক থেকে প্রসিদ্ধ ছিলেন (হিজ ৩২:১১-১৪, ৩০-৩৪; শুমারী ১৪:১৩-২৩; দ্বি.বি. ৯:১৮-২০, ২৫-২৯; ১ শামু ৭:৫-৯; ১২:১৯-২৫; জবুর ৯৯:৬-৮ আয়াত দেখুন)। *যদি আমার সম্মুখে দাঁড়াত।* আল্লাহ্‌র এই দুই প্রিয় গোলামকে তাঁর সামনে মুনাজাতে রত অবস্থায় এখানে দেখানো হয়েছে (দেখুন পয়দা ১৮:২২; ২ খান্দান ১৭:১৬ আয়াত ও নোট; মার্ক ১১:২৫ আয়াত)। *তাদেরকে বিদায় কর।* লোকদের দুষ্টতা ও মন্দতা এতটাই বেশি যে, আল্লাহ্ তাদের পক্ষে কারও মুনাজাত শুনতেও অপরাগ। তাদের আর কোনভাবেই সাহায্য করার উপায় নেই (৭:৬; ১৪:১১-১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৫:২ দেখুন ইহি ১৪:২১; ৩৩:২৭ আয়াত। *মৃত্যু।* সম্ভবত মহামারীর কারণে; ১৪:১২ আয়াত ও নোট দেখুন, যেখানে "তলোয়ার, মহামারী ও দুর্ভিক্ষকে" আল্লাহ্‌র ধ্বংসের উপকরণ হিসেবে দেখানো হয়েছে (১৪:১২ আয়াতে খরা ও এই আয়াতে দুর্ভিক্ষ বলতে একই ধরনের আঘাত বোঝানো হয়েছে)।

১৫:৩-৪ দ্বি.বি. ২৮:২৫-২৬ আয়াতে এই ঘটনার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

১৫:৩ চার জাতিকে। ২ আয়াতের মত চারটি উপকরণ নয়, তবে এখানে তলোয়ারের আঘাতে মৃত্যু হওয়া লাশের তিন ধরনের নিয়তিকে বিধৃত করা হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে এসোরহদ্দনের একটি চুক্তিনামায় এ ধরনের বদদোয়া দেখা যায়: "দেবতাদের দেবতা নিনূর্তা তোমাকে তীর বিদ্ধ করুক, তোমার মৃতদহে পূর্ণ হোক সমভূমি, আর তোমার দেহ খাদ্য হোক ঈগলের ও শকুনের ... কুকুরেরা ও শূকরেরা তোমার মাংস ছিড়ে খাক।" *কুকুর।* ১ বাদশাহ্ ২১:২৩ আয়াত দেখুন। ভূমির পশু। অর্থাৎ বন্য পশু। প্রকা ৬:৮ আয়াত দেখুন।

১৫:৪ তারা দুনিয়ার সমস্ত রাজ্যে ভেসে বেড়াবে। অর্থাৎ তারা দুনিয়ার সমস্ত রাজ্যের কাছে ভীতিজনক হয়ে থাকবে, যা দ্বি.বি. ২৮:২৫ আয়াতেও দেখা যায়। *মানশার জন্য, জেরুশালেমে তার কৃতকর্মের জন্য।* মানশা ছিলেন এহুদার খোদাভক্ত বাদশাহ্ ইউসিয়ার পিতামহ। মানাশা ছিলেন এহুদার দীর্ঘ ইতিহাসের সবচেয়ে দুষ্ট বাদশাহ্ (২ বাদশাহ্ ২১:১-১১, ১৬ আয়াত দেখুন)। তার গুনাহ্ ছিল এহুদার এই ধ্বংস সাধনের অন্যতম একটি কারণ (২ বাদশাহ্ ২১:১২-১৫; ৩:২৬-২৭; ২৪:৩-৪ আয়াত দেখুন)।

১৫:৫-৯ ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জেরুশালেমের ধ্বংস সাধনের ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত একটি পদ্যাংশ (মাতম ১:১, ১২, ২১; ২:১৩, ২০ আয়াত দেখুন)।

১৫:৫ তুলনা করুন মথি ২৩:৩৭ আয়াত।

১৫:৬ তুমি পিছিয়ে পড়েছ। আক্ষরিক অর্থে "তুমি বিপথগামী

জন্য এসব করবো।
[৫] হে জেরুশালেম, কে তোমাকে রহম করবে?
কেই বা তোমার জন্য মাতম করবে? কেই বা
তোমার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করতে আসবে? [৬] মাবুদ
বলেন, তুমিই আমাকে ত্যাগ করেছ, তুমি পিছিয়ে
পড়েছ, এজন্য আমি তোমার বিরুদ্ধে আমার হাত
বাড়িয়ে তোমাকে নষ্ট করেছি; আমি মাফ করতে
করতে ক্লান্ত হলাম। [৭] আমি তাদেরকে দেশের
তোরণদ্বারগুলোর মধ্যে কুলাতে করে ঝেড়েছি,
তাদেরকে সন্তান-বিরহিত করেছি, আমার
লোকদেরকে বিনষ্ট করেছি, তারা নিজেদের পথ
থেকে ফিরে নি। [৮] তাদের বিধবারা আমার
সম্মুখে সমুদ্রের বালি হতেও বহুসংখ্যক হয়েছে;
আমি তাদের কাছে যুবকদের জননীর বিরুদ্ধে
মধ্যাহ্নকালে বিনাশক এক জনকে এনেছি,
অকস্মাৎ তার প্রতি দুঃখ ও বিহ্বলতা উপস্থিত
করেছি। [৯] সপ্ত সন্তানের জননী ক্ষীণা হয়েছে,
প্রাণত্যাগ করেছে, দিন থাকতে তার সূর্য
অস্তগমন করেছে, সে লজ্জিতা ও হতাশ হয়েছে;
আর আমি তাদের অবশিষ্টাংশকে দুশমনদের
সম্মুখে তলোয়ারের হাতে তুলে দেব, মাবুদ এই
কথা বলেন।

হযরত ইয়ারমিয়ার অভিযোগ ও তার জবাব

[১০] হায়! হায়! মা আমার, আমি সমস্ত দুনিয়ার
বিরোধের ও বিবাদের পাত্র, তুমি আমাকে কেন
প্রসব করেছ? আমি তো কাউকেও সুদের জন্য
ঋণ দেই নি, আমাকেও কেউ দেয় নি, তবুও
সকলে আমাকে বদদোয়া দিচ্ছে। [১১] মাবুদ
বললেন, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে মুক্ত করে
তোমার মঙ্গল করবো; নিশ্চয়ই দুশমনদেরকে
সঙ্কটকালে ও দুর্দশার সময়ে তোমার কাছে
ফরিয়াদ করাব।
[১২] লোহা, উত্তর দেশীয় লোহা ও ব্রোঞ্জ কি ভাঙ্গা
যায়? [১৩] আমি তোমার ঐশ্বর্য ও ধনকোষগুলো
লুণ্ঠিত দ্রব্য হিসেবে বিনামূল্যে বিতরণ করবো;
তোমার গুনাহ্‌গুলোর জন্য তোমার সীমার
সর্বত্রই করবো। [১৪] আর তোমার দুশমনদের
দ্বারা তোমার অজ্ঞাত একটি দেশে তোমাকে
নিয়ে যাব; কেননা আমার ক্রোধে আগুন জ্বলে
উঠলো, তা তোমাদের উপরে জ্বলে উঠবে।
[১৫] হে মাবুদ, তুমিই জান; আমাকে স্মরণ কর,

[১৫:৭] ইশা ৪১:১৬।
[১৫:৮] ইশা ৪৭:৯।
[১৫:৯] ১শামু ২:৫।
[১৫:১০] লেবীয় ২৫:৩৬; নহি ৫:১-১২।
[১৫:১১] ইয়ার ২১:১-২।
[১৫:১২] দ্বি:বি ২৮:৪৮; মাতম ১:১৪; হোশেয় ১০:১১।
[১৫:১৩] ২বাদশা ২৪:১৩; ইহি ৩৮:১২-১৩।
[১৫:১৪] দ্বি:বি ২৮:৩৬; ইয়ার ৫:১৯।
[১৫:১৫] কাজী ১৬:২৮; জবুর ১১৯:৮৪।
[১৫:১৬] ইহি ২:৮; ৩:৩; প্রকা ১০:১০।

হয়েছ" (২:১৯ আয়াতের নোট দেখুন)।
১৫:৭ কুলাতে করে ঝেড়েছি। রূত ১:২২ আয়াতের নোট দেখুন। কুলাতে করে ঝাড়া বিচারের একটি প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যা দেখা যায় ৫১:২; মেসাল ২০:৮, ২৬; ইশা ৪১:১৬ আয়াতে। *দেশের তোরণদ্বারগুলো।* কিংবা বলা যায় "তোমার দেশের নগরদ্বারগুলো" (নাহূম ৩:১৩ আয়াত দেখুন), আক্ষরিক অর্থে দেশে বা নগরে প্রবেশ করার দ্বার। আমার লোকদেরকে বিনষ্ট থাকবে না (ইহি ৫:১৭ আয়াত দেখুন)। *নিজেদের পথ থেকে ফিরে নি।* আক্ষরিক অর্থে "মন পরিবর্তন করে নি"। আমোস ৪:৬, ৮-১১ আয়াতে এই কথার ভাবধারায় দেখা যায় "তথাপি তোমরা আমার দিকে ফের নি," যেখানে একই হিব্রু ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে (৩:১ আয়াত)।
১৫:৮ বিধবারা ... সমুদ্রের বালি হতেও বহুসংখ্যক হয়েছে। হযরত ইব্রাহিমের সাথে আল্লাহ্‌র কৃত নিয়ম অনুসারে সমুদ্রের বালুকণার চেয়ে বেশি সংখ্যক বংশধরের ওয়াদার সম্পূর্ণ বিপরীত (পয়দা ২২:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন)। *মধ্যাহ্নকালে ... অকস্মাৎ।* দুপুর বেলায় শত্রুপক্ষের আক্রমণ একবোরেই অপ্রত্যাশিত ছিল (৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন)। *বিনাশক।* ব্যাবিলন (৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন)। *দুঃখ ও বিহ্বলতা।* ৪:১৯ আয়াত ও নোট দেখুন।
১৫:৯ সপ্ত সন্তানের জননী। পূর্ণ সংখ্যা, অর্থাৎ উপযুক্ত সংখ্যক সন্তান (রূত ৪:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। *দিন থাকতে তার সূর্য অস্তগমন করেছে।* আমোস ৮:৯; তুলনা করুন মথি ২৭:৪৫ আয়াত ও নোট দেখুন। *অবশিষ্টাংশ।* আক্ষরিক অর্থে বেঁচে যাওয়া লোকেরা (৬:৯ আয়াতের নোট দেখুন)। *তলোয়ারের হাতে তুলে দেব।* বেঁচে যাওয়া লোকেরাও শেষ পর্যন্ত আর বাঁচতে পারবে না (মিকাহ্‌ ৬:১৪ আয়াত দেখুন)।
১৫:১০-২১ নবী ইয়ারমিয়ার তৃতীয় স্বীকারোক্তি ও অনুযোগ (দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা ও সময়কাল), এর সাথে দেখুন মাবুদ আল্লাহ্‌র দুটি প্রতি উত্তর (আয়াত ১১-১৪, ১৯-২১)।
১৫:১০ আয়াত ২০:১৪-১৫ আয়াত ও নোট দেখুন; আইউব ৩:৩-১০। *কাউকেও সুদের জন্য ঋণ দেই নি, আমাকেও কেউ দেয় নি।* অর্থাৎ বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে এমন কোন কিছুই সাথেই তিনি জড়িত হন নি।
১৫:১১-১৪ মাবুদ আল্লাহ্‌ কথা বলছেন, প্রথমে নবী ইয়ারমিয়ার প্রতি (আয়াত ১১), এর পর এহুদার লোকদের প্রতি (আয়াত ১২-১৪)।
১৫:১১ আল্লাহ্‌ ইয়ারমিয়াকে উৎসাহ দিচ্ছেন। *দুশমনদেরকে ... তোমার কাছে ফরিয়াদ করাব।* এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা সাধিত হয়েছে; উদাহরণ স্বরূপ দেখুন ২১:১-২; ৩৭:১৪-২৬; ৪২:১-৩ আয়াত।
১৫:১২ উত্তর দাবী করে না এমন একটি প্রশ্ন, যার উত্তর অবশ্যই নেতিবাচক হবে। *লোহা। মহা শক্তির প্রতীক* (২৮:১৩ আয়াত দেখুন)। *উত্তর দেশীয়।* ব্যাবিলনের (ইশা ৪১:২৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।
১৫:১৩-১৪ এই অংশটি ১৭:৩-৪ আয়াতে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।
১৫:১৩ এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ৫২:১৭-২৩ আয়াতে পরিপূর্ণতা পেয়েছে। *বিনামূল্যে বিতরণ করবো।* তুলনা করুন ইশা ৫৫:১ আয়াত। মানুষ ও দ্রব্য সামগ্রী সমানভাবে লুটের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে (ইশা ৫২:৩ আয়াত ও নোট দেখুন)।
১৫:১৪ কেননা আমার ক্রোধে আগুন জ্বলে উঠলো। দ্বি.বি. ৩২:২২ আয়াত থেকে উদ্ধৃতি করে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে এই একই হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।
১৫:১৫ তুমিই জান। নবী ইয়ারমিয়া যে কষ্ট সহ্য করছেন তা মাবুদ আল্লাহ্‌ জানেন (আয়াত ১০ দেখুন)। *আমাকে স্মরণ কর।* অর্থাৎ আমার কষ্ট অনুভব করে দেখ।
১৫:১৬ তোমার কালামগুলো ... ভোজন করলাম। আমি সেগুলোকে হজম করলাম, বিশ্লেষণ করলাম এবং সেগুলোকে আমার একটি অংশ করে তুললাম (ইহি ২:৮–৩:৩; প্রকা ১০:৯

আমার তত্ত্বানুসন্ধান কর, আমার
তাড়নাকারীদেরকে অন্যায়ের প্রতিশোধ দাও,
তোমার দীর্ঘসহিষ্ণুতায় আমাকে হরণ করো না;
জেনো আমি তোমার জন্য টিট্‌কারি সহ্য করেছি।
১৬ যখন তোমার কালামগুলো পাওয়া গেল, আমি
সেগুলো ভোজন করলাম, আর তোমার
কালামগুলো আমার আমোদ ও অন্তরের হর্ষজনক
ছিল; কেননা হে মাবুদ, বাহিনীগণের আল্লাহ্‌,
আমার উপরে তোমার নাম কীর্তিত। ১৭ আমি
পরিহাসকারীদের সভাতে বসি নি, উল্লাস করি
নি; তোমার হাত আমার উপর ছিল বলে একাকী
বসতাম, কেননা তুমি আমাকে ক্রোধে পূর্ণ
করেছ। ১৮ আমার যাতনা নিত্যস্থায়ী ও আমার
ক্ষত দুরারোগ্য কেন? তা চিকিৎসা অগ্রাহ্য
করছে। তুমি কি আমার কাছে মিথ্যা স্রোত ও
অস্থায়ী পানির মত হবে?
১৯ অতএব মাবুদ এই কথা বলেন, তুমি যদি
ফিরে এসো, তবে আমি তোমাকে ফিরিয়ে
আনবো, তুমি আমার সাক্ষাতে দাঁড়াবে; এবং

[১৫:১৭] রূত ৩:৩; জবুর ১:১; ২৬:৪-৫; ইয়ার ১৬:৮।
[১৫:১৮] আইউ ৬:৪; ইয়ার ১০:১৯; ৩০:১২; মীখা ১:৯।
[১৫:১৯] হিজ ৪:১৬।
[১৫:২০] ইশা ৫০:৭।
[১৫:২১] জবুর ৯৭:১০।
[১৬:২] মথি ১৯:১২; ১করি ৭:২৬-২৭।
[১৬:৩] ইয়ার ৬:২১।
[১৬:৪] আয়াত ৬; ইয়ার ২৫:৩৩।
[১৬:৫] ইয়ার ১৫:৫।

যদি নিকৃষ্ট বস্তু থেকে কাঞ্চন বের করে নাও,
তবে আমার মুখস্বরূপ হবে; ওরা তোমার কাছে
ফিরে আসবে, কিন্তু তুমি ওদের কাছে ফিরে
যাবে না। ২০ আর আমি এই জাতির কাছে
তোমাকে ব্রোঞ্জের দৃঢ় প্রাচীরস্বরূপ করবো; তারা
তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, কিন্তু তোমাকে
পরাজিত করতে পারবে না, কেননা তোমার
নাজাত ও তোমার উদ্ধারের জন্য আমি তোমার
সঙ্গে সঙ্গে আছি, মাবুদ এই কথা বলেন।
২১ আর আমি দুষ্টদের হাত থেকে তোমাকে
উদ্ধার করবো, নিষ্ঠুরদের হাত থেকে তোমাকে
মুক্ত করবো।

ইহুদীদের ভাবী বন্দীত্ব

১৬ ১ আবার মাবুদের কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, ২ যথা, তুমি এই স্থানে
বিয়ে করো না, পুত্রকন্যাদের জন্য দিও না,
৩ কেননা এই স্থানে জাত পুত্র-কন্যাদের বিষয়ে
এবং এই দেশে তাদের প্রসবকারিণী মাতাদের ও
জন্মদাতা পিতাদের বিষয়ে মাবুদ এই কথা বলেন,

-১০ আয়াত দেখুন)। *পাওয়া গেল।* আক্ষরিক অর্থে "নাজেল হল" – সম্ভবত এখানে ৬২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাদশাহ্‌ ইউসিয়ার আমলে বায়তুল মোকাদ্দসে শরীয়ত কিতাব আবিষ্কারের কথা বলা হয়েছে (দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ২২:১৩; ২৩:২ আয়াত; এর সাথে ১:২ আয়াতের নোট দেখুন)। *আমার আমোদ ও অন্তরের হর্ষজনক ছিল।* জবুর ১:২ আয়াত দেখুন। *আমার উপরে তোমার নাম কীর্তিত।* ১৪:৯ আয়াত দেখুন; আমি তোমারই (৭:১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৫:১৭ একাকী বসতাম। নবী ইয়ারমিয়া কখনো বিয়ে করেন নি (আয়াত ১৬:২ দেখুন) এবং তাঁর বন্ধুদের সংখ্যাও ছিল খুবই সীমিত (ভূমিকা: রচয়িতা ও সময়কাল দেখুন)। *তোমার হাত।* অর্থাৎ বেহেশতী পরিচালনা (২ বাদশাহ্‌ ৩:১৫; ইশা ৮:১১ আয়াত ও নোট দেখুন; ইহি ১:৩; ৩:১৪, ২২; ৩৭:১; ৪০:১ আয়াত দেখুন)। *ক্রোধে পূর্ণ করেছ।* এহুদার গুনাহ্‌র কারণে (আয়াত ৬:১১ দেখুন)।

১৫:১৮ দুটি সর্বজন জ্ঞাত উত্তর সম্বলিত প্রশ্ন যার মধ্য দিয়ে নবী ইয়ারমিয়া নিজের সম্পর্কে, তাঁর পরিচর্যা কাজ ও মাবুদ আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। *যাতনা নিত্যস্থায়ী ... ক্ষত দুরারোগ্য।* ৩০:১২-১৫ আয়াতে জেরুশালেম সম্পর্কেও একই কথা বলা হয়েছে এবং এর সাথে ৩০:১৭ আয়াতে সুস্থতা দান সম্পর্কে আল্লাহ্‌র ওয়াদার কথাও বলা হয়েছে।

মিথ্যা স্রোত। মিকাহ্‌ ১:১৪ আয়াত দেখুন, যেখানে "মিথ্যা" বলতে আইউব ৬:১৫-২০ আয়াতে বর্ণিত কোন ধরনের অস্থায়ী স্রোতধারার কথা বোঝানো হয়েছে। এখানে নবী ইয়ারমিয়া এই বলে অভিযোগ করছেন যে, আল্লাহ্‌ নির্ভরযোগ্য নন। এর আগে মাবুদ আল্লাহ্‌ নিজেকে "জীবন্ত পানির উৎস" বলে যে পরিচয় দিচ্ছিলেন তার তুলনায় এই বিবৃতি একেবারেই বিপরীত (২:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৫:১৯ ফিরে এসো ... ফিরিয়ে আনবো ... ফিরে আসবে ... ফিরে যাবে না। চারটি শব্দের জন্য ব্যবহৃত শব্দেরই বুৎপত্তি হিসেবে একই হিব্রু শব্দ পাওয়া যায় (৩:১; ইশা ১:২৫-২৬ আয়াতের নোট দেখুন)। *আমার সাক্ষাতে দাঁড়াবে।* আক্ষরিক অর্থে "আমার পরিচর্যা করবে" – যা একজন বাধ্য গোলামের উপযুক্ত অবস্থান (শুমারী ১৬:৯; দ্বি.বি. ১০:৮ আয়াত দেখুন)। *আমার মুখস্বরূপ।* আক্ষরিক অর্থে "আমার প্রতিনিধি" (১:৯ আয়াত ও নোট; হিজ ৪:১৪-১৫; হিজ ৭:১-২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৫:২০ দেখুন আয়াত ১:৮। এর সাথে ১৮-১৯ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৫:২১ দুষ্টদের হাত থেকে ... তোমাকে মুক্ত করবো। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন ৩৬:২৬; ৩৮:৬-১৩ আয়াত।

১৬:১–১৭:১৮ ধ্বংস ও সান্ত্বনার বার্তা, যার সাথে রয়েছে ধ্বংসের ভয়াবহতা সম্পর্কে বিশেষ বর্ণনা (১৬:১-১৩, ১৬-১৮; ১৬:২১–১৭:৬; ১৭:৯-১৩, ১৮)। এই অংশের প্রথমার্ধ গদ্যাকারে বর্ণিত হয়েছে (১৬:১-১৮) এবং দ্বিতীয়ার্ধ বর্ণিত হয়েছে কাব্য আকারে (১৬:১৯–১৭:১৮)।

১৬:২ নবী ইয়ারমিয়ার পরিচর্যা কাজের জীবন এমনই ছিল যে তাঁকে পুরোটা জীবন একাকীই কাটাতে হয়েছে (১৫:১৭ আয়াতের নোট দেখুন), পরিবারের কাছ থেকে যে সান্ত্বনা ও সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব তা তিনি তাঁর জীবনে উপভোগ করতে পারেন নি। *করো না।* এখানে যে হিব্রু শব্দটি নেতিবাচক ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তা অত্যন্ত জোরালো অর্থ বহন করে এবং এই একই ধরনের ক্রিয়াপদ দশ হুকুমনামায় ব্যবহার করা হয়েছে (দেখুন হিজ ৩০:৩-৪, ৭, ১৩-১৭)। *এই স্থানে।* এহুদা ও জেরুশালেম, বিশেষ করে জেরুশালেমের উপরে গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে (উদাহরণস্বরূপ দেখুন সফনিয় ১:৪ আয়াত)।

১৬:৪ যন্ত্রণাদায়ক মরণ। ১৪:১৮ আয়াতে এই শব্দটিকে অনুবাদ করা হয়েছে আঘাত বা গজব। *মাতম করবে না ... দাফন করবে না।* আয়াত ৬; ৭:৩৩ ও নোট দেখুন; ৮:২; ১৪:১৬; ২৫:৩৩। *সার।* ৮:২; ৯:২২; ২৫:৩৩ আয়াত দেখুন। *তলোয়ার ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা হত হবে।* আয়াত ১৪:১৫-১৬ দেখুন; এর সাথে ৫:১২ আয়াতের নোট দেখুন। *আসমানের পাখিদের ও ভূমির পশুদের খাবার।* ৭:৩৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৪ তারা অতি যন্ত্রণাদায়ক মরণে মরবে, তাদের
জন্য কেউ মাতম করবে না, কেউ তাদেরকে
দাফন করবে না; তারা ভূমির উপরে সারের মত
পড়ে থাকবে; এবং তারা তলোয়ার ও দুর্ভিক্ষ
দ্বারা হত হবে; তাদের লাশ আসমানের পাখিদের
ও ভূমির পশুদের খাবার হবে।
৫ বস্তুত মাবুদ এই কথা বলেন, তুমি শোকের
বাড়িতে প্রবেশ করো না, মাতম করতে যেও না,
তাদের জন্য কান্নাকাটি করো না; কেননা, মাবুদ
বলেন, আমি এই জাতি থেকে আমার শান্তি,
অটল মহব্বত ও করুণা অপহরণ করেছি। ৬ এই
দেশে ক্ষুদ্র ও মহান সমস্ত লোক মরবে, কেউ
তাদেরকে দাফন করবে না, লোকে তাদের জন্য
মাতম করবে না ও তাদের জন্য কেউ তার
অঙ্গের ক্ষত কিংবা মাথা মুণ্ডন করবে না; ৭ মৃত
লোকের জন্য শোককারীদেরকে সান্ত্বনাসূচক রুটি
বিতরণ করবে না, পিতা কিংবা মাতার জন্য
শোকে সান্ত্বনাসূচক পাত্রে পান করাবে না।
৮ আর তুমি তাদের সঙ্গে ভোজন ও পান করতে
বসবার জন্য কোন ভোজ-গৃহে প্রবেশ করবে না।
৯ কেননা বাহিনীগণের মাবুদ, ইসরাইলের
আল্লাহ্‌, এই কথা বলেন, দেখ, আমি এই স্থানে
তোমাদের দৃষ্টিগোচরে, তোমাদের বর্তমান
সময়ে, আমোদের আওয়াজ ও আনন্দের
আওয়াজ, বর ও কন্যার কণ্ঠস্বর নিবৃত্ত করবো।
১০ আর তুমি এই জাতির কাছে এ সব কথা
তবলিগ করলে যখন তারা তোমাকে বলবে,

[১৬:৬] লেবীয় ২১:৫; আইউ ১:২০।
[১৬:৭] ২শামু ৩:৩৫।
[১৬:৮] হিজ ৩২:৬; হেদা ৭:২-৪।
[১৬:৯] ইশা ২৪:৮; ৫১:৩; ইহি ২৬:১৩; আমোষ ৬:৪-৭।
[১৬:৯] ইশা ২২:১২-১৪; প্রকা ১৮:২৩।
[১৬:১০] দ্বিঃবি ২৯:২৪।
[১৬:১১] দ্বিঃবি ২৯:২৫-২৬; ১বাদশা ৯:৯; জবুর ১০৬:৩৫-৪৩।
[১৬:১২] হিজ ৩২:৮; ইয়ার ৭:২৬; আমোষ ২:৪।
[১৬:১৩] দ্বিঃবি ২৮:৩৬; ইয়ার ৫:১৯।
[১৬:১৪] দ্বিঃবি ১৫:১৫।
[১৬:১৫] ইশা ১১:১১; ইয়ার ২৩:৮।
[১৬:১৬] আমোষ ৪:২; হবক ১:১৪-১৫।

মাবুদ আমাদের বিরুদ্ধে এ সব মহাবিপদের কথা
কেন বলেছেন? আমাদের অপরাধ কি? আমাদের
গুনাহ্‌ কি, যা আমরা আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের
বিরুদ্ধে করেছি? ১১ তখন তুমি তাদেরকে বলবে,
মাবুদ বলেন, তোমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাকে
ত্যাগ করেছে, তারা অন্য দেবতাদের পিছনে
গিয়ে তাদের সেবা করেছে, তাদের কাছে
ভূমিতে উবুড় হয়েছে এবং আমাকে ত্যাগ
করেছে, আমার শরীয়ত পালন করে নি। ১২ আর
তোমরা নিজেদের পূর্বপুরুষদের চেয়েও মন্দ
আচরণ করেছ; কারণ দেখ, তোমরা প্রত্যেকে
নিজ নিজ দুষ্ট হৃদয়ের কঠিনতা অনুসারে চলছো,
তাই আমার কথায় কান দিচ্ছ না। ১৩ এজন্য
তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ও তোমরা যে দেশ
সম্পর্কে জান নি, এমন একটি দেশে আমি এই
দেশ থেকে তোমাদেরকে নিক্ষেপ করবো; সেই
স্থানে তোমরা দিনরাত অন্য দেবতাদের সেবা
করবে, কেননা আমি তোমাদেরকে রহম করবো
না।

আল্লাহ্‌ ইসরাইলকে পুনঃস্থাপন করবেন

১৪ এজন্য, মাবুদ বলেন, দেখ, এমন সময়
আসছে, যে সময়ে লোকেরা আর বলবে না,
সেই জীবন্ত মাবুদের কসম, যিনি বনি-
ইসরাইলকে মিসর দেশ থেকে উঠিয়ে এনেছেন;
১৫ কিন্তু তারা বলবে, সেই জীবন্ত মাবুদের
কসম, যিনি বনি-ইসরাইলকে উত্তর দেশ থেকে
এবং আর যেসব দেশে তিনি তাদেরকে ছিন্নভিন্ন

১৬:৫ মাতম করতে যেও না। ইহি ২৪:১৬-১৭, ২২-২৩ আয়াতে আল্লাহ্‌ এ ধরনেরই আদেশ দিয়েছেন।

১৬:৬ অঙ্গের ক্ষত কিংবা মাথা মুণ্ডন করবে না। এ ধরনের কাজ শরীয়ত অনুসারে নিষিদ্ধ ছিল (লেবীয় ১৯:২৮; ২১:৫ আয়াত ও নোট দেখুন; দ্বি.বি. ১৪:১ আয়াত ও নোট দেখুন), কিন্তু ইসরাইলীয়রা অনেক সময় শোক প্রকাশের জন্য এ ধরনের কাজ করতো (৪১:৫; ইহি ৭:১৮; মিকাহ্‌ ১:১৬ আয়াত দেখুন)।

১৬:৭ সাধারণত মাতমকারীদেরকে খাওয়ানো হত (২ শামু ৩:৩৫; ১২:১৬-১৭; ইহি ২৪:১৭, ২২; হোসিয়া ৯:৪ আয়াত দেখুন)। *সান্ত্বনাসূচক পাত্রে পান করাবে না।* অর্থাৎ তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পান করাবে না। ইহুদী ধর্ম মতে পরবর্তী সময়ে প্রধান মাতমকারীর জন্য একটি বিশেষ পানপাত্র রাখা হত।

১৬:৮ কোন ভোজ-গৃহে প্রবেশ করবে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে আনন্দ বা শোক কোনটাই করা উপযুক্ত নয় (আয়াত ৫ দেখুন)।

১৬:৯ আয়াত ৭:৩৪; ২৫:১০ দেখুন; তুলনা করুন ৩৩:১০-১১ আয়াত।

১৬:১০-১৩ একই প্রশ্ন ৫:১৯ আয়াতেও করা হয়েছে কিন্তু এখানে আরও বিস্তৃত উত্তর দেওয়া হয়েছে (৯:১২-১৬; ২২:৮-৯; দ্বি.বি. ২৯:২৪-২৮; ১ বাদশাহ্‌ ৯:৮-৯ আয়াত দেখুন)।

১৬:১০ তুলনা করুন মালাখি ১:৬-৭; ২:১৭; ৩:৭-৮, ১৩ আয়াতে প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন।

১৬:১১ আয়াত ১১:১০ দেখুন, যেখানে এ ধরনের গুনাহ্‌ করাকে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র নিয়ম ভঙ্গ করা।

১৬:১২ নিজেদের পূর্বপুরুষদের চেয়েও মন্দ আচরণ করেছ। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:৯ আয়াত দেখুন। পূর্বপুরুষদের গুনাহ্‌র কারণে আসন্ন বিচার ও শাস্তি আসছে এমন অভিযোগ করা যাবে না (৩১:২৯-৩০ আয়াত ও নোট দেখুন; ইহি ১৮:২-৪)। *নিজ নিজ দুষ্ট হৃদয়ের কঠিনতা অনুসারে চলছো।* ৩:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে ৭:২৪ আয়াত দেখুন।

১৬:১৩ দ্বি.বি. ২৮:৩৬, ৬৪ আয়াত দেখুন। *তোমাদেরকে নিক্ষেপ করবো।* বন্দীদশায় (৭:১৫; ২২:২৬; দ্বি.বি. ২৯:২৮ আয়াত দেখুন)। তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ও তোমরা যে দেশ সম্পর্কে জান নি। *ব্যাবিলন* (৯:১৬ আয়াত দেখুন)।

১৬:১৪-১৫ ২৩:৭-৮ আয়াতে এই অংশটি প্রায় উদ্ধৃতি আকারে নেওয়া হয়েছে। এই অংশটি ইসরাইল জাতির প্রায় ১,০০০ বছরের ইতিহাসকে সংক্ষেপিত আকারে প্রকাশ করেছে: হিজরত (১৪৪৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), বন্দীদশা (৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), পুনরুদ্ধার (৫৩৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। ইশা ৪৩:১৬-২১; ৪৮:২০-২১; ৫১:৯-১১ আয়াত দেখুন। *জীবন্ত মাবুদের কসম।* পয়দা ৪২:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:১৫ উত্তর দেশ। ব্যাবিলন (ইশা ৪১:২৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৬:১৬ জেলে ... শিকারী। বিজয়ীদের প্রতীক (ইহি ১২:১৩; ২৯:৪; আমোস ৪:২ আয়াত ও নোট দেখুন)। *পর্বত ... উপপর্বত।* যেখানে লোকেরা নিরর্থক পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করে (৪:২৯ আয়াত ও নোট দেখুন)। *শৈলের*

BACIB International Bible CHURCH

করেছিলেন, সেসব দেশ থেকে উঠিয়ে এনেছেন,
বস্তুত আমি তাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে দেশ
দিয়েছিলাম, তাদের সেই দেশে তাদেরকে
ফিরিয়ে আনবো।
১৬ মাবুদ বলেন, দেখ, আমি অনেক জেলে
আনাবো, তারা মাছের মত তাদেরকে ধরবে;
পরে আমি অনেক শিকারী আনাবো, তারা শিকার
করে প্রত্যেক পর্বত থেকে, প্রত্যেক উপপর্বত
থেকে ও শৈলের ছিদ্রগুলো থেকে তাদেরকে
আনবে। ১৭ কেননা তাদের সমস্ত পথে আমার
দৃষ্টি আছে, তারা আমার সম্মুখ থেকে লুকানো নয়
এবং তাদের অপরাধও আমার দৃষ্টি থেকে গুপ্ত
নয়। ১৮ আমি প্রথমে তাদের অপরাধের ও
তাদের গুনাহ্‌র দ্বিগুণ ফল দেব; কেননা তারা
নিজেদের জঘন্য পদার্থরূপ শবে আমার দেশ
নাপাক করেছে এবং নিজেদের ঘৃণার বস্তুগুলোতে
আমার অধিকার পরিপূর্ণ করেছে।

[১৬:১৭] মার্ক ৪:২২; ১করি ৪:৫; ইব ৪:১৩।
[১৬:১৮] প্রকা ১৮:৬।
[১৬:১৯] ২শামু ২২:৩।
[১৬:১৯] দ্বি:বি ৩২:২১।
[১৬:২০] রোমীয় ১:২৩।
[১৬:২১] হিজ ৩:১৫।
[১৭:১] আইউ ১৯:২৪।
[১৭:২] ২খান্দান ২৪:১৮।
[১৭:৩] ২বাদশা ২৪:১৩।
[১৭:৪] মাতম ৫:২।

১৯ হে মাবুদ, আমার বল ও আমার দুর্গ এবং
সঙ্কটকালে আমার আশ্রয়, দুনিয়ার প্রান্তগুলো
থেকে জাতিরা তোমার কাছে এসে বলবে,
‘কেবল মিথ্যা বিষয়ে ও অসার বস্তুতে আমাদের
পূর্বপুরুষদের অধিকার ছিল, তার মধ্যে একটাও
উপকারী নয়। ২০ মানুষ কি নিজের জন্য দেবতা
তৈরি করবে? তারা তো আল্লাহ্‌ নয়।’ ২১ এজন্য
দেখ, আমি তাদেরকে জানাবো, একটিবার
তাদেরকে আমার ক্ষমতা ও পরাক্রম জানাবো,
তাতে তারা জানবে যে, আমার নাম মাবুদ।

এহুদার গুনাহ্‌ ও তার শাস্তি

১৭ ১ এহুদার গুনাহ্‌ লোহার লেখনী ও
হীরকের কাঁটা দিয়ে লেখা হয়েছে,
তাদের চিত্তফলকে ও তাদের কোরবানগাহ্‌র
শৃঙ্গে তা খোদাই করা হয়েছে। ২ আর তাদের
বালকেরা সবুজ গাছের কাছে উঁচু পাহাড়ের
উপরে তাদের কোরবানগাহ্‌ ও আশেরা-

ছিদ্র। ইয়ারমিয়া ব্যতীত শুধুমাত্র ইশা ৭:১৯ আয়াতে এই শব্দগুচ্ছটি দেখা যায়। সম্ভবত মাবুদ আল্লাহ্‌ এখানে নষ্ট হয়ে যাওয়া অন্তর্বাসের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন যা শিলের ছিদ্রে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল (১৩:৪ আয়াত দেখুন)।

১৬:১৭ তাদের সমস্ত পথে আমার দৃষ্টি আছে। ৩২:১৯ আয়াত দেখুন। *তারা আমার সম্মুখ থেকে লুকানো নয়।* ২৩:২৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৬:১৮ তাদের গুনাহ্‌র দ্বিগুণ ফল দেব। দেখুন ১৭:১৮; ইশা ৪০:২ আয়াত ও নোট দেখুন। *আমার দেশ নাপাক করেছে।* অর্থাৎ শরীয়ত অনুসারে নাপাক করেছে (২:৭; ৩:১-২ আয়াত দেখুন; এর সাথে লেবীয় ৪:১২ আয়াতের নোট দেখুন)। *নিজেদের জঘন্য পদার্থরূপ শবে।* লেবীয় ২৬:৩০ আয়াত দেখুন। মূর্তিদের নিজস্ব কোন জীবন নেই (জবুর ১১৫:৪-৭; ১৩৫:১৫-১৭ আয়াত দেখুন)। আমার অধিকার। আল্লাহ্‌র নিজ ভূখণ্ড (১৭:৪; আরও দেখুন ২:৭ আয়াতের নোট)। *ঘৃণার বস্তু।* মাবুদের চোখে যা ঘৃণ্য (২:৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে লেবীয় ৭:২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৬:১৯-২০ এখানে নবী ইয়ারমিয়া সংক্ষিপ্তভাবে কিছু আশা-ব্যঞ্জক কথা বলেছেন।

১৬:১৯ বল ... দুর্গ ... সঙ্কটকালে আমার আশ্রয়। আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতা ও তাঁকে সুরক্ষাদায়ী শক্তি হিসেবে বিবেচনা করার বিষয়টি জবুর শরীফে প্রায়ই দেখা যায় (উদাহরণ স্বরূপ দেখুন জবুর ১৮:১-২; ২৮:৭-৮; ৫৯:৯, ১৬-১৭ আয়াত)। *দুনিয়ার প্রান্তগুলো থেকে জাতিরা তোমার কাছে এসে বলবে।* আয়াত ৪:২ ও নোট দেখুন; এর সাথে ইশা ২:২-৪; ৪২:৪; ৪৫:১৪; ৪৯:৬; জাকা ৮:২০-২৩; ১৪:১৬ আয়াত দেখুন। *অসার বস্তু।* ২:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *তার মধ্যে একটাও উপকারী নয়।* অর্থাৎ তাদের এই দেবতাদের মূর্তি দিয়ে কোন লাভ হয় নি (২:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৬:২০ তারা তো আল্লাহ্‌ নয়। ৫:৭ আয়াত দেখুন।

১৬:২১–১৭:৪ মাবুদ আল্লাহ্‌ এখানে নবী ইয়ারমিয়ার কথার প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন এবং এরপর ১ আয়াতে তিনি যে সতর্কবার্তা শুরু করেছিলেন তা আবারও বিধৃত করেছেন।

১৬:২১ জানাবো ... জানাবো ... জানবে। প্রতিটি শব্দের অন্তর্নিহিত হিব্রু শব্দ একই। আল্লাহ্‌ তাদেরকে জানাবেন এবং তখন তারা নিশ্চিতভাবে জানবে। *তাদেরকে ... তারা।* সম্ভবত এখানে এহুদার পাশাপাশি অন্যান্য জাতিদেরকে বোঝানো হয়েছে (ইহি ৩৬:২৩; ৩৭:১৪)। *তারা জানবে যে, আমার নাম মাবুদ।* “নাম” বলতে পুরাতন নিয়মে অনেক সময় “ব্যক্তি” বা “সত্তা” বোঝানো হয়ে থাকে (জবুর ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন)। ইয়ারমিয়ার মত ইহিস্কেল কিতাবেও প্রায় ৭০ বার বলা হয়েছে “তাতে তারা জানবে যে, আমার নাম মাবুদ” (দেখুন ইহিস্কেল কিতাবের ভূমিকা: বিষয়বস্তু; এর সাথে ইহি ৫:১৩; ৬:৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৭:১ লোহার লেখনী ... খোদাই করা হয়েছে। সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী লিপিফলক তৈরির প্রক্রিয়া (আইউব ১৯:২৪ আয়াত দেখুন)। *হীরকের কাঁটা।* অত্যন্ত শক্ত এক ধরনের ধাতু যা থেকে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র নির্মাণ করা হত (হিজ ৪:২৫; ইউসা ৫:২ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ইহি ৩:৯; জাকা ৭:১২ আয়াতও দেখুন)। *তাদের চিত্তফলক।* একই ধরনের প্রতীকী চিত্র দেখুন মেসাল ৩:৩; ৭:৩ আয়াতে। তাদের কোরবানগাহ্‌র শৃঙ্গে। এহুদা লোকেরা এতটাই বিপথগামী হয়ে পড়েছিল যে, তাদের গুনাহ্‌ শুধু নিজেদের অন্তরে নয় সেই সাথে তাদের কোরবানগাহের শৃঙ্গেও লেখা হয়েছিল – যেন তাদের গুনাহ্‌র কথা সব সময় আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত থাকে (লেবীয় ১৬:১৮ আয়াত দেখুন)।

১৭:২ কোরবানগাহ্‌ ও আশেরা-মূর্তি। হিজ ৩৪:১৩; দ্বি.বি. ৭:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *সবুজ গাছের কাছে উঁচু পাহাড়ের উপরে।* ২:২০ আয়াতের নোট দেখুন।

১৭:৩-৪ এই অংশটি ১৫:১৩-১৪ আয়াতের বেশ বড় একটি অংশ থেকে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

১৭:৩ আমার পর্বত। সিয়োন পর্বত, যেখানে জেরুশালেমের বায়তুল মোকাদ্দস অবস্থিত ছিল (জবুর ২৪:৩; ইশা ২:৩; জাকা ৮:৩ আয়াত দেখুন)। *উচ্চস্থলী।* পৌত্তলিক দেবতাদের পূজা করার স্থান (১ বাদশাহ্‌ ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৭:৪ অধিকার। কেনান দেশ (আয়াত ১৬:১৮ দেখুন; এর সাথে ২:৭ আয়াতের নোটও দেখুন)।

মূর্তিগুলো স্মরণ করে। ৩ হে দেশের মধ্যেকার
আমার পর্বত, আমি তোমার ঐশ্বর্য, তোমার
সমস্ত ধনকোষ লুটদ্রব্যের মত বিতরণ করবো;
গুনাহের দরুন তোমার সীমার সর্বত্র তোমার
উচ্চস্থলীগুলোও বিতরণ করবো। ৪ আমি
তোমাকে যে অধিকার দিয়েছিলাম, তুমি নিজেই
সেই অধিকার থেকে চ্যুত হবে এবং আমি
তোমার অজ্ঞাত সেই দেশে তোমাকে দিয়ে
দুশমনদের সেবা করাব; কারণ তোমরা আমার
ক্রোধের আগুন জ্বালিয়েছ, তা চিরকাল জ্বলতে
থাকবে।
৫ মাবুদ এই কথা বলেন, যে ব্যক্তি মনুষ্যে
নির্ভর করে, মাংসকে নিজের বাহু জ্ঞান করে ও
যার অন্তঃকরণ মাবুদ থেকে সরে যায়, সে
বদদোয়াগ্রস্ত। ৬ সে মরুভূমিস্থ ঝাউ গাছের মত
হবে, মঙ্গল আসলে তার দর্শন পাবে না, কিন্তু
মরুভূমির উত্তপ্ত স্থানে ও নিবাসীহীন লবণ-
ভূমিতে বাস করবে। ৭ সেই ব্যক্তি দোয়াযুক্ত
হোক, যে মাবুদের উপর নির্ভর করে, যার
বিশ্বাসভূমি মাবুদ। ৮ সে পানির ধারে লাগানো
এমন গাছের মত হবে, যা স্রোতের ধারে মূল
বিস্তার করে, গ্রীষ্মের আগমনে সে ভয় করবে না
এবং তার পাতা সতেজ থাকবে; অনাবৃষ্টির
বছরের সে নিশ্চিন্ত থাকবে, ফলদানেও নিবৃত্ত
হবে না।
৯ অন্তঃকরণ সবচেয়ে প্রবঞ্চক, তার রোগ
দুরারোগ্য, কে তা বুঝতে পারে? ১০ আমি মাবুদ
অন্তঃকরণের অনুসন্ধান করি, আমি মর্মের
পরীক্ষা করি; আমি প্রত্যেক মানুষকে নিজ নিজ
আচরণ অনুসারে নিজ নিজ কাজের ফল দিয়ে
থাকি। ১১ ডিমে তা না দিলেও যেমন তিতির
পাখি বাচ্চাদের সংগ্রহ করে, তেমনি সেই ব্যক্তি
যে অসৎ উপায়ে ধন সঞ্চয় করে, সেই ধন
অর্ধেক বয়সে তাকে ছেড়ে যাবে এবং শেষকালে
সে মূঢ় হয়ে পড়বে।
১২ আদিকাল থেকে উচ্চে অবস্থিত মহিমা-সিংহাসন
আমাদের পবিত্র স্থানের স্থান। ১৩ হে মাবুদ,
ইসরাইলের প্রত্যাশাভূমি, যত লোক তোমাকে
পরিত্যাগ করে, সকলেই লজ্জিত হবে। ‘যারা
আমার কাছ থেকে সরে যায়, তাদের নাম

[১৭:৫] ২করি ১:৯।
[১৭:৬] দ্বি:বি ২৯:২৩; আইউ ৩৯:৬; জবুর ১০৭:৩৪।
[১৭:৭] জবুর ১৪৬:৫।
[১৭:৮] আইউ ১৪:৯।
[১৭:৯] হেদা ৯:৩; মথি ১৩:১৫; মার্ক ৭:২১-২২।
[১৭:১০] প্রকা ২:২৩।
[১৭:১১] লূক ১২:২০।
[১৭:১২] ইয়ার ৩:১৭।
[১৭:১৩] জবুর ৭১:৫।
[১৭:১৪] ইশা ৩০:২৬।
[১৭:১৫] ইশা ৫:১৯; ২পিতর

১৭:৫-৮ জবুর ১ অধ্যায় ও নোট দেখুন।

১৭:৫ বদদোয়াগ্রস্ত। ১১:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *মাংস।* রূহ শব্দটির বিপরীত (ইশা ৩১:৩ আয়াত দেখুন; তুলনা করুন আইউব ১০:৪ আয়াত)।

১৭:৬ ঝাউ গাছ। হিব্রু ভাষায় এই শব্দের প্রতিশব্দ দ্বারা বোঝায় নিঃস্ব অবস্থা (জবুর ১০২:১৭ আয়াত দেখুন)। *মঙ্গল।* আক্ষরিক অর্থে সমৃদ্ধি। দ্বি.বি. ২৮:১২ আয়াতে এই শব্দটি “উপচয়” অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে বিশেষভাবে বৃষ্টি হওয়ার বিষয়ে বলা হয়েছে। *লবণ-ভূমি।* দ্বি.বি. ২৯:২৩ আয়াতে এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র বদদোয়ার কথা বলা হয়েছে।

১৭:৭ নির্ভর করে ... বিশ্বাসভূমি। দুটি শব্দের বুৎপত্তিগত হিব্রু শব্দ একই।

১৭:৮ পানির ধারে লাগানো। কিংবা বলা যায় “প্রতিস্থানকৃত”। *স্রোত।* ইশা ৪৪:৪ আয়াত দেখুন, যেখানে এই একই হিব্রু শব্দ দিয়ে ধার্মিক ব্যক্তির শক্তির উৎস বোঝানো হয়েছে। *অনাবৃষ্টি।* ১৪:১ আয়াতের নোট দেখুন। *ফলদানে।* ১২:১-২ আয়াতে নবী ইয়ারমিয়ার অভিযোগের বিপরীতে মাবুদ আল্লাহ্‌র জবাব (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

১৭:৯ নবী ইয়ারমিয়া এখানে প্রথমে পর্যালোচনা করেছেন এবং এর পর একটি সর্বজ্ঞাত উত্তর সম্বলিত প্রশ্ন করেছেন। *অন্তঃকরণ।* কারও অন্তরেই দুষ্টতাকে স্থান পেতে দেওয়া উচিত নয় (জবুর ৪:৭ আয়াত ও নোট দেখুন; মেসাল ৪:২৩)। *প্রবঞ্চক।* এই শব্দটির মূল হিব্রু প্রতিশব্দের ভিত্তি হচ্ছে ইয়াকুব নামটি (পয়দা ২৭:৩৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৭:১০ মাবুদ আল্লাহ্‌ ইয়ারমিয়ার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। *অনুসন্ধান ... পরীক্ষা করি।* ১১:২০; ১২:৩ আয়াত দেখুন। *মর্ম।* আক্ষরিক অর্থে “প্রাণ” (১১:২০ আয়াত দেখুন)। ১২:২ আয়াতে এই শব্দের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে “অন্তঃকরণ”। *নিজ নিজ কাজের ফল।* অর্থাৎ তাদের কাজের জন্য যে ফল প্রাপ্য (তুলনা করুন ৬:১৯ আয়াত)।

১৭:১১ নবী ইয়ারমিয়া তাঁর যুক্তি উত্থাপনের জন্য একটি প্রবাদ ব্যবহার করেছেন (৯ আয়াতে দেখুন)। *তিতির।* পুরাতন নিয়মে এই আয়াত ব্যতীত শুধুমাত্র ১ শামু ২৬:২০ আয়াতে এই পাখির নাম পাওয়া যায়। *মূঢ়।* নৈতিক ও রূহানিকভাবে নিঃস্ব (মেসাল ১:৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৭:১২-১৮ নবী ইয়ারমিয়ার চতুর্থ অভিযোগ তথা স্বীকারোক্তি।

১৭:১২ মহিমা-সিংহাসন। ১৪:২১ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ইশা ৬:১ আয়াত দেখুন। মাবুদ আল্লাহ্‌কে অনেক সময় শরীয়ত তাঁবু ও বায়তুল মোকাদ্দসে স্থাপিত শরীয়ত সিন্দুকের উপরে স্থিত দুই কারুবীদ্বয়ের মাঝে সিংহাসনে আসীন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে (১ শামু ৪:৪ আয়াত ও নোট দেখুন; জবুর ৮০:১; ৯৯:১ আয়াত দেখুন)। *উচ্চে অবস্থিত।* সিয়োন পর্বত হচ্ছে “ইসরাইলের উচ্চ পর্বত” (ইহি ২০:৪০)। *আদিকাল থেকে।* অর্থাৎ সৃষ্টির আগে থেকেই সিয়োনকে মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর পবিত্র স্থান হিসেবে মনোনীত করেছেন (হিজ ১৫:১৭ আয়াত দেখুন)।

১৭:১৩ ইসরাইলের প্রত্যাশাভূমি। ১৪:৮ আয়াতের নোট দেখুন। *ধূলি।* আক্ষরিক অর্থে দুনিয়া, যা দ্বারা অনেক সময় দোজখ বা পাতাল বোঝানো হয়ে থাকে (জবুর ৬১:২ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে আইউব ৭:২১ আয়াতের নোট দেখুন), যা কেনানীয় ও মেসোপটেমীয় সাহিত্যেও দেখা যায়। এ কারণে “ধূলিতে লেখা হবে” কথাটির অর্থ হল “মৃত্যুর জন্য স্থিরকৃত,” যা জীবন কিতাবে নাম লেখানোর বিপরীত (দানি ১২:১; আরও দেখুন হিজ ৩২:৩২; জবুর ৬৯:২৮; লূক ১০:২০; প্রকা ৩:৫ আয়াত ও নোট)। *জীবন্ত পানির ফোয়ারা মাবুদকে ত্যাগ করেছে।* তুলনা করুন ১৫:১৮; ২:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১৭:১৪ আমাকে সুস্থ কর। ১৫:১৮; জবুর ৬:২ আয়াত দেখুন। *তুমি আমার প্রশংসাভূমি।* জবুর ২২:৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৭:১৫ আয়াত ২০:৮ দেখুন। নবী ইয়ারমিয়ার দুশমনেরা তাঁকে একজন ভণ্ড নবী বলে অভিযুক্ত করেছে (দ্বি.বি. ১৮:২১-২২ আয়াত দেখুন)। ৬০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কার্খেমিশের যুদ্ধের পর ব্যাবিলনীয় বাহিনী কর্তৃক প্রথমবার এহুদা আক্রমণের আগেই

ধূলিতে লেখা হবে; কারণ তারা জীবন্ত পানির
ফোয়ারা মাবুদকে ত্যাগ করেছে।’
হযরত ইয়ারমিয়ার মুনাজাত 14 হে মাবুদ,
আমাকে সুস্থ কর, তাতে আমি সুস্থ হব; আমাকে
নিস্তার কর, তাতে আমি নিস্তার পাব, কেননা
তুমি আমার প্রশংসাভূমি। 15 দেখ, ওরা আমাকে
বলছে, মাবুদের কালাম কোথায়? তা একবার
উপস্থিত হোক। 16 আমি তো তোমার দেওয়া
পালরক্ষকের কাজ থেকে পালিয়ে যাই নি এবং
অশুভ দিনেরও আকাঙ্ক্ষা করি নি, তা তুমি জান;
আমার মুখ থেকে যা বের হত, তা তোমার
সম্মুখে ছিল। 17 আমার ত্রাসজনক হয়ো না;
বিপদকালে তুমিই আমার আশ্রয়। 18 যারা
আমাকে তাড়না করে, তারা লজ্জিত হোক, কিন্তু
আমি যেন লজ্জিত না হই; তারা নিরাশ হোক,
কিন্তু আমি যেন নিরাশ না হই; তুমি তাদের
উপরে অমঙ্গলের দিন উপস্থিত কর ও দ্বিগুণ
ধ্বংস দিয়ে তাদের ধ্বংস কর।

বিশ্রামবার পালন

19 মাবুদ আমাকে এই কথা বললেন, এহুদার
বাদশাহ্‌রা যে দ্বার দিয়ে ভিতরে আসে ও বাইরে
যায়, তুমি জনসাধারণের সেই দ্বারে ও
জেরুশালেমের সকল দ্বারে গিয়ে দাঁড়াও;
20 আর তাদের বল, হে এহুদার বাদশাহ্‌রা, হে
সমস্ত এহুদা, হে সমস্ত জেরুশালেম-নিবাসী,
তোমরা যত লোক এসব দ্বার দিয়ে ভিতরে এসে
থাক, সকলে মাবুদের কালাম শোন। 21 মাবুদ
এই কথা বলেন, তোমরা নিজ নিজ প্রাণের
বিষয়ে সাবধান হও, বিশ্রামবারে কোন বোঝা
বহন কর না, জেরুশালেমের দ্বার দিয়ে ভিতরে
এনো না। 22 আর বিশ্রামবারে নিজ নিজ বাড়ি
থেকে কোন বোঝা বের করো না এবং কোন
কাজ করো না; কিন্তু বিশ্রামবার পবিত্র করো,
যেমন আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে হুকুম
দিয়েছিলাম। 23 তবুও তারা শোনে নি, কান দেয়
নি, কিন্তু নিজ নিজ ঘাড় শক্ত করেছিল, যেন
কথা শুনতে কিংবা উপদেশ গ্রাহ্য করতে না হয়।
24 মাবুদ এই কথা বলেন, তোমরা যদি যত্নপূর্বক
আমার কথায় কান দেও, বিশ্রামবারে এই নগর-
দ্বার দিয়ে কোন বোঝা ভিতরে না আন, যদি
বিশ্রামবার পবিত্র কর, সেই দিনে কোন কাজ না
কর, 25 তবে দাউদের সিংহাসনে উপবিষ্ট

৩:৪। [১৭:১৬] জবুর ১৩৯:৪। [১৭:১৭] জবুর ৮৮:১৫-১৬। [১৭:১৮] জবুর ৩৫:১-৮; ইশা ৪০:২; ইয়ার ১২:৩। [১৭:১৯] ইয়ার ৭:২; ২৬:২। [১৭:২০] ইয়ার ১৯:৩। [১৭:২১] শুমারী ১৫:৩২-৩৬; দ্বি:বি ৫:১৪; নহি ১৩:১৫-২১; ইউ ৫:১০। [১৭:২২] পয়দা ২:৩; হিজ ২০:৮; ইশা ৫৬:২-৬। [১৭:২৫] ২শামু ৭:১৩; ইশা ৯:৭; লূক ১:৩২। [১৭:২৬] ইয়ার ৩২:৪৪; ৩৩:১৩; জাকা ৭:৭।

নিশ্চয়ই এই অভিযোগ করা হয়েছিল।

১৭:১৬ পালরক্ষক। নেতৃত্বের প্রতীক; এক্ষেত্রে সম্ভবত ইয়ারমিয়ার নবীয়তী পদকে বোঝানো হচ্ছে (২:৮ আয়াতের নোট দেখুন; জবুর ২৩:১; ইউহোন্না ১০:১-৩০ আয়াত দেখুন)।

১৭:১৭ আমার আশ্রয়। ১৬:১৯ আয়াত ও নোট দেখুন। *বিপদকালে।* আয়াত ১৮; ১৫:১১ দেখুন।

১৭:১৮ যারা আমাকে তাড়না করে। ১৫:১৫ আয়াত দেখুন। *দ্বিগুণ ধ্বংস।* ১৬:১৮; ইশা ৪০:২ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৭:১৯-২৭ বিশ্রামবার পালনের বিষয়ে আরও বিস্তারিত বিবৃতি। বিশ্রামবার হচ্ছে ইসরাইল জাতির সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক স্থাপনের একটি নিয়মের চিহ্ন (হিজ ৩১:১৩-১৭; ইহি ২০:১২ আয়াত দেখুন)। সম্ভবত দ্বি.বি. ৫:১২-১৫ আয়াতে এই সংস্করণটি লিপিবদ্ধ রয়েছে (২২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৭:১৯ জনসাধারণ। আক্ষরিক অর্থে “ লোকদের সন্তানেরা”। এই শব্দের হিব্রু মূল প্রতিশব্দটিকে ২৬:২৩; ২ বাদশাহ্‌ ২৩:৬ আয়াতে অনুবাদ করা হয়েছে “সাধারণ লোক” এবং ২ খান্দান ৩৫:৫, ৭ আয়াতে বলা হয়েছে “লোকেরা”। এখানে সম্ভবত দ্বিতীয় শব্দটিই মূল অর্থবোধক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সে কারণে জনসাধারণের দ্বার বলতে বায়তুল মোকাদ্দসের পূর্ব দিকের তোরণ দ্বার বোঝানো হয়েছে, যেখানে প্রচুর সংখ্যক লোক একত্রিত হত এবং সাধারণত বাদশাহ্‌রা এই দ্বারটি প্রায়শ ব্যবহার করতেন।

১৭:২০ এহুদার বাদশাহ্‌রা। বর্তমান বাদশাহ্‌ এবং সেই সাথে বাদশাহ্‌ দাউদের বংশজাত এহুদার সমস্ত বাদশাহ্‌গণ (উদাহরণস্বরূপ দেখুন আয়াত ২৫; ১:১৮; ২:২৬; ১৩:১৩; ১৯:৩ আয়াত)।

১৭:২১ নিজ নিজ প্রাণের বিষয়ে সাবধান হও। ইউসা ২৩:১১ আয়াত দেখুন। এই আয়াতের অন্তর্নিহিত হিব্রু শব্দগুচ্ছটিকে দ্বি.বি. ৪:১৫ আয়াতে বলা হয়েছে “নিজ নিজ প্রাণের বিষয়ে অতিশয় সাবধান হও” এবং মালাখি ২:১৫ আয়াতে বলা হয়েছে “নিজ নিজ রূহের বিষয়ে সাবধান হও”, যেখানে মাবুদ আল্লাহ্‌র বিধান মান্য করার বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

১৭:২২ করো না। ১৬:২ আয়াতের নোট দেখুন। এখানে যে নেতিবাচক শব্দটি হিব্রুতে ব্যবহার করা হয়েছে তা ২১ আয়াতের চেয়ে আরও জোরালো। *কোন কাজ করো না ... বিশ্রামবার পবিত্র করো।* বিশেষভাবে হিজরত ২০:৮, ১০; দ্বি.বি. ৫:১২, ১৪ আয়াতে বিশ্রামবার সম্পর্কে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা এখানে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। *যেমন আমি ... হুকুম দিয়েছিলাম।* এই অংশের অন্তর্নিহিত হিব্রু শব্দগুচ্ছটি শুধুমাত্র দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবে দশ হুকুমনামা সম্পর্কিত বর্ণনায় দেখা যায় (দ্বি.বি. ৫:১২, ১৫-১৬; এর সাথে ১৯-২৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৭:২৩ শোনে নি ... নিজ নিজ ঘাড় শক্ত করেছিল। ৭:২৬ আয়াতের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন; আরও দেখুন ১১:১০ আয়াত)। *যেন ... উপদেশ গ্রাহ্য করতে না হয়।* ২:৩০; ৫:৩ আয়াত দেখুন।

১৭:২৫ এই আয়াতের অংশবিশেষ ২২:৪ আয়াতে উদ্ধৃতি করা হয়েছে। বাদশাহ্‌ দাউদের রাজবংশ চিরকাল টিকে থাকবে (২৩:৫-৬; ৩০:৯; ৩৩:১৫; ২ শামু ৭:১২-১৭ আয়াত দেখুন) এবং জেরুশালেম সব সময় বসতিপূর্ণ থাকবে (৩১:৩৮-৪০; জাকা ২:২-১২; ৮:৩; ১৪:১১), যদি এহুদার লোকেরা মাবুদ আল্লাহ্‌র কথা মান্য করে ও তাঁর বাধ্য থাকে (আয়াত ২৭) – এবং ৩১:৩৩-৩৪ আয়াত অনুসারে তারা শেষ পর্যন্ত তা করবে।

১৭:২৬ বিন্‌ইয়ামীন প্রদেশ। এখানে নবী ইয়ারমিয়ার জন্মস্থান অবস্থিত (১:১ আয়াত দেখুন)। *নিম্নভূমি ... পার্বতীয় দেশ।* দ্বি.বি. ১:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *দক্ষিণ দেশ।* নেগেভ; পয়দা ১২:৯ আয়াতের নোট দেখুন। *পোড়ানো-কোরবানী ... উপহার আনবে।* ৩৩:১১ আয়াত দেখুন।

বাদশাহ্‌রা ও প্রধানবর্গ রথে ও ঘোড়ায় চড়ে এই
নগর-দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে, তারা, তাদের
কর্মকর্তারা, এহুদার লোক ও জেরুশালেম
নিবাসীরা প্রবেশ করবে এবং এই নগর নিত্যস্থায়ী
বাসস্থান হবে। ২৬ আর এহুদার নগরগুলো,
জেরুশালেমের চারদিকের অঞ্চল, বিন্‌ইয়ামীন
প্রদেশ, নিম্নভূমি, পার্বতীয় দেশ ও দক্ষিণ দেশ
থেকে লোকেরা পোড়ানো-কোরবানী ও অন্যান্য
কোরবানী ভক্ষ-নৈবেদ্য ও ধূপ নিয়ে আসবে;
তারা মাবুদের গৃহে স্তবের উপহার আনবে।
২৭ কিন্তু যদি তোমরা আমার কথায় কান না দেও,
বিশ্রামবার পবিত্র না কর, বিশ্রামবারে বোঝা বয়ে
জেরুশালেমের দ্বারে প্রবেশ কর, তবে আমি তার
সকল দ্বারে আগুন জ্বালাবো; তা জেরুশালেমের
অট্টালিকা সকল গ্রাস করবে, কেউ নিভাতে
পারবে না।

কুমারের দৃষ্টান্ত

১৮ ১ ইয়ারমিয়ার কাছে মাবুদের কাছ
থেকে এই কালাম নাজেল হল, ২ তুমি
উঠে কুমারের বাড়িতে নেমে যাও, সেখানে আমি
তোমাকে আমার কালাম শোনাব। ৩ তখন আমি
কুমারের বাড়িতে নেমে গেলাম, আর দেখ, সে
কুলালচক্রে কাজ করছিল। ৪ আর সে মাটি দিয়ে
যে পাত্র তৈরি করছিল, তা যখন কুমারের হাতে
নষ্ট হয়ে গেল, তখন সে তা নিয়ে আর একটি
পাত্র তৈরি করলো, কুমারের দৃষ্টিতে যা ভাল
সেই অনুসারেই করলো।
৫ পরে মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল; ৬ মাবুদ বলেন, হে ইসরাইল-কুল,
তোমাদের সঙ্গে আমি কি এই কুমারের মত
ব্যবহার করতে পারি না? হে ইসরাইল-কুল,
দেখ, যেমন কুমারের হাতে মাটি, তেমনি আমার
হাতে তোমরা। ৭ যখন আমি কোন জাতির
কিংবা রাজ্যের বিষয়ে উন্মূলন, উৎপাটন ও
বিনাশের কথা বলি, ৮ তখন আমি যে জাতির
বিষয়ে কথা বলেছি, তারা যদি তাদের
নাফরমানী থেকে ফিরে, তবে তাদের যে অমঙ্গল
করতে আমার মনস্থ ছিল, তা থেকে আমি ক্ষান্ত
হবো। ৯ আর যখন আমি কোন জাতি কিংবা
রাজ্যের বিষয়ে গেঁথে তুলবার ও রোপণ করার
কথা বলি, ১০ তখন তারা যদি আমার নির্দেশ না
মেনে আমার সাক্ষাতে কদাচরণ করে, তবে
তাদের যে মঙ্গল করার কথা ছিল, তা থেকে
আমি ক্ষান্ত হবো। ১১ অতএব এখন তুমি গিয়ে
এহুদার লোকদের ও জেরুশালেম-নিবাসীদেরকে
বল, মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ, আমি

[১৭:২৭] ১বাদশা ৯:৬; ইয়ার ২২:৫।
[১৮:৬] ইশা ২৯:১৬; ৪৫:৯; রোমীয় ৯:২০-২১।
[১৮:৭] ইয়ার ১:১০।
[১৮:৮] হিজ ৩২:১৪; জবুর ২৫:১১; ইয়ার ২৬:১৩; ৩৬:৩।
[১৮:৯] ইয়ার ১:১০; ৩১:২৮।
[১৮:১০] ১শামু ২:২৯-৩০; ১৩:১৩।
[১৮:১১] ২বাদশা ২২:১৬; ইয়ার ৪:৬।
[১৮:১২] ইশা ৫৭:১০।

১৭:২৭ অবাধ্যতা বয়ে নিয়ে আসবে ধ্বংস এবং তা ২৪-২৬ আয়াতের ওয়াদাকে অন্তত সাময়িকভাবে নেতিবাচক করে তোলে। *জেরুশালেমের দ্বারে।* বিশ্রামবার সংক্রান্ত বিধান লঙ্ঘন করা অনেক বড় অপরাধ। *আগুন জ্বালাবো ... অট্টালিকা সকল গ্রাস করবে।* বিদ্রোহী নগরগুলোর বিরুদ্ধে নবীদের প্রচলতি বক্তব্য (৪৯:২৭; ৫০:৩২; আমোস ১:৪, ৭, ১০, ১২, ১৪; ২:২, ৫ আয়াত দেখুন; তুলনা করুন ইয়ার ২১:১৪ আয়াত)।

১৮:১–২০:১৮ নবী ইয়ারমিয়াকে মাবুদ আল্লাহ্‌ কুমারের কাজ থেকে যা শিখিয়েছিলেন সে সম্পর্কে তিনটি অধ্যায়, যার সময়কাল সম্ভবত ৬০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (১৭:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৮:১-১৭ কুমার যেভাবে মাটি দিয়ে তার ইচ্ছামত জিনিস তৈরি করতে পারে, সেভাবে এহুদার লোকদের উপরেও মাবুদ আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ক্ষমতা বিরাজমান।

১৮:২ নেমে যাও। কুমারের বাড়ির অবস্থান সম্ভবত কুমার দ্বারের কাছে বিন হিন্নোম উপত্যকায় ছিল (১৯:২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৮:৩ কুলালচক্র। আক্ষরিক অর্থে "দুটি পাথর"। দুটি পাথর একটি খাড়া লগির মধ্যে আটকানো থাকতো এবং এর নিচের অংশ মাটিতে স্থায়ীভাবে গাঁথা থাকতো। কুমার তার পা দিয়ে নিচের চাকাটিকে ঘোরাতো এবং উপরের চাকাটিতে মাটি বসিয়ে কাজ করতো। হেদায়েতকারী কিতাবে এ বিষয়ে আরও কথা বলা হয়েছে (৩৮:২৯-৩০)।

১৮:৪ নষ্ট হয়ে গেল। ১৩:৭ আয়াতেও এই শব্দের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে "নষ্ট হওয়া" কিন্তু সেখানে মসীনা কাপড়ের তৈরি একটি অন্তর্বাসের কথা বলা হয়েছে যা নবী ইয়ারমিয়া লুকিয়ে রেখেছিলেন (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। *কুমারের দৃষ্টিতে যা ভাল।* মাটিতেই সমস্যা ছিল, কুমারের দক্ষতায় নয়।

১৮:৬ যেমন কুমারের হাতে ... আমার হাতে তোমরা। কিতাবুল মোকাদ্দসে অনেক সময় মানব জাতিকে কুমারের হাতে কাদামাটির সাথে তুলনা করে চিত্রিত করা হয়েছে (আইউব ৪:১৯ আয়াত ও নোট দেখুন; রোমীয় ৯:২০-২১ আয়াত দেখুন)। *কুমার।* এই শব্দের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটিকে ১০:১৬ আয়াতে অনুবাদ করা হয়েছে "নির্মাতা" যা দিয়ে আল্লাহ্‌কে বোঝানো হয়েছে।

১৮:৭-১০ যদি ... যদি ... যদি ... যদি। মানব জাতির কাজের উপরেই আল্লাহ্‌র ওয়াদা ও তাঁর বিচার নির্ভর করে। আল্লাহ্‌ নিজে কখনো পরিবর্তিত হন না (শুমারী ২৩:১৯; মালাখি ৩:৬; ইয়াকুব ১:১৭ আয়াত দেখুন), এমন কি তিনি তাঁর লোকদের কাছে একবার যা ঘোষণা করেন সেটাও নিজে থেকে পরিবর্তন করেন না। কিন্তু মানুষের কাজের উপর নির্ভর করে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার দৃশ্যমান পরিবর্তন আসে (আয়াত ৪:২৮ ও নোট দেখুন; এর সাথে যোয়েল ২:১৩; ইউনুস ৩:৮–৪:২ আয়াত দেখুন এবং ৩:৯; ৪:১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৮:৭ উন্মূলন, উৎপাটন ও বিনাশ। ১:১০ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৮:৮ আয়াত ২৬:৩ ও নোট দেখুন। *নাফরমানী ... অমঙ্গল।* দুটি শব্দেরই হিব্রু বুৎপত্তিগত শব্দ এক (এর সাথে আয়াত ১১ দেখুন)।

১৮:৯ গেঁথে তুলবার ও রোপণ করার কথা। আয়াত ১:১০ ও নোট দেখুন।

১৮:১১ তোমাদের বিরুদ্ধে সঙ্কল্প করছি। ইষ্টের ৮:৩; ৯:২৫; ইহি ৩৮:১০ আয়াত দেখুন। *কুপথ থেকে ফির।* ৮ আয়াতে এই শব্দের অন্তর্নিহিত হিব্রু শব্দটিকে বলা হয়েছে মন পরিবর্তন ও অনুতাপ করা।

১৮:১২ আশা নেই। আয়াত ২:২৫ দেখুন; এর সাথে ইশা ৫৭:১০ আয়াতের নোট দেখুন। *নিজ নিজ দুষ্ট হৃদয়ের কঠিনতা*

BACIB International Bible CHURCH

তোমাদের বিরুদ্ধে অমঙ্গল প্রস্তুত করছি,
তোমাদের বিরুদ্ধে সঙ্কল্প করছি; তোমরা
প্রত্যেকে নিজ নিজ কুপথ থেকে ফির, নিজ নিজ
পথ ও নিজ নিজ কাজকর্ম ভাল কর।

ইসরাইলের মূর্তিপূজা

১২ কিন্তু তারা বলে, আশা নেই, কেননা আমরা
নিজেদেরই সঙ্কল্প অনুসারে চলবো, প্রত্যেকে নিজ
নিজ দুষ্ট হৃদয়ের কঠিনতা অনুসারে কাজ
করবো।
১৩ এজন্য মাবুদ এই কথা বলেন, তোমরা
এখন জাতিদের মধ্যে জিজ্ঞাসা কর, এরকম কথা
কে শুনেছে? কুমারী ইসরাইল অত্যন্ত জঘন্য কাজ
করেছে। ১৪ লেবাননের তুষার কি তার পর্বতের
ভাঙ্গন দিয়ে উধাও হয়ে যায়? কিংবা দূর থেকে
আগত সুশীতল পানির স্রোত কি বন্ধ হয়?
১৫ বাস্তবিক আমার লোকেরা আমাকে ভুলে
গেছে, তারা অসার মূর্তির উদ্দেশে ধূপ জ্বালাচ্ছে
এবং এরা তাদের পথে, চিরন্তন পথে উচোট
খেয়েছে, তারা সঠিক পথে না গিয়ে বিপথের
পথিক হয়েছে। ১৬ এতে তারা তাদের দেশকে
বিস্ময়ের ও নিত্যবিদ্রূপের বিষয় করে; যে কেউ
তার কাছ দিয়ে গমন করবে, সে বিস্ময়াপন্ন হয়ে
মাথা নাড়বে। ১৭ যেমন পূর্বীয় বায়ু করে, তেমনি
আমি দুশমনদের সম্মুখে তাদেরকে ছিন্নভিন্ন
করবো; তাদের বিপদের সময়ে তাদেরকে পিঠ
দেখাব, মুখ নয়।

হযরত ইয়ারমিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

১৮ তখন তারা বললো, চল, আমরা ইয়ারমিয়ার
বিরুদ্ধে পরামর্শ করি, কেননা ইমামের কাছ
থেকে শরীয়ত, জ্ঞানবানের কাছ থেকে মন্ত্রণা ও
নবীর কাছ থেকে কালাম চলে যাবে না; চল,
আমরা জিহ্বা দ্বারা ওকে প্রহার করি, ওর কোন
কথায় মনোযোগ না করি।
১৯ হে মাবুদ, আমার প্রতি মনোযোগ দাও, যারা
আমার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাদের কথা শোন।
২০ উপকারের বদলে কি অপকার করা হবে? তারা
তো আমার প্রাণের জন্য গর্ত খনন করেছে।
স্মরণ কর, তাদের থেকে তোমার গজব ফিরাবার
চেষ্টায় আমি তাদের পক্ষে মঙ্গলের কথা বলবার
জন্য তোমার সম্মুখে দাঁড়াতাম। ২১ অতএব তুমি
তাদের সন্তানদেরকে দুর্ভিক্ষের হাতে তুলে দাও,
তাদেরকে তলোয়ারের হস্তগত কর, আর তাদের

[১৮:১৩] ইশা ৬৬:৮।
[১৮:১৫] ইশা ১৭:১০।
[১৮:১৬] দ্বিঃবি ২৮:৩৭; ইয়ার ২৫:৯; ইহি ৩৩:২৮-২৯।
[১৮:১৭] আইউ ৭:১০; ইয়ার ১৩:২৪।
[১৮:১৮] ইয়ার ২:৮; হগয় ২:১১; মালা ২:৭।
[১৮:১৯] জবুর ৭১:১৩।
[১৮:২০] পয়দা ৪৪:৪।
[১৮:২১] ১শামু ১৫:৩৩; জবুর ১০৯:৯; ইশা ৪৭:৯; মাতম ৫:৩।
[১৮:২২] জবুর ১১৯:৮৫।

অনুসারে কাজ করবো। ৩:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:১৩-১৭ দেখুন ২:১০-১৩ আয়াত।

১৮:১৩ জঘন্য কাজ। ৫:৩০; ২৩:১৪; হোসিয়া ৬:১০ আয়াত দেখুন। *কুমারী ইসরাইল।* ২ বাদশাহ্‌ ১৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:১৪-১৫ প্রকৃতি যদিও বা নির্ভরযোগ্য (আয়াত ১৪), তথাপি এহুদা একান্তই টলায়মান ও অবিশ্বস্ত (আয়াত ১৫)।

১৮:১৪ লেবানন। উত্তরের পর্বতগুলোর সবচেয়ে উঁচু পর্বতগুলোর মধ্যে একটি (আয়াত ২২:৬ দেখুন), যার উচ্চতা প্রায় ১০,০০০ ফুট।

১৮:১৫ আমার লোকেরা আমাকে ভুলে গেছে। ২:৩২ আয়াত থেকে এর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। *ধূপ জ্বালাচ্ছে।* ১:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। *অসার মূর্তি।* আক্ষরিক অর্থে যার কোন মূল্য নেই (জবুর ৩১:৬; আরও দেখুন ইয়ার ২:৮ ও নোট)। *এরা তাদের পথে ... উচোট খেয়েছে।* ২ খান্দান ২৮:২৩ আয়াত দেখুন। *চিরন্তন পথ।* ৬:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন। *বিপথের পথিক হয়েছে।* ইশা ৩৫:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:১৬ বিস্ময়ের ও নিত্যবিদ্রূপের বিষয়। দুটি শব্দের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু প্রতিশব্দ একই। *নিত্যবিদ্রূপ।* আয়াত ১৯:৮; ২৫:৯, ১৮; ২৯:১৮; ৫১:৩৭ দেখুন। এখানে বিস্ম, বিদ্রূপ বা ঘৃণা বোঝাতে জিহ্বা দিয়ে করা বিস্ময়সূচক শিশ শব্দ বোঝানো হয়েছে। *যে কেউ ... বিস্ময়াপন্ন হয়ে মাথা নাড়বে।* ১৯:৮; ১ বাদশাহ্‌ ৯:৮ আয়াত দেখুন। *মাথা নাড়বে।* ৪৮:২৭; আইউব ১৬:৪ আয়াত ও নোট দেখুন; আরও দেখুন জবুর ৪৪:১৪; ১০৯:২৫।

১৮:১৭ পূর্বীয় বায়ু। ৪:১১; জবুর ৪৮:৭ আয়াত ও নোট দেখুন। *তাদেরকে পিঠ দেখাব, মুখ নয়।* যেভাবে লোকেরা আল্লাহ্‌র দিকে পিঠ ফিরিয়েছে (আয়াত ২:২৭ দেখুন)। তাঁর মুখ নির্দেশ করে তাঁর মহিমান্বিত দোয়া ও রহমত (শুমারী ৬:২৪-২৬ আয়াত দেখুন এবং ৬:২৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৮:১৮-২৩ নবী ইয়ারমিয়ার পঞ্চম স্বীকারোক্তি বা অনুযোগ (দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা ও সময়কাল)।

১৮:১৮ তারা। নবী ইয়ারমিয়ার দুশমনেরা (১৭:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)। *ইয়ারমিয়ার বিরুদ্ধে পরিকল্পনা।* আয়াত ১২; ১১:১৮-২৩; ১২:৬; ১৫:১০-১১, ১৫-২১ দেখুন। ইমামের কাছ থেকে শরীয়ত। শরীয়ত থেকে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব ছিল ইমামদের (হোসিয়া ৪:৪-৯ আয়াত দেখুন)। *ইমাম ... জ্ঞানবান ... নবী।* নবী ইয়ারমিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করা সত্ত্বেও তারা এই কাজটি করতে চাইল (৬:১৩-১৫; তুলনা করুন ২৩:৯-৪০; ইহি ৭:২৬ আয়াত ও নোট)। লোকেরা ভেবেছিল এখনও তারা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বিভিন্ন দিক থেকে জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করবে। *আমরা জিহ্বা দ্বারা ওকে প্রহার করি।* ৯:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:২০ উপকারের বদলে কি অপকার করা হবে? জবুর ৩৫:১২ আয়াত দেখুন। *গর্ত খনন করেছে।* প্রতীকী অর্থে তাঁর বিরুদ্ধে দুশমনদের চক্রান্তের কথা বলা হয়েছে (আয়াত ২২; জবুর ৫৭:৬ আয়াত ও নোট দেখুন; মেসাল ২:১৪; ২৩:২৭ দেখুন)। *তোমার সম্মুখে দাঁড়াতাম।* ১৫:১ আয়াতের নোট দেখুন। *তাদের পক্ষে মঙ্গলের কথা বলবার জন্য।* ১৪:৭-৯, ২১ আয়াত দেখুন।

১৮:২১ তাদেরকে তলোয়ারের হস্তগত কর। এই বাক্যাংশের অন্তর্নিহিত হিব্রু শব্দগুচ্ছের অর্থ পাওয়া যায় জবুর ৬৩:১০; ইহি ৩৫:৫ আয়াতে। *বিনষ্ট।* আক্ষরিক অর্থে মৃত্যুবরণ করা। সম্ভবত এখানে ১৫:২ আয়াতের মত মহামারীর কথা বোঝানো হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

১৮:২২-২৩ দেখুন জবুর ১৪১:৮-১০ আয়াত।

১৮:২২ গোপন ফাঁদ। জবুর ১৪০:৫; ১৪২:৩ আয়াত দেখুন।

স্ত্রীরা পুত্রহীনা ও বিধবা হোক, তাদের পুরুষেরা মহামারীতে বিনষ্ট ও তাদের যুবকেরা যুদ্ধে তলোয়ারের আঘাতপ্রাপ্ত হোক। ২২ তুমি তাদের প্রতি অকস্মাৎ সৈন্যদল উপস্থিত করলে তাদের বাড়িগুলো থেকে কান্নার আওয়াজ শোনা যাক; কেননা তারা আমাকে ধরবার জন্য গর্ত খনন করেছে ও আমার পায়ের জন্য গোপনে ফাঁদ পেতেছে। ২৩ আর হে মাবুদ, প্রাণনাশ করার জন্য আমার বিরুদ্ধে তাদের কৃত সমস্ত মন্ত্রণা তুমিই জান; তুমি তাদের অপরাধ মাফ করো না, তাদের গুনাহ্ তোমার সম্মুখ থেকে মুছে ফেলো না; তারা তোমার সম্মুখে নিপাতিত হোক; তুমি তোমার ক্রোধের সময়ে তাদের শাস্তি দাও।

কুমারের ঘট ভেঙ্গে ফেলার দৃষ্টান্ত

১৯ ১ মাবুদ এই কথা বলেন, তুমি যাও, কুমারের কাছ থেকে একটি ঘট ক্রয় কর এবং লোকদের কতিপয় প্রাচীন লোক ও ইমামদের কিছু সংখ্যক প্রাচীন লোক সঙ্গে করে নাও। ২ আর খর্পরদ্বারের প্রবেশ-স্থানের কাছে হিন্নোম-সন্তানের যে উপত্যকা আছে, সেই স্থানে গমন কর; পরে আমি তোমাকে যে কথা বলবো, তা সেই স্থানে তবলিগ কর। ৩ এই কথা বল, হে এহুদার বাদশাহ্‌রা, হে জেরুশালেম-নিবাসীরা, মাবুদের কালাম শোন; বাহিনীগণের মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্, এই কথা বলেন, দেখ, আমি এই স্থানের উপর এমন অমঙ্গল ঘটাবো যে, তা যে শুনবে, তার কান শিহরিয়ে উঠবে। ৪ কারণ তারা আমাকে পরিত্যাগ করেছে, এই স্থান নাপাক স্থান করেছে এবং তারা, তাদের পূর্বপুরুষেরা ও এহুদার বাদশাহ্‌রা যাদেরকে জানত না, এমন অন্য দেবতাদের উদ্দেশে এই স্থানে ধূপ জ্বালিয়েছে, আর নির্দোষদের রক্তে এই স্থান পরিপূর্ণ করেছে। ৫ তারা বালের উদ্দেশে পোড়ানো-কোরবানী হিসেবে নিজ নিজ পুত্রদেরকে আগুনে পোড়াবার জন্য বালের উচ্চস্থলী নির্মাণ করেছে; তা আমি হুকুম করি নি, উচ্চারণ করি নি এবং তা আমার মনেও উদয় হয় নি। ৬ এই কারণ, মাবুদ বলেন, দেখ, এমন সময় আসছে, যখন এই স্থান আর তোফৎ কিংবা হিন্নোম-সন্তানের উপত্যকা নামে আখ্যাত হবে না, কিন্তু হত্যার উপত্যকা বলে আখ্যাত হবে। ৭ আর আমি এই স্থানে এহুদার ও জেরুশালেমের মন্ত্রণা বিফল করবো এবং দুশমনদের সম্মুখে তলোয়ার দ্বারা ও তাদের যারা

[১৮:২৩] জবুর ৫৯:৫। [১৯:১] শুমারী ১১:১৭; ১বাদশা ৮:১। [১৯:২] ইউসা ১৫:৮। [১৯:৩] ১শামু ৩:১১। [১৯:৪] দ্বি:বি ৩১:১৬; দ্বি:বি ২৮:২০; ইশা ৬৫:১১। [১৯:৫] লেবীয় ১৮:২১; ২বাদশা ৩:২৭; জবুর ১০৬:৩৭-৩৮। [১৯:৬] ২বাদশা ২৩:১০। [১৯:৭] জবুর ৩৩:১০-১১। [১৯:৭] লেবীয় ২৬:১৭; দ্বি:বি ২৮:২৫। [১৯:৮] দ্বি:বি ২৮:৩৭; ইয়ার ১৮:১৬; ২৫:৯।

১৮:২৩ হে মাবুদ ... তুমিই জান। আয়াত ১২:৩; ১৫:১৫। *তাদের অপরাধ মাফ করো না ... তারা তোমার সম্মুখে নিপাতিত হোক।* এখানে মানবীয় প্রতিশোধকে মুনাজাতে তুলে আনা হয় নি, বরং বেহেশতী বিচারই প্রতিফলিত হয়েছে (১০:২৫ আয়াতের নোট দেখুন)। *তাদের গুনাহ্ তোমার সম্মুখ থেকে মুছে ফেলো না।* জবুর ৫১:১-২ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৯:১-১৫ নবী ইয়ারমিয়া একটি মাটির পাত্র ভেঙ্গে ফেলেছিলেন (আয়াত ১-১০) যা এহুদা ও জেরুশালেমের আসন্ন ধ্বংসকে নির্দেশ করে (আয়াত ১১-১৫ দেখুন) ১৮ অধ্যায়ে কুমার যে পাত্রটি তৈরি করেছিল তা তখনও পর্যন্ত নরম ও আবারও তৈরি করার মত অবস্থায় ছিল, যে কারণে সেটিকে আবারও ভেঙ্গে চুরে নতুন করে গড়া সম্ভব ছিল (১৮:১-১১ আয়াত দেখুন)। ১৯ অধ্যায়ের পাত্রটি হয়ে পড়েছে শক্ত এবং তা আবার নতুন করে কোন কিছু বানানো সম্ভব নয়, বরং নতুন কিছু গড়তে গেলে তা একেবারে ভেঙ্গে যাবে (আয়াত ১১ দেখুন)।

১৯:১ ঘট। এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ দ্বারা বোঝায় কলসীর মত চিকন মুখ বিশিষ্ট মাটির পাত্র। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য চালিয়ে প্রায়শই এ ধরনের পাত্র পাওয়া গেছে এবং এগুলো ৫ থেকে ১২ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হত। *প্রাচীন লোক।* হিজ ৩:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। *লোকদের।* ১ বাদশাহ্ ৮:১-৩ আয়াত দেখুন। *ইমামদের।* ২ বাদশাহ্ ১৯:২ আয়াত দেখুন। ইমামদের কিছু সংখ্যক প্রাচীন লোক। আক্ষরিক অর্থে ইমামদের মধ্যকার নেতৃবৃন্দ। ইসরাইলীয় লোকদের মধ্যে দুই ধরনের প্রাচীন ছিলেন, এক দল নাগরিক ও প্রশাসনিক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করতেন এবং অন্যরা মূলত ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতেন।

১৯:২ হিন্নোম-সন্তানের যে উপত্যকা। ৭:৩১ আয়াত ও নোট দেখুন। *খর্পরদ্বার।* জেরুশালেমে টার্গুম (একটি প্রাচীন অরামীয় সাহিত্য লিপি) অনুসারে এই খর্পরদ্বারই হচ্ছে (এই নামে ডাকার কারণ হল এখানে সমস্ত ভাঙ্গা মাটির পাত্র ফেলা হত) নহিমিয়া ২:১৩ আয়াতের সার দ্বার (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন; ৩:১৩-১৪; ১২:৩১ আয়াতও দেখুন)।

১৯:৩ বাদশাহ্‌রা। ১৭:২০ আয়াতের নোট দেখুন। *এমন অমঙ্গল ঘটাবো ... যে শুনবে ... কান শিহরিয়ে উঠবে।* ২ বাদশাহ্ ২১:২১২ আয়াতে এর প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে (১ শামু ৩:১১ দেখুন)। এই বাক্যাংশে কোন আসন্ন শাস্তি ঘোষণা শুনে চমকে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

১৯:৪ তারা। যারা একমাত্র সত্য আল্লাহ্ ব্যতিরেকে মিথ্যা ও অসার দেবতাদের পূজা করেছে বা এর সাথে যে কোন ভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে। এই স্থান। *জেরুশালেম নগরী। ধূপ জ্বালিয়েছে।* ১:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। *নির্দোষদের রক্তে এই স্থান পরিপূর্ণ করেছে।* আল্লাহ্‌ভক্ত লোকদের রক্ত (২:৩৪; ৭:৬; ২২:৩, ১৭; ২৬:১৫ আয়াত দেখুন), বিশেষ করে দুষ্ট বাদশাহ্ মানাশা যাদের রক্ত ঝরিয়েছেন (১৫:৪ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে ২ বাদশাহ্ ২১:১৬ আয়াত দেখুন)।

১৯:৫-৬ এই অংশটি ৭:৩১-৩২ আয়াত থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

১৯:৭ নিপাত করবো। আক্ষরিক অর্থে "ধ্বংস করবো"; এনআইভি টেক্সট নোট দেখুন (এর সাথে ১ আয়াতের নোট দেখুন)। নবী ইয়ারমিয়া যখন এই কথা বলছিলেন সে সময় তিনি সম্ভবত মাটির পাত্র থেকে পানি ঢেলে ফেলছিলেন (তুলনা করুন ২ শামু ১৪:১৪ আয়াত)। *দুশমনদের সম্মুখে তলোয়ার দ্বারা।* ব্যাবিলনীয়রা হবে এই বেহেশতী শাস্তির উপকরণ (২০:৬ আয়াত দেখুন)। *তাদের লাশ খাদ্যের জন্য ... ভূমির পশুদেরকে দেব।* ৭:৩৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৯:৮ ১৮:১৬ আয়াতের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ইহি ২৭:৩৫; সফনিয়

প্রাণনাশ করতে চায় সেই লোকদের দ্বারা
তাদেরকে নিপাত করবো; আমি তাদের লাশ
খাদ্যের জন্য আসমানের পাখিদেরকে ও ভূমির
পশুদেরকে দেব। ৮ আর আমি এই নগর
বিস্ময়ের ও শিশ শব্দের বিষয় করবো, যে কেউ
এর কাছ দিয়ে যাতায়াত করবে, সে এর প্রতি
উপস্থিত সকল আঘাত দেখে বিস্মিত হবে ও শিশ
দেবে। ৯ আর যখন তাদের দুশমনেরা ও যারা
তাদের প্রাণনাশ করতে চায় তাদের কর্তৃক তারা
অবরুদ্ধ ও ক্লিষ্ট হবে, তখন আমি তাদেরকে
তাদের পুত্রদের ও কন্যাদের মাংস ভোজন করাব
এবং তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ বন্ধুর মাংস
ভোজন করবে।
১০ পরে তুমি তোমার সঙ্গী পুরুষদের সাক্ষাতে
সেই ঘট ভেঙ্গে ফেলবে, ১১ এবং তাদেরকে
বলবে, বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন,
যেমন কুমারের কোন পাত্র ভেঙ্গে ফেললে আর
তা জোড়া দেওয়া যায় না, তেমনি আমি এই
জাতি ও এই নগর ভেঙ্গে ফেলবো; তাতে কবর
দেবার জন্য স্থানের অভাবে লোকেরা তোফতে
কবর দেবে। ১২ মাবুদ বলেন, আমি এই স্থান ও
এই স্থানের অধিবাসীদের প্রতি এই কাজ করবো,
আমি এই নগর তোফতের মত করবো।
১৩ তাতে জেরুশালেমের বাড়িগুলো ও এহুদার
বাদশাহ্‌দের বাড়িগুলো, অর্থাৎ যে সমস্ত বাড়ির
ছাদে তারা আসমানের সমস্ত বাহিনীর উদ্দেশে
ধূপ জ্বালাত এবং অন্য দেবতাদের উদ্দেশে
পানীয় নৈবেদ্য ঢালত, সেসব বাড়ি তোফতের
মত নাপাক স্থান হবে।
১৪ পরে মাবুদ ইয়ারমিয়াকে ভবিষ্যদ্বাণী বলবার
জন্য যেখানে পাঠিয়েছিলেন, তিনি সেই তোফৎ
থেকে এসে মাবুদের গৃহের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে সমস্ত
লোককে বললেন, ১৫ বাহিনীগণের মাবুদ,
ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই কথা বলেন, দেখ,
আমি এই নগরের ও এর নিকটস্থ নগরগুলোর
বিষয়ে যেসব অমঙ্গলের কথা বলেছি, সেসবই
এদের উপরে ঘটাব, কারণ এরা নিজ নিজ ঘাড়
শক্ত করেছে, যেন আমার কথা শুনতে না হয়।

[১৯:৯] লেবীয় ২৬:২৯; দ্বি:বি ২৮:৪৯-৫৭; মাতম ৪:১০।
[১৯:১০] জবুর ২:৯; ইয়ার ১৩:১৪।
[১৯:১১] জবুর ২:৯; ইশা ৩০:১৪।
[১৯:১৩] ইয়ার ৩২:২৯; ৫২:১৩; ইহি ১৬:৪১।
[১৯:১৪] ২খান্দান ২০:৫; ইয়ার ৭:২; ২৬:২।
[১৯:১৫] নহি ৯:১৬; প্রেরিত ৭:৫১।
[২০:১] ১খান্দান ২৪:১৪।
[২০:২] দ্বি:বি ২৫:২-৩; ইয়ার ১:১৯; ১৫:১৫; ৩৭:১৫; ২করি ১১:২৪।

২:১৫ আয়াতও দেখুন)। *সকল আঘাত দেখে বিস্মিত হবে।* দুটি শব্দের বুৎপত্তিগত হিব্রু শব্দ একই – যারা নগরটির ধ্বংসাত্মক পরিণতি দেখবে ও বিস্মিত হবে, তাদেরও প্রায় একই ধরনের পরিণতি ঘটবে। *বিস্ময়ের ও শিশ শব্দের বিষয়।* দুটি শব্দের জন্য একই হিব্রু বুৎপত্তিগত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

১৯:৯ শরীয়তের বদদোয়ার মধ্যে অন্যতম একটি (লেবীয় ২৬:২৯; দ্বি.বি. ২৮:৫৩-৫৭)। *তাদের পুত্রদের ও কন্যাদের মাংস ভোজন ... বন্ধুর মাংস ভোজন করবে।* ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনীয় বাহিনীর আক্রমণের কারণে যখন জেরুশালেমের খাবার সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তখন সেখানে মানুষের মাংস খাওয়া শুরু হয়েছিল (মাতম ২:২০; ৪:১০; ইহি ৫:১০ আয়াত দেখুন)। এ ধরনের ভয়ঙ্কর ঘটনা ইসরাইলে প্রথমবারের মত যে ঘটেছে তা নয় (২ বাদশাহ্‌ ৬:২৮-২৯) এবং ৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয় বাহিনী কর্তৃক জেরুশালেম নগরী দখলের পর এই ঘটনা আবারও ঘটেছিল (জাকা ১১:৯ আয়াত ও নোট দেখুন): "এক নারী পালিয়ে জেরুশালেমে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল ... সে তার নিজ পুত্রকে হত্যা করে তাকে আগুনে পোড়ায়, অর্ধেক অংশ খেয়ে ফেলে এবং বাদবাকি অংশ পরে খাওয়ার জন্য সংরক্ষণ করে রাখে" (যোসেফাস, যুদ্ধ, ৬.৩.৪)।

১৯:১১ যেমন কুমারের কোন পাত্র ভেঙ্গে ফেললে ... এই জাতি ও এই নগর ভেঙ্গে ফেলবো। মিসরের বারোতম রাজবংশের ফেরাউনরা (খ্রীষ্টপূর্ব ১৯৮৩-১৭৯৫) মাটির পাত্রে তাদের দুশমনদের নাম খোদাই করে লিখত এবং এর পর তা আছড়িয়ে ভেঙ্গে ফেলত এই আশায় যে, এতে করে তাদের দুশমনদের শক্তিও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। *আর তা জোড়া দেওয়া যায় না।* আয়াত ১-১৫ ও নোট দেখুন।

১৯:১৩ তোফতের মত নাপাক স্থান হবে। এর আগে বাদশাহ্‌ ইউসিয়া তোফতকে নাপাক করেছিলেন (২ বাদশাহ্‌ ২৩:১০)। *ধূপ জ্বালাত।* ১:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। *বাড়ির ছাদে।* ৩২:২৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে ইশা ১৫:৩ আয়াত ও নোট দেখুন। এহুদার বাদশাহ্‌গণ জেরুশালেমের প্রাসাদের ছাদের উপরে পৌত্তলিক দেবতাদের মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন (২ বাদশাহ্‌ ২৩:১২)। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীর উগারিটিক কেরেট লিপিতে এ ধরনের মূর্তি পূজার কথা দেখা যায়: "কোন একটি উঁচু দুর্গের উপরে যাও, তার সবচেয়ে উঁচু দেয়ালটিকে ঘিরে একটি মঞ্চ নির্মাণ কর ... বলি দানের মাধ্যমে বাল দেবতাকে খুশি কর ... এর পর সেখান থেকে নেমে এসো।" আসমানের সমস্ত বাহিনী। দাউদের বংশধরদের রাজত্বকালের ইতিহাসে এহুদায় সূর্য, চাঁদ, ও তারকারাজির পূজা প্রায়শই দেখা যেত (উদাহরণস্বরূপ দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ১৭:১৬; ২১:৩, ৫; ২৩:৪-৫; সফনিয় ১:৫ আয়াত)। *অন্য দেবতাদের উদ্দেশে পানীয় নৈবেদ্য।* ৭:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯:১৪ সমস্ত লোক। ১ আয়াতের প্রাচীনদের নিয়ে জমায়েত লোকদের তুলনায় আরও বড় জন সমাগম।

১৯:১৫ এর নিকটস্থ নগরগুলো। এহুদার বিভিন্ন নগর যেগুলো জেরুশালেম নগরীর উপরে নির্ভরশীল ছিল (আয়াত ১:১৫; ৯:১১)। *এরা নিজ নিজ ঘাড় শক্ত করেছে ... কথা শুনতে না হয়।* ৭:২৬ আয়াতের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ১১:১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

২০:১-৬ নবী ইয়ারমিয়ার প্রতীকী কাজের প্রতি পশ্‌হূরের প্রতিক্রিয়া (আয়াত ১-২) এবং এর প্রেক্ষিতে নবী ইয়ারমিয়ার প্রতিক্রিয়া (আয়াত ৩-৬)।

২০:১ এই নামের আরও একজন বা কয়েকজন মানুষের নাম দেখা যায় ২১:১; ৩৮:১ আয়াতে। অরাদ অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য চালিয়ে একটি লিপি ফলকে পশ্‌হূর নামটি পাওয়া হেছে (আয়াত ৩৪:৭ ও নোট দেখুন), যার সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে নবী ইয়ারমিয়ার সমসাময়িক। *ইম্মের।* সম্ভবত জেরুশালেম বায়তুল মোকাদ্দসের ১৬তম ইমাম গোষ্ঠীর প্রধান নেতা (১ খান্দান ২৪:১৪ দেখুন)। *মাবুদের গৃহের প্রধান নেতা।* এই পদাধিকারী ব্যক্তির প্রধান কাজ ছিল বায়তুল মোকাদ্দসের প্রাঙ্গনে যে কোন সমস্যা ঘটলে সেই সমস্যাকারী ব্যক্তির বিচার করে তার শাস্তি বিধান করা (আয়াত ২; ২৯:২৬ দেখুন)। এই পদটির অবস্থান ছিল মহা ইমামের পর পরই (২৯:২৫-২৬ আয়াতের সাথে ৫২:২৪ আয়াতের তুলনা করুন)।

২০:২ নবী ইয়ারমিয়ার বিরুদ্ধে করা বিভিন্ন শারীরিক নির্যাতনের মধ্যে প্রথম ঘটনা। *নবীকে।* এই প্রথম কিতাবটিতে

হযরত ইয়ারমিয়ার কারাবাস

২০ ১ ইয়ারমিয়া যখন এসব ভবিষ্যদ্বাণী
তবলিগ করছিলেন, তখন ইম্মেরের
সন্তান ইমাম পশ্‌হূর, মাবুদের গৃহের প্রধান
নেতা, সেই কথা শুনল। ২ পশ্‌হূর ইয়ারমিয়া
নবীকে প্রহার করে মাবুদের গৃহগামী
বিন্‌ইয়ামীনের উচ্চতর দ্বারে অবস্থিত হাঁড়ি-কাঠে
তাঁকে আটক করে রাখল। ৩ পরের দিন পশ্‌হূর
ইয়ারমিয়াকে হাঁড়িকাঠ থেকে মুক্ত করে আনলো।
তখন ইয়ারমিয়া তাকে বললেন, মাবুদ তোমার
নাম পশ্‌হূর রাখেন নি, কিন্তু মাগোরমিষাবীব
[চারদিকেই ভয়] রেখেছেন। ৪ কেননা মাবুদ এই
কথা বলেন, দেখ, আমি তোমার পক্ষে ও তোমার
সমস্ত বন্ধুর পক্ষে তোমাকে ভয়ের পাত্র করবো।
তারা দুশমনদের তলোয়ারের আঘাতে মারা
পড়বে ও তুমি স্বচক্ষে তা দেখবে এবং আমি
সমস্ত এহুদাকে ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র হাতে তুলে
দেব; তাতে সে তাদেরকে বন্দী করে ব্যাবিলনে
নিয়ে যাবে ও তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করবে।
৫ আর আমি এই নগরের সমস্ত সম্পত্তি,
শ্রমোপার্জিত অর্থ, বহুমূল্য বস্তু ও এহুদার
বাদশাহ্‌দের ধনকোষগুলো দুশমনদের হাতে
প্রদান করবো; আর তারা সেসব লুটপাট করে
ব্যাবিলনে নিয়ে যাবে। ৬ আর হে পশ্‌হূর, তুমি ও
তোমার গৃহনিবাসীরা সকলে বন্দীদশার স্থানে
যাবে, তুমি ব্যাবিলনে উপস্থিত হবে, সেই স্থানে
মরবে ও সেই স্থানে তোমাকে দাফন করা হবে;
তোমার এবং যাদের কাছে তুমি মিথ্যা
ভবিষ্যদ্বাণী বলেছ, তোমার সেসব বন্ধুরও সেই
গতি হবে।

হযরত ইয়ারমিয়ার বদদোয়া

৭ হে মাবুদ, তুমি আমাকে প্ররোচনা করলে আমি
প্ররোচিত হলাম; তুমি আমা থেকে বলবান, তুমি
আমাকে পরাভূত করেছ। আমি সমস্ত দিন
উপহাসের পাত্র হয়েছি, সকলেই আমাকে ঠাট্টা
করে। ৮ যতবার আমি কথা বলি, ততবার
চেঁচিয়ে উঠি; দৌরাত্ম্য ও লুটপাট বলে চেঁচাই;
মাবুদের কালামের দরুন সমস্ত দিন আমাকে
উপহাস ও বিদ্রূপ করা হয়। ৯ যদি বলি, তাঁর
বিষয় আর উল্লেখ করবো না, তাঁর নামে আর
কিছু বলবো না, তবে আমার অন্তরে যেন জ্বলন্ত
আগুন হয়ে অস্থিমধ্যে বন্ধ হয়ে থাকে; তা সহ্য
করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি, সত্যিই
আমি আর তা ভিতরে রাখতে পারি না।
১০ কারণ আমি অনেকের ফিস্‌ফিসানি শুনছি,
চারদিকে ভয় রয়েছে। 'তোমরা অভিযোগ কর
এবং আমরাও ওর নামে অভিযোগ করবো,'
আমার সমস্ত বন্ধু আমার স্খলনের অপেক্ষা করে
এই কথা বলে, 'কি জানি, সে প্ররোচিত হবে,
আর আমরা প্রবল হয়ে তাকে পরাজিত করে

[২০:৩] জবুর ৩১:১৩।
[২০:৪] ইয়ার ২৯:২১।
[২০:৫] ২বাদশা :১৫; ইয়ার ১৭:৩।
[২০:৬] ইয়ার ১৪:১৫; মাতম ২:১৪।
[২০:৭] ইশা ৮:১১; আমোষ ৩:৮; ১করি ৯:১৬।
[২০:৮] ইয়ার ৬:৭; ২৮:৮।
[২০:৯] আইউ ৪:২; ইয়ার ৬:১১; আমোষ ৩:৮; প্রেরিত ৪:২০।
[২০:১০] নহি ৬:৬-১৩; ইশা ২৯:২১।
[২০:১১] ইয়ার ১:৮; রোমীয় ৮:৩১।
[২০:১২] দ্বি:বি ৩২:৩৫; রোমীয় ১২:১৯।

ইয়ারমিয়াকে নবী বলে সম্বোধন করা হল (দেখুন ভূমিকা: ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু ও বার্তা)। এখানে পশ্‌হূরের কাজের সাথে তুলনা করতে গিয়ে সম্বোধনটি করা হয়েছে। *প্রহার করে।* সম্ভবত দ্বি.বি. ২৫:২-৩ আয়াতে মূসার শরীয়ত অনুসারে (দ্বি.বি. ২৫:৩ আয়াতের নোট দেখুন)। *বন্ধ করে রাখল।* মূলত তাঁকে কয়েদ করে রাখা হয়েছিল। *বিন্‌ইয়ামীনের উচ্চতর দ্বার।* সম্ভবত এটিই হচ্ছে "ভেতরের প্রাঙ্গনের উত্তর দিকের দ্বার" (হিজ ৮:৩; আরও দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ১৫:৩৫ আয়াত; আরও দেখুন ইহি ৯:২)। *মাবুদের গৃহগামী।* এই কথাটি দিয়ে এখানে উল্লিখিত বিন্‌ইয়ামীনের উচ্চতর দ্বারটিকে নগরের প্রাচীরে স্থাপিত বিন্‌ইয়ামীন দ্বার থেকে পৃথক করা হয়েছে (৩৭:১৩; ৩৮:৭)। দুটো দ্বারের অবস্থানই ছিল নগরীর উত্তর অংশে, বিন্‌ইয়ামীন গোষ্ঠীর অধিকৃত ভূখণ্ডের দিকে মুখ করে ফেরানো।

২০:৩ চারদিকেই ভয়। ৬:২৫ আয়াতের নোট দেখুন।

২০:৪ পশ্‌হূরের নতুন নামটি সমগ্র এহুদার আসন্ন আতঙ্কের কথা নির্দেশ করে, যার লোকদেরকে ব্যাবিলনের বন্দীদশায় যেতে হবে কিংবা মৃত্যুবরণ করতে হবে। *তোমার সমস্ত বন্ধু।* তার কাজের ক্ষেত্রে সহযোগী ও সহকর্মীরা (আয়াত ৬ দেখুন)। *ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌।* বখতে নাসার, যিনি ৬০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন (১৭:১৫; ১৮:১–২০:১৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

২০:৫ এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (২ বাদশাহ্‌ ২৪:১৩ আয়াত দেখুন) এবং ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পূর্ণতা পেয়েছিল (আয়াত ৫২:১৭-২৩; ২ বাদশাহ্‌ ২৫:১৩-১৭ দেখুন)।

২০:৬ হে পশ্‌হূর, তুমি ... বন্দীদশার স্থানে যাবে। সম্ভবত ৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, কারণ সেই বছরের পর পরই (আয়াত ২৯:২ দেখুন) অন্য দুই ব্যক্তি পশ্‌হূরকে সরিয়ে দিয়ে বায়তুল মোকাদ্দসের প্রধান নেতার পদে স্থলাভিষিক্ত হয় (২৯:২৫-২৬ আয়াত দেখুন)। *যাদের কাছে তুমি মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী বলেছ।* ইমাম পশ্‌হূর নিজেকে একজন নবী হিসেবে দাবী করতো।

২০:৭-৮ নবী ইয়ারমিয়ার ষষ্ঠ. সর্ব শেষ ও দীর্ঘতম অনুযোগ (দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা ও সময়কাল; এর সাথে ১১:১৮-২৩ আয়াতের নোট দেখুন)। কোন কোন দিক থেকে এই অনুযোগনামাটি অত্যন্ত দুঃসাহসিক এবং তিক্তও বটে।

২০:৭ এর সাথে তুলনা করুন ১৫:১৮ আয়াত। *প্ররোচনা করলে।* আক্ষরিক অর্থে "প্রবঞ্চনা করলে" (১ বাদশাহ্‌ ২২:২০ -২২ আয়াত দেখুন); আয়াত ১০ দেখুন। ইয়ারমিয়া এ কথা অনুভব করেছিলেন যে, মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁকে একজন নবী হওয়ার জন্য আহ্বান জানালেও আল্লাহ্‌ তাঁকে আরও অনেক বেশি দায়িত্ব দিয়েছেন (এর সাথে তুলনা করুন ইহি ১৪:৯)।

২০:৮ ইয়ারমিয়া বলতে চাচ্ছেন, মাবুদ তাঁর জীবনকে তাঁর কাজে উৎসর্গ করতে বলেছেন বলেই তাঁকে এতটা যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। *দৌরাত্ম্য ও লুটপাট।* নবী ইয়ারমিয়ার এই বক্তব্যে মাবুদের কালামই প্রতিফলিত হয়েছে (আয়াত ৬:৭ দেখুন)। *উপহাস ও বিদ্রূপ।* জবুর ৪৪:১৩; ৭৯:৪ আয়াত দেখুন।

২০:৯ নবী হিসেবে পরিচর্যা কাজের অনিচ্ছাকে ছাপিয়ে ওঠা বেহেশতী শক্তির এক অনুপম নিদর্শন এই আয়াতে দেখা যায় (আয়াত ১:৬-৮; আমোস ৩:৮; প্রেরিত ৪:২০; ১ করি ৯:১৬ দেখুন)। *আমার অন্তরে যেন জ্বলন্ত আগুন।* ৫:১৪; ২৩:২৯ আয়াত দেখুন। একমাত্র নবী ইয়ারমিয়ার মুখেই এ ধরনের প্রকাশভঙ্গি দেখা যায় (মাতম ১:১৩ আয়াত দেখুন)।

প্রতিশোধ নেব।’ ১১ কিন্তু মাবুদ শক্তিশালী
যোদ্ধার মত আমার সঙ্গে থাকেন, এজন্য আমার
তাড়নাকারীরা হোঁচট খাবে, প্রবল হবে না,
বুদ্ধিপূর্বক না চলাতে তারা মহালজ্জিত হবে; সেই
অপমান সবসময় থাকবে, তা কেউ ভুলে যাবে
না। ১২ কিন্তু, হে বাহিনীগণের মাবুদ, তুমি তো
ধার্মিকের পরীক্ষক, মর্ম ও হৃদয়ের পরিদর্শক,
তুমি তাদেরকে প্রতিশোধ দাও, আমি দেখি,
কেননা আমি আমার বিবাদের বিষয় তোমারই
কাছে প্রকাশ করলাম। ১৩ তোমরা মাবুদের
উদ্দেশে গান কর, মাবুদের প্রশংসা কর, কারণ
তিনি দুর্বৃত্তদের হাত থেকে দরিদ্র লোকের প্রাণ
উদ্ধার করেছেন।
১৪ আমি যেদিন জন্মেছিলাম, সেদিন
বদদোয়াগ্রস্ত হোক; আমার মা যেদিন আমাকে
প্রসব করেছিলেন, সেদিন দোয়াবিহীন হোক।
১৫ ‘তোমার পুত্র-সন্তান হল’, এই সংবাদ দিয়ে

[২০:১৩] জবুর ৩৪:৬; ৩৫:১০।
[২০:১৪] আইউ ৩:৮, ১৬; ইয়ার ১৫:১০।
[২০:১৬] পয়দা ১৯:২৫।
[২০:১৭] আইউ ৩:১৬; ১০:১৮-১৯।
[২০:১৮] আইউ ৩:১০-১১; হেদা ৪:২।
[২১:১] ২বাদশা ২৪:১৮; ইয়ার ৫২:১।
[২১:২] পয়দা ২৫:২২; ২বাদশা ২২:১৮।

যে ব্যক্তি আমার পিতাকে পরমানন্দিত করেছিল,
সে বদদোয়াগ্রস্ত হোক। ১৬ মাবুদ মাফ না করে
যেসব নগর ধ্বংস করেছিলেন, ঐ ব্যক্তি সেসব
নগরের মত হোক; সে খুব ভোরে কান্নাকাটির
আওয়াজ ও মধ্যাহ্নকালে চিৎকারের আওয়াজ
শুনুক। ১৭ তিনি কেন আমাকে গর্ভের মধ্যে মেরে
ফেললেন না? তা হলে আমার জননী আমার
কবর হতেন, তাঁর গর্ভ নিত্য ভারী থাকতো।
১৮ লজ্জায় জীবন কাটাবার জন্য আমি কষ্ট ও
খেদ দেখতে কেন গর্ভ থেকে বের হয়ে
আসলাম?

বাদশাহ্‌ সিদিকিয়ের অনুরোধ অগ্রাহ্য করা

২১ ১ সিদিকিয় বাদশাহ্‌ মল্কিয়ের সন্তান
পশ্‌হূরকে ও মাসেয়ের পুত্র সফনিয়
ইমামকে ইয়ারমিয়ার কাছে এই কথা বলবার
জন্য প্রেরণ করেছিলেন, ২ যথা, ‘তুমি আমাদের

২০:১৩ গান কর ... প্রশংসা কর। ৩১:৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে জবুর ৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। দুর্বৃত্তদের হাত থেকে ... উদ্ধার করেছেন। ১৫:২১; ২১:১২ আয়াত দেখুন। *দরিদ্র।* ২২:১৬ আয়াত দেখুন। নবী ইয়ারমিয়ার সময়ে “দরিদ্র” বা “অভাবী” শব্দের সমার্থক ছিল “ধার্মিক” (আমোস ২:৬ আয়াত দেখুন; এর সাথে জবুর ৯:১৮; ৩৪:৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

২০:১৪-১৮ দেখুন আইউব ৩:৩-১৯ আয়াত। প্রশংসার উচ্চতা থেকে (আয়াত ১৩) নবী ইয়ারমিয়া এখন নিমজ্জিত হচ্ছে হতাশার গহ্বরে। তাঁর অমোচনীয় বেহেশতী পরিচর্যার আহ্বান (আয়াত ৯), তাঁর বন্ধুদের বেঈমানী (আয়াত ১০), তাঁর দুশমনদের অক্লান্ত বিরোধিতা (আয়াত ৭, ১১), তাঁর নবীয়তী বাণীর নেতিবাচক ও বিতর্কিত বিষয় (আয়াত ৮) – এর সমস্ত কিছুকে এক করে তিনি তাঁর অন্তরের হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। একই সাথে এই অংশটি কিতাবটির পরবর্তী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশের সূচনা সাধন করেছে। খুব শীঘ্রই নবী ইয়ারমিয়া বলতে চলেছেন যে, এহুদা ও জেরুশালেম উভয়েই নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হতে চলেছে (২১:১-১০ আয়াত দেখুন)।

২০:১৪ আমি যেদিন জন্মেছিলাম, সেদিন বদদোয়াগ্রস্ত হোক। আইউব ৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন। নবী ইয়ারমিয়া তাঁর বেহেশতী পরিচর্যার আহ্বানকেই এখানে প্রশ্নের মুখে ফেলেছেন (আয়াত ১:৫ দেখুন)।

২০:১৫ প্রাচীনকালে পুত্র সন্তান জন্মের সংবাদ সাধারণত খুব আনন্দের সাথে গ্রহণ করা হত (উদাহরণস্বরূপ দেখুন পয়দা ২৯:৩১-৩৫)। কিন্তু ইয়ারমিয়া তাঁর নিজের জন্মের সংবাদকে বদদোয়া হিসেবে বিবেচনা করেছেন। *সে বদদোয়াগ্রস্ত হোক।* এখানে ভাবার্থ ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ সেই সংবাদদাতাকে ব্যক্তিগতভাবে বদদোয়া দেওয়া হয় নি।

২০:১৬ যেসব নগর ধ্বংস করেছিলেন। সাদুম ও আমুরা (পয়দা ১৯:২৪-২৫, ২৯ আয়াত দেখুন)। নবী ইয়ারমিয়ার সময়ে এই দুই নগরীর মন্দতার কথা কিংবদন্তী পর্যায়ে চলে গিয়েছিল (২৩:১৪; দ্বি.বি. ২৯:২৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে ১ শামু ১:৯-১০ আয়াতের নোটও দেখুন)। *চিৎকারের আওয়াজ।* ৪:১৯ আয়াত দেখুন। *মধ্যাহ্নকালে।* ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২০:১৭ নিত্য ভারী থাকতো। আক্ষরিক অর্থে “সব সময় গর্ভবতী থাকতেন”। নবী ইয়ারমিয়া প্রচণ্ড অসহিষ্ণু হয়ে বলছেন যে, তাঁর মায়ের গর্ভ থেকে তাঁর জন্ম না হয়ে বরং সেটিই তাঁর চিরস্থায়ী কবর হতে পারতো।

২১:১–২৪:১০ নবী ইয়ারমিয়া এহুদার শাসনকর্তাদেরকে তিরস্কার করেছেন (২১:১–২৩:৭), ভণ্ড ইমামদেরকে তিরস্কার করেছেন (২৩:৮-৪০) এবং গুনাহ্‌গার লোকদেরকে তিরস্কার করেছেন (অধ্যায় ২৪ দেখুন)। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১-২০ অধ্যায়ের ঘটনাবলী সময়ানুক্রমিকভাবে দেওয়া হয়েছে, ২১-৫২ অধ্যায়ের ঘটনাবলী সময়ানুক্রমিকভাবে বর্ণনা না করে বরং বিষয়বস্তু অনুসারে বিন্যাস করা হয়েছে (২৪:১; ২৫:১; ২৬:১; ২৭:১; ২৯:২; ৩২:১; ৩৫:১; ৩৬:১; ৩৭:১; ৪৫:১; ৪৯:৩৪; ৫১:৫৯; ৫২:৪ আয়াত দেখুন)।

২১:১–২৩:৭ এহুদার বাদশাহ্‌গণ, যারা জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রূহানিক জরাগ্রস্ততার জন্য প্রধানত দায়ী এবং তাদেরকে নবী ইয়ারমিয়া প্রথমে দোষী হিসেবে অভিযুক্ত করেছেন।

২১:১ এই কথা বলবার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। আবারও ২৫:১ আয়াতে এই বাক্যাংশটি দেখা যায়। সে কারণে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, অধ্যায় ২১-২৪ এই কিতাবের একটি মধ্যবর্তী বিশেষ অংশ তৈরি করেছে। *সিদিকিয়।* এই নামের অর্থ “মাবুদ আমার ধার্মিকতা”। *মল্কিয়ের সন্তান পশ্‌হূর।* ২০:১-৬ আয়াতে বর্ণিত পশ্‌হূর নয় (৩৮:১ আয়াত দেখুন)। *মাসেয়ের পুত্র সফনিয় ইমাম।* ইনি নবী সফনিয় নন (২৯:২৫, ২৯; ৩৭:৩; ৫২:২৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে সফনিয় ১:১ আয়াত দেখুন)।

২১:২ মাবুদের কাছে জিজ্ঞাসা কর। মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছে জ্ঞান লাভের জন্য অনুরোধ (পয়দা ২৫:২২; ২ বাদশাহ্‌ ২২:১৩), সাহায্যের জন্য নয়। *বখতে নাসার।* ২ বাদশাহ্‌ ২৪:১ আয়াতের নোট দেখুন। *আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন।* প্রায় ৫৮৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের দিকে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়, কারণ সে সময় সিদিকিয় বাদশাহ্‌ ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন (৫২:৩)। *আমাদের।* অর্থাৎ জেরুশালেম নগরী। *সমস্ত অলৌকিক কাজ অনুসারে।* উদাহরণস্বরূপ মাবুদ আল্লাহ্‌ হিষ্কিয়ের সময়ে যে অলৌকিক কাজগুলো করেছিলেন (ইশা

জন্য মাবুদের কাছে জিজ্ঞাসা কর, কেননা
ব্যাবিলনের বাদশাহ্ বখতে-নাসার আমাদের সঙ্গে
যুদ্ধ করছেন; হয় তো মাবুদ তাঁর নিজের সমস্ত
অলৌকিক কাজ অনুসারে আমাদের প্রতি ব্যবহার
করবেন, তা হলে ঐ বাদশাহ্ আমাদের কাছ
থেকে ফিরে যাবেন।' সেই সময়ে ইয়ারমিয়ার
কাছে মাবুদের এই কালাম নাজেল হল।
৩ ইয়ারমিয়া তাদেরকে বললেন, তোমরা
সিদিকিয়কে এই কথা বল, ৪ মাবুদ, ইসরাইলের
আল্লাহ্, এই কথা বলেন, দেখ, তোমরা যেসব
যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র সঙ্গে ও
তোমাদের অবরোধকারী কল্‌দীয়দের সঙ্গে
প্রাচীরের বাইরে যুদ্ধ করছো, আমি সেই সবের
মুখ তোমাদের দিকে ফিরিয়ে দেব এবং এই
নগরের মধ্যে সেসব সংগ্রহ করবো। ৫ আর আমি
আমার প্রসারিত হাত ও বলবান বাহু দ্বারা
ক্রোধে, রোষে ও মহাকোপে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ
করবো। ৬ আমি এই নগরবাসী সমস্ত মানুষ ও
পশুকে সংহার করবো; তারা মহামারীতে মারা
পড়বে। ৭ আর, মাবুদ বলেন, তারপর আমি
এহুদার বাদশাহ্ সিদিকিয়, তার গোলামদের ও
লোকদেরকে, এমন কি, এই নগরের যেসব
লোক মহামারী, তলোয়ার ও দুর্ভিক্ষ থেকে
অবশিষ্ট থাকবে, তাদেরকে ব্যাবিলনের বাদশাহ্
বখতে-নাসারের হাতে, তাদের দুশমনদের হাতে
ও যারা তাদের প্রাণনাশ করতে চায় সেই
লোকদের হাতে তুলে দেব; সেই বাদশাহ্
তলোয়ারের আঘাতে তাদেরকে আঘাত করবে,
তাদের প্রতি মমতা করবে না, মাফ কিংবা
করুণা করবে না।
৮ আর তুমি এই লোকদের বল, মাবুদ এই কথা
বলেন, দেখ, তোমাদের সম্মুখে আমি জীবনের
পথ ও মৃত্যুর পথ রাখছি। ৯ যে ব্যক্তি এই নগরে
থাকবে, সে তলোয়ারে, দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে
মারা পড়বে; কিন্তু যে ব্যক্তি বাইরে গিয়ে
তোমাদের অবরোধকারী কল্‌দীয়দের পক্ষে
দাঁড়াবে, সে বাঁচবে এবং তার প্রাণ তার পক্ষে
লুটদ্রব্যের মত হবে। ১০ কেননা, মাবুদ বলেন,
আমি অমঙ্গলের জন্য এই নগরের বিপরীতে
আমার মুখ রেখেছি, মঙ্গলের জন্য নয়; এটা

[২১:৪] ইয়ার ৩২:৫।
[২১:৫] ইউসা ১০:১৪; ইহি ৫:৮।
[২১:৫] হিজ ৩:২০।
[২১:৭] ২বাদশা :৭; ইয়ার ৫২:৯; ইহি ১২:১৪।
[২১:৮] দ্বি:বি ৩০:১৫।
[২১:৯] ইয়ার ১৪:১২; ইহি ৫:১২।
[২১:১০] ইয়ার ৪৪:১১, ২৭; আমোষ ৯:৪।
[২১:১১] ইয়ার ১৩:১৮।
[২১:১২] হিজ ২২:২২; লেবীয় ২৫:১৭।

৩৭:৩৬ আয়াত দেখুন)। *ঐ বাদশাহ্ ... ফিরে যাবেন।* ইশা ৩৭:৩৭ আয়াত দেখুন।

২১:৪ সেই সবের মুখ তোমাদের দিকে ফিরিয়ে দেব। অর্থাৎ জেরুশালেম নগরীকে সুরক্ষিত রাখার জন্য তোমরা যে পরি-কল্পনা করছো তা ব্যর্থ হবে। *ব্যাবিলন।* এর সাথে আইউব ১:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। *নগরের মধ্যে সেসব সংগ্রহ করবো।* হতে পারে এখানে বোঝানো হয়েছে (১) অস্ত্রশস্ত্রের কথা, অর্থাৎ এহুদার সৈন্যবাহিনী আক্রমণকারীদের ঠেকাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে, কিংবা (২) ব্যাবিলনীয়দের কথা, অর্থাৎ জেরুশালেমের পরাজয় সুনিশ্চিত।

২১:৫ আমি ... মহাকোপে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। মাবুদ আল্লাহ্, যিনি তাঁর লোকদের সুরক্ষা বিধান করে থাকেন, তিনিই এখন তাদেরকে ধ্বংস করবেন এবং তাদের বিনাশ সীলমোহরকৃত করবেন। *প্রসারিত হাত ও বলবান বাহু।* ২৭:৫; ৩২:১৭ আয়াত দেখুন। হিজরতের সময়ে ইসরাইল জাতিকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ্ যে শক্তিমত্তা দেখিয়েছিলেন সেক্ষেত্রেও প্রায় এ ধরনের প্রকাশভঙ্গি ব্যবহার করা হয়েছে (দেখুন ৩২:২১; দ্বি.বি. ৪:৩৪; ৫:১৫; ৭:১৯; ২৬:৮)। কিন্তু এখানে আল্লাহ্ তাঁর নিজ লোকদের বিরুদ্ধেই তাঁর ক্রোধ ঢেলে দিয়েছেন। *ক্রোধে, রোষে ও মহাকোপে।* সম্ভবত এই অংশটি দ্বি.বি. ২৯:২৮ আয়াত থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

২১:৭ আমি ... সিদিকিয় ... লোকদেরকে ... বখতে-নাসারের হাতে ... তুলে দেব। ৫২:৮-১১, ২৪-২৭ আয়াতে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পেয়েছে (ইহি ১২:১৩-১৪ আয়াত দেখুন)। *মহামারী, তলোয়ার ও দুর্ভিক্ষ।* আয়াত ৯ দেখুন। এই তিনটি আঘাতের সম্পর্কে আরও দেখুন ১৪:১২ আয়াতের নোটে। *মমতা করবে না, মাফ কিংবা করুণা করবে না।* এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে আরও দেখুন ১৩:১৪ আয়াত ও ইহি ৫:১১ আয়াত। ত্রয়ীগুলো এই অংশটির সাহিত্যিক মানকে আরও সমুন্নত করেছে।

২১:৮-১০ দেখুন আয়াত ২৭:১২-১৩। একই ধরনের পরামর্শ দেখা যায় ৩৮:২-৩, ১৭-১৮ আয়াতে (দ্বি.বি. ৩০:১৫-২০ আয়াতে)।

২১:৮ দেখ, তোমাদের সম্মুখে ... রাখছি। দ্বি.বি. ১১:২৬ আয়াত দেখুন। লোকদেরকে বিভিন্ন ধরনের পথ দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কম লোকই সঠিক পথটি বেছে নেবে। *জীবনের পথ ও মৃত্যুর পথ।* দ্বি.বি. ৩০:১৫, ১৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে মেসাল ৬:২৩ আয়াত দেখুন।

২১:৯ এই অংশটি ৩৮:২ আয়াতে প্রায় উদ্ধৃতি হিসেবে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। নবী ইয়ারমিয়া আত্মসমর্পণ করার পরামর্শ দেওয়ায় অনেকের চোখে তিনি বিশ্বাসঘাতক বলে সাব্যস্ত হয়েছিলেন (আয়াত ৩৭:১৩ দেখুন), কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক, কারণ জেরুশালেম নগরী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি এহুদায় অবস্থান করতে চেয়েছিলেন (৩৭:১৪; ৪০:৬; ৪২:৭-২২ আয়াত দেখুন)। **যে ব্যক্তি ... কল্‌দীয়দের পক্ষে দাঁড়াবে, সে বাঁচবে।** এই ভবিষ্যদ্বাণী ৩৯:৯; ৫২:১৫ আয়াতে পূর্ণতা পেয়েছিল। তার প্রাণ তার পক্ষে লুটদ্রব্যের মত হবে। আক্ষরিক অর্থে "তারা নিজেদের প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবে"। যুদ্ধে যারা বিজয়ী হয় তারা লুটদ্রব্যের অধিকারী হয়; যারা পরাজিত হয় তারা কোনমতে প্রাণ রক্ষা করতে পারলেই নিজেদের ভাগ্যবান মনে করে।

২১:১০ এই নগরের বিপরীতে আমার মুখ রেখেছি। আক্ষরিক অর্থে "বিপক্ষ হিসেবে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়েছি" (৪৪:১১; ইশা ৫০:৭ আয়াত দেখুন)। *অমঙ্গলের জন্য ... মঙ্গলের জন্য নয়।* আমোস ৯:৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ২৪:৬ আয়াত। *হস্তগত হবে ... আগুনে পুড়িয়ে দেবে।* ৩৪:২ আয়াত দেখুন।

২১:১২ বিচার নিষ্পত্তি কর। দেখুন ৫:২৮; ২২:১৬; ১ বাদশাহ্ ৩:২৮; মাতম ৩:৫৯ আয়াত। এ ধরনের বিচার নিষ্পত্তি একমাত্র বাদশাহ্ করতে পারতেন, যা ভবিষ্যতে মসীহ্ করবেন (২৩:৫; ৩৩:১৫ আয়াত দেখুন)। *খুব ভোরে।* যখন মনের চিন্তা পরিষ্কার থাকে এবং আবহাওয়া আরামদায়ক থাকে (জবুর ১০১:৮ আয়াত ও নোট দেখুন)। *লুণ্ঠিত ব্যক্তিকে ... উদ্ধার*

BACIB
International Bible
CHURCH

ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র হস্তগত হবে এবং সে এই
শহর আগুনে পুড়িয়ে দেবে।

দাউদের কুলের প্রতি মাবুদের কথা

১১ আর এহুদার বাদশাহ্‌র কুলের বিষয়
তোমরা মাবুদের কালাম শোন; ১২ হে দাউদের
কুল, মাবুদ এই কথা বলেন, তোমরা খুব ভোরে
বিচার নিষ্পত্তি কর এবং লুণ্ঠিত ব্যক্তিকে
উপদ্রবীর হাত থেকে উদ্ধার কর, নতুবা
তোমাদের আচরণের নাফরমানীর দরুন আমার
ক্রোধ আগুনের মত বের হবে এবং এমনভাবে
পুড়িয়ে দেবে যে, কেউ তা নিভাতে পারবে না।
১৩ হে উপত্যকা-নিবাসীনী, উপত্যকার
শৈলবাসিনী, মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ, আমি
তোমার বিপক্ষ; তোমরা বলছো, আমাদের
বিপরীতে কে নেমে আসবে? আমাদের নিবাসে
কে প্রবেশ করবে? ১৪ মাবুদ বলেন, আমি
তোমাদের কাজের ফল অনুসারে তোমাদেরকে
সমুচিত দণ্ড দেব; আমি তার বনে আগুন
জ্বালাবো, তা তার চারদিকে সবকিছুই গ্রাস
করবে।

[২১:১৩] ২শামু ৫:৬-৭; মাতম ৪:১২; ওব ১:৩-৪।
[২১:১৪] মেসাল ১:৩১; ইশা ৩:১০-১১; ইয়ার ১৭:১০।
[২২:১] ইয়ার ১৩:১৮; ৩৪:২।
[২২:২] আমোষ ৭:১৬।
[২২:৩] লেবীয় ২৫:১৭; ইশা ৫৬:১; আমোষ ৫:২৪; মীখা ৬:৮; জাকা ৭:৯।
[২২:৪] ইয়ার ১৭:২৫।
[২২:৫] পয়দা ২২:১৬; ইব ৬:১৩।
[২২:৬] পয়দা ৩১:২১।
[২২:৭] জবুর ৭৪:৫; ইশা ১০:৩৪।

দুষ্ট বাদশাহ্‌দের বিচার

২২ ১ মাবুদ এই কথা বললেন, তুমি
এহুদার রাজপ্রাসাদে গিয়ে সেই স্থানে
এই কথা বল। ২ তুমি বল, হে দাউদের
সিংহাসনে উপবিষ্ট এহুদার বাদশাহ্‌, তুমি,
তোমার গোলামেরা ও এই সমস্ত দ্বার দিয়ে
প্রবেশকারী তোমার লোকেরা, তোমরা মাবুদের
কালাম শোন। ৩ মাবুদ এই কথা বলেন, তোমরা
ন্যায়বিচার ও ধার্মিকতার অনুষ্ঠান কর এবং
লুণ্ঠিত ব্যক্তিকে জুলুমবাজের হাত থেকে উদ্ধার
কর; বিদেশী, এতিম ও বিধবাদের প্রতি অন্যায়
জুলুম করো না এবং এই স্থানে নির্দোষের
রক্তপাত করো না। ৪ কেননা তোমরা যদি এই
কথা যত্নপূর্বক পালন কর, তবে দাউদের
সিংহাসনে উপবিষ্ট বাদশাহ্‌রা তাদের
গোলামদের ও লোকদের সঙ্গে রথে ও ঘোড়ায়
চড়ে এই বাড়ির দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে।
৫ কিন্তু, তোমরা যদি এসব কালাম অনুসারে না
চল, তবে, মাবুদ বলেন, আমি আমারই নামে

কর। ২২:৩ আয়াতে তা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। *নতুবা ... আমার ক্রোধ ... কেউ তা নিভাতে পারবে না।* ৪:৪ আয়াত থেকে সরাসরি উদ্ধৃত করা হয়েছে (আমোস ৫:৬ আয়াত দেখুন)। *আমার ক্রোধ ... পুড়িয়ে দেবে।* ১৫:১৪; ১৭:৪, ২৭ আয়াত দেখুন।

২১:১৩ উপত্যকা-নিবাসীনী। জেরুশালেম নগরী, যার তিনি দিক তিনটি উপত্যকার দ্বারা বেষ্টিত ছিল (ইশা ২২:৭ আয়াতের নোট দেখুন), যাকে ইশা ২২:১, ৫ আয়াতে দর্শন উপত্যকা বলা হয়েছে। *উপত্যকার শৈলবাসিনী।* সিয়োন পর্বত। *তোমরা বলছো।* এই আয়াতের দ্বিতীয় অংশটি বহু বচনে বলা হয়েছে (যেখানে জেরুশালেমের অধিবাসীদের সম্বোধন করা হয়েছে) এবং প্রথম অংশটি এক বচনে বলা হয়েছে (যেখানে জেরুশালেম নগরীকে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে)। *আমাদের বিপরীতে কে নেমে আসবে?* লোকেরা ভেবেছিল যে, কেউই তাদেরকে আক্রমণ করে সফল হতে পারবে না (৭:৪; ৮:১৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

২১:১৪ তোমাদের কাজের ফল অনুসারে। ১৭:১০ আয়াতের নোট দেখুন। *আগুন জ্বালাবো ... সবকিছুই গ্রাস করবে।* ১৭:২৭ আয়াতের নোট দেখুন। বনে। এই শব্দটি দিয়ে সম্ভবত প্রতীকী অর্থে জেরুশালেমের রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য রাজকীয় ভবন বোঝানো হয়েছে, যেগুলো লেবাননের অরণ্য বা এরস কাঠ দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছিল (১ বাদশাহ্‌ ৭:২; ১০:১৭, ২১; দেখুন ইশা ২২:৮)। বস্তুত পুরো জেরুশালেম নগরীর অনেক ভবনই লেবাননের এরস কাঠ দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল (২২:৭, ১৪, ১৫, ২৩ আয়াত দেখুন)। প্রাসাদটিকে ২২:৬ আয়াতে বলা হয়েছে "লেবানন শৃঙ্গ" (২২:২৩ আয়াত দেখুন)।

২২:১ এহুদার রাজপ্রাসাদে গিয়ে। বায়তুল মোকাদ্দসের তুলনায় রাজপ্রাসাদের অবস্থান ছিল কিছুটা নিচু স্থানে (দেখুন আয়াত ২৬:১০; ৩৬:১০-১২)। *এহুদার বাদশাহ্‌।* সম্ভবত সিদিকিয় (২১:৩, ৭ আয়াত দেখুন; আয়াত ৩ এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ২১:১২), যাঁর উত্তরসূরীদের কথা অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে (ইউসিয়া, আয়াত ১০, ১৫-১৬; যিহোয়াহস / শল্লুম, আয়াত ১০-১২' যিহোয়াকীম, আয়াত ১৩-১৫, ১৭-১৯; যিহোয়াখীন / কনিয়া, আয়াত ২৪-৩০)।

২২:২ দাউদের সিংহাসন। যদিও দাউদের রাজবংশের সমস্ত বাদশাহ্‌ই অল্প বা বিস্তর দিক থেকে ব্যর্থ হয়েছেন, তথাপি বিজয়ী মসীহ্‌ অবশ্যই এক দিন দাউদের রাজবংশে জন্ম নেবেন এবং বিজয় লাভ করবেন (২৩:৫ আয়াত দেখুন; ৩৩:১৫; ইহি ৩৪:২৩-২৪; মথি ১:১ আয়াত দেখুন)। *এই সমস্ত দ্বার দিয়ে প্রবেশকারী তোমার লোকেরা।* ১৭:২৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

২২:৩ ইশা ১১:৩-৫ আয়াতের সাথে ইহি ২২:৬-৭ আয়াতের তুলনা করুন।

২২:৪ আয়াত ১৭:২৫ থেকে অংশবিশেষ পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

২২:৫ আয়াত ১৭:২৭ ও নোট দেখুন। *আমি আমারই নামে শপথ করছি।* দেখুন পয়দা ২২:১৬; ইশা ৪৫:২৩ আয়াত; এর সাথে ৪৯:১৩; ৫১:১৪ আয়াত দেখুন; তুলনা করুন ৪৪:২৬ আয়াত। *এই বাড়ি উৎসন্ন স্থান হবে।* ৫২:১৩ আয়াতে এর পরিপূর্ণতা ঘটেছে (২৭:১৭ আয়াত দেখুন)।

২২:৬ গিলিয়দ ও লেবানন-শৃঙ্গ। এই দুটি স্থান বনাঞ্চল হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। বিশেষ করে লেবানন থেকে জেরুশালেমের রাজপ্রাসাদের জন্য কাঠ সরবরাহ করা হয়েছিল (২১:১৪ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ১ বাদশাহ্‌ ৫:৬, ৮-১০; ৭:২-৩; ১০:২৭ আয়াত দেখুন)।

২২:৭ প্রস্তুত করবো। আক্ষরিক অর্থে "যুদ্ধে প্রেরণ করবো" (৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন)। *বিনাশক।* ব্যাবিলনীয় বাহিনী (৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ১২:১২ আয়াতও দেখুন)। *পুরুষদের প্রত্যেককে অস্ত্রসহ।* ইহি ৯:২ আয়াত দেখুন। *তোমার উৎকৃষ্ট এরস গাছগুলো কেটে ফেলে।* তুলনা করুন ইশা ১০:৩৩-৩৪ আয়াত; বিশেষ করে দেখুন ব্যাবিলনীয় বাহিনী কীভাবে তাদের কুড়াল ও বল্লম দিয়ে জেরুশালেম বায়তুল মোকাদ্দসের কারুকাজ করা প্রাচীর, স্তম্ভ ও অন্যান্য

শপথ করছি যে, এই বাড়ি উৎসন্ন স্থান হবে।
৬ কেননা মাবুদ এহুদার বাদশাহ্‌র কুলের বিষয়ে
এই কথা বলেন, তুমি আমার কাছে গিলিয়দ ও
লেবানন-শৃঙ্গ; কিন্তু অবশ্য আমি তোমাকে
মরুভূমি ও জনবসতিহীন নগরগুলোর সমান
করবো। ৭ আর তোমার বিরুদ্ধে বিনাশক
পুরুষদের প্রত্যেককে অস্ত্রসহ প্রস্তুত করবো;
তারা তোমার উৎকৃষ্ট এরস গাছগুলো কেটে
ফেলে আগুনে নিক্ষেপ করবে।
৮ আর বিভিন্ন জাতির লোকেরা এই নগরের
কাছ দিয়ে যাবে এবং তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ
সঙ্গীকে বলবে, মাবুদ কি জন্য এই মহানগরের
প্রতি এমন ব্যবহার করেছেন? ৯ তখন তারা
জবাবে বলবে, কারণ এই লোকেরা নিজেদের
আল্লাহ্‌ মাবুদের নিয়ম ত্যাগ করে অন্য
দেবতাদের কাছে সেজ্‌দা করতো ও তাদের সেবা
করতো। ১০ তোমরা মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি
করো না, তার জন্য মাতম করো না; যে ব্যক্তি
প্রস্থান করছে, বরং তারই জন্য ভীষণ কান্নাকাটি
কর; কেননা সে আর ফিরে আসবে না, তাঁর
জন্মভূমি আর দেখবে না।

[২২:৮] দ্বি:বি ২৯:২৫-২৬; ১বাদশা ৯:৮-৯।
[২২:৯] ১বাদশা ৯:৯; ইহি ৩৯:২৩।
[২২:১০] হেদা ৪:২।
[২২:১১] ২বাদশা ২৩:৩১।
[২২:১২] ২বাদশা ২৩:৩৪।
[২২:১৩] মীখা ৩:১০; হবক ২:৯।
[২২:১৪] ইশা ৫:৮-৯।
[২২:১৫] ২বাদশা ২৩:২৫।
[২২:১৬] জবুর ৭২:১-৪, মেসাল ২৪:২৩।
[২২:১৭] ইশা ৫৬:১১।
[২২:১৮] ২শামু ১:২৬।

ইউসিয়ার পুত্রের প্রতি মাবুদের কথা

১১ বস্তুত ইউসিয়ার পুত্র এহুদার বাদশাহ্‌ যে
শল্লুম তার পিতা ইউসিয়ার পদে রাজত্ব করেছিল
ও এই স্থান থেকে চলে গেছে, তার বিষয়ে মাবুদ
এই কথা বলেন, সে এই স্থানে আর ফিরে
আসবে না; ১২ কিন্তু যে স্থানে বন্দীরূপে নীত
হয়েছে; সেই স্থানে মারা যাবে, এই দেশ আর
দেখবে না।
১৩ ধিক্‌ তাকে, যে অধর্ম দ্বারা তার বাড়ি ও
অন্যায় দ্বারা তার উঁচু কক্ষ নির্মাণ করে, যে বিনা
বেতনে তার প্রতিবেশীকে খাটায় এবং তার
শ্রমের ফল তাকে দেয় না; ১৪ যে বলে, ‘আমি
নিজের জন্য একটি বড় বাড়ি ও প্রশস্ত উঁচু কক্ষ
নির্মাণ করবো,’ এবং সে তার নিজের জন্য
জানালা বসায়; আর এরস কাঠ দিয়ে ঘর আবৃত
করে এবং লাল রং লেপন করে। ১৫ এরস গাছ
নিয়ে প্রতিযোগিতা করছো বলেই কি তুমি

স্থান ধ্বংস করে ফেলছে (জবুর ৭৪:৩-৬)।

২২:৮-৯ এই অংশটি ১ বাদশাহ্‌ ৯:৮-৯ আয়াতে প্রতিফলিত হয়েছে; দ্বি.বি. ২৯:২৪-২৬ আয়াত দেখুন।

২২:৯ মাবুদের নিয়ম ত্যাগ করে অন্য দেবতাদের ... সেবা করতো। সিনাই পর্বতে প্রদত্ত দশ হুকুমনামার প্রথম ও দ্বিতীয় হুকুমের তীব্র লঙ্ঘন (হিজ ২০:৩-৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২২:১০ মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করো না। বাদশাহ্‌ ইউসিয়ার কথা বলা হয়েছে, যাঁর মৃত্যুর পরও দীর্ঘ দিন শোক ও মাতম করা হয়েছিল (২ খান্দান ৩৫:২৪-২৫ আয়াত দেখুন)। *যে ব্যক্তি প্রস্থান করছে।* অর্থাৎ যাকে বন্দীদশায় নেওয়া হচ্ছে; যিহোয়াহস / শল্লুম। ৬০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মিসরীয় সম্রাট ফেরাউন নখো যিহোয়াহসকে মিসর পর্যন্ত বন্দী করে নিয়ে যান এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় (২ বাদশাহ্‌ ২৩:৩৪ আয়াত দেখুন)।

২২:১১ শল্লুম। ১ খান্দান ৩:১৫ আয়াত দেখুন। শল্লুম ছিল তাঁর ব্যক্তিগত নাম, কিন্তু যিহোয়াহস নামটি তিনি বাদশাহ্‌ হিসেবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর গ্রহণ করেন। এই যিহোয়াহস নামের অর্থ “মাবুদ উদ্ধার করেন”।

২২:১২ যে স্থানে বন্দীরূপে নীত হয়েছে। মিসর (আয়াত ১০ ও নোট দেখুন)।

২২:১৩-১৯ বাদশাহ্‌ যিহোয়াকীমকে এই অংশে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করা হয়েছে, যাঁকে এখানে নাম পুরুষ হিসেবে দেখানো হয়েছে (আয়াত ১৩-১৪), এর পর মধ্যম পুরুষ হিসেবে দেখানো হয়েছে (আয়াত ১৫, ১৭) এবং এর পর নাম ধরে ডাকা হয়েছে (আয়াত ১৮)। যিহোয়াকীম নামের অর্থ “মাবুদ উত্থিত করেন”। ১৫-১৬ আয়াতে তুলনা করার জন্য উত্তম বাদশাহ্‌ ইউসিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২২:১৩ ধিক্‌ তাকে, যে ... নির্মাণ করে। হাবা ২:৯, ১২ আয়াত দেখুন। *অধর্ম দ্বারা ... অন্যায় দ্বারা।* তুলনা করুন আয়াত ৩; ২১:১২। *উঁচু কক্ষ।* কাজী ৩:২০ আয়াতের নোট দেখুন। *বিনা বেতনে তার প্রতিবেশীকে খাটায়।* যা শরীয়তের বিরোধী (লেবীয় ২৫:৩৯; দ্বি.বি. ২৪:১৪-১৫)। বাদশাহ্‌ যিহোয়াকীম সম্ভবত অপারগ ছিলেন বলেই শ্রমিকদের বেতন দিতে পারেন নি, যেহেতু এহুদার উপরে মিসর সে সময় ভারী করের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল (২ বাদশাহ্‌ ২৩:৩৫ আয়াত দেখুন)।

২২:১৪ নিজের জন্য জানালা বসায়। এখানে যে জানালার কথা বলা হয়েছে তা সম্ভবত বেথ হক্করেমের ধ্বংসস্তূপে পাওয়া জানালাগুলোর মত বেশ বড় আকৃতির (আয়াত ৬:১ দেখুন; এর সাথে নহিমিয়া ৩:১৪ আয়াতের নোট দেখুন), যা প্রত্নতাত্ত্বিকরা ১৯৬০ এর দশকে আবিষ্কার করেন। *এরস কাঠ দিয়ে ঘর আবৃত করে।* নবী হগয় এ ধরনের পরিস্থিতিতে এত বিলাসবহুল নির্মাণ কাজের সমালোচনা করেছিলেন (হগয় ১:৪ আয়াত দেখুন)।

২২:১৫ তোমার পিতা। বাদশাহ্‌ ইউসিয়া। *ভোজন পান করতো না?* অর্থাৎ তিনি কি জীবন উপভোগ করতেন না? (হেদায়েত ২:২৪-২৫; ৩:১২-১৩ আয়াত দেখুন)। *বিচার ও ধার্মিকতার অনুষ্ঠান কি করতো না?* যেভাবে তাঁর পূর্বপুরুষ বাদশাহ্‌ দাউদ করতেন (২ শামু ৮:১৫ দেখুন); এর সাথে আয়াত ১৩ তুলনা করুন (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে জবুর ১১৯:১২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

২২:১৬ প্রেরিত ইয়াকুব প্রায় একইভাবে আল্লাহ্‌র সাথে উপযুক্ত সম্পর্ক বজায় রাখা সম্পর্কে বলেছেন (ইয়াকুব ১:২৭); এর সাথে তুলনা করুন ৫:২৮ আয়াত (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। *দুঃখী দীনহীন।* ২০:১৩ আয়াতের নোট দেখুন। *আমাকে জানা।* অর্থাৎ মাবুদ আল্লাহ্‌কে পরিপূর্ণভাবে মহব্বত করা, যার ফলে ধার্মিক জীবন যাপন করা এবং দুঃখী দরিদ্রদের সেবা করা সম্ভব হয় (দ্বি.বি. ১০:১২-১৩; হোসিয়া ৬:৬; মিকাহ্‌ ৬:৮ আয়াত দেখুন)।

২২:১৭ তোমার। অর্থাৎ বাদশাহ্‌ যিহোয়াকীমের (আয়াত ১৮ দেখুন)। *তোমারই লাভ।* অর্থাৎ অসৎ উপার্জন; ৬:১৩; ৮:১০ আয়াত দেখুন। *নির্দোষের রক্তপাত।* ১৯:৪ আয়াতের নোট দেখুন; এ প্রসঙ্গে বাদশাহ্‌ যিহোয়াকীমের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে জানতে দেখুন ২৬:২০-২৩ আয়াত। *উপদ্রবের ও দৌরাত্ম্যের অনুষ্ঠান।* আয়াত ৩; ৬:৬; ২১:১২ আয়াত দেখুন।

BACIB
International Bible CHURCH

বাদশাহ্‌ থাকবে? তোমার পিতা কি ভোজন পান
করতো না, বিচার ও ধার্মিকতার অনুষ্ঠান কি
করতো না? এর জন্যই তার মঙ্গল হল। ১৬ সে
দুঃখী দীনহীনের বিচার করতো বলে তার মঙ্গল
হল। মাবুদ বলেন, আমাকে জানা কি তা-ই নয়?
১৭ কিন্তু তোমার চোখ ও তোমার অন্তঃকরণ
কেবল তোমারই লাভ ও নির্দোষের রক্তপাত এবং
উপদ্রবের ও দৌরাত্মের অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছুই
লক্ষ্য করে না। ১৮ অতএব ইউসিয়ার পুত্র এহুদার
বাদশাহ্‌ যিহোয়াকীমের বিষয়ে মাবুদ এই কথা
বলেন, তার বিষয়ে লোকেরা ‘হায় আমার ভাই,’
কিংবা ‘হায় আমার বোন’ বলে মাতম করবে না
এবং ‘হায় প্রভু,’ কিংবা ‘হায় তাঁর গৌরব’ বলেও
মাতম করবে না। ১৯ গাধার কবরের মত তার
কবর হবে; লোকে তাকে টেনে জেরুশালেমের
দ্বারের বাইরে ফেলে দেবে।
২০ তুমি লেবাননে গিয়ে ক্রন্দন কর; বাশনে
গিয়ে জোরে চিৎকার কর; এবং অবারীম থেকে
ক্রন্দন কর; কেননা তোমার প্রেমিকেরা সকলে
বিনষ্ট হল। ২১ তোমার শান্তির সময়ে আমি
তোমার কাছে কথা বলেছিলাম, কিন্তু তুমি
বলেছিলে, আমি শুনব না; তোমার বাল্যকাল
থেকেই তোমার ব্যবহার এই রকম; তুমি আমার
কথা মান্য কর নি। ২২ বায়ু তোমার সমস্ত
পালককে খেয়ে ফেলবে; তোমার প্রেমিকেরা
বন্দীদশার স্থানে গমন করবে; বস্তুত তখন তুমি
তোমার সমস্ত দুষ্কর্মের দরুন লজ্জিত ও বিষণ্ন
হবে।
২৩ হে লেবানন বাসিনী! এরস বনে বাসকারিণী!
যখন তুমি প্রসব যন্ত্রণার মত যন্ত্রণা পাবে, তখন
কেমন কাতরোক্তি করবে।

বাদশাহ্‌ কনিয়ের শাস্তি

২৪ মাবুদ বলেন, আমার জীবনের কসম,
যিহোয়াকীমের পুত্র এহুদার বাদশাহ্‌ কনিয়
আমার ডান হাতে থাকা মোহরের মত হলেও
আমি তোমাকে সেখান থেকে ফেলে দেব।
২৫ আর যারা তোমার প্রাণের খোঁজ করে তাদের
হাতে ও যাদের তুমি ভয় পাও তাদের হাতে

[২২:১৯] ২বাদশা ২৪:৬।
[২২:২০] হোশেয় ৮:৯।
[২২:২১] জাকা ৭:৭।
[২২:২২] দ্বি:বি ২৮:৬৪; আইউ ২৭:২১।
[২২:২৩] ১বাদশা ৭:২; ইহি ১৭:৩।
[২২:২৪] ২বাদশা ২৪:৬, ৮।
[২২:২৫] ২বাদশা ২৪:১৬; ২খান্দান ৩৬:১০।
[২২:২৬] ১শামু ২৫:২৯; ২বাদশা ২৪:৮।
[২২:২৮] ২বাদশা ২৪:৬।

২২:১৮ তুলনা করুন ২ খান্দান ৩৫:২৪-২৫ আয়াত। *তার বিষয়ে লোকেরা ‘হায় আমার ভাই’ ... বলে মাতম করবে না।* এর সাথে তুলনা করুন ১ বাদশাহ্‌ ১৩:৩০ আয়াত।

২২:১৯ গাধার কবরের মত। অর্থাৎ তার কোন কবরই হবে না (৩৬:৩০ আয়াত দেখুন); যা ২ বাদশাহ্‌ ২৪:৬ আয়াতে পূর্ণতা পেয়েছিল, যেখানে মূলত যিহোয়াকীমকে কোন কবর দেওয়া হয় নি বলেই বোঝা যায়। উপরন্তু তিনি “তাঁর পূর্বপুরুষদের সাথে বিশ্রাম নিলেন” বলতে তাঁর কবর নয়, বরং শুধু তাঁর মৃত্যুর কথা বোঝানো হয়েছে (পয়দা ২৫:৮; ১ বাদশাহ্‌ ১:২১ আয়াত দেখুন)। *টেনে ... বাইরে ফেলে দেবে।* ১৫:৩ আয়াত দেখুন।

২২:২০-২৩ মাবুদ আল্লাহ্‌ স্বয়ং এখন জেরুশালেমের প্রতি বক্তব্য রাখছেন, যেখানে জেরুশালেমকে একজন নারী হিসেবে ব্যক্তিকরণ করে দেখা হয়েছে (আয়াত ২৩ দেখুন)।

২২:২০ লেবানন ... বাশন ... অবারীম। পার্বত্য অঞ্চল (আয়াত ৬ দেখুন; শুমারী ২৭:১২; ৩৩:৪৭-৪৮; দ্বি.বি. ৩২:৪৯; কাজী ৩:৩; জবুর ৬৮:১৫ আয়াত দেখুন), প্রথম দুটির অবস্থান উত্তর দিকে এবং তৃতীয়টির অবস্থান দক্ষিণে। তিনটি স্থানই যথেষ্ট উঁচু ছিল, যেখান থেকে পুরো ইসরাইলের ভূখণ্ডকে লক্ষ্য করে সম্বোধন করা সম্ভব ছিল। *প্রেমিকেরা।* আক্ষরিক অর্থে “মিত্রপক্ষ” (৪:৩০ আয়াত ও নোট দেখুন), এখানে কয়েকটি জাতির মধ্যে চুক্তি স্থাপনের মধ্য দিয়ে মিত্র পক্ষ গঠনের কথা বলা হয়েছে। এহুদা এক সময় যাদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেছিল সেই মিসর, আশেরিয়া (২:৩৬ আয়াত দেখুন), ইদোম, মোয়াব, আম্মোন ও ফিনিশিয়া (২৭:৩ আয়াত দেখুন) প্রত্যেকেই খুব শীঘ্র একে একে ব্যাবিলনের হাতে পরাজিত হবে (২৭:৬-৭; ২৮:১৪ আয়াত দেখুন)। *বিনষ্ট হল।* ১৪:১৭ আয়াত দেখুন।

২২:২১ শুনব না ... মান্য কর নি। ৭:২২-২৬; ১১:৭-৮ আয়াত দেখুন। *তোমার বাল্যকাল।* মিসরে ইসরাইলের গোলামীর ইতিহাস (২:২ আয়াত ও নোট দেখুন; হোসিয়া ২:১৫ আয়াত দেখুন)।

২২:২২ বায়ু ... খেয়ে ফেলবে। ১৩:২৪; আইউব ২৭:২১; ইশা ২৭:৮ আয়াত দেখুন। *পালক।* ২:৮ আয়াত ও নোট দেখুন; ১০:২১; ২৩:১-৪ আয়াত দেখুন। ৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এই ভবিষ্যদ্বাণী সর্বপ্রথম পূর্ণতা পেতে শুরু করে (২ বাদশাহ্‌ ২৪:১২-১৬ আয়াত দেখুন)।

২২:২৩ লেবানন ... এরস। এর সাথে ২১:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন; ইহি ১৭:৩-৪, ১২ আয়াত দেখুন। *প্রসব যন্ত্রণার মত যন্ত্রণা পাবে।* ৪:১৯, ৩১ আয়াত ও নোট দেখুন।

২২:২৪-৩০ বাদশাহ্‌ যিহোয়াখীনের বিরুদ্ধে করা একটি ভবিষ্যদ্বাণী (যা ২৪:১; ২৯:২ আয়াতে পূর্ণতা পেয়েছিল), যিনি কনিয় নামেও পরিচিত ছিলেন (২৪ আয়াতের নোট দেখুন), যা যিকোনিয়াহ্‌ নামের সংক্ষেপিত রূপ (২৪:১ আয়াতের নোট দেখুন); ভূমিকা: পটভূমি দেখুন। তিনটি নামেরই অর্থ এক: “মাবুদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন”।

২২:২৪ আমার জীবনের কসম। পয়দা ৪২:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। *ডান হাতে থাকা মোহরের মত হলেও।* যিহোয়াকীমের প্রতি যে বদদোয়া দেওয়া হয়েছে তা হগয় ২:২৩ আয়াতে বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

২২:২৫ যাদের তুমি ভয় পাও তাদের হাতে ... তোমাকে তুলে দেব। এর সাথে তুলনা করুন ৩৯:১৭ আয়াত।

২২:২৬ ৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পেয়েছিল (২৯:২; ২ বাদশাহ্‌ ২৪:১৫ আয়াত দেখুন)। *অন্য দেশে নিক্ষেপ করবো।* অর্থাৎ ব্যাবিলনের বন্দীদশায় পাঠানোর কথা বলা হচ্ছে (আয়াত ৭:১৫; ১৬:১৩; দ্বি.বি. ২৯:২৮ আয়াত দেখুন)। *তোমাকে ও তোমার প্রসবকারিণী মাকে।* যিহোয়াখীন ও নহুষ্টা (১৩:১৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

২২:২৮ উত্তর দাবী করে না এমন দুটি প্রশ্ন, যার জবাব ৩০ আয়াতে দেওয়া হয়েছে। *তুচ্ছ ভাঙ্গা পাত্র ... বহিষ্কৃত হয়েছে।* বাদশাহ্‌ যিহোয়াখীন ও তাঁর বংশধরেরা এহুদার মতই একইভাবে (১৯:১০-১১ আয়াত দেখুন) আল্লাহ্‌র বিচারে পতিত হয়েছে। *এই ব্যক্তি ও এর বংশ।* যদিও বাদশাহ্‌ যিহোয়াখীনকে যখন বন্দীদশায় নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর (২ বাদশাহ্‌ ২৪:৮ আয়াত দেখুন),

BACIB
International Bible
CHURCH

অর্থাৎ ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার ও
কল্‌দীয়দের হাতে তোমাকে তুলে দেব। [২৬] আর
তোমাকে ও তোমার প্রসবকারিণী মাকে তুলে
অন্য দেশে নিক্ষেপ করবো, যে দেশে তোমার
জন্ম হয় নি; সেই স্থানে তোমরা মরবে। [২৭] কিন্তু
যে দেশে ফিরে আসতে তাদের প্রাণ আকাঙ্ক্ষা
করে, সেখানে তারা ফিরে আসতে পারবে না।
[২৮] এই কনিয় কি তুচ্ছ ভাঙ্গা পাত্র? এ কি
অপ্রীতিজনক পাত্র? এই ব্যক্তি ও এর বংশ কেন
বহিষ্কৃত হয়েছে? তাদের অজ্ঞাত দেশে কেন
নিক্ষিপ্ত হয়েছে?
[২৯] হে দেশ, দেশ, দেশ, মাবুদের কালাম
শোন। [৩০] মাবুদ এই কথা বলেন, এই ব্যক্তির
বিষয়ে লেখ, এ নিঃসন্তান, এই পুরুষ জীবনকালে
কৃতকার্য হবে না; কারণ এর বংশের কোন ব্যক্তি
কৃতকার্য হবে না, দাউদের সিংহাসনে উপবেশন
ও এহুদার উপরে কর্তৃত্ব করবে না।

বন্দীত্বের পরে পুনঃস্থাপন

[২২:২৯] ইয়ার ৬:১৯।
[২২:৩০] ১খান্দান ৩:১৮; মথি ১:১২।
[২৩:১] ইহি ৩৪:১-১০; জাকা ১০:২।
[২৩:২] ইউ ১০:৮।
[২৩:৩] ইশা ১১:১০-১২; ইয়ার ৩২:৩৭।
[২৩:৪] পয়দা ৪৮:১৫; ইশা ৩১:৪।
[২৩:৫] ২বাদশা ১৯:২৬; ইশা ৪:২; ইহি ১৭:২২।
[২৩:৬] লেবীয় ২৫:১৮; দ্বি:বি ৩২:৮; হোশেয় ২:১৮।
[২৩:৭] দ্বি:বি ১৫:১৫।

২৩ [১] মাবুদ বলেন, ধিক্‌ সেই পালক-
দেরকে যারা আমার পালের
ভেড়াগুলোকে নষ্ট ও ছিন্নভিন্ন করে। [২] এজন্য
মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, যে পালকেরা আমার
লোকদেরকে চরায়, তাদের বিরুদ্ধে এই কথা
বলেন, তোমরা আমার ভেড়াগুলোকে ছিন্নভিন্ন
করেছ, তাদের তাড়িয়ে দিয়েছ, তাদের
তত্ত্বাবধান কর নি; দেখ, আমি তোমাদের আ-
চরণের নাফরমানীর প্রতিফল তোমাদেরকে দেব,
মাবুদ এই কথা বলেন। [৩] আর আমি যেসব
দেশে আমার পাল তাড়িয়ে দিয়েছি, সেখান
থেকে তার অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করবো, পুনর্বার
তাদেরকে খোঁয়াড়ে আনবো এবং তারা প্রজাবন্ত
ও বহুবংশ হবে। [৪] আর আমি তাদের উপরে
এমন পালকদেরকে নিযুক্ত করবো, যারা তাদের
চরাবে; তখন তারা আর ভয় পাবে না কিংবা
নিরাশ হবে না এবং কেউ নিরুদ্দেশ হবে না,
মাবুদ এই কথা বলেন।

তথাপি তখনই তাঁর একাধিক স্ত্রী ছিল (২ বাদশাহ্‌ ২৪:১৫) এবং সে কারণে সম্ভবত তাঁর একাধিক সন্তানও থাকতে পারে।

২২:২৯ হে দেশ, দেশ, দেশ। তিন বার উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে অত্যন্ত জোরালোভাবে গুরুত্ব আরোপের বিষয়টি বোঝানো হচ্ছে (৭:৪ আয়াত ও নোট দেখুন; ২৩:৩০-৩২; ইশা ৬:৩ আয়াত ও নোট দেখুন; ইহি ২১:২৭ আয়াত দেখুন)।

২২:৩০ এ নিঃসন্তান। এমন নয় যে, সে সময় বাদশাহ্‌ যিহোয়াখীনের কোন সন্তান ছিল না (তাঁর অন্তত সাত জন সন্তান ছিল; ১ খান্দান ৩:১৭-১৮ আয়াত দেখুন), কিন্তু তাঁর বংশধর হিসেবে এহুদায় দাউদের সিংহাসনে বসার মত কেউ থাকবে না। যিহোয়াখীনের নাতি সরুব্বাবিল (১ খান্দান ৩:১৭-১৯; মথি ১:১২) এহুদার শাসনকর্তা হয়েছিলেন (হগয় ১:১ আয়াত দেখুন), কিন্তু তিনি বাদশাহ্‌ ছিলেন না। সিদিকিয় ছিলেন বাদশাহ্‌ ইউসিয়ার একজন পুত্র (৩৭:১), যিহোয়াখীনের নয় এবং তিনি ও তাঁর পুত্রেরা যিহোয়াখীনের আগেই মারা যান (৫২:১০-১১ আয়াত দেখুন)। এ কারণে যিহোয়াখীনই ছিলেন বাদশাহ্‌ দাউদের রাজবংশে মসীহের আগমনের আগ পর্যন্ত সর্বশেষ বাদশাহ্‌।

২৩:১-৮ সারসংক্ষেপিত বিবৃতি (সম্ভবত এটি বাদশাহ্‌ সিদিকিয়ের আমলে রচিত হয়েছিল; ৬ আয়াতের নোট দেখুন), যেখানে বর্ণিত হয়েছে এহুদার দুষ্ট বাদশাহ্‌ ও নেতাদের বিচার করার জন্য আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা (আয়াত ১-২), তাঁর লোকদেরকে চূড়ান্তভাবে বন্দীদশা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য পরিকল্পনা (আয়াত ৩-৪, ৭-৮) এবং দাউদের বংশের একজন আদর্শ বাদশাহ্‌র উত্থান ঘটানোর পরিকল্পনা (আয়াত ৫-৬)।

২৩:১ আয়াত ১০:২১ ও নোট দেখুন। *ভেড়া।* এহুদার জনগণ (আয়াত ২ দেখুন)।

২৩:২ তত্ত্বাবধান কর নি ... প্রতিফল তোমাদেরকে দেব। একই হিব্রু শব্দ দিয়ে দুটি বাক্যাংশকে নির্দেশ করা হয়েছে (৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। এহুদার শাসনকর্তারা যা যা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন তার সার সংক্ষেপ ইহি ৩৪:৪ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

২৩:৩ অবশিষ্টাংশ। ৬:৯ আয়াতের নোট দেখুন। *আমার পাল তাড়িয়ে দিয়েছি।* যদিও এহুদার গুনাহ্‌ ও তার শাসকদের গুনাহ্‌র কারণে এহুদার লোকদেরকে নিজ ভূখণ্ড থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল (আয়াত ২) ও বন্দীদশায় নেওয়া হয়েছিল, তথাপি মাবুদ আল্লাহ্‌ই স্বয়ং তাদেরকে বারবার শরীয়তের নিয়ম ভঙ্গ করার জন্য এই শাস্তি দিয়েছিলেন। *তারা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হবে।* পয়দা ১:২৮ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:৪ ভয় পাবে না কিংবা নিরাশ হবে না। উপযুক্ত মেষপালক না থাকলে মেষপালে বন্য পশুরা আক্রমণ করার সুযোগ পায় (ইহি ৩৪:৮ আয়াত দেখুন)। *কেউ নিরুদ্দেশ হবে না।* শুমারী ৩১:৪৯ আয়াত দেখুন। এই বাক্যাংশের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি ২ আয়াতের তত্ত্বাবধান ও প্রতিফল দুটি শব্দকেই নির্দেশ করে থাকে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

২৩:৫-৬ ইয়ারমিয়া কিতাবে মসীহ্‌ সম্পর্কে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতিরগুলোর একটি, যা ৩৩:১৫-১৬ আয়াতে প্রতিফলিত হয়েছে।

২৩:৫ উৎপন্ন করবো। ২ শামু ৭:১২ আয়াত দেখুন; এর সাথে দেখুন ৩০:৯; ইহি ৩৪:২৩-২৪; ৩৭:২৪ আয়াত। এই বাক্যাংশের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটিকে ৪ আয়াতে বলা হয়েছে "নিযুক্ত করা"। *দাউদের বংশে।* এর সাথে মথি ১:১ আয়াত নোট দেখুন। মসীহ্‌ অন্য কোন বাদশাহ্‌র মত হবেন না, বরং তিনি হবেন একজন আদর্শ বাদশাহ্‌। তিনি সর্বোত্তম শাসকের সমস্ত গুণাবলী দ্বারা সমৃদ্ধ হবেন এবং তিনি আরও অনেক কিছু করবেন। *তরুশাখা।* মসীহের একটি উপাধি (ইশা ৪:২; ১১:১; জাকা ৩:৮; ৬:১২ আয়াতের নোট দেখুন)। টার্গুম (প্রাচীন অরামীয় ধর্মীয় গ্রন্থ) অনুসারে এই শব্দটির অর্থ "মসীহ্‌"। *বুদ্ধিপূর্বক চলবেন।* ইশা ৫২:১৩ আয়াতের নোট দেখুন। *ন্যায়বিচার ও ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করবেন।* ২২:৩, ১৫ আয়াত ও ২২:১৫ আয়াতের নোট দেখুন; এই কথাটি বাদশাহ্‌ দাউদ সম্পর্কেও বলা হয়েছিল (২ শামু ৮:১৫ আয়াত দেখুন)।

২৩:৬ এহুদা ... ও ইসরাইল। আল্লাহ্‌ কর্তৃক পুনরায় একত্রীত হওয়া লোকেরা পুনরায় উদ্ধার পাবে (৩১:৩১ আয়াত ও নোট দেখুন; ইহি ৩৭:১৫-২২ আয়াত দেখুন)। *উদ্ধার পাবে ... নির্ভয়ে বাস করবে।* এই উদ্ধার হবে একাধারে রূহানিক ও শারীরিক উভয়ই (দ্বি.বি. ৩৩:২৮-২৯ আয়াত দেখুন)। *মাবুদ*

ন্যায়বান তরুশাখা

৫ মাবুদ বলেন, দেখ, এমন সময় আসছে, যে
সময়ে আমি দাউদের বংশে একটি ধার্মিক
তরুশাখা উৎপন্ন করবো; তিনি বাদশাহ্ হয়ে
রাজত্ব করবেন, বুদ্ধিপূর্বক চলবেন এবং দেশে
ন্যায়বিচার ও ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করবেন।
৬ তাঁর সময়ে এহুদা উদ্ধার পাবে ও ইসরাইল
নির্ভয়ে বাস করবে, আর তিনি এই নামে আখ্যাত
হবেন, “মাবুদ আমাদের ধার্মিকতা।”
৭ অতএব, মাবুদ বলেন, দেখ, এমন সময়
আসছে, যে সময়ে লোকেরা আর বলবে না, সেই
জীবন্ত মাবুদের কসম, যিনি বনি-ইসরাইলকে
মিসর দেশ থেকে উঠিয়ে এনেছেন, ৮ কিন্তু তারা
বলবে, সেই জীবন্ত মাবুদের কসম, যিনি
ইসরাইলের কুলজাত বংশকে উত্তর দেশ থেকে
এবং যেসব দেশে আমি তাদেরকে ছিন্নভিন্ন
করেছিলাম, সেসব দেশ থেকে উঠিয়ে এনেছেন,
চালিয়ে এনেছেন; আর তারা তাদের দেশে বাস
করবে।

ভণ্ড নবীদের প্রতি অনুযোগ

৯ নবীদের বিষয়: আমার অন্তরে হৃদয় ভেঙ্গে
পড়ছে, আমার সমস্ত অস্থি কাঁপছে; মাবুদের হেতু
ও তাঁর পবিত্র কালামের হেতু আমি মাতালের
মত, আঙ্গুর-রসে মত্ত ব্যক্তির মত হয়েছি।
১০ কেননা দেশ জেনাকারীগণে পরিপূর্ণ; হ্যাঁ,
বদদোয়ার কারণে দেশ শোক করছে; মরুভূমিস্থ
চরাণিস্থানগুলো শুকিয়ে গেছে; এবং লোকদের
গমন-পথ মন্দ হয়েছে ও তাদের পরাক্রম
ন্যায়সঙ্গত নয়। ১১ কেননা নবী ও ইমাম উভয়ে
গুনাহ্‌গার হয়েছে; মাবুদ বলেন, আমার গৃহেও
আমি তাদের দুষ্কর্ম দেখেছি। ১২ এই কারণে
তাদের পক্ষে তাদের পথ অন্ধকারময় পিচ্ছিল
স্থানের মত হবে; তারা তাড়া খেয়ে তার মধ্যে
পড়বে; কেননা তাদেরকে প্রতিফল দেবার বছরে
আমি তাদের প্রতি অমঙ্গল ঘটাবো, মাবুদ এই
কথা বলেন। ১৩ আমি সামেরিয়ার নবীদের মধ্যে
অসঙ্গত ব্যাপার দেখেছিলাম; তারা বালের নামে
ভবিষ্যদ্বাণী বলতো ও আমার লোক ইসরাইলকে
ভ্রান্ত করতো। ১৪ আর জেরুশালেমের নবীদের
মধ্যে সাংঘাতিক ব্যাপার দেখেছি; তারা জেনা
করে ও মিথ্যার পথে চলে এবং দুর্বৃত্তদের হাত
এমন বলবান করে যে, কেউ তার কুপথ থেকে
ফেরে না; তারা সকলে আমার কাছে সাদুমের
মত এবং সেখানকার নিবাসীরা আমুরার সমান
হয়েছে।
১৫ এজন্য বাহিনীগণের মাবুদ সেই নবীদের
বিষয়ে এই কথা বলেন, দেখ, আমি তাদেরকে
নাগদানা ভোজন করাব, বিষবৃক্ষের রস পান
করাব, কেননা জেরুশালেমের নবীদের থেকে
নাফরমানী উৎপন্ন হয়ে সমস্ত দেশ ছেয়ে

[২৩:৮] ইশা ১৪:১; ৪৩:৫-৬; ইয়ার ৩০:১০; আমোষ ৯:১৪-১৫।
[২৩:৯] আইউ ৪:১৪।
[২৩:১০] দ্বি:বি ২৮:২৩-২৪।
[২৩:১১] সফ ৩:৪।
[২৩:১২] দ্বি:বি ৩২:৩৫; আইউ ৩:২৩; ইয়ার ১৩:১৬।
[২৩:১৩] ১বাদশা ১৮:২২।
[২৩:১৪] পয়দা ১৮:২০; মথি ১১:২৪।
[২৩:১৫] ইয়ার ৮:১৪; ৯:১৫।
[২৩:১৬] মথি ৭:১৫।
[২৩:১৭] ১বাদশা ২২:৮; ইয়ার ৪:১০।

আমাদের ধার্মিকতা। যদিও সিদিকিয় তাঁর নামের অর্থ “মাবুদ আমার ধার্মিকতা” কথাটি অনুসারে জীবন ধারণ করতে পারেন নি, কিন্তু মসীহ্ তাঁর লোকদেরকে এই ধার্মিকতার দোয়া ও রহমত দান করতে সক্ষম হবেন (ইহি ৩৪:২৫-৩১ আয়াত দেখুন) যা আসে একমাত্র ন্যায় বিচার ও ধার্মিকতার কাজ করেন এমন বাদশাহ্‌র হাত থেকে (আয়াত ৫)।

২৩:৭-৮ এই অংশটি ১৬:১৪-১৫ আয়াত থেকে প্রায় সরাসরি উদ্ধৃত করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

২৩:৯-৪০ ভণ্ড নবীদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে (দেখুন ২:৮; ৪:৯; ৫:৩০-৩১; ৬:১৩-১৫; ৮:১০-১২; ১৪:১৩-১৫; ১৮:১৮-২৩; ২৬:৮, ১১, ১৬; ২৭-২৮; ইশা ২৮:৭-১৩; ইহি ১৩; মিকাহ্ ৩:৫-১২ আয়াত)।

২৩:৯ নবীদের বিষয়। এই ভঙ্গিতে ৪৬:২; ৪৮:১; ৪৯:১, ৭, ২৩, ২৮ আয়াতেও শিরোনাম দেওয়া হয়েছে। *তাঁর পবিত্র কালাম।* ভণ্ড নবীদের নাপাক কথাবার্তার সাথে তুলনা করুন (আয়াত ১৬-১৮ দেখুন)।

২৩:১০ দেখুন ইশা ২৪:৪-৬ আয়াত। *জেনাকারীগণ।* দেখুন আয়াত ৫:৭-৮; ৯:২ ও নোট। *বদদোয়া।* মাবুদের নিয়ম লঙ্ঘনের কারণে ঘটেছে (১১:৩ আয়াত ও নোট দেখুন; ১১:৮ আয়াত দেখুন)। *শুকিয়ে গেছে ... মন্দ হয়েছে।* ১২:৪ আয়াত ও নোট দেখুন। অন্য দেবতাদের পূজা করার কারণে মাবুদ আল্লাহ্ ভূমিতে যে উর্বরতা দেন তা রহিত হয় (হোসিয়া ২:৫-৮, ২১-২২; আমোস ৪:৪-৯ আয়াত দেখুন)। *মরুভূমিস্থ চরাণিস্থান।* ৯:১০ আয়াত দেখুন। *লোকদের গমন-পথ মন্দ হয়েছে।* কারণ তাদের চলার পথ নিজেদের তৈরি, আল্লাহ্‌র নয় (আয়াত ৮:৬ দেখুন)।

২৩:১১ আমার গৃহেও আমি তাদের দুষ্কর্ম দেখেছি। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন ৩২:৩৪; ২ বাদশাহ্ ১৬:১০-১৪; ২১:৫; ইহি ৮:৫, ১০, ১৪, ১৬ আয়াত।

২৩:১২ তাদের পথ অন্ধকারময় পিচ্ছিল স্থানের মত হবে। জবুর ৩৫:৫-৬ আয়াত দেখুন; এর সাথে জবুর ৭৩:১৮ আয়াতও দেখুন।

২৩:১৩ বালের নামে ভবিষ্যদ্বাণী বলতো। ২:৮ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে ১ বাদশাহ্ ১৮:১৯-৪০ আয়াতও দেখুন।

২৩:১৪ তারা ... মিথ্যার পথে চলে। ১৪:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন; তুলনা করুন ১ ইউহোন্না ১:৬ আয়াত। *দুর্বৃত্তদের হাত এমন বলবান করে।* ইহি ১৩:২২ আয়াতে এই অংশের অন্তর্নিহিত হিব্রু শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে “উৎসাহিত করা”। *কেউ তার কুপথ থেকে ফেরে না।* ইহি ১৩:২২ আয়াত দেখুন। *সাদুমের মত ... আমুরার সমান।* ২০:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:১৫ আমি তাদেরকে ... বিষবৃক্ষের রস পান করাব। এই অংশটি প্রায় সরাসরি ৯:১৫ আয়াত থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। *নাফরমানী।* আয়াত ১১ দেখুন।

২৩:১৬ দর্শন। “প্রত্যাদেশ” বা “ভবিষ্যদ্বাণী” (১ শামু ৩:১; মেসাল ২৯:১৮; ইশা ১:১; ওবদিয়া ১ অধ্যায় ও নোট দেখুন)। *নিজ নিজ হৃদয়ের।* আয়াত ২৬; ১৪:১৪ দেখুন। ভণ্ড নবীরা এক বিকৃত সুসংবাদ তবলিগ করে (গালা ১:৬-৯ আয়াত দেখুন)।

২৩:১৭ তোমাদের শান্তি হবে। ভণ্ড নবীদের মুখে সব সময় এই কথা শোনা যায় (৬:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন; ৮:১১; ১৪:১৩ আয়াত ও নোট; তুলনা করুন ২৮:৮-৯ আয়াত)। *নিজ নিজ*

ফেলেছে।
১৬ বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন, ঐ যে
নবীরা তোমাদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী বলে, তাদের
কথা শুনো না, তারা তোমাদেরকে ভুলায়; তারা
নিজ নিজ হৃদয়ের দর্শন বলে, মাবুদের মুখে শুনে
বলে না। ১৭ যারা আমাকে অবজ্ঞা করে, তাদের
কাছে তারা অবিরত বলে, মাবুদ বলেছেন,
তোমাদের শান্তি হবে; এবং যারা নিজ নিজ
হৃদয়ের কঠিনতায় চলে, তাদের প্রত্যেক জনকে
বলে, অমঙ্গল তোমাদের কাছে আসবে না।
১৮ বাস্তবিক কে মাবুদের সভায় দাঁড়িয়ে দেখেছে
ও তাঁর কালাম শুনেছে? কে আমার কথায় কান
দিয়ে তা শুনতে পেয়েছে? ১৯ দেখ, মাবুদের
ঝটিকা, তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধ, হ্যাঁ, ঘূর্ণিবাতাস বয়ে
যাচ্ছে; তা দুষ্টদের মাথায় লাগবে। ২০ যে পর্যন্ত
মাবুদ তাঁর মনের অভিপ্রায় সফল ও সিদ্ধ না
করেন, সে পর্যন্ত তাঁর ক্রোধ ফিরবে না; তোমরা
শেষকালে তা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারবে।
২১ আমি সেই নবীদেরকে প্রেরণ করি নি, তারা
নিজেরা দৌড়েছে; আমি তাদেরকে বলি নি, তারা
নিজেরা ভবিষ্যদ্বাণী বলেছে। ২২ কিন্তু তারা যদি
আমার সভায় দাঁড়াত, তবে আমার লোকদেরকে
আমার কালাম শোনাত এবং তাদের কুপথ ও
তাদের নাফরমানী কাজ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে
রাখত।
২৩ মাবুদ বলেন, আমি কি কেবল কাছের
আল্লাহ্‌, দূরের কি আল্লাহ্‌ নই? ২৪ মাবুদ বলেন,
এমন গুপ্ত স্থানে কি কেউ লুকাতে পারে যে,
আমি তাকে দেখতে পাব না? আমি কি বেহেশত
ও দুনিয়ার সমস্ত স্থান জুড়ে থাকি না? মাবুদ এই
কথা বলেন। ২৫ নবীরা যা বলেছে, তা আমি
শুনেছি, তারা আমার নামে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী
বলে, যথা, আমি স্বপ্ন দেখেছি, স্বপ্ন দেখেছি।
২৬ যে নবীরা মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী বলে, যারা
নিজের অন্তঃকরণের কপটতার নবী, তাদের
অন্তঃকরণে তা কত কাল থাকবে? ২৭ তাদের
সঙ্কল্প এই, তাদের পূর্বপুরুষেরা বাল দেবতার
দরুন যেমন আমাকে ভুলে গিয়েছিল, তেমনি
তারা নিজ নিজ প্রতিবেশীর কাছে নিজ নিজ
স্বপ্নের বৃত্তান্ত কথন দ্বারা আমার লোকদেরকে
আমার নাম ভুলে যেতে দেবে। ২৮ যে নবী স্বপ্ন
দেখেছে, সে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলুক; এবং যে

[২৩:১৯] ইশা ৩০:৩০।
[২৩:২০] ২বাদশা ২৩:২৬।
[২৩:২১] ইয়ার ১৪:১৪; ২৭:১৫।
[২৩:২২] জাকা ১:৪।
[২৩:২৩] জবুর ১৩৯:১-১০।
[২৩:২৪] পয়দা ৩:৮; ১করি ৪:৫।
[২৩:২৫] দ্বি:বি ১৩:১।
[২৩:২৬] ১তীম ৪:১-২।
[২৩:২৭] দ্বি:বি ১৩:১-৩।
[২৩:২৮] ১শামু ৩:১৭।
[২৩:২৯] ১করি ৩:১৩।
[২৩:৩০] জবুর ৩৪:১৬।

হৃদয়ের কঠিনতায় চলে। ৩:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৩:১৮ মাবুদের সভা। আল্লাহ্‌র বেহেশতী রাজসভা ও তাঁর সভাসদবৃন্দ (আয়াত ২২; আইউব ১৫:৭-১০ ও নোট দেখুন; এর সাথে ১ বাদশাহ্‌ ২২:১৯-২২; আইউব ১:৬; ২:১; ২৯:৪ আয়াত ও নোট দেখুন; জবুর ৮৯:৯ দেখুন)। আমোস ৩:৭ আয়াতে সভা শব্দটিকে অনুবাদ করা হয়েছে "মন্ত্রণা"। বস্তুত আল্লাহ্‌ শুধুমাত্র তাঁর মনোনীত পরিচর্যাকারীদের কাছেই তাঁর গূঢ় মন্ত্রণা প্রকাশ করেন (আয়াত ২০ দেখুন)।

২৩:১৯-২০ এই অংশটি প্রায় সরাসরি ৩০:২৩-২৪ আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে।

২৩:১৯ ঝটিকা ... ঘূর্ণিবাতাস। আল্লাহ্‌র ক্রোধের একটি চিত্র।

২৩:২০ তোমরা শেষকালে তা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারবে। ভণ্ড নবীদের মত নয়, কারণে ৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনে বন্দীদশা শুরু হওয়ার পরও তারা তাদের শ্রোতাদের কাছে মিথ্যাচার করে যাচ্ছিল (২৯:২০-২৩ আয়াত দেখুন)।

২৩:২১ আমি সেই নবীদেরকে প্রেরণ করি নি। আয়াত ৩২; ২৯:৯ দেখুন; তুলনা করুন ১:৭; ইশা ৬:৭; ইহি ৩:৫। *আমি তাদেরকে বলি নি।* ২৯:২৩ আয়াত দেখুন।

২৩:২২ আমার সভা। ১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:২৩ আমি কি কেবল কাছের আল্লাহ্‌, দূরের কি আল্লাহ্‌ নই? আল্লাহ্‌ সময় বা দূরত্বের মাপকাঠিতে সীমাবদ্ধ নন; তিনি এক উঁচু ও পবিত্র স্থানে বাস করেন, কিন্তু যে কেউ অন্তরে নম্র তার অন্তরেও তিনি বাস করেন (ইশা ৫৭:১৫)।

২৩:২৪ লুকাতে পারে ... দেখতে পাব না? আইউব ২৬:৬; জবুর ১৩৯:৭-১২; আমোস ৯:২-৪ আয়াত দেখুন। *বেহেশত ও দুনিয়ার সমস্ত স্থান জুড়ে থাকি না?* ইশা ৬৬:১ আয়াত দেখুন।

২৩:২৫ মিথ্যা। ৫:১২ আয়াত দেখুন। *আমার নামে।* দ্বি.বি. ১৮:২০, ২২ আয়াত দেখুন। একজন প্রকৃত নবীর কাছে বেহেশতী প্রত্যাদেশ কোন বিশেষ নিয়ম মাফিক ঘটে না (২৭:৯; দ্বি.বি. ১৩:১-৩; ১ শামু ২৮:৬; জাকা ১০:২ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন শুমারী ১২:৬; যোয়েল ২:২৮ আয়াত)।

২৩:২৬ অন্তঃকরণ। জবুর ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *তাদের অন্তঃকরণে।* ১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:২৭ আমার নাম। মাবুদ আল্লাহ্‌র নাম ভুলে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে স্বয়ং মাবুদকে ভুলে যাওয়া (জবুর ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন)। *বাল দেবতার দরুন যেমন আমাকে ভুলে গিয়েছিল।* যখন এহুদার পূর্বপুরুষেরা আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়েছিল তখন তারা বাল দেবতার সেবা করতে শুরু করে (কাজী ৩:৭; ১ শামু ১২:৯-১০)। *ভুলে গিয়েছিল।* জবুর ৯:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৩:২৮-২৯ তিনটি প্রতীকী বস্তুর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র সত্য ও প্রকৃত কালামকে প্রকাশ করা হয়েছে (শস্য, আগুন, হাতুড়ি)।

২৩:২৮ শস্য ... খড়। এই দুটোর মধ্যে শস্যই কেবল খাদ্য ও পুষ্টি যোগাতে পারে (১৫:১৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৩:২৯ আগুনের মত। ২০:৯ আয়াতের নোট দেখুন। বেহেশতী কালামের আগুন প্রত্যেকটি মানুষের কাজকে পরীক্ষা করে (১ করি ৩:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন)। *হাতুড়ির মত।* একই ভাবে বেহেশতী কালাম তলোয়ার বা হাতুড়ির মতই কোন আপোষ না করে মানুষের অন্তঃকরণ পরীক্ষা করে (ইবরানী ৪:১২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২৩:৩০-৩২ আমি তাদের বিপক্ষ। তিনবার এই কথাটি বলার মধ্য দিয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রকাশ করা হয়েছে (২২:২৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৩:৩১ সেই সকল নবীর ... নিজ নিজ জিহ্বা ব্যবহার করে। ভণ্ড নবীরা নিজেরা মন গড়া ভবিষ্যদ্বাণী বলে তা আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ হিসেবে দাবী করে। এখানে ক্রিয়াপদটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু ভাষায় দিয়ে শুধুমাত্র এই স্থানেই আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে বোঝানো হয়েছে। পুরাতন নিয়মের অন্য যে

BACIB International Bible CHURCH

আমার কালাম পেয়েছে, সে সত্যরূপে আমার
কালামই বলুক। মাবুদ বলেন, শস্যের কাছে
খড়ের মূল্য কি? ২৯ মাবুদ বলেন, আমার কালাম
কি আগুনের মত নয়? তা কি হাতুড়ির মত নয়,
যা পাথর টুকরা টুকরা করে?
৩০ অতএব মাবুদ বলেন, দেখ, যেসব নবী
নিজ নিজ প্রতিবেশী থেকে আমার কালাম হরণ
করে, আমি তাদের বিপক্ষ। ৩১ মাবুদ বলেন,
দেখ, আমি সেই সকল নবীর বিপক্ষ, যারা নিজ
নিজ জিহ্বা ব্যবহার করে বলে, 'তিনিই বলেন।'
৩২ মাবুদ বলেন, দেখ, আমি তাদের বিপক্ষ, যারা
মিথ্যা স্বপ্নের ভবিষ্যদ্বাণী বলে ও তার বৃত্তান্ত
বলে, নিজেদের মিথ্যা কথা ও দাম্ভিকতা দ্বারা
আমার লোকদেরকে ভ্রান্ত করে; কিন্তু আমি
তাদেরকে পাঠাই নি, তাদেরকে হুকুম দেই নি;
তারা এই লোকদের কিছুমাত্র উপকারী হতে পারে
না, মাবুদ এই কথা বলেন।
৩৩ আর যে সময়ে এসব লোক কিংবা কোন
নবী বা ইমাম তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে, মাবুদের
দৈববাণী কি? তখন তুমি তাদেরকে বলবে,
তোমরাই প্রভুর ভার! মাবুদ বলেন, আমি
তোমাদেরকে দূর করে দেব। ৩৪ আর যে কোন
নবী, ইমাম বা সামান্য লোক বলবে, 'মাবুদের
দৈববাণী,' তাকে ও তার কুলকে আমি প্রতিফল
দেব। ৩৫ তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ
প্রতিবেশীকে ও আপন আপন ভাইকে এই কথা
বলবে, মাবুদ কি জবাব দিয়েছেন? ৩৬ আর,
মাবুদ কি বলেছেন? কিন্তু 'মাবুদের দৈববাণী,'
এই কথা আর উচ্চারণ করো না; কারণ
প্রত্যেকে নিজের কথাই তার পক্ষে দৈববাণী
হবে; কেননা তোমরা জীবন্ত আল্লাহ্‌র, আমাদের
আল্লাহ্ বাহিনীগণের মাবুদের কালাম বিপরীত
করেছ। ৩৭ তোমরা নবীকে বলো, মাবুদ
তোমাকে কি জবাব দিয়েছেন? আর, মাবুদ কি
বলেছেন? ৩৮ কিন্তু 'মাবুদের দৈববাণী,' এই কথা
যদি বল, তবে মাবুদ এই কথা বলেন, তোমরা
বলছো, 'মাবুদের দৈববাণী'; কিন্তু আমি
তোমাদের কাছে লোক প্রেরণ করে বলেছি,
'মাবুদের দৈববাণী' এই কথা বলো না।
৩৯ এজন্য দেখ, আমি তোমাদের একেবারে তুলে
নেব এবং তোমাদের ও তোমাদের
পূর্বপুরুষদেরকে যে নগর দিয়েছি, তাসুদ্ধ
তোমাদের আমার কাছ থেকে দূর করে দেব।
৪০ আর আমি এমন নিত্যস্থায়ী দুর্নাম ও
নিত্যস্থায়ী অপমান তোমাদের উপর আনব, যা
লোকে ভুলে যাবে না।

[২৩:৩২] আইউ ১৩:৪; ইহি ১৩:৩; ২২:২৮।
[২৩:৩৩] মালা ১:১।
[২৩:৩৪] মাতম ২:১৪।
[২৩:৩৫] ইয়ার ৩৩:৩; ৪২:৪।
[২৩:৩৬] গালা ১:৭-৮; ২পিতর ৩:১৬।
[২৩:৩৯] ইয়ার ৭:১৫।
[২৩:৪০] ইয়ার ২০:১১; ইহি ৫:১৪-১৫ ইয়ারমিয়া ২৪।
[২৪:১] ২বাদশা ২৪:১৬; ২খান্দান ৩৬:৯।
[২৪:২] সোলায় ২:১৩।
[২৪:৩] ইয়ার ১:১১; আমোষ ৮:২।
[২৪:৫] ইয়ার ২৯:৪, ২০।
[২৪:৬] দ্বি:বি ৩০:৩; ইয়ার ২৭:২২; ২৯:১০; ৩০:৩; ইহি ১১:১৭।

ডুমুর ফলের দৃষ্টান্ত

২৪ ১ ব্যাবিলনের বাদশাহ্ বখতে-নাসার
ইহিয়োয়াকীমের পুত্র এহুদার বাদশাহ্
যিকনিয়, এহুদার কর্মকর্তাদের, শিল্পকর ও
কর্মকারদেরকে জেরুশালেম থেকে ব্যাবিলনে
বন্দী করে নিয়ে যাবার পর মাবুদ আমাকে দর্শন
দিলেন; আর দেখ, মাবুদের বায়তুল-
মোকাদ্দসের সম্মুখে রয়েছে দুই ডালা ডুমুর
ফল। ২ তার মধ্যে একটি ডালায় প্রথমে পাকা
ডুমুর ফলের মত অতি উত্তম ফল ছিল, আর

কোন কিতাবের তুলনায় ইয়ারমিয়া কিতাবে আরও বেশি বার "মাবুদ বলেন" কথাটি বলা হয়েছে (১৭৫ বারের বেশি)।

২৩:৩২ আমি তাদেরকে পাঠাই নি। আয়াত ২১ ও নোট দেখুন।

২৩:৩৩ এই শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু প্রতিশব্দ দিয়ে "ভার" বোঝানো হতে পারে, যার অর্থ মাবুদের কাছ থেকে প্রাপ্ত গূঢ় কোন মন্ত্রণা বা বার্তা (উদাহরণস্বরূপ দেখুন নাহূম ১:১)।

২৩:৩৬ এই আয়াতের শেষে তিনটি বেহেশতী উপাধির মধ্য দিয়ে বক্তব্যটিকে আরও গুরুত্ববহ করা হয়েছে। *জীবন্ত আল্লাহ্।* ১০:১০; দ্বি.বি. ৫:২৬ আয়াত দেখুন।

২৩:৩৯ একেবারে তুলে নেব। এখানে ভুলে যাওয়া অর্থে বলা হয়েছে। ৩৩-৩৪, ৩৬, ৩৮ আয়াতে এই শব্দটির মধ্য দিয়ে নবী ইয়ারমিয়া মাবুদের বিচার বুঝিয়েছেন। *যে নগর দিয়েছি।* জেরুশালেম।

২৩:৪০ এই অংশটি ২০:১১ আয়াতের প্রতিফলন।

২৪:১-১০ আমোস ৮:১-৩ আয়াত দেখুন। এহুদার বাদশাহ্‌গণ (২১:১–২৩:৮) এবং ভণ্ড নবীদের (২৩:৯-৪০) ভর্ৎসনা করার পর নবী ইয়ারমিয়া এখন এহুদার লোকদের ভাল ও মন্দ দুই ভাগে বিভক্ত করার বিষয়টি ব্যাখ্যা করছেন (২৪:১-৩) এবং যারা ভাল তাদেরকে যে আল্লাহ্ রক্ষা করবেন (আয়াত ৪-৭) কিন্তু যারা মন্দ তাদেরকে ধ্বংস করবেন (আয়াত ৮-১০) সে কথা ব্যাখ্যা করছেন।

২৪:১ যিহোয়াকীমের পুত্র … এহুদার কর্মকর্তাদের … বন্দী করে নিয়ে যাবার পর। ৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। *শিল্পকর ও কর্মকারদেরকে।* দেখুন আয়াত ২৯:২; ২ বাদশাহ্ ২৪:১৪, ১৬ আয়াত। *শুধুমাত্র দরিদ্র ও দুর্বল লোকেরাই এহুদায় থেকে গিয়েছিল* (২ বাদশাহ্ ২৪:১৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ইয়ার ৩৯:১০ আয়াত)। *মাবুদ আমাকে দর্শন দিলেন।* নবীয়তী দর্শন সম্পর্কে বর্ণনা শুরু করার একটি সাধারণ ভাষা (আমোস ৭:১, ৪, ৭ দেখুন)। *ডুমুর।* ৮:১৩ আয়াতের নোট দেখুন। *সম্মুখে রয়েছে।* হিজ ২৯:৪২-৪৩ আয়াতে এই শব্দটির অর্থ করা হয়েছে " দেখা দেওয়া"। যেভাবে মাবুদ আল্লাহ্ আবাস তাঁবুর প্রবেশ স্থানে ইসরাইলীয়দেরকে দেখা দিতেন সেভাবে জেরুশালেম বায়তুল মোকাদ্দসের সামনে তিনি ডুমুর ফলকে (এখানে প্রতীকী অর্থে এহুদার লোকদেরকে) দেখা দেবেন।

২৪:২ প্রথমে পাকা … অতি উত্তম ফল। জুন মাসে প্রথম যে ডুমুরগুলো পাকে সেগুলো অত্যন্ত রসালো ও সুস্বাদু হয় (ইশা ২৮:৪; হোসিয়া ৯:১০; মিকাহ্ ৭:১; নাহূম ৩:১২ আয়াত দেখুন)।

২৪:৩ তুমি কি দেখছ? ১:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

২৪:৫-৬ ভাল ফলগুলোকে যেমন মালিকের জন্য বেছে বেছে তুলে রাখা হবে, তেমনি ৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের বন্দীদশার সময়ও যারা এহুদা সর্বোত্তম নেতৃবৃন্দ ও কারুশিল্পী ছিল (২ বাদশাহ্ ২৪:১৪-১৬) তাদেরকেই মাবুদ যত্ন নেবেন ও সুরক্ষা দেবেন (২৯:৪-১৪)।

একটি ডালায় অতি মন্দ ফল ছিল, এমন মন্দ যে
খাওয়া যায় না। [৩] তখন মাবুদ আমাকে বললেন,
ইয়ারমিয়া, তুমি কি দেখছ? আমি বললাম, ডুমুর
ফল; উত্তম ফল অতি উত্তম এবং মন্দ ফল অতি
মন্দ, এমন মন্দ যে খাওয়া যায় না।
[৪] পরে মাবুদের এই কালাম আমার কাছে
নাজেল হল, [৫] ইসরাইলের আল্লাহ্ মাবুদ এই
কথা বলেন, আমি এহুদার যে বন্দীদের এই স্থান
থেকে কল্‌দীয়দের দেশে পাঠিয়েছি, তাদের এই
উত্তম ডুমুর ফলের মত করে মঙ্গলার্থে তাদের
প্রতি দৃষ্টিপাত করবো। [৬] কারণ আমি মঙ্গলার্থে
তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখবো ও পুনর্বার তাদেরকে
এই দেশে আনবো; তাদেরকে গাঁথব, উৎপাটন
করবো না; রোপণ করবো, উন্মূলন করবো না।
[৭] আর আমিই যে মাবুদ, তা জানবার মন
তাদেরকে দেব; আর তারা আমার লোক হবে ও
আমি তাদের আল্লাহ্ হব; কেননা তারা
সর্বান্তঃকরণে আমার প্রতি ফিরে আসবে।
[৮] আর যে মন্দ ফল, এমন মন্দ যে তা খাওয়া
যায় না, তা যেমন, সত্যিই মাবুদ এই কথা
বলেন, তেমনি আমি এহুদার বাদশাহ্
সিদিকিয়কে তার কর্মকর্তাদেরকে ও

[২৪:৭] লেবীয় ২৬:১২; ইশা ৫১:১৬; জাকা ২:১১; ইব ৮:১০।
[২৪:৮] ইয়ার ৩২:৪-৫; ৩৮:১৮, ২৩; ৩৯:৫; ৪৪:৩০।
[২৪:৯] দ্বি:বি ২৮:২৫; ১বাদশা ৯:৭।
[২৪:১০] ইশা ৫১:১৯; ইয়ার ৯:১৬; প্রকা ৬:৮।
[২৪:১০] দ্বি:বি ২৮:২১ ইয়ারমিয়া ২৫।
[২৫:১] ২বাদশা ২৪:২।
[২৫:২] ইয়ার ১৮:১১।
[২৫:৩] ১খান্দান ৩:১৪।
[২৫:৪] ইয়ার ৬:১৭।
[২৫:৫] কাজী ৬:৮; ২খান্দান ৭:১৪; ৩০:৯।
[২৫:৬] হিজ ২০:৩; দ্বি:বি ৮:১৯।

জেরুশালেমের অবশিষ্ট লোকদেরকে– যারা এই
দেশে রয়েছে তাদের এবং যারা মিসর দেশে
বাস করছে তাদেরকে– তুলে দেব; [৯] আমি
অমঙ্গলার্থে তাদের দুনিয়ার সমস্ত রাজ্যে ভেসে
বেড়াবার জন্য তুলে দেব; এবং যেসব স্থানে
তাড়িয়ে দেব, সেসব স্থানে তাদেরকে উপহাস,
প্রবাদ, বিদ্রূপ ও বদদোয়ার পাত্র করবো।
[১০] আর আমি তাদের ও তাদের পূর্বপুরুষদের যে
দেশ দিয়েছি, সেখান থেকে তারা যে পর্যন্ত
নিঃশেষে উচ্ছিন্ন না হয়, সে পর্যন্ত তাদের মধ্যে
তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রেরণ করবো।

সত্তর বছরের নির্বাসন

২৫ [১] ইউসিয়ার পুত্র এহুদার বাদশাহ্
যিহোয়াকীমের চতুর্থ বছরে, অর্থাৎ
ব্যাবিলনের বাদশাহ্ বখতে-নাসারের প্রথম
বছরে, এহুদার সমস্ত লোকের বিষয়ে এই
কালাম ইয়ারমিয়ার কাছে নাজেল হল; [২] নবী
ইয়ারমিয়া এহুদার সমস্ত লোক ও জেরুশালেম-
নিবাসী সকলের কাছে তা তবলিগ করে বললেন,
[৩] আমোনের পুত্র এহুদার বাদশাহ্ ইউসিয়ার
ত্রয়োদশ বছর থেকে আজ পর্যন্ত, অর্থাৎ এই
তেইশ বছর কাল মাবুদের কালাম আমার কাছে
উপস্থিত হয়েছে এবং আমি তোমাদের তা
বলেছি, খুব ভোরে উঠে বলেছি, কিন্তু তোমরা

২৪:৬ আমি মঙ্গলার্থে তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখবো। এর সাথে আমোস ৯:৪ আয়াতের বিচারের কথার তুলনা করুন। *পুনর্বার তাদেরকে এই দেশে আনবো।* ৫৩৮/৫৩৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। *তাদেরকে গাঁথব ... উৎপাটন ... রোপণ ... উন্মূলন করবো না।* ১:১০ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৪:৭ *তা জানবার মন।* এই ওয়াদা সম্পর্কে আরও স্পষ্ট করে জানার জন্য ৩১:৩১-৩৪ আয়াত দেখুন। *আমার লোক ... আমি তাদের আল্লাহ্ হব।* নিয়মের সম্পর্কের এক চমৎকার বিবৃতি (৩১:৩৩; ৩২:৩৮; আরও দেখুন ৭:২৩ আয়াতের নোট; পয়দা ১৭:৭; জাকা ৮:৮)। *সর্বান্তঃকরণে আমার প্রতি ফিরে আসবে।* ২৯:১৩ আয়াত দেখুন।

২৪:৮ *মিসর দেশে বাস করছে।* সম্ভবত যাদেরকে যিহোয়াহসের সাথে ৬০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বন্দীদশায় পাঠানো হয়েছিল (২২:১০-১২ আয়াত ও নোট দেখুন; ২ বাদশাহ্ ২৩:৩১-৩৪) কিংবা ৬০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কার্কেমিশের যুদ্ধে ব্যাবিলনীয়দের কাছে মিসরীয়দের পরাজয়ের পর যারা মিসরে পালিয়ে গিয়েছিল, বা উভয়ই (৪৬:২ আয়াত দেখুন)।

২৪:৯ *সমুদয় রাজ্যে ভেসে বেড়াবার জন্য।* ৩৪:১৭ আয়াত দেখুন। *উপহাস ... বিদ্রূপ ও বদদোয়ার পাত্র।* দ্বি.বি. ২৮:৩৭ আয়াত দেখুন। *প্রবাদ।* ১ বাদশাহ্ ৯:৭; আইউব ১৭:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২৪:১০ *তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী।* ১৪:১২ আয়াতের নোট দেখুন। *যে পর্যন্ত নিঃশেষে উচ্ছিন্ন না হয়।* ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (৫২:৪-২৭ আয়াত দেখুন)।

২৫:১–২৯:৩২ এই অংশের অর্থাৎ ২৫-২৯ অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে জেরুশালেমের আসন্ন বিনাশ সাধন এবং ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনের বন্দীদশা (২৪:১০ আয়াতে আংশিক ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে)।

২৫:১-৩৮ শুধু যে এহুদার উপরে বেহেশতী বিচার নেমে আসবে তা নয়, সেই সাথে পার্শ্ববর্তী জাতিগুলোও এই বিচার ভোগ করবে (আয়াত ৯; ৪৬:১–৫১:৬৪ আয়াতের নোট দেখুন; ইশা ১৩:১–২৩:১৮; আমোস ১:৩–২:১৬; ৫:১৮; মিকাহ্ ১:২; সফনিয় ২:৪–৩:৮)।

২৫:১ যিহোয়াকীমের চতুর্থ বছরে ... বখতে-নাসারের প্রথম বছরে। এই সময়কাল দিয়ে ৬০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কথাই ইঙ্গিত করা হচ্ছে (দানি ১:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৫:৩ তেইশ বছর কাল। বাদশাহ্ ইউসিয়ার অধীনে ঊনিশ বছর এবং বাদশাহ্ যিহোয়াকীমের অধীনে চার বছর (আয়াত ১)। *ইউসিয়ার ত্রয়োদশ বছর।* ৬২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (কিংবা আরেকটু আগে ৬২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ); ১:২ আয়াত দেখুন। *খুব ভোরে উঠে বলেছি।* আয়াত ৪ দেখুন; এর সাথে ৭:১৩ আয়াতের নোট দেখুন। *তোমরা শোন নি।* নবী ইয়ারমিয়া তাঁর পরিচর্যা কাজের প্রায় অর্ধেক কাল কাটিয়ে ফেলেছেন এবং তাঁর নবী হিসেবে আহ্বান লাভের শুরুতেই এ বিষয়ে তাঁকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল যে, এহুদার লোকেরা তাঁর বিরোধিতা করবে ও তাঁর কথা শুনবে না (১:১৭-১৯ আয়াত দেখুন)।

২৫:৪ এই অংশটি ৭:২৫-২৬ আয়াত থেকে নেওয়া হয়েছে; এর সাথে ৩৫:১৫ আয়াত দেখুন। *তাঁর সমস্ত গোলাম নবীদেরকে।* ৭:২৫ আয়াতের নোট দেখুন।

২৫:৫ মাবুদ তোমাদের ... যে দেশ দিয়েছেন ... চিরকাল বাস করতে পারবে। এই অংশটিও ৭:৭ আয়াত থেকে নেওয়া হয়েছে; পয়দা ১৭:৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

BACIB International Bible CHURCH

শোন নি। ৪ আর মাবুদ তাঁর সমস্ত গোলাম নবীদেরকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন, খুব ভোরে উঠে পাঠিয়েছেন, কিন্তু তোমরা শোন নি, শুনবার জন্য কানও দেয় নি। ৫ তাঁরা বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কুপথ থেকে ও নিজ নিজ আচরণের নাফরমানী থেকে ফির, তাতে মাবুদ তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের যে দেশ দিয়েছেন, তোমরা সেখানে যুগে যুগে চিরকাল বাস করতে পারবে। ৬ আর অন্য দেবতাদের সেবা ও তাদের কাছে সেজ্‌দা করার জন্য তাদের পিছনে যেও না, নিজেদের হাতের তৈরি বস্তু দ্বারা আমাকে অসন্তুষ্ট করো না; তাতে আমি তোমাদের অমঙ্গল করবো না। ৭ কিন্তু, মাবুদ বলেন, তোমরা আমার কথা শোন নি, এভাবে নিজেদের হস্তকৃত বস্তু দ্বারা আমাকে অসন্তুষ্ট করে নিজেদের অমঙ্গল ঘটাচ্ছ।

৮ অতএব বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন, তোমরা আমার কালাম শোন নি, ৯ এজন্য দেখ, আমি হুকুম পাঠিয়ে উত্তর দিকস্থ সমস্ত গোষ্ঠীকে নিয়ে আসবো, মাবুদ বলেন, আমি আমার গোলাম ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ বখতে-নাসারকে আনবো ও তাদেরকে এই দেশের বিরুদ্ধে, এই স্থানের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে ও এর চারদিকের সব জাতির বিরুদ্ধে আনবো; এবং এদেরকে নিঃশেষে বিনষ্ট করবো এবং বিস্ময়ের ও বিদ্রূপের বিষয় ও চিরস্থায়ী উৎসন্ন স্থান করবো। ১০ আর এদের মধ্য থেকে আমোদের আওয়াজ ও আনন্দের আওয়াজ, বর, কন্যার কণ্ঠস্বর, যাঁতার আওয়াজ ও প্রদীপের আলো সংহার করবো। ১১ তাতে সমগ্র দেশটি উৎসন্ন স্থান ও বিস্ময়ের বিষয় হবে; এবং এই জাতিরা সত্তর বছর ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র গোলামী করবে।

১২ মাবুদ আরও বলেন, সত্তর বছর সম্পূর্ণ হলে আমি ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌কে ও সেই জাতিকে তাদের অপরাধের সমুচিত প্রতিফল দেব, কল্‌দীয়দের দেশকে চিরস্থায়ী ধ্বংস-স্থান করবো। ১৩ আর সেই দেশের বিরুদ্ধে আমি যা যা বলেছি, এই কিতাবে যা যা লেখা আছে, ইয়ারমিয়া সমস্ত জাতির বিরুদ্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী বলেছে, আমার সেসব কালাম ঐ দেশের প্রতি সফল করবো। ১৪ বস্তুত অনেক জাতি ও মহান বাদশাহ্‌রা তাদের দিয়ে গোলামী করাবে এবং আমি তাদের কাজ অনুসারে ও হাতের কাজ অনুসারে প্রতিফল তাদের দেব।

[২৫:৭] দ্বি:বি ৩২:২১। [২৫:৯] ইশা ১৩:৩-৫। [২৫:১০] আইউ ১৮:৫; মাতম ৫:১৫; প্রকা ১৮:২২-২৩। [২৫:১১] লেবীয় ২৬:৩১, ৩২। [২৫:১২] পয়দা ১০:১০; জবুর ১৩৭:৮। [২৫:১৩] ইশা ৩০:৮। [২৫:১৪] ইশা ১৪:৬। [২৫:১৫] ইশা ৫১:১৭; মাতম ৪:২১; প্রকা ১৪:১০। [২৫:১৬] জবুর ৬০:৩। [২৫:১৭] ইয়ার ১:১০; ২৭:৩।

২৫:৬ আমাকে অসন্তুষ্ট করো না। ৭:১৮; দ্বি.বি. ৩১:২৯ আয়াত দেখুন। *নিজেদের হাতের তৈরি বস্তু।* অর্থাৎ দেবতাদের মূর্তি (১:১৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৫:৭ নিজেদের অমঙ্গল ঘটাচ্ছ। ৭:৬ আয়াত দেখুন।

২৫:৯ উত্তর দিকস্থ সমস্ত গোষ্ঠী। ব্যাবিলন ও তার মিত্র পক্ষেরা (১:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। *আমার গোলাম ... বখতে-নাসার।* ২৭:৬; ৪৩:১০ আয়াত দেখুন। এখানে "এবাদতকারী" অর্থে গোলাম বলা হয় নি, বরং "মাধ্যম" বা "বিচারের হাতিয়ার" হিসেবে বলা হয়েছে, ঠিক যেভাবে ইশা ৪৪:২৮ আয়াতে পৌত্তলিক শাসক কাইরাস মাবুদের "পালক" এবং ইশা ৪৫:১ আয়াতে মাবুদের "অভিষিক্ত" নামে অভিহিত হয়েছিলেন। *এই দেশ।* এহুদা। *চতুর্দিকস্থিত এ সব জাতি।* ১৯-২৬ আয়াতে এই সব জাতির নাম বলা হয়েছে। এদেরকে নিঃশেষে বিনষ্ট করবো। ৫০:২১, ২৬; ৫১:৩; এর সাথে দ্বি.বি. ২:৩৪ আয়াতের নোট দেখুন। *বিস্ময়ের ও বিদ্রূপের বিষয়।* ১৮:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। *চিরস্থায়ী উৎসন্ন স্থান।* ৪৯:১৩; জবুর ৭৪:৩; ইশা ৫৮:১২ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৫:১১-১২ সত্তর বছর। এই পূর্ণ সংখ্যাটি দিয়ে (যেমনটা দেখা যায় জবুর ৯০:১০; ইশা ২৩:১৫ আয়াতে) ৬০৫ থেকে (আয়াত ১; দানি ১:১ আয়াতের নোট দেখুন) ৫৩৮/৫৩৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের সময়কাল বোঝায়, যা বন্দীদশা থেকে এহুদায় লোকদের ফিরে আসার কথা নির্দেশ করে (২ খান্দান ৩৬:২০-২৩; আরও দেখুন দানি ৯:১-২ আয়াতের নোট)। জাকা ১:১২ আয়াতে যে ৭০ বছরের কথা বলা হয়েছে তা ২৯:১০ ও এই আয়াতে উল্লিখিত ৭০ বছর নয়। সম্ভবত এখানে ৫৮৬ থেকে (যখন বাদশাহ্‌ সোলায়মান নির্মিত বায়তুল মোকাদ্দস ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল) ৫১৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কথা বোঝানো হয়েছে (যখন সরুব্বাবিলের নেতৃত্বে বায়তুল মোকাদ্দস পুনর্নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল)। জাকা ৭:৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৫:১১ সমগ্র দেশটি ... এই জাতিরা। ১৯-২৬ আয়াতে এহুদা ও অন্য জাতিগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে।

২৫:১২ বাদশাহ্‌কে ও সেই জাতিকে ... সমুচিত প্রতিফল দেব। ৫০:১৮ আয়াত দেখুন। ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মাদীয় ও পারসিকরা ব্যাবিলন দখল করে নেয় (ইয়ারমিয়ার ৭০ বছর শেষ হওয়ার ঠিক আগে; ১১-১২ আয়াতের নোট দেখুন)। *তাদের অপরাধের সমুচিত প্রতিফল।* ৫০:১১, ৩১-৩২; ৫১:৬, ৪৯, ৫৩, ৫৬; ইশা ১৩:১৯ আয়াত দেখুন। *চিরস্থায়ী ধ্বংসস্থান।* ৫০:১২-১৩; ৫১:২৬; এর সাথে ইশা ১৩:২০ আয়াতের নোট দেখুন।

২৫:১৩ কিতাব। এই কথাটির পরে সেপ্টুয়াজিন্ট সংস্করণে (ঈসায়ী ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ সংস্করণ) ৪৬-৫১ অধ্যায়ে পাওয়া উপকরণ কিছুটা পুনর্বিন্যাস করে সংযোজন করা হয়েছে।

২৫:১৪ অনেক জাতি। মাদীয়, পারস্য ও তাদের মিত্র পক্ষেরা। *মহান বাদশাহ্‌রা।* কাইরাস ও তাঁর সহযোগীরা। *কাজ অনুসারে ... প্রতিফল তাদের দেব।* দেখুন ৫০:২৯; ৫১:২৪; মেসাল ২৬:২৭ আয়াত ও নোট।

২৫:১৫ ক্রোধরূপ আঙ্গুর-রসের পানপাত্র। বেহেশতী বিচারের প্রতীক, বিশেষত দুষ্ট জাতিদের প্রতি (ইশা ৫১:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে ইয়ার ৫১:৭; প্রকা ১৮:৬ আয়াত দেখুন)। *যে সমস্ত জাতির কাছে আমি তোমাকে পাঠাই।* ১:৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৫:১৬ তার দরুন পাগল হয়ে যাবে। ১৩:১২-১৪ আয়াত ও নোট দেখুন; প্রকা ১৪:৮ দেখুন। *যে তলোয়ার আমি পাঠাব।* অতিরিক্ত মদ্য পানের জন্য যেমন মানুষ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, তেমনি তলোয়ারের আঘাতে তারা পতিত হবে এবং আর কখনো উঠবে না (আয়াত ২৭)।

২৫:১৭ জাতিগণের বিরুদ্ধে নবী ইয়ারমিয়া কর্তৃক বেহেশতী

আল্লাহ্‌র ক্রোধের পানপাত্র

[15] বাস্তবিক মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌,
আমাকে এই কথা বললেন, তুমি আমার হাত
থেকে এই ক্রোধরূপ আঙ্গুর-রসের পানপাত্র গ্রহণ
কর এবং যে সমস্ত জাতির কাছে আমি তোমাকে
পাঠাই, তাদেরকে তা পান করাও। [16] তারা পান
করবে, মাতাল হবে এবং তাদের মধ্যে যে
তলোয়ার আমি পাঠাব, তার দরুন পাগল হয়ে
যাবে। তোমরা আমার কালাম শোন নি, [17] তখন
আমি মাবুদের হাত থেকে সেই পানপাত্র গ্রহণ
করলাম এবং মাবুদ যে সমস্ত জাতির কাছে
আমাকে পাঠালেন, তাদেরকে পান করালাম।
[18] যাদেরকে পান করালাম তারা এই–
জেরুশালেম ও এহুদার নগরগুলোকে এবং তার
বাদশাহ্‌দের ও কর্মকর্তাদেরকে– যেন তারা
উৎসন্ন স্থান এবং বিস্ময়ের, বিদ্রূপের ও
বদদোয়ার বিষয় হয়; [19] যেমন আজ হচ্ছে–
মিসরের বাদশাহ্‌ ফেরাউন, তার গোলামেরা, তার

[২৫:১৮] আইউ ১২:১৯।
[২৫:১৯] ২বাদশা ১৮:২১।
[২৫:২০] পয়দা ১০:২৩।
[২৫:২১] দ্বি:বি ২৩:৬।
[২৫:২২] ইউসা ১৯:২৯।
[২৫:২৩] পয়দা ২৫:৩।
[২৫:২৪] ২খান্দান ৯:১৪।
[২৫:২৫] পয়দা ২৫:২।
[২৫:২৬] ইশা ২৩:১৭।
[২৫:২৮] ইশা ৫১:২৩।
[২৫:২৯] ২শামু ৫:৭; ইশা ১০:১২;

কর্মকর্তারা ও তার সমস্ত লোক; [20] এবং সমস্ত
মিশ্রিত জাতি, ঊষ দেশের সমস্ত বাদশাহ্‌ ও
ফিলিস্তিনীদের দেশের সমস্ত বাদশাহ্‌,
[21] অস্কিলোন, গাজা, ইক্রোণ ও অস্‌দোদের
অবশিষ্টাংশ; [22] ইদোম, মোয়াব ও অম্মোনীয়রা;
এবং টায়ারের সমস্ত বাদশাহ্‌, সিডনের সমস্ত
বাদশাহ্‌ ও সমুদ্রপারস্থ উপকূলের বাদশাহ্‌রা,
[23] দদান, টেমা, বূষ ও কপালের পার্শ্বদ্বয়ের চুল
ছোট করে কাটা সমস্ত লোক, [24] এবং আরবের
সমস্ত বাদশাহ্‌ ও মরুভূমিবাসী মিশ্রিত জাতিদের
সমস্ত বাদশাহ্‌; [25] এবং সিম্রীর সমস্ত বাদশাহ্‌,
এলমের সমস্ত বাদশাহ্‌ ও মাদীয়দের সমস্ত
বাদশাহ্‌; [26] এবং উত্তর দিকের কাছে ও দূরের
সমস্ত বাদশাহ্‌, নির্বিশেষে এই সকলে; ভূতলে
যত রয়েছে, দুনিয়ার সেসব রাজ্য; আর এদের
পরে শেশকের বাদশাহ্‌ পান করবে।
[27] আর তুমি তাদেরকে এই কথা বলবে,
বাহিনীগণের মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌ এই

বিচার ঘোষণার একটি প্রতীকী বিবৃতি।

২৫:১৮ জেরুশালেম ও এহুদার নগরগুলোকে। আল্লাহ্‌র নিজ লোকদেরকেই প্রথমে বিচার করা হবে (আয়াত ২৯ দেখুন; এর সাথে ইহি ৯:৬; ১ পিতর ৪:১৭ আয়াত দেখুন)। *তার বাদশাহ্‌দেরকে।* ১৭:২০ আয়াতের নোট দেখুন। উৎসন্ন স্থান এবং বিস্ময়ের, বিদ্রূপের ও বদদোয়ার বিষয়। আয়াত ৯, ১১; ১৮:১৬; ১৯:৮ আয়াত দেখুন।

২৫:১৯-২৬ জাতিগণের নামের তালিকা এখানে শুরু হয়েছে মিসরকে দিয়ে এবং শেষ করা হয়েছে ব্যাবিলনকে দিয়ে, যেমনটা ৪৬-৫১ অধ্যায়ে দেখা যায়; কিন্তু দামেস্ক (৪৯:২৩-২৭ আয়াত দেখুন) বাদ পড়ে গেছে এবং আরও কয়েকটি স্থানের নাম যুক্ত হয়েছে।

২৫:১৯ মিসর। ৪৬:২-২৮ আয়াত দেখুন।

২৫:২০ সমস্ত মিশ্রিত জাতি। আয়াত ২৪; নহিমিয়া ১৩:৩ আয়াত দেখুন। *ঊষ।* আইউব ১:১ আয়াতের নোট দেখুন। **ফিলিস্তিনী।** অধ্যায় ৪৭ দেখুন; এর সাথে পয়দা ১০:১৪ আয়াতের নোটও দেখুন। *অস্কিলোন, গাজা, ইক্রোণ।* কাজী ১:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

অস্‌দোদের অবশিষ্টাংশ। গ্রীক ইতিহাসবেত্তা হেরোডটাসের মত অনুসারে (২.১৫৭) মিসরের ফেরাউন প্রথম সাম্মেটিকাস (খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ৬৬৪-৬১০) দীর্ঘ দিন দখলে রাখার পর অস্‌দোদ ধ্বংস করেন। তবে হযরত নহিমিয়ার সময়ে সেখানে আবারও বসতি স্থাপিত হয় (নহি ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন)। ফিলিস্তিনীদের পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ নগর ছিল গাৎ (ইউসা ১৩:৩ আয়াত দেখুন)। যদিও তা আগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত নগরী ছিল (উদাহরণ স্বরূপ দেখুন ১ শামু ২১:১০-১২ আয়াত) কিন্তু তা ধ্বংস করে ফেলা হয় এবং তারপর তা আর পুনর্নির্মাণ করা হয় নি (পরবর্তী সময়ে অন্য চারটি নগরের সাথে আর এর নাম উল্লেখ করা হয় নি; দেখুন আমোস ১:৬-৮; সফ ২:৪; জাকা ৯:৫-৬ আয়াত)।

২৫:২১-২২ দেখুন আয়াত ২৭:৩-৫।

২৫:২১ ইদোম। ৪৯:৭-২২ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন পয়দা ৩৬:১ আয়াতের নোট। *মোয়াব ও অম্মোনীয়রা।* ৪৮:১–৪৯:৬ আয়াত দেখুন; এর সাথে পয়দা ১৯:৩৬-৩৮ আয়াতের নোট দেখুন।

২৫:২২ টায়ার ... সিডন। ৪৭:৪ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন ইশা ২৩:১-২, ৪, ১২ আয়াতের নোট। *সমুদ্রপারস্থ উপকূল।* ভূমধ্য সাগরীয় দ্বীপসমূহ এবং উপকূলীয় সমস্ত এলাকা, যার কোন কোনটি ফিনিশীয় উপনিবেশ ছিল (ইহি ২৭:১৫; দানি ১১:১৮ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২৫:২৩ দদান। ৪৯:৮ আয়াত দেখুন; এর সাথে ইশা ২১:১৩; ইহি ২৫:১৩ আয়াতের নোট দেখুন। *টেমা।* ইশা ২১:১৪ আয়াতের নোট দেখুন। *বূষ।* পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি মরু অঞ্চল। কপালের পার্শ্বদ্বয়ের চুল ছোট করে কাটা সমস্ত লোক। ৯:২৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২৫:২৪ আরব। ৪৯:২৮-৩৩ আয়াত দেখুন। *মরুভূমিবাসী মিশ্রিত জাতি।* আয়াত ২০ দেখুন; নহি ১৩:৩। এই শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দ দিয়েই "আরব" ও "পরজাতীয়" বোঝানো হয়ে থাকে।

২৫:২৫ সিম্রী। এই একই নামের ইসরাইলীয় একজন বাদশাহ্‌ রয়েছেন, কিন্তু ইনি সেই বাদশাহ্‌ নন। এই সিম্রী নামটি সম্ভবত সিমরান থেকে এসেছে, যাকে কটূরা হযরত ইব্রাহিমের ঔরসে জন্ম দিয়েছিল (পয়দা ২৫:১-২ আয়াত দেখুন)। সে কারণে সিম্রী অঞ্চলটি সম্ভবত তার নামে নামকরণ করা হয়েছে। *এলম।* ৪৯:৩৪-৩৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে পয়দা ১০:২২ আয়াতের নোট দেখুন। *মাদীয়।* পরবর্তীতে তারা পারসিক বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে ব্যাবিলন জয় করে (৫১:১১, ২৮ আয়াত দেখুন; এর সাথে ইশা ১৩:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৫:২৬ এদের পরে ... পান করবে। মাবুদের বিচারের প্রতিনিধিরা নিজেরাও এই বিচার বহির্ভূত নয় (৫১:৪৮-৪৯ আয়াত দেখুন)।

২৫:২৭ তলোয়ারের দরুন পড়ে যাও। ১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২৫:২৯ প্রথমতঃ। ১৮ আয়াতের নোট দেখুন। *আমার নাম যার উপরে কীর্তিত হয়েছে।* জেরুশালেম নগরী (৭:১০ আয়াতের নোট দেখুন)। *তলোয়ার।* ১২:১২ আয়াতের নোট দেখুন।

BACIB International Bible CHURCH

কথা বলেন, তোমরা পান করে মাতাল হয়ে বমি
কর এবং তোমাদের মধ্যে আমার প্রেরিত
তলোয়ারের দরুন পড়ে যাও, আর উঠো না।
২৮ আর যদি তারা তোমার হাত থেকে পান
করার জন্য পাত্রটি গ্রহণ করতে অসম্মত হয়,
তবে তাদের বলবে, বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা
বলেন, তোমাদের অবশ্যই তা পান করতে হবে।
২৯ কেননা দেখ, আমার নাম যার উপরে কীর্তিত
হয়েছে, আমি প্রথমত সেই নগরের অমঙ্গল করি;
আর তোমরা কি নিতান্তই অদণ্ডিত থাকবে?
তোমরা অদণ্ডিত থাকবে না; কারণ আমি দুনিয়া-
নিবাসীমাত্রের বিরুদ্ধে তলোয়ার আহ্বান করবো,
এই কথা বাহিনীগণের মাবুদ বলেন।
৩০ অতএব তুমি তাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী
হিসেবে এ সব কথা তবলিগ কর, তাদেরকে বল,
মাবুদ ঊর্ধ্বলোক থেকে হুঙ্কার করবেন, তাঁর
পবিত্র বাসস্থান থেকে তাঁর স্বর শোনাবেন; তিনি
তাঁর বাথানের বিরুদ্ধে ভারী হুঙ্কার করবেন; তিনি
দুনিয়া-নিবাসীমাত্রের বিরুদ্ধে আঙ্গুর মাড়াইকারীর
মত সিংহনাদ করবেন। ৩১ দুনিয়ার প্রান্ত পর্যন্ত
শোরগোল প্রতিধ্বনিত হবে, কেননা জাতিদের
সঙ্গে মাবুদের ঝগড়া আছে; তিনি সমস্ত মানুষের
বিচার করবেন; যারা দুষ্ট, তাদেরকে তিনি
তলোয়ারের হাতে তুলে দেবেন, মাবুদ এই কথা
বলেন।
৩২ বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ,
এক জাতির পরে অন্য জাতির প্রতি অমঙ্গল
উপস্থিত হবে এবং দুনিয়ার প্রান্ত থেকে প্রচণ্ড
ঘূর্ণিবায়ু উঠবে।

ইয়ার ১৩:১২-১৪; ৩৯:১।
[২৫:৩০] ইশা ১৬:১০; ৪২:১৩।
[২৫:৩১] ১শামু ১২:৭; ইয়ার ২:৩৫; ইহি ৩৬:৫।
[২৫:৩২] ইশা ৩০:২৫।
[২৫:৩৩] ইশা ৬৬:১৬; ইহি ৩৯:১৭-২০।
[২৫:৩৪] ইয়ার ২:৮; জাকা ১০:৩।
[২৫:৩৪] ইয়ার ৬:২৬।
[২৫:৩৫] আইউ ১১:২০।
[২৫:৩৬] জাকা ১১:৩।
[২৫:৩৮] হিজ ১৫:৭; ইয়ার ৪:২৬
ইয়ারমিয়া ২৬।
[২৬:১] ২বাদশা ২৩:৩৬।
[২৬:২] মথি ২৮:২০; প্রেরিত ২০:২৭।
[২৬:৩] দ্বি:বি ৩০:২।
[২৬:৪] লেবীয় ২৬:১৪।
[২৬:৫] মেসাল ১:২৪; ইশা ৬৫:১২; ইয়ার ২৫:৪;

৩৩ সেসময় মাবুদ কর্তৃক নিহত লোকগুলো
দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে দুনিয়ার অন্য প্রান্ত
পর্যন্ত দেখা যাবে; কেউ তাদের জন্য মাতম
করবে না এবং তাদেরকে সংগ্রহ করা কি কবর
দেওয়া যাবে না, তারা ভূমির উপরে সারের মত
পড়ে থাকবে। ৩৪ ভেড়ার রাখালেরা, তোমরা
হাহাকার ও কান্নাকাটি কর; ভেড়া পালের
নেতৃবর্গ, তোমরা ধূলিতে লুণ্ঠিত হও, কেননা
তোমাদের হত্যার ও ছিন্নভিন্ন হবার সময় এসে
পড়েছে; আর তোমরা সুন্দর একটি পাত্রের মত
পড়ে গিয়ে চুরমার হবে। ৩৫ ভেড়ার রাখালদের
পলায়ন-স্থান কিংবা ভেড়ার আগে গমনকারীদের
উত্তরণ-স্থান থাকবে না। ৩৬ ভেড়ার রাখালদের
ক্রন্দনের আওয়াজ ও ভেড়ার আগে
গমনকারীদের হাহাকার শোনা যাচ্ছে, কেননা
মাবুদ তাদের চরাণি-স্থান উচ্ছিন্ন করছেন।
৩৭ আর মাবুদের জ্বলন্ত ক্রোধের দরুন শান্তিযুক্ত
বাথানগুলো বিনষ্ট হচ্ছে। ৩৮ যুবসিংহ যেন তার
গহ্বর ছেড়ে এসেছে; বস্তুত উৎপীড়ক
তলোয়ারের রোষ ও তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধের দরুন
তাদের দেশ বিস্ময়ের স্থান হল।

হযরত ইয়ারমিয়াকে মৃত্যুর ভয় দেখানো

২৬ ১ ইউসিয়ার পুত্র এহুদার বাদশাহ্‌
যিহোয়াকীমের রাজত্বের আরম্ভে এই
কালাম মাবুদের কাছ থেকে নাজেল হল, ২ যথা,
মাবুদ এই কথা বলেন, তুমি মাবুদের গৃহের
প্রাঙ্গণে দাঁড়াও এবং মাবুদের গৃহে সেজ্‌দা করার
জন্য আগত এহুদার সমস্ত নগরবাসীদের যেসব

২৫:৩০ তাঁর স্বর শোনাবেন ... হুঙ্কার করবেন। যোয়েল ৩:১৬; আমোস ১:২ আয়াতের প্রতিফলন (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে হোসিয়া ১১:১০; আমোস ৩:৮ আয়াত দেখুন)। *তাঁর পবিত্র বাসস্থান।* এহুদা। আঙ্গুর মাড়াইকারীর মত সিংহনাদ করবেন। ইশা ৯:৩; ১৬:৯-১০; ৬৩:৩ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে ইশা ১৬:১০ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৫:৩১ শোরগোল। যুদ্ধের আওয়াজ (আমোস ২:২)। *জাতিদের সঙ্গে মাবুদের ঝগড়া আছে ... বিচার করবেন।* ২:৯ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ২:৩৫; ১২:১ আয়াত দেখুন।

২৫:৩২ দুনিয়ার প্রান্ত থেকে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু উঠবে। আল্লাহ্‌র ক্রোধ (২৩:১৯ আয়াত দেখুন), যা ব্যাবিলনের আক্রমণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে (ইশা ৪১:২৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৫:৩৩ কেউ তাদের জন্য মাতম করবে না ... ভূমির উপরে সারের মত পড়ে থাকবে। ৮:২ আয়াত থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন); ১৬:৪।

২৫:৩৪-৩৬ রাখালেরা ... ভেড়া পালের নেতৃবর্গ। ২:৮ আয়াত ও নোট দেখুন; ১০:২১; ২২:২২; ইহি ৩৪:২ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৫:৩৪ ধূলিতে লুণ্ঠিত হও। কিংবা "ভস্মে লুণ্ঠিত হও" (৬:২৬ আয়াত দেখুন)। *তোমাদের ... সময় এসে পড়েছে।* মাতম ৪:১৮ আয়াত দেখুন। *সুন্দর একটি পাত্রের মত পড়ে গিয়ে চুরমার হবে।* এর সাথে ২২:২৮ আয়াতে যিহোয়াখীনের বর্ণনা পড়ুন।

২৫:৩৬ তাদের চরাণি-স্থান। এহুদার সমস্ত ভূখণ্ড।

২৬:১-২৪ নবী ইয়ারমিয়া কর্তৃক ৭ অধ্যায়ে উল্লিখিত এবাদতখানায় প্রদত্ত বাণীর সারাংশ (আয়াত ২-৬) ও এর ফলাফল (আয়াত ৭-২৪; ৭:১–১০:২৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৬:১ রাজত্বের আরম্ভে। ২৭:১ আয়াত দেখুন। এখানে সম্ভবত বাদশাহ্‌ যিহোয়াকীমের প্রথম বছর বলতে ৬০৯-৬০৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বোঝানো হয়েছে।

২৬:২ মাবুদের গৃহের প্রাঙ্গণে। সম্ভবত নতুন দ্বারের কাছে (আয়াত ১০ দেখুন; এর সাথে ৭:২ আয়াতের নোট দেখুন)। *সেজ্‌দা করার জন্য আগত।* ৭:২ আয়াত ও নোট দেখুন। *একটা কথাও চেপে রেখো না।* দ্বি.বি. ৪:২ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৬:৩ দেখুন আয়াত ৭:৩, ৫-৭। *কুপথ থেকে ফিরবে।* আয়াত ১৩, ১৯ দেখুন এর সাথে ৪:২৮; ১৮:৭-১০ আয়াতের নোট দেখুন।

২৬:৪ তোমরা যদি আমার কথা না শোন। আয়াত ৫; ৭:১৩ আয়াত দেখুন। *আমি তোমাদের সম্মুখে যে শরীয়ত দিয়েছি।* ৭:৬, ৯ আয়াতের নোট দেখুন।

২৬:৫ দেখুন আয়াত ৭:১৩, ২৫-২৬। *আমার গোলাম সেই নবীদের কালাম।* ৭:২৫ আয়াতের নোট দেখুন। *খুব ভোরে উঠে পাঠালেও।* ৭:১৩ আয়াত দেখুন।

কথা বলতে আমি তোমাকে হুকুম করি, সেসব
তাদেরকে বল, একটা কথাও চেপে রেখো না।
৩ হয় তো তারা শুনবে ও প্রত্যেকে নিজ নিজ
কুপথ থেকে ফিরবে; তা হলে তাদের আচরণের
নাফরমানীর জন্য আমি তাদের যে অমঙ্গল করতে
মনস্থ করেছি, তা থেকে ক্ষান্ত হবো। ৪ তুমি
তাদের বলবে, মাবুদ এই কথা বলেন, তোমরা
যদি আমার কথা না শোন; আমি তোমাদের
সম্মুখে যে শরীয়ত দিয়েছি, সেই পথে না চল;
৫ আমি তোমাদের কাছে যাদেরকে পাঠিয়ে
আসছি, কিন্তু খুব ভোরে উঠে পাঠালেও যাদের
কথা তোমরা শোন নি, আমার গোলাম সেই
নবীদের কালাম না শোন; ৬ তবে আমি এই গৃহ
শীলোর সমান করবো এবং এই নগর দুনিয়ার
জাতির কাছে বদদোয়ার বিষয় করবো।
৭ যখন ইয়ারমিয়া মাবুদের গৃহে এসব কথা
বললেন, তখন ইমামেরা, নবীরা ও সমস্ত লোক
তা শুনলো। ৮ আর ইয়ারমিয়া সমস্ত লোকের
কাছে মাবুদের হুকুমের সমস্ত কথা বলে শেষ
করলে পর ইমামেরা, নবীরা ও সমস্ত লোক লোক
তাঁকে ধরে বললো, তুমি মরবেই মরবে; ৯ তুমি
কেন মাবুদের নাম করে এই ভবিষ্যদ্বাণী বলেছ
যে, এই গৃহ শীলোর সমান হবে এবং নগর
উৎসন্ন, জনবসতিহীন হবে? আর সমস্ত লোক
মাবুদের গৃহে ইয়ারমিয়ার কাছে একত্র হল।

৪৪:৫।
[২৬:৬] ইউসা ১৮:১।
[২৬:৮] প্রেরিত ৬:১২; ২১:২৭।
[২৬:৮] নহি ৯:২৬।
[২৬:৯] লেবীয় ২৬:৩২।
[২৬:১০] পয়দা ২৩:১০।
[২৬:১১] মথি ২৬:৬৬; প্রেরিত ৬:১১।
[২৬:১২] ইশা ৬:৮; আমোষ ৭:১৫; প্রেরিত ৪:১৮-২০; ৫:২৯।
[২৬:১৩] যেয়েল ২:১২-১৪।
[২৬:১৪] ইউসা ৯:২৫; ইয়ার ৩৮:৫।
[২৬:১৫] দ্বি:বি ১৯:১০।
[২৬:১৬] প্রেরিত ২৩:৯।
[২৬:১৮] মীখা ১:১।

১০ তখন এহুদার কর্মকর্তারা এই কথা শুনে
রাজপ্রাসাদ থেকে মাবুদের গৃহে উঠে আসলেন
এবং মাবুদের গৃহের নতুন দ্বারের প্রবেশ-স্থানে
বসলেন। ১১ পরে ইমাম ও নবীরা
কর্মকর্তাদেরকে ও সমস্ত লোককে বললো, এই
ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের যোগ্য, কেননা সে এই নগরের
বিপরীতে ভবিষ্যদ্বাণী বলেছে, তোমরা তো
নিজের কানে তা শুনেছ।
১২ তখন ইয়ারমিয়া সমস্ত কর্মকর্তা ও সমস্ত
লোককে বললেন, তোমরা যেসব কথা শুনলে,
এই গৃহ ও এই নগরের বিপরীতে এই সমস্ত
ভবিষ্যদ্বাণী বলতে মাবুদই আমাকে প্রেরণ
করেছেন। ১৩ অতএব এখন তোমরা নিজ নিজ
পথ ও কাজকর্ম বিশুদ্ধ কর, তোমাদের আল্লাহ্‌
মাবুদের কথায় মনযোগ দাও; তা হলে মাবুদ
তোমাদের বিরুদ্ধে যে অমঙ্গলের কথা বলেছেন,
তা করতে ক্ষান্ত হবেন। ১৪ আর আমি, দেখ,
আমি তোমাদের হস্তগত; তোমাদের দৃষ্টিতে যা
ভাল ও ন্যায্য, তা-ই আমার প্রতি কর।
১৫ কেবল নিশ্চয় জেনো, যদি তোমরা আমাকে
হত্যা কর, তবে নিজেদের উপরে, এই নগরের
উপরে ও এই স্থানের অধিবাসীদের উপরে
নির্দোষের রক্তপাতের অপরাধ বর্তাবে, কেননা
সত্যিই ঐ সমস্ত কথা তোমাদের কর্ণগোচরে
বলবার জন্য মাবুদ আমাকে তোমাদের কাছে

২৬:৬ আমি এই গৃহ শীলোর সমান করবো। আয়াত ৯ দেখুন; এর সাথে ৭:১২ আয়াতের নোট দেখুন। *এই নগর।* জেরুশালেম। *বদদোয়ার বিষয়।* ২৪:৯; ২৫:১৮ আয়াত দেখুন; এর সাথে জাকা ৮:১৩ আয়াত দেখুন।

২৬:৮ তুমি মরবেই মরবে। এ ধরনের ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মূসার শরীয়তের চূড়ান্ত লঙ্ঘনের শাস্তি বোঝায় (উদাহরণ স্বরূপ দেখুন হিজ ২১:১৫-১৭; লেবীয় ২৪:১৬-১৭, ২১; দ্বি.বি. ১৮:২০; এর সাথে তুলনা করুন ১ বাদশাহ্‌ ২১:১৩ আয়াত)।

২৬:৯ সমস্ত লোক ... একত্র হল। শত্রুতার মনোভাব নিয়ে (শুমারী ১৬:৩ আয়াত দেখুন)।

২৬:১০ এহুদার কর্মকর্তারা। যারা বায়তুল মোকাদ্দসের প্রাঙ্গণে যে কোন বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা রাখতেন। ইমাম ও ভণ্ড নবীদের জেরুশালেম ও বায়তুল মোকাদ্দস নিয়ে বিশেষ স্বার্থ ছিল, যে কারণে তারা মনে করেছিলেন জেরুশালেম নগরী ও মাবুদের এবাদতখানা ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করায় নবী ইয়ারমিয়াকে অবশ্যই মরতে হবে (আয়াত ৮-৯, ১১ দেখুন)। নবী ইয়ারমিয়ার আত্মপক্ষ সমর্থন শোনার পর (আয়াত ১২-১৫) কর্মকর্তারা অবশ্য তাঁর পক্ষেই রায় দেন (আয়াত ১৬)। জন সাধারণ সহজেই বিপথগামী হয় বলে প্রথমে তারা ইয়ারমিয়ার বিরোধিতা করেছিল (আয়াত ৮-৯) কিন্তু পরে তাঁকে সমর্থন করেছিল (আয়াত ১৬)। *নতুন দ্বার।* ৩৬:১০ আয়াত দেখুন; সম্ভবত এটিই বিন্‌ইয়ামীনের উচ্চ দ্বার (২০:২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২৬:১১ নবী ইয়ারমিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করার আগেই দুশমনেরা তাঁর বিচার করতে শুরু করেছিল (তুলনা করুন দ্বি.বি. ১৯:৬; ইউসা ২০:১-৯ আয়াত ও নোট)।

২৬:১২ মাবুদই আমাকে প্রেরণ করেছেন। এর সাথে তুলনা করুন ২৩:২১ আয়াত।

২৬:১৩ নিজ নিজ পথ ও কাজকর্ম বিশুদ্ধ কর। ৭:৩ আয়াত থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে (এর সাথে ১৮:১১; ৩৫:১৫ আয়াত দেখুন)। *বিশুদ্ধ কর।* আয়াত ৩, ১৯ দেখুন; এর সাথে ৪:২৮; ১৮:৭-১০ আয়াতের নোট দেখুন।

২৬:১৫ নির্দোষের রক্তপাত। আয়াত ৭:৬ ও নোট দেখুন; এর সাথে মথি ২৭:২৪-২৫; প্রেরিত ৫:২৮ দেখুন।

২৬:১৬ এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ১১; এছাড়া ১০ আয়াতের নোট দেখুন।

২৬:১৭ প্রাচীন। ১৯:১ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৬:১৮-১৯ প্রাচীনেরা এখানে নবী মিকাহ্‌র কথা বলছেন, যিনি কয়েক শতাব্দী আগে পরিচর্যা কাজ করে গেছেন (নবী ইশাইয়ার সাথে) এবং তিনি বাদশাহ্‌ হিষ্কিয়কে রাজি করেছিলেন যেন তিনি লোকদের ক্ষমা লাভের জন্য মুনাজাত করেন। মাবুদ আল্লাহ্‌ নবী ও বাদশাহ্‌র এই মুনাজাত শ্রবণ করেছিলেন এবং ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জেরুশালেম নগরী ও বায়তুল মোকাদ্দস শত্রুদের আক্রমণ থেকে বেঁচে যায় (ইশা ৩৭:৩৩-৩৭ আয়াত দেখুন)।

২৬:১৮ মোরেষ্টীয় মিকাহ্‌। মিকাহ্‌ কিতাবের ভূমিকা: রচয়িতা দেখুন। *সিয়োন ক্ষেতের মত কর্ষিত হবে ... কাঁথড়ার ঢিবি হয়ে যাবে।* এই অংশটি মিকাহ্‌ ৩:১২ আয়াত থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন) পুরাতন নিয়মের একমাত্র আয়াত যেখানে একজন নবী আরেকজন নবীকে উদ্ধৃত করেছেন এবং তাঁর পরিচয় সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।

প্রেরণ করেছেন।
১৬ তখন কর্মকর্তারা ও সমস্ত লোকেরা তাদের
ইমাম ও নবীদেরকে বললো, এই ব্যক্তি
প্রাণদণ্ডের যোগ্য নয়, কেননা ইনি আমাদের
আল্লাহ্ মাবুদের নামে আমাদের কাছে কথা
বলেছেন। ১৭ তখন দেশের প্রাচীনদের মধ্যে
কয়েকজন উঠে লোকদের সমস্ত সমাজকে
বললেন, ১৮ এহুদার বাদশাহ্ হিষ্কিয়ের সময়ে
মোরেষ্টীয় মিকাহ্ ভবিষ্যদ্বাণী বলতেন; তিনি
এহুদার সমস্ত লোককে বলেছিলেন, ‘বাহিনীগণের
মাবুদ এই কথা বলেন, সিয়োন ক্ষেতের মত
কর্ষিত হবে, জেরুশালেম কাঁথড়ার ঢিবি হয়ে
যাবে; এবং সেই গৃহের পর্বত বনস্থ উচ্চস্থলীর
সমান হবে।’ ১৯ বল দেখি, এহুদার বাদশাহ্
হিষ্কিয় ও সমস্ত এহুদা কি তাকে হত্যা
করেছিলেন? তিনি কি মাবুদকে ভয় করে মাবুদের
কাছে ফরিয়াদ জানালেন না? তা করাতে মাবুদ
তাঁদের বিরুদ্ধে যে অমঙ্গলের কথা বলেছিলেন,
তা থেকে ক্ষান্ত হলেন। আমরা তো নিজ নিজ

[২৬:১৯] ১খান্দান ৩:১৩; ২খান্দান ৩২:২৪-২৬; ইশা ৩৭:১৪-২০।
[২৬:২০] ইউসা ৯:১৭।
[২৬:২১] পয়দা ৩১:২১; মথি ১০:২৩।
[২৬:২৩] ইব ১১:৩৭।
[২৬:২৪] ২বাদশা ২২:১২ ইয়ারমিয়া ২৭।
[২৭:১] ২খান্দান ৩৬:১১।
[২৭:২] লেবীয় ২৬:১৩; ১বাদশা ২২:১১।
[২৭:৩] পয়দা ১০:১৫; ইয়ার ২৫:২২।

প্রাণের বিরুদ্ধে ভারী অমঙ্গল করছি।
২০ এছাড়া, আর এক জন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি
মাবুদের নামে ভবিষ্যদ্বাণী বলতেন, তিনি কিরিয়ৎ-
যিয়ারীমস্থ শমরিয়ের পুত্র উরিয়; তিনি
ইয়ারমিয়ার মত এই নগরেরর ও এই দেশের
বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বলেছিলেন। ২১ আর যখন
যিহোয়াকীম বাদশাহ্, তাঁর সমস্ত যুদ্ধবীর ও
সমস্ত নেতা সেই ব্যক্তির কথা শুনতে পেলেন,
তখন বাদশাহ্ তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করলেন,
কিন্তু উরিয় তা শুনে ভয় পেয়ে মিসরে পালিয়ে
গেলেন। ২২ তখন যিহোয়াকীম বাদশাহ্
অক্‌বোরের পুত্র ইল্‌নাথন এবং তার সঙ্গে অন্য
কয়েকজন লোককে মিসরে প্রেরণ করলেন;
২৩ আর তারা উরিয়কে মিসর থেকে এনে
যিহোয়াকীম বাদশাহ্‌র কাছে উপস্থিত করলো;
বাদশাহ্ তাঁকে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করে
সাধারণ লোকের কবরস্থানে তাঁর লাশ নিক্ষেপ
করলেন।
২৪ যা হোক, শাফনের পুত্র অহীকামের হাত

২৬:১৯ মাবুদের কাছে ফরিয়াদ জানালেন। জবুর ১১৯:৫৮ আয়াত দেখুন; এর সাথে হিজ ৩২:১১; ১ শামু ১৩:১২; ২ বাদশাহ্ ১৩:৪ আয়াত দেখুন। *ক্ষান্ত হলেন।* আয়াত ৩, ১৩ দেখুন; এর সাথে ৪:২৮; ১৮:৭-১০ আয়াতের নোট দেখুন।

২৬:২০-২৩ এই অংশে একটি তুলনাধর্মী বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে কিভাবে একজন উত্তম বাদশাহ্ হিষ্কিয় মাবুদের নবীর কথায় বিশ্বাস করলেন এবং দুষ্ট বাদশাহ্ যিহোয়াকীম মাবুদের নবীর সাথে কেমন আচরণ করলেন।

২৬:২০ উরিয়। পুরাতন নিয়মের আর কোন স্থান এই ব্যক্তির নাম দেখা যায় না, যদিও অনেকে মনে করেন যে, লাখীশ ফলকে তার নাম রয়েছে (৩৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৬:২১ সমস্ত যুদ্ধবীর ও সমস্ত নেতা। সম্ভবত রাজকীয় দেহরক্ষী বাহিনী। *উরিয় ... মিসরে পালিয়ে গেলেন।* তিনি এই কাজ করে বড় ভুল করেছিলেন, কারণ এতে করে তাঁকে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

২৬:২২ অক্‌বোরের পুত্র ইল্‌নাথন। বাদশাহ্ যিহোয়াকীমের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন (৩৬:১২ আয়াত দেখুন)। তিনি নবী ইয়ারমিয়ার কোন একটি ভবিষ্যদ্বাণী শুনে চমৎকৃত হয়েছিলেন (৩৬:১৬ আয়াত দেখুন) এবং তিনি নবীকে লুকিয়ে থাকতে সতর্ক করে দেন (৩৬:১৯)। ইল্‌নাথন নামে একজন ব্যক্তি (সম্ভবত এই একই ব্যক্তি) যিহোয়াকীমের শ্বশুর ছিলেন (২ বাদশাহ্ ২৪:৬, ৮ আয়াত দেখুন)। অক্‌বোর নামের একজন ব্যক্তি (সম্ভবত এই ইল্‌নাথনের পিতা) বাদশাহ্ ইউসিয়ার একজন কর্মকর্তা ছিলেন (২ বাদশাহ্ ২২:১২, ১৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে ২৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৬:২৩ উরিয়কে মিসর থেকে এনে। মিসরের ফেরাউন দ্বিতীয় নখো যিহোয়াকীমকে এহুদার উপরে পুতুল বাদশাহ্ হিসেবে নিযুক্ত করার পর এহুদার উপরে মিসরের বিশেষ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় (২ বাদশাহ্ ২৩:৩৪-৩৫ আয়াত দেখুন)। *যিহোয়াকীম ... তলোয়ার দ্বারা হত্যা করে।* বেহেশতী হস্তক্ষেপ না থাকলে নবী ইয়ারমিয়ারও একই পরিণতি ঘটতো (৩৬:২৬ আয়াত দেখুন)। *সাধারণ লোকের কবর-স্থানে।* ১৭:১৯ আয়াতের নোট দেখুন। সাধারণ লোকদেরকে জেরুশালেমের পূর্ব দিকে কিদ্রোণ উপত্যকায় কবর দেওয়া হত (২ বাদশাহ্ ২৩:৬ আয়াত দেখুন)।

২৬:২৪ শাফনের পুত্র অহীকাম। বাদশাহ্ ইউসিয়ার কর্মকর্তাদের একজন (২ বাদশাহ্ ২২:১২, ১৪ আয়াত), যিনি সম্ভবত ২২ আয়াতের এল্‌নাথনের পিতা অক্‌বোরের সহকর্মী ছিলেন (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। অহীকাম ছিলেন গদলিয়েরও পিতা, যিনি ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জেরুশালেম নগরী ধ্বংস হওয়ার পর এহুদার শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হন (৪০:৫) এবং যিনি ইয়ারমিয়ার সাথে শত্রুতা তৈরি করেন (৩৯:১৪ আয়াত দেখুন)। *ইয়ারমিয়ার সপক্ষ থাকায়।* যিহোয়াকীমের রাজ দরবারে অহীকামের উচ্চ পদে অবস্থান নিঃসন্দেহে নবী ইয়ারমিয়ার জীবন বাঁচাতে সাহায্য করেছিল।

২৭:১–২৯:৩২ ভণ্ড নবীদের শিক্ষার বিপক্ষে নবী ইয়ারমিয়ার প্রতিক্রিয়া, যিনি এই দাবী করছিলেন যে, ব্যাবিলনের ধ্বংস খুব সন্নিকট এবং বখতে-নাসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা তাই একান্তই অনুচিত।

২৭:১-২২ নবী ইয়ারমিয়া জাতিগণকে (আয়াত ৩-১১), বাদশাহ্ সিদিকিয় (আয়াত ১২-১৫) এবং এহুদার ইমাম ও লোকদেরকে বলছেন (আয়াত ১৬-২২) যেন তারা ব্যাবিলনের জোয়ালির কাছে আত্মসমর্পণ করে।

২৭:১ সিদিকিয়ের রাজত্বের আরম্ভে। ২৬:১ আয়াতের নোট দেখুন। এই ক্ষেত্রে অবশ্য সিদিকিয়ের রাজত্বের চতুর্থ বছর পর্যন্ত বোঝানো হয়েছে (৫৯৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ; ২৮:১ আয়াত দেখুন)।

২৭:২ জোয়াল। যে ধরনের জোয়াল দুটি ষাঁড়কে এক সাথে বাঁধার জন্য ব্যবহার করা হয় (ইহি ৩৪:২৭ আয়াতের নোট দেখুন), এটি ছিল রাজনৈতিক আত্মসমর্পণের প্রতীক (আয়াত ৮, ১১-১২; লেবীয় ২৬:১৩ আয়াত দেখুন)। নবী ইয়ারমিয়াও যে এ ধরনের জোয়াল পরেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ২৮:১০, ১২ আয়াতে।

২৭:৩ যে দূতেরা ... পাঠাও। “জাতিগণের কাছে নবী হিসেবে”

ইয়ারমিয়ার সপক্ষ থাকায় তাঁকে হত্যা করার
জন্য লোকদের হাতে তুলে দেওয়া হল না।

জোয়ালির চিহ্ন

২৭ ১ ইউসিয়ার পুত্র এহুদার বাদশাহ্
সিদিকিয়ের রাজত্বের আরম্ভে মাবুদের
কাছ থেকে এই কালাম ইয়ারমিয়ার কাছে নাজেল
হল; ২ মাবুদ আমাকে এই কথা বললেন, তুমি
কয়েকটি চামড়ার ফিতা ও জোয়াল প্রস্তুত করে
তোমার কাঁধে রাখ; ৩ আর যে দূতেরা
জেরুশালেমে এহুদার বাদশাহ্ সিদিকিয়ের কাছে
এসেছে, তাদের দ্বারা ইদোমের বাদশাহ্‌র,
মোয়াবের বাদশাহ্‌র, অম্মোনীয়দের বাদশাহ্‌র,
টায়ারের বাদশাহ্‌র ও সিডনের বাদশাহ্‌র কাছে
তা পাঠাও। ৪ আর তাদের মালিককে বলবার জন্য
তাদের এই হুকুম দাও, বাহিনীগণের মাবুদ,
ইসরাইলের আল্লাহ্, এই কথা বলেন, তোমরা
তোমাদের মালিককে এই কথা বলবে, ৫ আমিই
আমার মহাপরাক্রম ও প্রসারিত বাহু দ্বারা দুনিয়া,
দুনিয়া-নিবাসী মানুষ ও পশু নির্মাণ করেছি এবং
আমি যাকে তা দেওয়া উচিত মনে করি, তাকে
তা দিয়ে থাকি। ৬ সম্প্রতি আমি এসব দেশ
আমার গোলাম ব্যাবিলনের বাদশাহ্ বখতে-
নাসারের হাতে দিয়েছি এবং তার গোলামী
করবার জন্য মাঠের পশুগুলোও তাকে দিয়েছি।
৭ আর সমস্ত জাতি তার, তার পুত্রের ও তার
পৌত্রের গোলাম হবে; পরে তার দেশের সময়ও
উপস্থিত হবে, তখন অনেক জাতি ও মহান
বাদশাহ্‌রা তাকেও গোলামী করাবে।
৮ আর যে জাতি ও যে রাজ্য সেই ব্যাবিলনের
বাদশাহ্ বখতে-নাসারের গোলাম না হবে ও
ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র জোয়ালের নিচে তার ঘাড়
না রাখবে, মাবুদ বলেন, আমি তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ
ও মহামারী দ্বারা সেই জাতিকে প্রতিফল দেব,
যে পর্যন্ত ওর হাত দিয়ে তাদেরকে সংহার না
করি। ৯ আর তোমাদের কর্তব্য এই, তোমাদের
যে নবী, গণক, স্বপ্নদর্শক, গণক ও মায়াবীরা
তোমাদের বলে, তোমরা ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র
গোলাম হবে না, তাদের কথায় কান দিও না;
১০ কেননা তারা তোমাদের কাছে মিথ্যা
ভবিষ্যদ্বাণী বলে, যেন তোমরা স্বদেশ থেকে
দূরীকৃত এবং আমা দ্বারা বিতাড়িত হয়ে বিনষ্ট
হও। ১১ কিন্তু যে জাতি ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র
জোয়ালের নিচে তার ঘাড় রাখবে ও তার
গোলাম হবে, মাবুদ বলেন, আমি সেই জাতিকে
স্বদেশে স্থির থাকতে দেব; তারা সেখানে
কৃষিকর্ম করবে ও সেখানে বাস করবে।
১২ পরে আমি সেসব কালাম অনুসারে এহুদার
বাদশাহ্ সিদিকিয়কে এই কথা বললাম, আপন-
ারা আপনাদের ঘাড় ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র
জোয়ালের নিচে রেখে তাঁর ও তাঁর লোকদের
গোলাম হোন, তাতে বাঁচবেন। ১৩ যে জাতি
ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র গোলাম না হবে, তার

[২৭:৫] দ্বি:বি ৯:২৯।
[২৭:৬] ইয়ার ২৮:১৪; দানি ২:৩৭-৩৮।
[২৭:৭] ২খান্দান ৩৬:২০; দানি ৫:১৮।
[২৭:৮] ইয়ার ৯:১৬।
[২৭:৯] পয়দা ৩০:২৭; ইশা ৪৪:২৫।
[২৭:১০] মার্ক ১৩:৫।
[২৭:১১] দ্বি:বি ৬:২।
[২৭:১২] ইয়ার ২১:৯।
[২৭:১৩] ইহি ১৮:৩১।
[২৭:১৪] মথি ৭:১৫।
[২৭:১৫] ইয়ার ৬:১৫; মথি ১৫:১২-১৪।

তাঁর ভূমিকার জন্য (১:৫)। ইদোম, মোয়াব, অম্মোন। এহুদার পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকের ভূখণ্ড (২৫:২১ আয়াত ও নোট দেখুন)। *টায়ার ... সিডন।* এহুদার উত্তরে ফিনিশিয়ার অন্যতম বিখ্যাত একটি নগরী (আয়াত ২৫:২২ ও নোট দেখুন)। *যে দূতেরা ... সিদিকিয়ের কাছে এসেছে।* সম্ভবত ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য। সম্ভবত তারা মিসরের উপরে ভরসা করছিল, কারণ সে সময় ৫৯৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ফেরাউন দ্বিতীয় সাম্মেটিকাস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। সিদিকিয় ৫৯৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনে যান (আয়াত ৫১:৫৯ দেখুন), সম্ভবত বখতে-নাসার তাকে জেরা করার জন্য ডেকে পাঠান। যে কোন কারণেই হোক না কেন, বাদশাহ্ সিদিকিয় বখতে-নাসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন (৫২:৩ আয়াত দেখুন)।

২৭:৫ মহাপরাক্রম ও প্রসারিত বাহু। ২১:৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৭:৬ আমার গোলাম ... বখতে-নাসার। ২৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন। *তার গোলামী করবার জন্য মাঠের পশুগুলো।* বখতে-নাসারের অধিকার থেকে কোন কিছুই বাদ থাকবে না (২৮:১৪; দানি ২:৩৮ আয়াত দেখুন)।

২৭:৭ তার, তার পুত্রের ও তার পৌত্রের। তিন প্রজন্মব্যাপী শাসক, সরাসরি পিতা পুত্রের সম্পর্ক থাকতে হবে তা নয় (দানি ৫:১ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে পয়দা ১০:২, ৮ আয়াতের নোট দেখুন)। *তার দেশের সময়ও উপস্থিত হবে।* ব্যাবিলনের বিচার করা হবে (২৫:২৬ আয়াতের নোট দেখুন)। *অনেক জাতি ও মহান বাদশাহ্‌রা।* ২৫:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২৭:৮ জোয়াল। আয়াত ২ ও নোট দেখুন। *তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী।* ১৪:১২ আয়াত ও নোট দেখুন। *যে পর্যন্ত ... তাদেরকে সংহার না করি।* ৯:১৬; ২৪:১০ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৭:৯ দেখুন ২৯:৮ আয়াত। *তোমাদের যে নবী।* ভণ্ড নবীরা। *স্বপ্নদর্শক, গণক ও মায়াবীরা।* যারা ইসরাইল দেশে নিষিদ্ধ ছিল (লেবীয় ১৯:২৬; দ্বি.বি. ১৮:১০-১১ আয়াত ও ১৮:৯ আয়াতের নোট দেখুন)। *স্বপ্নদর্শক।* যারা স্বপ্ন বা দর্শনের ব্যাখ্যা করতো (২৩:২৫-২৮; ২৯:৮ আয়াত দেখুন)।

২৭:১০ মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী। ৫:৩১ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ২ বাদশাহ্ ৪:৩-৪ আয়াত।

২৭:১১ জোয়াল। ২ আয়াতের নোট দেখুন। *কৃষিকর্ম করবে ও সেখানে বাস করবে।* এখানে যে হিব্রু ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করা হয়েছে তা দিয়ে কৃষিকাজ ও গোলামি দুটোকেই বোঝানো হয়ে থাকে।

২৭:১২ আপনাদের ঘাড় ... গোলাম হোন ... তাতে বাঁচবেন। এই শব্দগুলোর জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দ বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে, যেহেতু নবী ইয়ারমিয়া এহুদার লোকদের পাশাপাশি বাদশাহ্ সিদিকিয়ের উদ্দেশ্যেও কথা বলেছেন (আয়াত ১৩)। *জোয়াল।* ২ আয়াতের নোট দেখুন।

২৭:১৩ আয়াত ৮ দেখুন। *তলোয়ারে, দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে।* ১৪:১২ আয়াতের নোট দেখুন।

২৭:১৪ আয়াত ৯-১০ দেখুন।

২৭:১৫ দেখুন আয়াত ১৪:১৪; ২৩:২১ ও নোট।

বিরুদ্ধে মাবুদ যা বলেছেন, সেই অনুসারে আপনারা অর্থাৎ আপনি ও আপনার লোকেরা তলোয়ারে, দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে কেন মরবেন? ১৪ যে নবীরা আপনাদের বলে, আপনারা ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র গোলাম হবেন না, তাদের কথায় কান দিবেন না, কেননা তারা আপনাদের কাছে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী বলে। ১৫ কারণ মাবুদ বলেন, আমি তাদেরকে পাঠাই নি, কিন্তু তারা মিথ্যা করে আমার নামে ভবিষ্যদ্বাণী বলে; এর ফল এই, যারা তোমাদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী বলে, সেই নবীদের ও তোমাদের উভয়কে আমি দূর করে দিয়ে ধ্বংস করে দেব।

১৬ পরে আমি ইমামদেরকে ও সমস্ত লোককে বললাম, মাবুদ এই কথা বলেন, তোমাদের যে নবীরা তোমাদের কাছে এই ভবিষ্যদ্বাণী বলে, দেখ, মাবুদের গৃহের পাত্রগুলো ব্যাবিলন থেকে সম্প্রতি শীঘ্র ফিরিয়ে আনা যাবে, তোমরা তাদের কথায় কান দিও না, কেননা তারা তোমাদের কাছে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী বলে। ১৭ তোমরা তাদের কথায় কান দিও না; ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র গোলাম হও, তাতে বাঁচবে; এই নগর কেন উৎসন্ন হবে? ১৮ কিন্তু তারা যদি নবী হয় ও তাদের কাছে বাস্তবিক মাবুদের কালাম থাকে, তবে মাবুদের গৃহে, এহুদার রাজপ্রাসাদে ও জেরুশালেমে যেসব পাত্র অবশিষ্ট আছে, তা যেন ব্যাবিলনে না যায়, এজন্য বাহিনীগণের মাবুদের কাছে ফরিয়াদ করুক। ১৯ কারণ দুই স্তম্ভ,

[২৭:১৬] ১বাদশা ৭:৪৮-৫০; ২বাদশা ২৪:১৩।
[২৭:১৭] ইয়ার ২৩:১৬।
[২৭:১৮] শুমারী ২১:৭; ১শামু ৭:৮।
[২৭:১৯] ১বাদশা ৭:২৩-২৬।
[২৭:২০] ইয়ার ২২:২৪; মথি ১:১১।
[২৭:২২] ২বাদশা ২০:১৭; ২৫:১৩।
[২৮:১] ২খান্দান ৩৬:১১।
[২৮:২] ইয়ার ২৭:১২।
[২৮:৩] ২বাদশা ২৪:১৩।
[২৮:৪] ২বাদশা :৩০; ইয়ার ২২:২৪-২৭।
[২৮:৬] জাকা ৬:১০।

সমুদ্রপাত্র ও পীঠগুলো এবং যে সমস্ত পাত্র এই নগরে অবশিষ্ট আছে, ২০ – অর্থাৎ ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার যিহোয়াকীমের পুত্র এহুদার বাদশাহ্‌ যিকনিয় এবং এহুদার ও জেরুশালেমের সমস্ত প্রধানবর্গকে বন্দী করে জেরুশালেম থেকে ব্যাবিলনে নিয়ে যাবার সময়ে যেসব পাত্র নিয়ে যান নি– সেই সমস্ত কিছুর বিষয়ে মাবুদ এই কথা বলেন, ২১ হ্যাঁ, মাবুদের গৃহে, এহুদার রাজপ্রাসাদে ও জেরুশালেমে অবশিষ্ট সেই পাত্রগুলোর বিষয়ে বাহিনীগণের মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই কথা বলেন, ২২ সেসব ব্যাবিলনে নীত হবে এবং যে পর্যন্ত আমি তাদের তত্ত্বানুসন্ধান না করবো, সে পর্যন্ত সেই স্থানে থাকবে, মাবুদ এই কথা বলেন; পরে আমি সেসব এই স্থানে আবার ফিরিয়ে আনবো।

ভণ্ড নবী হনানিয়ের শাস্তি

২৮ ১ ঐ বছরে, এহুদার বাদশাহ্‌ সিদিকিয়ের রাজত্বের আরম্ভে, চতুর্থ বছরের পঞ্চম মাসে, গিবিয়োন-নিবাসী অসূরের পুত্র নবী হনানিয় মাবুদের গৃহে ইমামদের ও সমস্ত লোকের সাক্ষাতে আমাকে এই কথা বললো, ২ বাহিনীগণের মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই কথা বলেন, আমি ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র জোয়াল ভেঙ্গে ফেলেছি। ৩ ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার এই স্থান থেকে মাবুদের গৃহের যেসব পাত্র ব্যাবিলনে নিয়ে গেছে, সেসব আমি দুই বছরের মধ্যে এই

২৭:১৬ যে নবীরা ... এই ভবিষ্যদ্বাণী বলে ... শীঘ্র ফিরিয়ে আনা যাবে। যেভাবে ভণ্ড নবী হনানিয় বলেছিল (২৮:১-৩ আয়াত দেখুন)। *মাবুদের গৃহের পাত্রগুলো।* এর কিছু কিছু ৬০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার নিজেই ব্যাবিলনে নিয়ে গিয়েছিলেন (দানি ১:১-২ আয়াত দেখুন) এবং অবশিষ্টগুলো ৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নেওয়া হয়েছিল (২ বাদশাহ্‌ ২৪:১৩ আয়াত দেখুন)। এর পরেও যেগুলো অবশিষ্ট ছিল সেগুলো পরবর্তীতে ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল (আয়াত ২১-২২; ৫২:১৭-২৩ দেখুন)।
২৭:১৮ তারা যদি নবী হয় ... ফরিয়াদ করুক। যদি তারা সত্যিকার নবী হয় এবং আল্লাহ্‌র সাথে তাদের সম্পর্ক থাকে তাহলে তারা এহুদার হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করুক, কারণ মাবুদ আল্লাহ্‌ জাতিগণের বিচার করার ঘোষণা দেবেন।
২৭:১৯ স্তম্ভ, সমুদ্রপাত্র ও পীঠগুলো। ৫২:১৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে ১ বাদশাহ্‌ ৭:১৫-৩৭ আয়াত ও নোট দেখুন।
২৭:২২ সেসব ব্যাবিলনে নীত হবে। ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (৫২:১৭-২৩ আয়াত দেখুন)। *আমি সেসব এই স্থানে আবার ফিরিয়ে আনবো।* ৫৩৮/৫৩৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, অর্থাৎ সেগুলো নিয়ে যাওয়ার কিছু দিন পরেই (উযা ১:৭-১১ আয়াত দেখুন)।
২৮:১-১৭ প্রকৃত নবী ইয়ারমিয়া ভণ্ড নবী হনানিয়ের মুখোমুখি হয়েছেন।
২৮:১ সিদিকিয়ের রাজত্বের ... চতুর্থ বছরে। ৫৯৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। রাজত্বের আরম্ভে। ২৬:১ আয়াতের নোট দেখুন; ২৭:১। *নবী।* এই উপাধিটি দিয়ে প্রকৃত (আয়াত ৫, ১০-১২, ১৫ আয়াত দেখুন) বা ভণ্ড (আয়াত ১, ৫, ১০, ১২, ১৫, ১৭) সব নবীদের বোঝানো হয়েছে। *হনানিয়।* এই নামের অর্থ "মাবুদ রহমত করেন"। নামটি তার মত একজন নবীর জন্য উপযুক্ত, যে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে (ভুল বিশ্বাস) যে, মাবুদ আল্লাহ্‌ শীঘ্রই এহুদাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে আনবেন এবং বায়তুল মোকাদ্দসের সমগ্র সামগ্রীও ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন (আয়াত ৩-৪, ১১ দেখুন)। *গিবিয়োন।* ৪১:১২, ১৬ আয়াত দেখুন; এর সাথে ইউসা ৯:৩ আয়াতের নোট দেখুন।
২৮:২ বাহিনীগণের মাবুদ ... এই কথা বলেন। আয়াত ১১ দেখুন। হনানিয় একজন ভণ্ড নবী হলেও তিনি নবী ইয়ারমিয়ার মত একই কর্তৃত্ব ধারণ করেন বলে দাবী করেছিলেন (আয়াত ১৩-১৪, ১৬; এর সাথে ২৩:৩১ আয়াত দেখুন)। *জোয়াল।* ২৭:২ আয়াতের নোট দেখুন।
২৮:৩ হনানিয়ের ভবিষ্যদ্বাণী সরাসরি নবী ইয়ারমিয়ার কথাকে বিরোধিতা করেছিল (আয়াত ২৭:১৬-২২ ও নোট দেখুন)। *দুই বছরের মধ্যে।* আয়াত ১১ দেখুন। এর সাথে রয়েছে নবী ইয়ারমিয়ার ভবিষ্যদ্বাণীকৃত ৭০ বছরের সাথে ব্যবধান (২৫:১১-১২; ২৯:১০ আয়াত)।
২৮:৪ এই স্থানে ফিরিয়ে আনবো। যা নবী ইয়ারমিয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর বিপরীত (আয়াত ২২:২৪-২৭ দেখুন), উপরন্তু নবী ইয়ারমিয়ার ভবিষ্যদ্বাণীই পূর্ণতা পেয়েছিল (৫২:৩৪ আয়াত দেখুন)। *যিহোয়াকীমের পুত্র ... ব্যাবিলনে গেছে।* ৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। *জোয়াল।* ২৭:২ আয়াতের নোট দেখুন।
২৮:৬ ১ বাদশাহ্‌ ১:৩৬ আয়াত দেখুন। *আমিন।* ১১:৫ আয়াত

স্থানে ফিরিয়ে আনবো। ৪ আর যিহোয়াকীমের
পুত্র এহুদার বাদশাহ্‌ যিকনিয়কে ও এহুদার সমস্ত
বন্দী, যারা ব্যাবিলনে গেছে, তাদেরকে এই স্থানে
ফিরিয়ে আনবো, মাবুদ এই কথা বলেন; কেননা
আমি ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র জোয়াল ভেঙ্গে
ফেলব।
৫ তখন ইয়ারমিয়া নবী ইমামদের সাক্ষাতে
এবং মাবুদের গৃহে দণ্ডায়মান লোকদের সাক্ষাতে
হনানিয় নবীর সঙ্গে কথা বললেন, ৬ ইয়ারমিয়া
নবী বললেন, আমিন; মাবুদ তা-ই করুন;
মাবুদের গৃহের পাত্রগুলো ও বন্দী লোকগুলোকে
ব্যাবিলন থেকে এই স্থানে ফিরিয়ে আনবার
বিষয়ে তুমি যে যে ভবিষ্যদ্বাণী বললে, মাবুদ
তোমার সেসব কালাম সিদ্ধ করুন। ৭ কিন্তু আমি
তোমার কর্ণগোচরে ও সমস্ত লোকের কর্ণগোচরে
একটি কথা বলি, শোন। ৮ আমার ও তোমার
আগে সে কালের যে নবীরা ছিল, তারা অনেক
দেশ ও মহৎ মহৎ রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, অমঙ্গল
ও মহামারী বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী বলেছিল। ৯ যে
নবী শান্তির ভবিষ্যদ্বাণী বলে, সেই নবীর কালাম
সফল হলেই জানা যায় যে, মাবুদ সত্যিই সেই
নবীকে প্রেরণ করেছেন।
১০ তখন হনানিয় নবী ইয়ারমিয়া নবীর কাঁধ
থেকে সেই জোয়াল নিয়ে ভেঙ্গে ফেললো।
১১ আর হনানিয় সমস্ত লোক লোকের সাক্ষাতে
বললো, মাবুদ এই কথা বলেন, দুই বছরের মধ্যে
আমি ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ বখতে-নাসারের
জোয়াল এভাবে ভেঙ্গে সমস্ত জাতির কাঁধ থেকে
দূর করবো। পরে ইয়ারমিয়া নবী চলে গেলেন।
১২ হনানিয় ইয়ারমিয়া নবীর কাঁধ থেকে
জোয়াল নিয়ে ভেঙ্গে ফেলার পর ইয়ারমিয়ার
কাছে মাবুদের এই কালাম নাজেল হল, ১৩ তুমি
গিয়ে হনানিয়কে বল, মাবুদ এই কথা বলেন,
তুমি কাঠের জোয়াল ভাঙ্গলে বটে, কিন্তু তার
পরিবর্তে লোহার জোয়াল প্রস্তুত করবে।
১৪ কেননা বাহিনীগণের মাবুদ, ইসরাইলের
আল্লাহ্‌, এই কথা বলেন, এসব জাতি যেন
ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ বখতে-নাসারের গোলাম হয়,
সেজন্য আমি তাদের কাঁধে লোহার জোয়াল
দিলাম; তারা তার গোলাম হবে; আর আমি
তাকে মাঠের পশুগুলোও দিলাম।
১৫ তখন নবী ইয়ারমিয়া হনানিয় নবীকে
বললেন, হে হনানিয়, শোন; মাবুদ তোমাকে
প্রেরণ করেন নি, কিন্তু তুমি এই লোকদেরকে
মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করাচ্ছ। ১৬ অতএব মাবুদ
এই কথা বলেন, দেখ, আমি তোমাকে ভূতল
থেকে দূর করে দেব; তুমি এই বছরেই মরবে,
কেননা তুমি মাবুদের বিরুদ্ধে বিপথগমনের কথা
বলেছ। ১৭ পরে হনানিয় নবী সেই বছরের সপ্তম
মাসে প্রাণত্যাগ করলো।

ব্যাবিলনের নির্বাসিতদের কাছে লেখা পত্র

২৯ ১ ইয়ারমিয়া নবী নির্বাসিত লোকদের
অবশিষ্ট প্রাচীনদের কাছে এবং বখতে-
নাসার কর্তৃক জেরুশালেম থেকে বন্দীরূপে
ব্যাবিলনে নীত ইমামদের, নবীদের ও সমস্ত
লোকের কাছে পত্রের এসব কথা লিখেছিলেন।
২ যিকনিয় বাদশাহ্‌, মাতারাণী ও নপুংসকদের
এবং এহুদার ও জেরুশালেমের কর্মকর্তারা,
শিল্পকরেরা ও কর্মকারেরা জেরুশালেম থেকে

[২৮:৮] লেবীয় ২৬:১৪-১৭; ইশা ৫:৫-৭; নহূম ১:১৪।
[২৮:৯] দ্বি:বি ১৮:২২; ইহি ৩৩:৩৩।
[২৮:১০] লেবীয় ২৬:১৩; ১বাদশা ২২:১১।
[২৮:১১] ইয়ার ১৪:১৪; ২৭:১০।
[২৮:১৪] দ্বি:বি ২৮:৪৮; ইয়ার ১৫:১২।
[২৮:১৫] ইয়ার ৭:৪; ২০:৬; ২৯:২১; মাতম ২:১৪; ইহি ১৩:৬।
[২৮:১৬] পয়দা ৭:৪।
[২৮:১৭] ২বাদশা ১:১৭ ইয়ারমিয়া ২৯।
[২৯:১] ২খান্দান ৩৬:১০; ইয়ার ১৩:১৭।
[২৯:২] ২বাদশা ২৪:১২।
[২৯:৪] ইয়ার ২৪:৫।

ও নোট দেখুন। *মাবুদ তা-ই করুন।* প্রকৃত ভবিষ্যদ্বাণীর সবচেয়ে বড় চিহ্ন (আয়াত ৯ দেখুন; এর সাথে দ্বি.বি. ১৮:২১-২২ আয়াত ও নোট দেখুন)। অন্য আরেকটি চিহ্নের জন্য দেখুন দ্বি.বি. ১৩:১-৫ আয়াত ও নোট।

২৮:৭ কিন্তু। হনানিয় যে কথা বলেছিল তার তুলনা নবী ইয়ারমিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল খুবই কঠিন ও ভয়াবহ, এ কারণে ইয়ারমিয়া তাকে মনে করিয়ে দিতে চাইছিলেন যে, তাদের প্রকৃত পূর্বসূরীরা ছিলেন বিনাশের ভাববাণী প্রকাশকারী নবী (আয়াত ৮ দেখুন)।

২৮:৮ যুদ্ধ, অমঙ্গল ও মহামারী। নবী ইয়ারমিয়ার ত্রয়ী ভবিষ্যদ্বাণীর এক যথোপযুক্ত পরিমার্জন (১৪:১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৮:৯ শান্তি। সাধারণত ভণ্ড নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীর বার্তা (৬:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২৮:১০ নবীর কাঁধ থেকে সেই জোয়াল নিয়ে ভেঙ্গে ফেললো। অর্থাৎ যে কাঠের জোয়াল দিয়ে নবী ইয়ারমিয়া অধীনতা বোঝাতে চেয়েছিলেন (২৭:২ আয়াতের নোট দেখুন) তা পরিবর্তিত হয়ে আসবে লোহার তৈরি গোলামীর জোয়াল (আয়াত ১৪ দেখুন; ৩৮:১৭-২৩ আয়াত দেখুন)।

২৮:১৪ এসব জাতি ... তার গোলাম হবে। ২৭:৭ আয়াত দেখুন। *বন্য পশুদের উপরে নিয়ন্ত্রণ।* ২৭:৬ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৮:১৫ মাবুদ তোমাকে প্রেরণ করেন নি। ভণ্ড নবীদের চিহ্ন (২৩:২১ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২৮:১৬ ভূতল থেকে দূর করে দেব। এই শব্দের অন্তর্নিহিত শব্দটি এবং ১৫ আয়াতের "প্রেরণ" শব্দটির বুৎপত্তিগত হিব্রু শব্দ একই। মাবুদ আল্লাহ্‌ হনানিয়কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে প্রেরণ করেন নি; এ কারণে তাকে খুব শীঘ্রই মৃত্যুর কাছে "পাঠিয়ে দেওয়া" হবে। *বিপথগমনের কথা বলেছ।* ভণ্ড নবীদের এ ধরনের অপরাধের শাস্তি ছিল মৃত্যু (দ্বি.বি. ১৩:৫; এর সাথে দেখুন দ্বি.বি. ১৮:২০; তুলনা করুন ইহি ১১:১৩; প্রেরিত ৫:১-১১)।

২৮:১৭ হনানিয় ... সপ্তম মাসে প্রাণত্যাগ করলো। যে "দুই বছরের মধ্যে" এহুদার প্রত্যাবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল (আয়াত ৩, ১১), সে নিজেই এ কথা বলার দুই মাসের মধ্যে মারা গেল (আয়াত ১ দেখুন)।

২৯:১-৩২ যারা ব্যাবিলনে ৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বন্দীদশায় গিয়েছিল তাদের কাছে নবী ইয়ারমিয়ার পত্র (আয়াত ৪-২৩), যার পরেই রয়েছে ভণ্ড নবী শময়িয়ের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র বিচার ঘোষণা (আয়াত ২৪-৩২)।

নগরবাসী সমস্ত লোকের বিষয়ে, তোমাদের যে ভাইয়েরা তোমাদের সঙ্গে বন্দীদশার স্থানে প্রস্থান করে নি, সেই সবকিছুর বিষয়ে মাবুদ এই কথা বলেন। ১৭ বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ, আমি তাদের উপরে তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রেরণ করবো; এবং ঘৃণাজনক যে ডুমুরফল এমন মন্দ যে খাওয়া যায় না, তার মত তাদেরকে করবো। ১৮ হ্যাঁ, আমি তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী নিয়ে তাদের পিছনে পিছনে ধাবমান হব এবং দুনিয়ার সমস্ত রাজ্যে তাদেরকে ভেসে বেড়াবার জন্য তুলে দেব; এবং যেসব জাতির মধ্যে তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছি, সেসব জাতির কাছে তাদেরকে বদদোয়া, বিস্ময়, বিদ্রূপ ও টিটকারির পাত্র করবো। ১৯ কারণ, মাবুদ বলেন, আমি খুব ভোরে উঠে তাদের কাছে আমার গোলাম নবীদেরকে পাঠালেও তারা আমার কথায় কান দেয় নি; তোমরা শুনতে চাও নি, মাবুদ এই কথা বলেন। ২০ অতএব তোমরা যত নির্বাসিত লোক, যাদের আমি জেরুশালেম থেকে ব্যাবিলনে প্রেরণ করেছি, তোমরা সকলে মাবুদের কালাম শোন।

২১ কোলায়ের পুত্র আহাব ও মাসেয়ের পুত্র সিদিকিয়, যারা মিথ্যা করে আমার নামে তোমাদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী বলে, তাদের বিষয়ে বাহিনীগণের মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই কথা বলেন, দেখ, আমি তাদের ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ বখতে-নাসারের হাতে তুলে দেব; সে তোমাদের দৃষ্টিগোচরে তাদেরকে হত্যা করবে। ২২ আর ব্যাবিলনে এহুদার যত নির্বাসিত লোক আছে, তাদের মধ্যে ঐ দুই ব্যক্তির উপলক্ষে এই বদদোয়ার কথা প্রচলিত হবে, ‘ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ যে সিদিকিয় ও আহাবকে আগুনে পুড়িয়ে ছিলেন, তাদের মত মাবুদ তোমাকে করুন।’ ২৩ কেননা তারা ইসরাইলের মধ্যে মূঢ়তার কাজ করেছে, নিজ নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে জেনা করেছে এবং মিথ্যা করে আমার নামে, আমি যা হুকুম করি নি, এমন কথা বলেছে; আমিই জানি, আমিই সাক্ষী, মাবুদ এই কথা বলেন।

শময়িয়ের পত্র

২৪ আর তুমি নিহিলামীয় শময়িয়ের বিষয়ে এই কথা বলবে, ২৫ বাহিনীগণের মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই কথা বলেন, তুমি জেরুশালেমের সমস্ত লোকের কাছে ও মাসেয়ের পুত্র সফনিয় ইমাম এবং সমস্ত ইমামের কাছে তোমার নামে এই পত্র পাঠিয়েছ, ২৬ যথা, ‘মাবুদ যিহোয়াদা ইমামের পরিবর্তে তোমাকে ইমাম-পদে নিযুক্ত করেছেন, যেন তোমরা মাবুদের গৃহে নেতা হও; যে কোন ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হয়ে নিজেকে নবী বলে দেখায়, তোমার উচিত তাকে হাঁড়িকাঠে ও বেড়ীতে বন্ধ করা। ২৭ অতএব অনাথোতীয় যে ইয়ারমিয়া তোমাদের কাছে নিজেকে নবী বলে দেখায়, তাকে তুমি কেন তিরস্কার কর নি? ২৮ না করাতেই সে ব্যাবিলনে আমাদের কাছে একটি পত্র পাঠিয়ে বলেছে, ‘বিলম্ব হবে, তোমরা বাড়ি নির্মাণ করে বাস কর, উপবন রোপণ করে ফল ভোগ কর।’ ২৯ ইমাম সফনিয় নবী ইয়ারমিয়ার কর্ণগোচরে সেই পত্র পাঠ করলেন। ৩০ পরে ইয়ারমিয়ার কাছে মাবুদের এই কালাম নাজেল হল, ৩১ তুমি সমস্ত নির্বাসিত লোকের কাছে এই কথা বলে পাঠাও, মাবুদ নিহিলামীয় শময়িয়ের

[২৯:১৯] ইয়ার ৬:১৯।
[২৯:২০] ইয়ার ২৪:৫।
[২৯:২১] ইয়ার ১৪:১৪।
[২৯:২২] দানি ৩:৬।
[২৯:২৩] ইব ৪:১৩।
[২৯:২৬] ১শামু ১০:১১; হোশেয় ৯:৭; ইউ ১০:২০।
[২৯:২৮] আয়াত ১।
[২৯:২৯] ইয়ার ২১:১।
[২৯:৩১] ইয়ার ১৪:১৪।
[২৯:৩২] ১শামু ২:৩০-৩৩।

২৯:১৯ খুব ভোরে উঠে। ৭:১৩ আয়াতের নোট দেখুন। *আমার গোলাম নবীদেরকে।* ৭:২৫ আয়াতের নোট দেখুন। *তারা আমার কথায় কান দেয় নি।* ইহি ২:৫, ৭; ৩:৭, ১১ আয়াত দেখুন।

২৯:২১ আহাব ও ... সিদিকিয়। সুপরিচিত বাদশাহ্‌ আহাব ও সিদিকিয় নন (যথাক্রমে ইসরাইল ও এহুদার বাদশাহ্‌); বরং এরা ছিল ভণ্ড নবী (আয়াত ৮ ও নোট দেখুন)।

২৯:২২ আগুনে পুড়িয়েছিলেন। মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার একটি পন্থা ছিল আগুনে পোড়ানো (দানি ৩:৬, ২৪ আয়াত দেখুন; এই বিষয়টি হাম্মুরাব্বি কোড, সেকশন ২৫; ১১০; ১৫৭-তেও দেখা যায়)।

২৯:২৩ ইসরাইলের মধ্যে মূঢ়তার কাজ করেছে। পয়দা ৩৪:৭ আয়াত ও নোট দেখুন। *জেনা করেছে ... মিথ্যা করে ... কথা বলেছে।* ২৩:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

২৯:২৪ শময়িয়। একজন ভণ্ড নবী (আয়াত ৩১ দেখুন)। *নিহিলামীয়।* এই শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দের সাথে ৮ আয়াতের “স্বপ্ন” শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দের বুৎপত্তিগত মিল রয়েছে (২৭:৯ আয়াত ও নোট দেখুন)। সম্ভবত নবী ইয়ারমিয়া এখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে, শময়িয় মোটেও কোন নবী ছিলেন না, বরং একজন স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন।

২৯:২৫ সফনিয়। এই নামে একজন বিখ্যাত নবী থাকলে ইনি সেই নবী নন (আয়াত ২১:১ ও নোট দেখুন)।

২৯:২৬ যিহোয়াদা। বাদশাহ্‌ যোয়াশের আমলে এই একই নামের যে ইমাম ছিলেন তিনি নন (২ বাদশাহ্‌ ১২:৭ আয়াত দেখুন)। *মাবুদের গৃহে নেতা।* ২০:১ আয়াতের নোট দেখুন। *ক্ষিপ্ত হয়ে।* নবীদের আচরণ অনেক সময় অস্বাভাবিক হয়ে উঠত (২ বাদশাহ্‌ ৯:১১ আয়াত দেখুন)। *হাঁড়িকাঠে ও বেড়ীতে।* ২০:২ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৯:২৭ অনাথোতীয়। আয়াত ১:১ ও নোট দেখুন।

২৯:২৮ আয়াত ৫ ও নোট দেখুন। *বিলম্ব হবে।* এখানে ৭০ বছর বলা হয়েছে (২৫:১১-১২ আয়াত ও নোট; এর সাথে ২ শামু ৩:১ আয়াতও দেখুন)।

২৯:২৯ সফনিয় ... পাঠ করলেন। তিনি নবী ইয়ারমিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন (২১:১-২; ৩৭:৩ আয়াত দেখুন)।

২৯:৩১-৩২ শময়িয়ের বিরুদ্ধে মাবুদ আল্লাহ্‌র হুমকি ছিল হনানিয়ের প্রতি করা হুমকির মতই (২৮:১৫-১৬)

২৯:৩১ মিথ্যা কথায় তোমাদের বিশ্বাস জন্মিয়েছে। ২৮:১৫ আয়াত দেখুন।

২৯:৩২ মাবুদের বিরুদ্ধে বিপথগমনের কথা বলেছে। ২৮:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন।

প্রস্থান করার পর তিনি এই পত্র লিখেছিলেন।
৩ ইয়ারমিয়া এই পত্রখানি শাফনের পুত্র ইলিয়াসা
ও হিল্কিয়ের পুত্র গমরিয়ের হাতে পাঠিয়ে দেন।
এহুদার বাদশাহ্‌ সিদিকিয় ব্যাবিলনে, ব্যাবিলনের
বাদশাহ্‌ বখতে-নাসারের কাছে, এদেরকে
পাঠিয়েছিলেন। সেই পত্রে লেখা ছিল:
৪ বাহিনীগণের মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌,
এই কথা বলেন, সমস্ত নির্বাসিত লোকের প্রতি—
আমি যেসব লোককে জেরুশালেম থেকে
ব্যাবিলনে বন্দী করে এনেছি, তাদের প্রতি— হুকুম
এই; ৫ —তোমরা বাড়ি নির্মাণ করে বাস কর,
উপবন রোপণ করে ফল ভোগ কর; ৬ বিয়ে করে
পুত্রকন্যার জন্ম দাও এবং নিজ নিজ পুত্রদের
বিয়ে দাও ও নিজ নিজ কন্যাদের বিয়ে দাও;
তারা সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন করুক; এইভাবে
তোমরা হ্রাস না পেয়ে সেখানে বৃদ্ধি পাও। ৭ আর
আমি তোমাদেরকে যে নগরে বন্দী করে এনেছি,
সেখানকার শান্তির চেষ্টা কর ও সেখানকার জন্য
মাবুদের কাছে মুনাজাত কর; কেননা সেখানকার
শান্তিতে তোমাদের শান্তি হবে। ৮ বাহিনীগণের
মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই কথা বলেন,
তোমাদের মধ্যে উপস্থিত তোমাদের নবীরা ও
গণকেরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করুক; এবং
তোমরা যেসব স্বপ্ন দেখে থাক, সেই স্বপ্নগুলোতে
মনোযোগ দিও না। ৯ কেননা তারা তোমাদের
কাছে মিথ্যা করে আমার নামে ভবিষ্যদ্বাণী বলে;

[২৯:৫] আয়াত ২৮। [২৯:৬] ইয়ার ৩০:১৯। [২৯:৭] ১তীম ২:১-২। [২৯:৮] ১ইউ ৪:১। [২৯:৯] ইয়ার ২৭:১৫; মাতম ২:১৪; ইহি ১৩:৬। [২৯:১০] রূত ১:৬। [২৯:১১] জবুর ৪০:৫। [২৯:১২] হোশেয় ২:২৩; সফ ৩:১২; জাকা ১৩:৯। [২৯:১৩] মথি ৭:৭। [২৯:১৪] দ্বি:বি ৩০:৩; ইয়ার ৩০:৩; ইহি ৩৯:২৫; আমোষ ৯:১৪; সফ ৩:২০। [২৯:১৭] ইশা ৫:৪। [২৯:১৮] শুমারী ৫:২৭; ইয়ার ১৮:১৬; ২২:১০; ৪৪:১২।

আমি তাদেরকে প্রেরণ করি নি, মাবুদ এই কথা
বলেন।
১০ বস্তুত মাবুদ এই কথা বলেন, ব্যাবিলনের
সম্বন্ধে সত্তর বছর সম্পূর্ণ হলে আমি তোমাদের
তত্ত্বাবধান করবো এবং তোমাদের পক্ষে আমার
মঙ্গলবাক্য সিদ্ধ করবো, তোমাদের পুনর্বার এই
স্থানে ফিরিয়ে আনবো। ১১ কেননা মাবুদ বলেন,
আমি তোমাদের পক্ষে যেসব সঙ্কল্প করছি, তা
আমিই জানি; সেসব মঙ্গলের সঙ্কল্প, অমঙ্গলের
নয়, তোমাদের শেষ ফল ও আশাসিদ্ধি দেবার
সঙ্কল্প! ১২ আর তোমরা আমাকে আহ্বান করবে
এবং গিয়ে আমার কাছে মুনাজাত করবে, আর
আমি তোমাদের কথায় কান দিব। ১৩ আর
তোমরা আমার খোঁজ করে আমাকে পাবে;
কারণ তোমরা সর্বান্তঃকরণে আমার খোঁজ
করবে; ১৪ আর আমি তোমাদেরকে আমার
উদ্দেশ পেতে দেব, মাবুদ এই কথা বলেন; এবং
আমি তোমাদের বন্দীদশা ফিরাব এবং যেসব
জাতির মধ্যে ও যেসব স্থানে তোমাদেরকে
তাড়িয়ে দিয়েছি, সেসব স্থান থেকে তোমাদেরকে
সংগ্রহ করবো, মাবুদ এই কথা বলেন; এবং যে
স্থান থেকে তোমাদেরকে বন্দী করে এনেছি,
সেই স্থানে তোমাদেরকে পুনর্বার নিয়ে যাব।
১৫ তোমরা তো বলেছ, মাবুদ ব্যাবিলনে
আমাদের জন্য নবীদের সৃষ্টি করেছেন।
১৬ দাউদের সিংহাসনে উপবিষ্ট বাদশাহ্‌র ও এই

২৯:৫ নির্মাণ করে ... রোপণ করে ... ভোগ কর। নবী ইয়ারমিয়া যা বলেছিলেন তারই প্রতিফলন (১:১০ আয়াত দেখুন), কিন্তু এখানে তা আক্ষরিক অর্থে বোঝানো হয়েছে। *বাড়ি নির্মাণ করে বাস কর।* যেমন নবী ইহিস্কেল, যিনি ব্যাবিলনে নিজের বাড়ি নির্মাণ করে সেখানে বাস করতেন (ইহি ৮:১ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২৯:৬ বিয়ে করে। কিন্তু এখানে শুধুমাত্র বন্দীদশায় থাকা ইসরাইলীয়দের বিয়ে করার কথা বোঝানো হয়েছে, ব্যাবিলনের অর্থাৎ পরজাতীয় কারও কথা বলা হয় নি (দ্বি.বি. ৭:৩-৪; উযা ৯:১-২ আয়াতের সাথে তুলনা করুন)।

২৯:৭ প্রাচীন দুনিয়ার এক চমৎকার ও অনন্য দর্শন: অধীনস্থরা বা বন্দীরা সব সময়ই তাদের মালিক বা বন্দীকারীর সমৃদ্ধির জন্য কাজ করবে এবং মুনাজাত করবে। *শান্তির চেষ্টা কর ... শান্তিতে ... শান্তি হবে।* তিনটি ক্ষেত্রেই হিব্রু শব্দ শালোম ব্যবহৃত হয়েছে। নগর। যে সকল স্থানে বন্দীদশায় রাখা হয়েছিল প্রত্যেকটির কথাই বলা হয়েছে। *সেখানকার জন্য ... মুনাজাত কর।* উযায়ের ৬:১০ আয়াত ও নোট; মথি ৫:৪৪ আয়াত দেখুন। এপোক্রিফায় ১ ম্যাকাবিয়াস ৭:৩৩ আয়াত দেখুন।

২৯:৮ নবীরা ও গণকেরা ... স্বপ্ন। ২৭:৯ আয়াত ও নোট দেখুন। *তোমাদের মধ্যে।* ব্যাবিলনের বন্দীদশাতেও ইসরাইলীয়দের মধ্যে ভণ্ড নবীরা অবস্থান করছিল (আয়াত ২১, ৩১ দেখুন), যারা ৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সাধারণ লোকদের সাথে বন্দীদশায় নীত হয়েছিল।

২৯:৯ আয়াত ৩১ দেখুন; এর সাথে ২৩:১৬, ২১ আয়াতের নোট দেখুন।

২৯:১০ সত্তর বছর। ২৫:১১-১২ আয়াতের নোট দেখুন। *তোমাদের ... ফিরিয়ে আনবো।* ২৭:২২ আয়াতের নোট দেখুন।

২৯:১১ তা আমিই জানি। ২৩ আয়াত দেখুন। আপাতদৃষ্টিতে এর বিপরীত মনে হলেও মাবুদ আল্লাহ্‌ মোটেও তাঁর লোকদেরকে ভুলে যান নি। *মঙ্গল।* আয়াত ৭ ও নোট দেখুন। *অমঙ্গলের নয়।* আল্লাহ্‌র আমাদের মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়েরই চূড়ান্ত উৎস (ইশা ৪৫:৭ আয়াত দেখুন)।

২৯:১২-১৩ এই অংশটি দ্বি.বি. ৪:২৯-৩০ আয়াত থেকে প্রতিফলিত হয়েছে। মাবুদ আল্লাহ্‌র মঙ্গল ও রহমত নির্ভর করে তাঁর লোকদের মন পরিবর্তন ও বাধ্যতার ইচ্ছার উপরে।

২৯:১৪ দ্বি.বি. ৩০:৩-৫ আয়াতের সারসংক্ষেপ। *আমি তোমাদের বন্দীদশা ফিরাব।* এর সাথে ৩০:৩, ১৮; ৩১:২৩; ৩২:৪৪; ৩৩:৭, ১১, ২৬; ৪৮:৪৭; ৪৯:৬, ৩৯ আয়াত এবং জবুর ১২৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২৯:১৫ ব্যাবিলনে ... নবীদের সৃষ্টি করেছেন। আয়াত ৮ ও নোট দেখুন।

২৯:১৬ দাউদের সিংহাসনে উপবিষ্ট বাদশাহ্‌। বাদশাহ্‌ সিদিকিয়। *উপবিষ্ট ... প্রস্থান করে নি।* এই দুটি শব্দেরই হিব্রু প্রতিশব্দ এক। বাদশাহ্‌ ও তার জনগণ সমানভাবে অফরাধী।

২৯:১৭ তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। আয়াত ১৮ দেখুন; এর সাথে ১৪:১২ আয়াত দেখুন। *ডুমুরফল এমন মন্দ যে খাওয়া যায় না।* ২৪:৮ আয়াত দেখুন।

২৯:১৮ আয়াত ২৪:৯ ও নোট দেখুন।

BACIB International Bible CHURCH

বিষয়ে এই কথা বলেন, আমি শময়িয়কে প্রেরণ
না করলেও সে তোমাদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী বলে
মিথ্যা কথায় তোমাদের বিশ্বাস জন্মিয়েছে।
৩২ সেজন্য মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ, আমি
নিহিলামীয় শময়িয় ও তার বংশকে দণ্ড দেব;
তার কোন সন্তান এই জাতির মধ্যে বাস করবে
না; আর আমি আমার লোকদের যে মঙ্গল
করবো, তা সে দেখতে পাবে না, মাবুদ এই কথা
বলেন; কারণ সে মাবুদের বিরুদ্ধে বিপথগমনের
কথা বলেছে।

বনি-ইসরাইলদের পুনঃস্থাপনের ওয়াদা

৩০ ১ মাবুদের কাছ থেকে এই কালাম
ইয়ারমিয়ার কাছে নাজেল হল,
২ মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই কথা বলেন,
আমি তোমার কাছে যেসব কথা বলেছি, সেসব
একটি কিতাবে লিখে রাখ। ৩ কেননা, মাবুদ
বলেন, দেখ, এমন সময় আসছে, যে সময়ে
আমি আমার লোক ইসরাইলের ও এহুদার
বন্দীদশা ফিরাব; আর আমি তাদের
পূর্বপুরুষদেরকে যে দেশ দিয়েছি, সেই দেশে
তাদেরকে ফিরিয়ে আনবো এবং তারা তা
অধিকার করবে।
৪ ইসরাইল ও এহুদার বিষয়ে মাবুদ যেসব
কালাম বললেন, তা এই। ৫ মাবুদ এই কথা
বলেন; আমরা ভয়ের, কম্পনের আওয়াজ
শুনেছি, শান্তির নয়। ৬ তোমরা একবার জিজ্ঞাসা
করে দেখ, পুরুষের কি প্রসববেদনা হয়?
প্রসবকালে যেমন স্ত্রীলোকের, তেমনি আমি
প্রত্যেক পুরুষের কোমরে হাত ও সকলের মুখ
বিষাদে ম্লান কেন দেখছি? ৭ হায়! সেদিন মহৎ,
তার মত দিন আর নেই; এ ইয়াকুবের
সঙ্কটকাল, কিন্তু এ থেকে সে নিস্তার পাবে।
৮ বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন, আমি
সেদিন তোমার ঘাড় থেকে ওর জোয়াল ভেঙ্গে
ফেলব, তোমার বন্ধনগুলো মুক্ত করবো এবং

[৩০:২] ইশা ৩০:৮; ইয়ার ৩৬:২।
[৩০:৩] ইয়ার ১৬:১৪; ২৪:৬।
[৩০:৫] ইয়ার ৬:২৫।
[৩০:৬] ইশা ২৯:২২।
[৩০:৭] ইশা ২২:৫; সফ ১:১৫।
[৩০:৮] জবুর ১০৭:১৪।
[৩০:৯] মথি ১:১।
[৩০:১০] ইশা ৪১:১০।

৩০:১–৩৩:২৬ এই অংশটিকে কখনো কখনো নবী ইয়ারমিয়ার "সান্ত্বনার কিতাব" বলা হয়। এই অংশটি ইসরাইল (উত্তরের রাজ্য) এবং এহুদা (দক্ষিণের রাজ্য) উভয়ের চূড়ান্ত উদ্ধারের কথা বলে এবং এই অংশটিই ইয়ারমিয়া কিতাবে অপেক্ষাকৃত সবচেয়ে দীর্ঘ যেখানে আল্লাহ্‌র লোকদের জন্য ভবিষ্যতের আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে (আল্লাহ্‌র কৃত উদ্ধারের অন্যান্য অংশ দেখুন ৩:১৪-১৮; ১৬:১৪-১৫; ২৩:৩-৮; ২৪:৪-৭ আয়াতে)। ৩২:১ আয়াতে যে তথ্য রয়েছে তা দিয়ে সম্ভবত এই পুরো অংশটি ৫৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রচিত হয়েছে বলে নির্ধারণ করা যেতে পারে। এর পরের বছরই বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার জেরুশালেম নগরী সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেন এবং এর অধিবাসীদেরকে ব্যাবিলনের বন্দীদশায় নিয়ে যান।

৩০:১–৩১:৪০ প্রায় পুরো অংশটিই পদ্যের ভঙ্গিতে লেখা হয়েছে। এই দুটি অধ্যায়ে নবীর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে, যেখানে তিনি এমন এক সময়ের প্রত্যাশা করছেন যখন মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদেরকে উদ্ধার করবেন।

৩০:১ অধ্যায় ৩০-৩১ এর শিরোনাম দেখুন (এর সাথে ৩২-৩৩ অধ্যায়ের শিরোনামও দেখুন)।

৩০:২ লিখে রাখ। যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই পুনরুদ্ধারের ভবিষ্যদ্বাণী সংরক্ষিত থাকে। *কিতাব।* গুটিয়ে রাখা কিতাব (উদাহরণস্বরূপ দেখুন ৩৬:২, ৪; ৪৫:১; এর সাথে দেখুন হিজ ১৭:১৪ আয়াত ও নোট)। *আমি তোমার কাছে যেসব কথা বলেছি।* আল্লাহ্‌র লোকদের ভবিষ্যতের পুনরুদ্ধার ও মুক্তি লাভ সম্পর্কে। ৩৬:২ আয়াতে এই বক্তব্যটি আরও সহজবোধ্য করে লিখিত হয়েছে।

৩০:৩ বন্দীদশা ফিরাব। ২৯:১৪ আয়াতের নোট দেখুন। *ইসরাইলের ও এহুদার।* উত্তর ও দক্ষিণের রাজ্য, যার মধ্যে প্রথমটি ৭২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বন্দীদশায় গিয়েছিল এবং দ্বিতীয়টি এই অংশ রচিত হওয়ার এক বছরের মধ্যেই বন্দীদশায় গিয়েছিল (৩০:১–৩৩:২৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩০:৫ ভয়ের, কম্পনের আওয়াজ। যুদ্ধ ও ধ্বংসের আওয়াজ।

৩০:৬ প্রসবকালে যেমন স্ত্রীলোকের। বিষাদ ও কষ্টের প্রতীক (৪:১৯, ৩১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩০:৭ মাবুদের দিন সম্পর্কিত বর্ণনা (ইশা ২:১১, ১৭, ২০; আমোস ৫:১৮; ৮:৯ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানে নবী ইয়ারমিয়া মূলত অদূর ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দিচ্ছেন (আয়াত ৮, ১৮ দেখুন), কিন্তু একই সাথে এই কথাগুলোকে মসীহী যুগের দর্শন হিসেবেও দেখা যায়। *মহৎ।* আক্ষরিক অর্থে "ভয়াবহ" (যেমনটা দেখা যায় যোয়েল ২:১১; সফ ১:১৪ আয়াতে; এর সাথে তুলনা করুন যোয়েল ১:১৫ আয়াত)। তার মত দিন আর নেই। দানি ১২:১; যোয়েল ২:২; মথি ২৪:২১ আয়াত দেখুন। *সঙ্কটকাল।* দানি ১২:১ আয়াতে এই শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দকে অনুবাদ করা হয়েছে "সঙ্কটের কাল" (মথি ২৪:২১ আয়াত ও নোট দেখুন; প্রকা ১৬:১৮ আয়াত দেখুন)। *ইয়াকুব।* ইসরাইল (আয়াত ১০ দেখুন)।

৩০:৮ সেদিন। ইশা ২:১১, ১৭, ২০ আয়াতের নোট দেখুন। *জোয়াল।* ২৭:২ আয়াতের নোট দেখুন। তোমার বন্ধনগুলো মুক্ত করবো। জবুর ২:৩ আয়াতে এই শব্দের অন্তর্নিহিত হিব্রু শব্দটিকে অনুবাদ করা হয়েছে "তাদের শিকল ভেঙ্গে ফেলবে," যেখানে জাতিগণ নিজেদেরকে মাবুদ ও তাঁর অভিষিক্ত শাসকদের কাছ থেকে মুক্ত করার জন্য দুরভিসন্ধি করেছিল। এখানে মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদেরকে জাতিগণের গোলামীর বন্ধন থেকে মুক্ত করার ওয়াদা করছেন। *বিদেশীরা।* এখানে ব্যাবিলন ছাড়া অন্যান্য জাতিদের কথাও বোঝানো হয়েছে।

৩০:৯ নিজেদের বাদশাহ্‌ দাউদের। মসীহ্‌ (২৩:৫ আয়াতের নোট দেখুন)। টার্গুম (প্রাচীন অরামীয় অনুবাদ) সংস্করণে বলা হয়েছে "মসীহ্‌, দাউদের বংশধর, তাদের বাদশাহ্‌।" *উৎপন্ন করবো।* ২৩:৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩০:১০-১১ এই অংশটি ৪৬:২৭-২৮ আয়াতে প্রায় উদ্ধৃতি আকারে তুলে ধরা হয়েছে।

৩০:১০ আমার গোলাম ইয়াকুব। ইশা ৪১:৮-৯ আয়াত ও নোট দেখুন; ৪৪:১-২, ২১; ৪৫:৪; ৪৮:২০ আয়াত দেখুন। *কেউ তাকে ভয় দেখাবে না।* এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ৫; আরও দেখুন লেবীয় ২৬:৬; আইউব ১১:১৯; ইশা ১৭:২; ইহি ৩৪:২৮; ৩৯:২৬; মিকাহ্‌ ৪:৪ আয়াত ও নোট; সফ ৩:১৩ আয়াত।

বিদেশীরা তাকে আর গোলামী করাবে না।
৯ কিন্তু তারা নিজেদের আল্লাহ্‌ মাবুদের ও
নিজেদের বাদশাহ্‌ দাউদের গোলামী করবে,
আমি তাদের জন্য তাঁকেই উৎপন্ন করবো।
১০ অতএব, হে আমার গোলাম ইয়াকুব, ভয়
করো না, মাবুদ এই কথা বলেন; হে ইসরাইল,
নিরাশ হয়ো না; কেননা দেখ, আমি দূর থেকে
তোমাকে ও বন্দীদশার দেশ থেকে তোমার
বংশকে নিস্তার করবো; ইয়াকুব ফিরে এসে
নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে থাকবে, কেউ তাকে ভয়
দেখাবে না। ১১ কেননা তোমার উদ্ধারের জন্য
আমিই তোমার সহবর্তী, মাবুদ এই কথা বলেন;
কারণ আমি যাদের মধ্যে তোমাকে ছড়িয়ে
ছিটিয়ে দিয়েছি, সেসব জাতিকে নিঃশেষে সংহার
করবো; তোমাকে নিঃশেষে সংহার করবো না,
কিন্তু ন্যায়বিচার করে শাস্তি দেব, কোন মতে
অদণ্ডিত রাখবো না।
১২ কারণ মাবুদ এই কথা বলেন, তোমার
আঘাত অপ্রতিকার্য ও তোমার ক্ষত ব্যথাজনক।
১৩ তোমার পক্ষ সমর্থন করার কেউই নেই;
তোমার ক্ষত ভাল করার ওষুধ নেই, তোমার
সুস্থতা লাভ করার কোন আশাও নেই।
১৪ তোমার প্রেমিকরা সকলে তোমাকে ভুলে
গেছে, তারা তোমার খোঁজ করে না; কারণ আমি

[৩০:১১] ইউসা ১:৫।
[৩০:১২] আইউ ৬:৪; ইয়ার ১০:১৯।
[৩০:১৩] ইয়ার ৮:২২; ১৪:১৯; ৪৬:১১; নহূম ৩:১৯।
[৩০:১৪] ইয়ার ২২:২০; মাতম ১:২।
[৩০:১৫] মেসাল ১:৩১; মাতম ১:৫।
[৩০:১৬] ইশা ২৯:৮; ৩৩:১; ইয়ার ২:৩।
[৩০:১৭] ইশা ১:৫; হোশেয় ৬:১।
[৩০:১৮] দ্বি:বি ৩০:৩।
[৩০:১৯] জবুর ৯:২; ইশা ৩৫:১০; ৫১:১১।
[৩০:২০] ইশা ৫৪:১৩; জাকা ৮:৫।
[৩০:২১] দ্বি:বি ১৭:১৫।

তোমাকে দুশমনদের আঘাতের মত আঘাত
করেছি, নির্দয়ের মত শাস্তি দিয়েছি; কেননা
তোমার অপরাধ বহুল, তোমার গুনাহ্‌ প্রবল।
১৫ তোমার ক্ষতের জন্য কেন কান্নাকাটি কর?
তোমার ব্যথা দুরারোগ্য; তোমার অপরাধ বহুল,
তোমার গুনাহ্‌ প্রবল, এজন্য আমি তোমার প্রতি
এসব করেছি। ১৬ অতএব যারা তোমাকে গ্রাস
করে, তাদের সকলকে গ্রাস করা হবে; তোমার
দুশমনদের সকলেই বন্দীদশার স্থানে যাবে; এবং
যারা তোমার সম্পত্তি লুট করে, তারা লুণ্ঠিত
হবে; ও যারা তোমার দ্রব্য হরণ করে, তাদের
দ্রব্য আমি হরণ করাব। ১৭ কারণ আমি তোমার
স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনবো ও তোমার ক্ষতগুলো ভাল
করবো, মাবুদ এই কথা বলেন, কেননা তারা
বলে, এ দূরীকৃতা, এ সেই সিয়োন, যার খোঁজ
কেউ করে না। ১৮ মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ,
আমি ইয়াকুবের তাঁবুগুলোর বন্দীদশা ফিরাব ও
তার সমস্ত আবসের প্রতি করুণা করবো; তাতে
নগর তার উপপর্বতের উপরে নির্মিত হবে ও
রাজপুরীতে রীতিমত মানুষের বসতি হবে।
১৯ আর সেই স্থানের মধ্য থেকে প্রশংসা-গজল ও
আনন্দকারীদের ধ্বনি বের হবে; আর আমি
লোকদের বৃদ্ধি করবো, তারা হ্রাস পাবে না;
আমি তাদেরকে গৌরবান্বিত করবো, তারা আর

৩০:১১ তোমার উদ্ধারের জন্য আমিই তোমার সহবর্তী। এই কথাটি এর আগে মূলত শুধুমাত্র নবী ইয়ারমিয়াকে বলা হয়েছে (আয়াত ১:৮, ১৯; ১৫:২০ আয়াত দেখুন), যা এখন আল্লাহ্‌র সমস্ত লোকদেরকে বলা হচ্ছে। *ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছি।* ৯:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন; ২৩:১-২। *তোমাকে নিঃশেষে সংহার করবো না।* ৪:২৭ আয়াত ও নোট দেখুন। *কোন মতে অদণ্ডিত রাখবো না।* ২৫:২৯; ৪৯:১২ আয়াত দেখুন।

৩০:১২-১৩ আয়াত ৮:২২; হোসিয়া ৫:১৩; ৬:১; ৭:১; ১১:৩ দেখুন।

৩০:১২ তোমার। অর্থাৎ এহুদার। *আঘাত অপ্রতিকার্য।* ১৫:১৮ আয়াত ও নোট দেখুন। *ক্ষত ব্যথাজনক।* ১৪:১৭ আয়াত দেখুন।

৩০:১৩ পক্ষ সমর্থন করার। দুশমনদের বিরুদ্ধে। *ক্ষত ভাল করার ওষুধ নেই।* হোসিয়া ৫:১৩ আয়াত দেখুন।

৩০:১৪ তোমার প্রেমিকরা। অর্থাৎ সমস্ত মিত্রপক্ষেরা। ২২:২০ আয়াতের নোট দেখুন। যেমন মিসর অনেক সময় এহুদাকে ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করেছে (৩৭:৫-৭ আয়াত দেখুন)। *কেননা তোমার অপরাধ বহুল।* ৫:৬; ১৩:২২ আয়াত দেখুন। এই অংশের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দগুচ্ছটি ১৫ আয়াতে হুবুহু ব্যবহৃত হয়েছে।

৩০:১৬ যারা তোমাকে গ্রাস করে। ৩:২৪; ৫:১৭; ৮:১৬; ১০:২৫ আয়াত দেখুন। *তাদের সকলকে গ্রাস করা হবে।* ২৫:২৬ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৫১:৪৮-৪৯ আয়াতের নোট দেখুন। *তারা লুণ্ঠিত হবে।* ইশা ১৭:১৪ আয়াত দেখুন।

৩০:১৭ তোমার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনবো। ৮:২২ আয়াতের সাথে তুলনা করুন; ৩৩:৬; ইশা ৫৮:৮ আয়াত দেখুন। *সিয়োন।* ২ শামু ৫:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৩০:১৮ তাঁবুগুলোর বন্দীদশা ফিরাব। ২৯:১৪ আয়াতের নোট দেখুন। *নগর ... রাজপুরীতে।* আক্ষরিক অর্থে "একটি নগর ... একটি প্রাসাদ"। সম্ভবত এখানে এহুদার নগর ও প্রাসাদাগুলোকে সাধারণভাবে বোঝানো হয়েছে (আমোস ৯:১৪ আয়াত দেখুন)। তবে এটাও হতে পারে যে, শুধুমাত্র জেরুশালেম নগরী ও তার রাজপ্রাসাদের কথা এখানে বলা হয়েছে (৩১:৩৮ আয়াত দেখুন)। *তার উপপর্বতের উপরে।* এখানে উপপর্বত বলতে ধ্বংসস্তূপের কথা বোঝানো হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি হচ্ছে টেল, যা দিয়ে সাধারণত বহু বছর বা শতাব্দীর পুরাতন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ বোঝানো হয়, যার উপরে নতুন করে নগর পত্তন করা হয়েছে (উদাহরণস্বরূপ দেখুন ইউসা ১১:১৩ আয়াত ও নোট)।

৩০:১৯ প্রশংসা গজল। ৩৩:১১ আয়াত দেখুন। *আনন্দকারীদের ধ্বনি।* ৩১:৪ আয়াত ও নোট দেখুন। এর সাথে ১৫:১৭ আয়াত তুলনা করুন। *বৃদ্ধি করবো ... হ্রাস পাবে না।* ২৯:৬; ইহি ৩৬:৩৭-৩৮ আয়াত দেখুন। *গৌরবান্বিত করবো ... লঘু থাকবে না।* ইশা ৯:১ আয়াত দেখুন।

৩০:২০ আগের মত হবে। সম্ভবত এখানে সংযুক্ত ইসরাইল ও এহুদা রাজ্যের কথা বোঝানো হচ্ছে, বিশেষ করে বাদশাহ্‌ দাউদের আমলের কথা। *মণ্ডলী।* ১ বাদশাহ্‌ ১২:২০ আয়াতের এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দের অনুবাদ করা হয়েছে সমাজ, যা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে জনগণের নেতৃত্ব বা প্রতিনিধিত্বকারী জনগোষ্ঠীকে বোঝায়। *আমার সম্মুখে স্থিরীকৃত হবে।* জবুর ১০২:২৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩০:২১ অধিপতি ... শাসনকর্তা। যদিও টার্গুম সংস্করণে এখানে মসীহ্‌কে বোঝানো হয়েছে, তথাপি এখানে বন্দীদশার

লঘু থাকবে না। ২০ আর তাদের সন্তান-সন্ততি
আগের মত হবে, তাদের মণ্ডলী আমার সম্মুখে
স্থিরীকৃত হবে; এবং যারা তাদের প্রতি জুলুম
করে, সেই সকলকে আমি দণ্ড দেব। ২১ তাদের
অধিপতি তাদেরই মধ্যে এক জন হবেন ও
তাদের মধ্যে উৎপন্ন এক জন ব্যক্তি তাদের
শাসনকর্তা হবেন; আর আমি তাঁকে আমার
নিকটস্থ করবো, তিনি আমার কাছে আসবেন;
কেননা তিনি কে, যিনি আমার কাছে আসতে
সাহস পেয়েছেন? মাবুদ এই কথা বলেন।
২২ আর তোমরা আমার লোক হবে এবং আমি
তোমাদের আল্লাহ্‌ হবো।
২৩ দেখ, মাবুদের ঝটিকা, তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধ,
হ্যাঁ, হু হু শব্দকারী ঝটিকা বের হচ্ছে; তা দুষ্টদের
মাথায় লাগবে। ২৪ যে পর্যন্ত মাবুদ তাঁর মনের
অভিপ্রায় সফল ও সিদ্ধ না করেন, সেই পর্যন্ত
তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধ ফিরবে না; তোমরা শেষকালে
তা বুঝতে পারবে।

নির্বাসন থেকে আনন্দ সহকারে ফিরে আসা

৩১ ১ মাবুদ বলেন, সেই সময়ে আমি
ইসরাইলের সমস্ত গোষ্ঠীর আল্লাহ্‌ হব
এবং তারা আমার লোক হবে। ২ মাবুদ এই কথা
বলেন, তলোয়ার থেকে রক্ষা পাওয়া লোকেরা
মরুভূমিতে রহমত লাভ করলো; সে ইসরাইল,
আমি তাকে বিশ্রাম দিতে গমন করলাম।
৩ মাবুদ দূর থেকে আমাকে দর্শন দিয়ে বললেন,
আমি তো চিরন্তন প্রেমে তোমাকে মহব্বত করে
আসছি, এজন্য আমি তোমার প্রতি চিরকাল
বিশ্বস্ত থাকব। ৪ হে কুমারি ইসরাইল, আমি

[৩০:২২] ইশা ১৯:২৫। [৩০:২৩] ইয়ার ২৩:১৯। [৩০:২৪] মাতম ১:১২। [৩১:১] লেবীয় ২৬:১২। [৩১:২] শুমারী ১৪:২০। [৩১:৩] দ্বি:বি ৪:৩৭। [৩১:৪] ২বাদশা ১৯:২১। [৩১:৫] দ্বি:বি ২০:৬। [৩১:৬] ইশা ৫২:৮; ৫৬:১০।

পরপরই এহুদায় যিনি শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হবেন তার কথা বোঝানো হতে পারে। তবে চূড়ান্তভাবে প্রভু ঈসা মসীহ্‌ই এই ওয়াদা পরিপূর্ণ করেছেন। *তাদেরই মধ্যে এক জন।* বিদেশী কেউ নয় (দ্বি.বি. ১৮:১৫, ১৮ আয়াত দেখুন)। *আমার নিকটস্থ করবো ... কাছে আসবেন।* শুমারী ১৬:৫ আয়াত দেখুন।

৩০:২২ দেখুন আয়াত ৩১:১; এর সাথে ৭:২৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৩০:২৩-২৪ এই অংশটি ২৩:১৯-২০ আয়াত থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৩১:১-৪০ পুনরুদ্ধারের ভাবধারার সূচনা ঘটেছে ৩০:১ আয়াত থেকে, যা এখানে চলমান রয়েছে। এই অধ্যায়ে নবী ইয়ারমিয়া লিপিবদ্ধ করেছেন বিভিন্ন শ্রোতাদের প্রতি মাবুদের বাণী: (১) আল্লাহ্‌র সমস্ত লোকদের প্রতি, আয়াত ১ (গদ্যাকারে); (২) ইসরাইলের উদ্ধারকৃত উত্তরের রাজ্যের প্রতি, আয়াত ২-২২ (পদ্যাকারে); (৩) উদ্ধারকৃত এহুদার দক্ষিণ রাজ্যের প্রতি, আয়াত ২৩-২৬ (গদ্যাকারে); এবং (৪) এক সাথে ইসরাইল ও এহুদার প্রতি, আয়াত ২৭-৪০ (ভূমিকা গদ্যাকারে, আয়াত ২৭-৩০; মূল অংশ পদ্যাকারে, আয়াত ৩১-৩৭; উপসংহার গদ্যাকারে, আয়াত ৩৮-৪০ আয়াত – প্রতিটি অংশ শুরু করা হয়েছে "এমন সময় আসছে" কথাটির মধ্য দিয়ে; ৩১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩১:১ দেখুন ৩০:২২ আয়াত; এর সাথে ৭:২৩ আয়াতের নোটও দেখুন। *আল্লাহ্‌ হব ... আমার লোক হবে।* জাকা ৮:৮ আয়াতের নোট দেখুন। *ইসরাইলের সমুদয় গোষ্ঠী।* পুরো ১২টি গোষ্ঠীর সকলে।

৩১:২ তলোয়ার থেকে রক্ষা পাওয়া লোকেরা। ধার্মিক অবশিষ্ট লোকেরা (আয়াত ৭ দেখুন; এর সাথে ৬:৯ আয়াতের নোট দেখুন), যারা বন্দীদশা থেকে ফিরে আসবে। *মরুভূমি।* আরবীয় মরুভূমি, সিনাই মরুভূমির মত আরেকটি মরু অঞ্চল যেখানে হিজরতের পর ইসরাইলের পূর্বপুরুষেরা যাত্রা করেছিলেন। বন্দীদশা থেকে ফিরে আসাকে অনেক সময় হিজরতের সময় মিসরের গোলামী থেকে মুক্ত হওয়ার সাথে তুলনা করা হয় (দেখুন ১৬:১৪-১৫; ইশা ৩৫:১-১১ আয়াত ও নোট; ৪০:৩-৪; ৪২:১৪-১৬; ৪৩:১৮-২১; ৪৮:২০-২১; ৫১:৯-১১; এর সাথে তুলনা করুন হোসিয়া ২:১৪-১৫ আয়াত)। *বিশ্রাম।* ৬:১৬ আয়াত দেখুন; তুলনা করুন দ্বি.বি. ২৮:৬৫ আয়াত; এর সাথে দ্বি.বি. ৩:২০; ইউসা ১:১৩ আয়াতের নোট দেখুন। *ইসরাইল।* উত্তরের রাজ্য (এর সাথে আয়াত ৪, ৭, ৯-১০, ২১ দেখুন)। এর অন্য নাম হচ্ছে সামেরিয়া (আয়াত ৫), আফরাহীম (আয়াত ৬, ৯, ১৮, ২০), ইয়াকুব (আয়াত ৭, ১১) এবং রাহেল (আয়াত ১৫)।

৩১:৩ চিরন্তন প্রেমে ... মহব্বত করে আসছি। এই অংশটি হিব্রু প্রতিশব্দের অর্থ হচ্ছে দূর থেকে অটল মহব্বতে জড়িয়ে রাখা, জবুর ৩৬:১০ আয়াত দেখুন (জবুর ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩১:৪ তুমি নির্মিত হবে। ১:১০ আয়াত ও নোট দেখুন। *কুমারি ইসরাইল।* ২ বাদশাহ্‌ ১৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন। *তবল।* সাধারণত আনন্দঘন পরিবেশে এই বাদ্যযন্ত্রটি বাজানো হয়ে থাকে (জবুর ৬৮:২৫ আয়াত দেখুন), বিশেষত সামরিক বিজয় লাভের পর (হিজ ১৫:২০ আয়াত ও নোট; কাজী ১১:৩৪ আয়াত দেখুন) – এর সাথে তুলনা করুন বন্দীদশায় এহুদার লোকদের অভিজ্ঞতা (জবুর ১৩৭:১-৩)। *নৃত্য।* আয়াত ১৩ দেখুন; অনেক সময় প্রাচীনকালের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হত (২ শামু ৬:১৪; জবুর ১৪৯:৩; ১৫০:৪ আয়াত দেখুন)।

৩১:৫ আঙ্গুরক্ষেত প্রস্তুত করবে। আয়াত ১:১০ ও নোট দেখুন। *সামেরিয়া।* ৭২২-৭২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সামেরিয়া পরাজিত হয় (২ বাদশাহ্‌ ১৭:২৪ আয়াত দেখুন); যা কোন একদিন আল্লাহ্‌র লোকদের সাথে মল্লযুদ্ধ করবে। *রোপণ করবে ও তার ফল ভোগ করবে।* দ্বি.বি. ২৮:৩০; ইশা ৬২:৮-৯; ৬৫:২১-২২ আয়াত দেখুন। যেহেতু শরীয়তে বলা হয়েছে যে, গাছ রোপণের পর তার বয়স পাঁচ বছর না হলে তার ফল খাওয়া যাবে না (লেবীয় ১৯:২৩-২৫ আয়াত দেখুন), সে কারণে এখানে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার বিষয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

৩১:৬ প্রহরীরা ... ঘোষণা করে বলবে। প্রহরীরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকত এবং তারা চাঁদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসবগুলোর সময় ঘোষণা করতো (দ্বি.বি. ১৬:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন)। *আফরাহীম প্রদেশে ... সিয়োনে।* বাদশাহ্‌ প্রথম ইয়ারাবিমের উত্তর রাজ্যের লোকদেরকে দেবতাদের পূজা করার জন্য বাধ্য করা হত (১ বাদশাহ্‌ ১২:২৬-৩০ আয়াত দেখুন)। ভবিষ্যতে অবশ্য তারা শুধুমাত্র মাবুদ আল্লাহ্‌ এবাদত করবে (তুলনা করুন ইউহোন্না

তোমাকে পুনর্বার গেঁথে তুলব, তুমি নির্মিত হবে,
তুমি পুনর্বার তোমার তবল তুলে নেবে এবং
আনন্দকারীদের শ্রেণীতে নৃত্য করতে করতে
গমন করবে। ৫ তুমি সামেরিয়ার পর্বতমালায়
পুনর্বার আঙ্গুরক্ষেত প্রস্তুত করবে; রোপনকারীরা
আঙ্গুরলতা রোপণ করবে ও তার ফল ভোগ
করবে। ৬ কেননা এমন দিন উপস্থিত হবে,
যেদিন প্রহরীরা পর্বতময় আফরাহীম প্রদেশে
ঘোষণা করে বলবে, উঠ, চল, আমরা সিয়োনে
আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের কাছে গমন করি।
৭ অতএব মাবুদ এই কথা বলেন, তোমরা
ইয়াকুবের জন্য আনন্দরব কর, জাতিদের
পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে উচ্চধ্বনি কর, ঘোষণা
কর, প্রশংসা কর, আর বল, হে মাবুদ, তোমার
লোকদেরকে, ইসরাইলের অবশিষ্টাংশকে, উদ্ধার
কর। ৮ দেখ, আমি তাদের উত্তর দেশ থেকে
আনবো, দুনিয়ার প্রান্তভাগ থেকে সংগ্রহ করবো;
তারা অন্ধ, খঞ্জ, গর্ভবতী ও প্রসূতিসুদ্ধ মহাসমাজ
হয়ে এই স্থানে ফিরে আসবে। ৯ তারা কাঁদতে

[৩১:৭] ইশা ১২:৬। [৩১:৭] দ্বি:বি ২৮:১৩; ইশা ৬১:৯। [৩১:৮] পয়দা ৩৩:১৩; দ্বি:বি ৩০:৪; জবুর ১০৬:৪৭; ইহি ৩৪:১২-১৪। [৩১:৯] উজা ৩:১২; জবুর ১২৬:৫। [৩১:১০] ইশা ৪৯:১; ৬৬:১৯। [৩১:১১] হিজ ৬:৬; জাকা ৯:১৬। [৩১:১২] জবুর ১২৬:৫। [৩১:১৩] ইশা ৬১:৩। [৩১:১৪] লেবীয় ৭:৩৫-৩৬। [৩১:১৫] ইউসা ১৮:২৫।

কাঁদতে আসবে এবং বিনয় সহকারে আমা দ্বারা
চালিত হবে; আমি তাদের পানির স্রোতের কাছ
দিয়ে সরল পথে গমন করাব, সেই পথে তারা
হোঁচট খাবে না, যেহেতু আমি ইসরাইলের পিতা
এবং আফরাহীম আমার প্রথমজাত পুত্র।
১০ হে জাতিবৃন্দ, তোমরা মাবুদের কালাম শোন
এবং দূরস্থ উপকূলগুলোতে তা প্রচার কর; আর
বল, যিনি ইসরাইলকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তিনিই
তাকে সংগ্রহ করবেন, আর রক্ষক যেমন নিজের
পালকে রক্ষা করে, তেমনি রক্ষা করবেন।
১১ কারণ মাবুদ ইয়াকুবকে উদ্ধার করেছেন, তার
চেয়েও বেশি বলবানের হাত থেকে তাকে মুক্ত
করেছেন। ১২ তারা এসে উঁচু সিয়োনে
আনন্দগান করবে এবং স্রোতের মত প্রবাহিত
হয়ে মাবুদের মঙ্গলদানের কাছে, গম, আঙ্গুর-
রস, তেল, ভেড়ার বাচ্চাগুলোর ও বাছুরগুলোর
জন্য আসবে এবং তাদের প্রাণ সুসিক্ত বাগানের
মত হবে; ১৩ তারা আর অবসন্ন হবে না। তখন
কন্যারা নেচে আনন্দ করবে এবং যুবকেরা ও

৪:২০ আয়াত)। *উঠ, চল।* সাধারণত প্রাচীন ইসরাইলে এ ধরনের আহ্বানের মধ্য দিয়ে ইসরাইলে যাওয়া বোঝানো হত (এর সাথে তুলনা করুন উযায়ের ১:৩; ৭:৭; ইশা ২:৩; ইউহোন্না ২:১৩ আয়াত)। এর কারণে শুধু এই নয় যে, নগরীটি চারপাশের গ্রাম ও নগর থেকে উঁচুতে একটি পর্বতের উপরে অবস্থিত ছিল, সেই সাথে এই নগরীটি ছিল দেশের রাজধানী এবং ইসরাইল জাতির ধর্মীয় জীবনের কেন্দ্রপীঠ।

৩১:৭ জাতিদের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে। দ্বি.বি. ২৬:১৯; আমোস ৬:১ আয়াত দেখুন। ইসরাইল জাতি ছিল অত্যন্ত মহান এক জাতি, তবে এর কারণ এই নয় যে তাদের অনেক যোগ্যতা বা সক্ষমতা ছিল, বরং তারা বেহেশতী অনুগ্রহ ও অভিষেক লাভ করেছিল (দ্বি.বি. ৭:৬-৮; ২ শামু ৭:২৩-২৪ আয়াত দেখুন)। *উদ্ধার কর।* এই শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দের মূল উৎপত্তি হচ্ছে "হোশান্না", যা লোকেরা জেরুশালেমে তালপত্র রবিবারে ঘোষণা করেছিল (মথি ২১:৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে জবুর ২০:৯;; ২৮:৯; ৮৬:২ আয়াত দেখুন; এর সাথে বিশেষ করে ১১৮:২৫ আয়াত দেখুন)। *অবশিষ্টাংশকে।* ৬:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:৮ উত্তর দেশ। ৩:১৮; ৪:৬ আয়াত ও নোট দেখুন; ৬:২২; ১৬:১৫ আয়াতও দেখুন। *দুনিয়ার প্রান্ত ভাগ।* ৬:২২; ২৫:৩২ আয়াত দেখুন। *অন্ধ ... খঞ্জ।* ইশা ৩৫:৫-৬ আয়াত ও নোট দেখুন; ৪২:১৬ আয়াতও দেখুন। *গর্ভবতী।* ৪:৩১ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:৯ কাঁদতে কাঁদতে। এর সাথে তুলনা করুন জবুর ১২৬:৫-৬; ইশা ৫৫:১২ আয়াত। *আমা দ্বারা চালিত হবে।* ইশা ৪০:১১; ৪৮:২১; এর সাথে তুলনা করুন ইশা ২০:৪। *পানির স্রোতের কাছ দিয়ে।* দেখুন জবুর ২৩:২ আয়াত ও নোট দেখুন; ইশা ৪৯:১০; এর সাথে তুলনা করুন ইশা ৪১:১৮ আয়াত। *সরল পথে।* ইশা ৪০:৩-৪ আয়াত ও নোট দেখুন; ৪৩:১৬, ১৯ আয়াত দেখুন। *আমি ইসরাইলের পিতা।* ৩:৪ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে দ্বি.বি. ৩২:৬; ইশা ৬৩:১৬; ৬৪:৮ আয়াত দেখুন। *প্রথমজাত পুত্র।* এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ২০; আরও দেখুন হিজ ৪:২২ আয়াত ও নোট; হোসিয়া ১১:১-৪ আয়াত।

৩১:১০ দূরস্থ উপকূলগুলোতে। ইসরাইলের পশ্চিম দিকে অবস্থিত দূরবর্তী অঞ্চলগুলো (২:১০; ২৫:২২ আয়াত ও নোট; ৪৭:৪; জবুর ৭২:১০; ইশা ৪১:১, ৫; ৪২:১০, ১২; ৪৯:১ আয়াত দেখুন)। *ইসরাইলকে ছড়িয়েছেন ... রক্ষক যেমন নিজের পালকে রক্ষা করে।* ২৩:১-৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩১:১১ উদ্ধার করেছেন। রূত ২:২০ আয়াতের নোট দেখুন। যেভাবে মাবুদ আল্লাহ্‌ ইসরাইল জাতিকে মিসরের বন্দীত্ব থেকে রক্ষা করেছেন (হিজ ৬:৬ আয়াত ও নোট; ১৫:১৩; দ্বি.বি. ৭:৮; ৯:২৬), সে কারণে তিনি তাদের বংশধরদেরকে এখন ব্যাবিলনের বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করবেন (ইশা ৪১:১৪; ৪৩:১ আয়াত ও নোট; ৫২:৯ দেখুন)। তারচেয়েও বেশি বলবানের হাত থেকে তাকে মুক্ত করেছেন। জবুর ৩৫:১০ আয়াত দেখুন।

৩১:১২ উঁচু সিয়োনে। ১৭:১২ আয়াতের নোট দেখুন। *মাবুদের মঙ্গলদানের কাছে।* মূলত এখানে রহমত দানের উপকরণের কথা বোঝানো হয়েছে (আয়াত ১৪; হোসিয়া ৩:৫ দেখুন)। *গম ... আঙ্গুর রস ... জলপাই তেল।* দ্বি.বি. ৭:১৩ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন হোসিয়া ২:৮ আয়াত। *সুসিক্ত বাগানের মত।* ইশা ৫৮:১১ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩১:১৩ তারা আর অবসন্ন হবে না। ইশা ২৫:৮ আয়াত দেখুন।

৩১:১৪ মঙ্গলদান। এখানে দুটি অর্থে কথাটি বোঝানো হতে পারে: (১) আল্লাহ্‌র মঙ্গল দান বা রহমতের কথা বোঝানো হতে পারে (জবুর ৩৬:৮; ৬৩:৫; ইশা ৫৫:২ আয়াত দেখুন) কিংবা (২) ইমামদের জন্য কোরবানীকৃত পশুর মাংসের বিশেষ অংশ তুলে রাখার কথা বোঝানো হতে পারে (লেবীয় ৭:৩১-৩৬ আয়াত দেখুন)।

৩১:১৫ মথি ২:১৮ আয়াতে এই অংশটি উদ্ধৃত করা হয়েছে, যেখানে বাদশাহ্‌ হেরোদ বেথলেহেম ও এর পার্শ্ববর্তী সমস্ত নগরের সকল দুই বছর বয়সী ছেলে শিশুদের মেরে ফেলার

বৃদ্ধেরা একত্র হয়ে আনন্দ করবে; কারণ আমি
তাদের শোক উল্লাসে পরিণত করবো; তাদের
সান্ত্বনা দেব ও দুঃখ ঘুচিয়ে আহ্লাদিত করবো।
[১৪] আর আমি পুষ্টিকর দ্রব্য দ্বারা ইমামদের প্রাণ
আপ্যায়িত করবো এবং আমার মঙ্গলদান দ্বারা
আমার লোকেরা তৃপ্ত হবে, মাবুদ এই কথা
বলেন। [১৫] মাবুদ এই কথা বলেন, রামায়
আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, হাহাকার ও ভীষণ
কান্নাকাটি হচ্ছে! রাহেলা তার সন্তানদের জন্য
কাঁদছে, সে তার সন্তানদের বিষয়ে প্রবোধ কথা
মানে না, কেননা তারা নেই। [১৬] মাবুদ এই কথা
বলেন, তোমার কান্নার আওয়াজ ও চোখের পানি
মুছে ফেল; কেননা তোমার কাজের পুরস্কার
দেওয়া হবে, মাবুদ এই কথা বলেন, আর তারা
দুশমনের দেশ থেকে ফিরে আসবে। [১৭] তোমার
শেষকালের বিষয়ে প্রত্যাশা আছে, মাবুদ এই
কথা বলেন; হ্যাঁ, তোমার সন্তানেরা নিজেদের
অঞ্চলে ফিরে আসবে।
[১৮] আমি আফরাহীমের স্বর স্পষ্ট শুনতে
পেয়েছি; সে খেদোক্তি করে বলেছে, 'যাকে বশ
করা হয় নি এমন বাছুরটির মত তুমি আমাকে
শাস্তি দিয়েছ, আমি শাস্তি ভোগ করেছি; আমাকে

[৩১:১৬] জবুর ৩০:৫; ইশা ২৫:৮; ৩০:১৯।
[৩১:১৭] আইউব ৮:৭; মাতম ৩:২৯।
[৩১:১৮] হোশেয় ৪:১৬; ১০:১১।
[৩১:১৯] জবুর ৯৫:১০; ইহি ৩৬:৩১।
[৩১:২০] ১বাদশা ৩:২৬; জবুর ৬:২; ইশা ৫৫:৭; মীখা ৭:১৮।
[৩১:২১] ইশা ৩৫:৮।
[৩১:২২] ইশা ৪৩:১৯।
[৩১:২৩] পয়দা ২৮:৩।
[৩১:২৪] জাকা ৮:৪-৮।
[৩১:২৫] ইশা ৪০:২৯।
[৩১:২৬] জাকা ৪:১।

ফিরাও, তাতে আমি ফিরব, কেননা তুমিই
আমার আল্লাহ্‌ মাবুদ। [১৯] আমি ফিরার পর
অনুতাপ করলাম ও শিক্ষা পাবার পর ঊরুদেশে
আঘাত করলাম; আমি লজ্জিত ও নিতান্ত বিষণ্ন
হলাম, কেননা নিজের যৌবনকালের অপযশ
বহন করলাম।' [২০] আফরাহীম কি আমার প্রিয়
পুত্র? সে কি আনন্দদায়ী বালক? হ্যাঁ, যতবার
আমি তার বিরুদ্ধে কথা বলি, ততবার পুনরায়
তাকে সাগ্রহে স্মরণ করি; এই কারণে তার জন্য
আমার অন্তর ব্যাকুল হয়; অবশ্য আমি তার
প্রতি করুণা করবো, মাবুদ এই কথা বলেন।
[২১] তুমি স্থানে স্থানে নিজের জন্য পথের চিহ্ন
রাখ, স্তম্ভ স্থাপন কর, যে পথে গমন করেছিলে,
সেই রাজপথে মনোনিবেশ কর; হে ইসরাইল-
কুমারী, ফিরে এসো; তোমার এসব নগরে ফিরে
এসো। [২২] অয়ি বিপথগামিনী কন্যে, কতকাল
ভ্রমণ করবে? মাবুদ তো দুনিয়াতে একটি নতুন
নিয়ম সৃষ্টি করলেন; নারী পুরুষকে বেষ্টন
করবে।
[২৩] বাহিনীগণের মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই
কথা বলেন, আমি যখন এই লোকদের বন্দীদশা
ফিরাব, তখন তারা এহুদা দেশে ও সেখানকার

আদেশ দিয়েছিলেন (মথি ২:১৬) যা এই অংশটির পূর্ণতা হিসেবে সাধিত হয়েছে। *রামা।* এর অবস্থান ছিল জেরুশালেমের প্রায় পাঁচ মাইল উত্তর দিকে, যা জেরুশালেমের লোকদের বন্দী অবস্থায় ব্যাবিলনে যাওয়ার পথে পড়েছিল (দেখুন ৪০:১; এর সাথে তুলনা করুন ইশা ১০:২৯; হোসিয়া ৫:৮ আয়াত)। *রাহেল।* ইয়াকুবের প্রিয়তমা স্ত্রী (পয়দা ২৯:৩০) এবং আফরাহীম ও মানাশার মাতামহী (পয়দা ৩০:২২-২৪; ৪৮:১-২), যা উত্তর রাজ্যের অন্যতম শক্তিশালী দুটি গোষ্ঠী। এখানে এই নামের মধ্য দিয়ে মূলত দুটি রাজ্যকে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩১:১৬ কেননা তোমার কাজের পুরস্কার দেওয়া হবে। ১৫:৭ আয়াত দেখুন। এখানে মূলত সন্তান ধারণ ও লালন পালনের পুরস্কাররের কথা বোঝানো হয়েছে।

৩১:১৭ তোমার শেষকালের বিষয়ে প্রত্যাশা আছে। ২৯:১১ আয়াত দেখুন। তোমার সন্তানেরা ... ফিরে আসবে।

৩১:১৮-১৯ শাস্তি দিয়েছ ... ফিরাও ... ফিরব। একই হিব্রু শব্দ দিয়ে তিনটি হিব্রু শব্দকে প্রকাশ করা হয়েছে (৮:৪-৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩১:১৯ ঊরুদেশে আঘাত করলাম। মূলত শোক ও দুঃখ প্রকাশের চিহ্ন (ইহি ২১:১২; লূক ২৩:৪৮ আয়াত ও নোট দেখুন)। একই ধরনের প্রকাশভঙ্গি দেখা যায় কিছু কিছু প্রাচীন সাহিত্যকর্মে, যেমন ব্যাবিলনীয় ইষ্টারের উত্থান, পঙক্তি; হোমার, ইলীয়াড, ১৫.৩৯৭-৩৯৮; ১৬.১২৫; ওডেসী, ১৩.১৯৮-১৯৯। *লজ্জিত ও নিতান্ত বিষণ্ণ।* ইশা ৪৫:১৬ আয়াত দেখুন। *যৌবনকালের।* শুরুর দিককার ইতিহাস (২:২; ৩:২৪-২৫; ২২:২১; ৩২:৩০; ইশা ৫৪:৪; ইহি ১৬:২২ আয়াত দেখুন)।

৩১:২০ আমার প্রিয় পুত্র? এর সাথে তুলনা করুন ইশা ৫:৭ আয়াত। *অবশ্য ... করুণা করবো।* হোসিয়া ১১:১-৪, ৮-৯। *আমার অন্তর ব্যাকুল হয়।* ইশা ১৬:১১ আয়াত দেখুন।

৩১:২১ বিদায়ী বন্দীদেরকে বলা হয়েছে যেন তারা উপযুক্ত সময়ে বন্দীদশা থেকে ফিরে আসে এবং এহুদায় ফিরে আসার পথ খুঁজে পায় (৩০:১–৩৩:২৬; ৩২:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *পথের চিহ্ন।* পাথরের তৈরি মাইল ফলক (য বাদশাহ্‌ ২৩:১৭; ইহি ৩৯:১৫ আয়াত দেখুন)। *ইসরাইল-কুমারী।* আয়াত ৪ ও নোট দেখুন।

৩১:২২ বিপথগামিনী কন্যে। এখানে এহুদা রাজ্যকে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (২ বাদশাহ্‌ ১৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন), যারা ধর্মচ্যুত হয়েছিল (৩:১৪, ২২ আয়াত দেখুন)। *নতুন নিয়ম সৃষ্টি করলেন।* ইশা ৪২:৯ আয়াত ও নোট দেখুন। *বেষ্টন করবে।* এহুদা কোন একদিন মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে আসবে এবং তাঁকে মহব্বত করবে, কারণ তিনি তাঁর স্বামী হবেন (আয়াত ৩২ ও নোট দেখুন)। এখানে বেষ্টন করা বলতে সুরক্ষিত রাখা বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ইসরাইলকে রক্ষা করবেন তা নয়, বরং ইসরাইল জাতিই আল্লাহ্‌র স্বার্থ রক্ষা করবে (তুলনা করুন জাকা ৩:৭ আয়াত ও নোট)।

৩১:২৩ এই লোকদের বন্দীদশা ফিরাব। ২৯:১৪ আয়াতের নোট দেখুন। *মাবুদ তোমাকে দোয়া করুন।* জবুর ১২৮:৫; ১৩৪:৩ আয়াত দেখুন। *ধর্মময় নিবাস।* জেরুশালেম নগরী (তুলনা করুন ইশা ১:২১, ২৬ আয়াত)। *পবিত্র পর্বত।* যে পর্বত চূড়ার উপরে জেরুশালেমের বায়তুল মোকাদ্দস অবস্থিত ছিল (জবুর ২:৬; ৪৮:১-২; ইশা ২:২-৩; ১১:৯; ২৭:১৩; ৬৬:২০ আয়াত দেখুন)।

৩১:২৬ আমি ঘুম থেকে জেগে। স্পষ্টত নবী ইয়ারমিয়া এর আগের বেহেশতী প্রত্যাদেশটি (যা শুরু হয়েছে ৩০:৩ আয়াতে) দেখেছেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে (এ ধরনের আরও দৃষ্টান্ত দেখুন দানি ১০:৯; জাকা ৪:১ আয়াতে)। *ঘুম আমার সুখদায়ক ছিল।* মেসাল ৩:২৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

সকল নগরে পুনর্বার এই কথা বলবে, 'হে ধর্মময়
নিবাস, হে পবিত্র-পর্বত, মাবুদ তোমাকে দোয়া
করুন।' ২৪ এহুদা ও তার সমস্ত নগর এবং
কৃষকরা ও যারা পালের সঙ্গে ইতস্তত ভ্রমণ করে,
তারা সেখানে একত্রে বাস করবে। ২৫ কারণ
আমি আপ্যায়িত করেছি ক্লান্ত প্রাণকে এবং
প্রত্যেক অবসন্ন প্রাণকে তৃপ্ত করেছি।
২৬ তখন আমি ঘুম থেকে জেগে দৃষ্টিপাত
করলাম, আর আমার ঘুম আমার সুখদায়ক ছিল।
২৭ মাবুদ বলেন, দেখ, এমন সময় আসছে, যে
সময়ে আমি ইসরাইল-কুল ও এহুদা-কুলরূপ
ক্ষেতে মানুষকে ও পশুকে বীজের মত বপন
করবো; ২৮ আর যেমন আমি তাদের উন্মূলন,
উৎপাটন, নিপাত, বিনাশ ও অমঙ্গল করতে
জাগ্রত ছিলাম, তেমনি তাদেরকে গাঁথতে ও
রোপণ করতেও জাগ্রত থাকব, মাবুদ এই কথা
বলেন। ২৯ সেই সময়ে লোকে আর বলবে না,
পিতারা আঙ্গুর ফল খেয়েছিলেন, তাই সন্তানদের
দাঁত টকেছে। ৩০ কিন্তু প্রত্যেকে নিজ নিজ
অপরাধের দরুন মরবে; যে ব্যক্তি আঙ্গুর ফল
খাবে তারই দাঁত টকে যাবে।

নতুন নিয়ম

৩১ মাবুদ বলেন, দেখ, এমন সময় আসছে, যে
সময়ে আমি ইসরাইল-কুল ও এহুদা-কুলের সঙ্গে
একটি নতুন নিয়ম স্থির করবো। ৩২ মিসর দেশ
থেকে তাদের পূর্বপুরুষদেরকে হাত ধরে বের
করে আনবার দিনে আমি তাদের সঙ্গে যে নিয়ম
স্থির করেছিলাম, সেই নিয়মানুসারে নয়; আমি
তাদের স্বামী হলেও তারা আমার সেই নিয়ম
লঙ্ঘন করলো, মাবুদ এই কথা বলেন। ৩৩ কিন্তু

[৩১:২৭] হোশেয় ২:২৩।
[৩১:২৮] আইউ ২৯:২।
[৩১:২৯] পয়দা ৯:২৫; দ্বি:বি ২৪:১৬।
[৩১:৩০] গালা ৬:৭।
[৩১:৩১] লূক ২২:২০; ইব ৮:৮-১২; ১০:১৬-১৭।
[৩১:৩২] দ্বি:বি ৫:৩।
[৩১:৩৩] হিজ ৪:১৫।
[৩১:৩৪] ১ইউ ২:২৭।

৩১:২৭ কুল ... কুলরূপ ক্ষেতে ... বীজের মত বপন করবো। ইহি ৩৬:৮-১১ আয়াত দেখুন। একই হিব্রু শব্দ দিয়ে দুটি শব্দকেই প্রকাশ করা হয়েছে। *ইসরাইল ও এহুদা।* উত্তর ও দক্ষিণের রাজ্য আবারও একত্রিত হবে (৩:১৮ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩১:২৮ জাগ্রত ছিলাম ... জাগ্রত থাকব। ১:১২ আয়াতের নোট দেখুন। *উন্মূলন, উৎপাটন, নিপাত, বিনাশ ও অমঙ্গল ... গাঁথতে ও রোপণ করতে।* ১:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:২৯ পিতারা ... তাই সন্তানদের দাঁত টকেছে। এই কথাটিই ইহি ১৮:২ আয়াতে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এটি বেশ জনপ্রিয় একটি প্রবাদ যা সম্ভবত হিজ ৩০:৫ ও শুমারী ১৪:১৮ আয়াতের ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুত উক্ত দুটি আয়াতে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, পিতৃপুরুষদেও কৃতকর্মের দায়ভার সন্তানদের বা বংশধরদের উপরে বর্তাতে পারে। নবী ইয়ারমিয়া ও ইহিস্কেলের সময়ে অনেক লোক অনুভব করেছিল যে, আল্লাহ্‌র বিচারের হাত তাদের উপরে পড়েছে তাদের গুনাহ্‌র কারণে নয়, বরং তাদের পূর্বপুরুষদের গুনাহ্‌র কারণে।

৩১:৩০ প্রত্যেকে নিজ নিজ অপরাধের দরুন মরবে। দেখুন দ্বি.বি. ২৪:১৬; ইহি ১৮:৩, ২০; ৩৩:৭-১৮ আয়াত। যদিও দলীয় বা সমষ্টিগত গুনাহ্‌র দায়ভার একটি গুরুত্বপূর্ণ মত, কিন্তু নবী ইয়ারমিয়া ও ইহিস্কেল দুজনেই এ কথা জোর দিয়ে বলেছেন যে, জেরুশালেম নগরীর ধ্বংস সাধনের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ গুনাহ্‌ই দায়ী। বরং তারা নিজেদের পূর্বপুরুষদের উপরে যে সমস্ত দায়ভার চাপানোর চেষ্টা করে নিজেরা সাধু সাজতে চাইছে তার কোন ভিত্তি নেই।

৩১:৩১-৩৪ নবী ইয়ারমিয়ার এই ভবিষ্যদ্বাণীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই অংশটি হচ্ছে সমগ্র ইঞ্জিল শরীফে উল্লিখিত পুরাতন নিয়মের সবচেয়ে দীর্ঘ উদ্ধৃতি (ইবরানী ৮:৮-১২ আয়াত দেখুন; এর সাথে ইব ১০:১৬-১৭ আয়াতও দেখুন)। সমগ্র পুরাতন নিয়মে কেবলমাত্র এই ৩১ আয়াতেই "নতুন নিয়ম" শব্দটি পাওয়া যায়, যা পরবর্তীতে ইঞ্জিল শরীফ নাম ধারণ করেছে এবং কিতাবে রূপ নিয়েছে এবং কিতাবুল মোকাদ্দসের ক্যাননে ঈসায়ী ধর্মকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে এই নতুন নিয়ম।

৩১:৩১ এমন সময় আসছে। আয়াত ২৭, ২৮ দেখুন; এই অংশটি দিয়ে মসীহী যুগের কথা বোঝানো হয়েছে। *স্থির করবো।* আক্ষরিক অর্থে "কাটবো" (৩৪:১৮; পয়দা ১৫:১৮ আয়াতের নোট দেখুন)। *নতুন নিয়ম।* ৩১-৩৪ আয়াতের নোট দেখুন। যেভাবে প্রাণীর রক্তপাতের মধ্য দিয়ে পুরাতন নিয়মকে কার্যকরী করে তোলা হয়েছিল (হিজ ২৪:৪-৮) সেভাবে মসীহের রক্তপাতের মধ্য দিয়ে এই নতুন নিয়মকে কার্যকর করে তোলা হবে (মথি ২৬:২৮ আয়াত দেখুন; মার্ক ১৪:২৪; লূক ২২:২০ আয়াত ও নোট; ১ করি ১১:২৫; ২ করি ৩:৬; ইব ৯:১৫; ১২:২৪ আয়াত দেখুন)। *ইসরাইল-কুল ... এহুদা-কুল।* আল্লাহ্‌র একত্রিত সন্তানেরা (৩:১৮ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩১:৩২ আমি তাদের সঙ্গে যে নিয়ম স্থির করেছিলাম। দেখুন ৭:২৩; ১১:১-৮; হিজ ১৯:৫; ২০:২২–২৩:১৯ আয়াত ও নোট দেখুন। সিনাই পর্বতে যে নিয়ম স্থির করা হয়েছিল তা ক্রমান্বয়ে "পুরাতন নিয়ম" (২ করি ৩:১৪) বা "প্রথম নিয়ম" নামে আখ্যাত হয় (ইব ৮:৭; ৯:১৫, ১৮)। *হাত ধরে বের করে আনবার দিনে।* হোসিয়া ১১:৩-৪ আয়াত দেখুন। *আমার সেই নিয়ম লঙ্ঘন করলো।* ১১:১০ আয়াত দেখুন। এই নিয়ম লঙ্ঘন করার জন্য আল্লাহ্ নন, দায়ী ছিল লোকেরা (ইশা ২৪:৫ আয়াতের নোট দেখুন)। *আমি তাদের স্বামী।* ৩:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩১:৩৩ ইসরাইল-কুল। এখানে ইসরাইল ও এহুদা উভয়ের কথাই বলা হয়েছে (আয়াত ৩১ ও ৩:১৮ আয়াতের নোট দেখুন)। *তাদের অন্তরে আমার শরীয়ত দেব।* অভ্যন্তরীণভাবে (দ্বি.বি. ৬:৬; ১১:১৮; ৩০:১৪; ইহি ১১:১৯; ১৮:৩১; ৩৬:২৬-২৭ আয়াত দেখুন), যা বাহ্যিক সমস্ত দৃষ্টান্তের বিপরীত (৯:১৩; দ্বি.বি. ৪:৮; ১১:৩২ আয়াত দেখুন)। *তাদের অন্তরে তা লিখব।* যেন তা তাদের জীবনে চিরকাল কার্যকর থাকে (হিজ ২৪:৪; ৩১:১৮; ৩২:১৫-১৬; ৩৪:৩৮-৩৯; দ্বি.বি. ৪:১৩; ৫:২২; ৯:৯, ১১; ১০:৪ আয়াত দেখুন)। *আমি তাদের আল্লাহ্ ... তারা আমার লোক।* ৭:২৩ আয়াতের নোট দেখুন। এই "নতুন" নিয়ম "পুরাতন" নিয়মের সমস্ত উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে (তুলনা করুন মথি ৫:১৭ আয়াত ও নোট)।

৩১:৩৪ প্রতিবেশীকে ... আর শিক্ষা দেবে না। যখন মাবুদ আল্লাহ্ এই নতুন কাজ করবেন তখন আর তাঁর লোকদের মধ্যে কেউ তাঁর সম্পর্কে ও মানব জাতির জন্য তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে না। মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রকৃত জ্ঞান ছোট

সেই সকল দিনের পর আমি ইসরাইল-কুলের
সঙ্গে এই নিয়ম স্থির করবো, মাবুদ এই কথা
বলেন, আমি তাদের অন্তরে আমার শরীয়ত দেব
ও তাদের অন্তরে তা লিখব; এবং আমি তাদের
আল্লাহ্ হব ও তারা আমার লোক হবে। ৩৪ আর,
'তোমরা মাবুদকে জান,' এই কথা বলে তারা
প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিবেশীকে ও আপন আপন
ভাইকে আর শিক্ষা দেবে না; কারণ তারা ক্ষুদ্র ও
মহান সকলেই আমাকে জানবে, মাবুদ এই কথা
বলেন; কেননা আমি তাদের অপরাধ মাফ করবো
এবং তাদের গুনাহ্ আর স্মরণে আনবো না।
৩৫ যিনি দিনের বেলায় আলোর জন্য সূর্যকে
এবং রাতের বেলায় আলোর জন্য চাঁদকে ও
তারাগুলোকে নির্দিষ্ট নিয়ম দেন, যিনি সমুদ্রকে
আলোড়ন করলে তার তরঙ্গ কল্লোল-ধ্বনি করে,
সেই মাবুদ এই কথা বলেন; ৩৬ 'বাহিনীগণের
মাবুদ' তাঁর নাম; যদি এসব নিয়ম আমার সম্মুখ
থেকে অদৃশ্য হয়,– মাবুদ এই কথা বলেন,–
তবে আমার সম্মুখে নিত্যস্থায়ী জাতি হিসেবে
ইসরাইল-বংশের অবস্থিতিও শেষ হবে।
৩৭ মাবুদ এই কথা বলেন, যদি উপরে আসমান
পরিমাপ করা যায়, নিম্নে দুনিয়ার মূল যদি
অনুসন্ধান করে পাওয়া যায়, তবে আমিও তাদের
কৃত সমস্ত কাজের দরুন ইসরাইলের সমস্ত
বংশকে দূর করবো, মাবুদ এই কথা বলেন।

জেরুশালেম নগরীর বৃদ্ধি

৩৮ মাবুদ বলেন, দেখ, এমন সময় আসছে, যে
সময়ে হননেলের উচ্চগৃহ থেকে কোণের দ্বার
পর্যন্ত নগরটি মাবুদের উদ্দেশে নির্মিত হবে;
৩৯ এবং সেখান থেকে মানরজ্জু বরাবর
সম্মুখপথে গারেব উপপর্বতের উপর দিয়ে টানা
যাবে ও ঘুরে গোয়াতে উপস্থিত হবে। ৪০ আর
লাশ ও ভস্মের সমস্ত উপত্যকা ও কিদ্রোণ স্রোত
পর্যন্ত সকল ক্ষেত, পূর্বদিক্‌স্থ অশ্ব-দ্বারের কোণ
পর্যন্ত, মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র হবে; তা কোন
কালেও আর উৎপাটিত বা নিপাতিত হবে না।

হযরত ইয়ারমিয়া একটা জমি ক্রয় করলেন

৩২ ১ এহুদার বাদশাহ্ সিদিকিয়ের দশম
বছরে, অর্থাৎ বখতে-নাসারের অষ্টাদশ
বছরে, মাবুদের কাছ থেকে যে কালাম
ইয়ারমিয়ার কাছে নাজেল হল। ২ সেই সময়ে
ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র সৈন্যসামন্ত জেরুশালেম
অবরোধ করছিল এবং ইয়ারমিয়া নবী এহুদার
রাজপ্রাসাদে স্থিত রক্ষীদের প্রাঙ্গণে বন্দী ছিলেন;
৩ যেহেতু এহুদার বাদশাহ্ সিদিকিয় তাঁকে

[৩১:৩৫] জবুর ১৩৬:৭-৯।
[৩১:৩৬] আইউ ৩৮:৩৩; ইয়ার ৩৩:২০-২৬।
[৩১:৩৭] ইয়ার ৩৩:২৪-২৬; রোমীয় ১১:১-৫।
[৩১:৩৮] নহি ৩:১।
[৩১:৩৯] ১বাদশা ৭:২৩।
[৩১:৪০] ২শামু ১৫:২৩; ইউ ১৮:১।
[৩১:৪০] ইশা ৪:৩; যেয়েল ৩:১৭; জাকা ১৪:২১ ইয়ারমিয়া ৩২।
[৩২:১] ২বাদশা :১।
[৩২:২] জবুর ৮৮:৮।
[৩২:৩] ইয়ার ২১:৪; ৩৪:২-৩।
[৩২:৪] ইয়ার ২১:৭; ৩৮:১৮, ২৩; ৩৯:৫-৭; ৫২:৯।

থেকে বড়, নম্র থেকে শক্তিশালী সকলের মাঝে বিস্তৃত হবে (৫:৪-৫ আয়াত ও নোট দেখুন; আরও দেখুন ৩২:৩৮-৪০; ইশা ৫৪:১৩ আয়াত ও নোট; ইহি ১১:১৯-২০; ৩৬:২৫-২৭; ইফি ৩:১২; ইব ৪:১৬; ১০:১৯-২২)। *আমাকে জানবে।* এখানে অন্তরে অভিজ্ঞতা লাভের কথা বোঝানো হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক বা পুঁথিগত শিক্ষা লাভ নয় (হিজ ৬:৩ আয়াত ও নোট দেখুন)। *আমি তাদের অপরাধ মাফ করবো।* যা নতুন নিয়মের প্রধান অনুগ্রহের দান (রোমীয় ১১:২৭; ইবরানী ১০:১৬-১৮ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩১:৩৫ সূর্যকে ... চাঁদকে ... তারাগুলোকে নির্দিষ্ট নিয়ম দেন। পয়দা ১:১৬-১৮ আয়াত ও নোট দেখুন। *আলোড়ন করলে ... সেই মাবুদ এই কথা বলেন।* একই ধরনের কথা দেখা যায় ইশা ৫১:১৫ আয়াতে (জবুর ৪৬:৩; ইশা ১৭:১২ আয়াত দেখুন)।

৩১:৩৬ দেখুন ৩৩:২০-২১, ২৫-২৬ আয়াত। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির নিয়ম যেমন স্থির ও সুরক্ষিত, তেমনি ইসরাইল জাতি ও তার সমস্ত বংশধরেরাও সুরক্ষিত থাকবে।

৩১:৩৭ যদি ... সমস্ত বংশকে দূর করবো। ইসরাইল জাতি সব সময়ই মাবুদের অবশিষ্টাংশ হিসেবে টিকে থাকবে (তুলনা করুন লেবীয় ২৬:৪৪; রোমীয় ১১:৫ আয়াত ও নোট), যদিও তাদের উপরে এক ভয়ঙ্কর বিচার নেমে আসতে যাচ্ছে, যেখানে এহুদা রাজ্যকে প্রায় নিঃশেষ করে ফেলা হবে।

৩১:৩৮-৪০ দেখুন জাকা ১৪:১০-১১ আয়াত।

৩১:৩৮ *নগরটি।* জেরুশালেম। *হননেলের উচ্চগৃহ ... কোণের দ্বার।* উত্তর দিকের প্রাচীরের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত (জাকা ১৪:১০ আয়াতের নোট দেখুন)

৩১:৩৯ মানরজ্জু। পুনর্নির্মাণকৃত জেরুশালেম নগরী প্রসঙ্গে এই শব্দটি ইহি ৪০:৩; জাকা ১:১৬; ২:১ আয়াতে পাওয়া যায়। *গারেব ... গোয়া।* সম্ভবত এই দুটি স্থানের অবস্থান ছিল জেরুশালেমের পশ্চিম দিকে।

৩১:৪০ উপত্যকা। সম্ভবত হিন্নোম উপত্যকা (২:২৩ আয়াত ও নোট দেখুন)। *অশ্ব-দ্বার।* নহি ৩:২৮ আয়াতের নোট দেখুন। মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র। জাকা ১৪:২০ আয়াত ও নোট দেখুন। *উৎপাটিত ... নিপাতিত।* ১:১০ আয়াতের নোট দেখুন। জেরুশালেম, যা আল্লাহ্‌র নগরী নামে আখ্যাত, তা চিরকাল টিকে থাকবে। এই নগরীর চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে জানতে দেখুন গালা ৪:২৬ আয়াতের নোট; প্রকা ২১:১-৫ আয়াত।

৩২:১-৪৪ প্রথমে কিছুটা দ্বিধা দেখা দিলেও (আয়াত ২৫ দেখুন) নবী ইয়ারমিয়া মাবুদ আল্লাহ্‌র আদেশ অনুসারে অনাথোতে তাঁর চাচার পুত্রের কাছ থেকে জমি ক্রয় করলেন (আয়াত ৮-৯ আয়াত দেখুন), যদিও সে সময় ব্যাবিলনীয়রা জেরুশালেম নগরী দখল করে রেখেছিল (আয়াত ২, ২৪ দেখুন)।

৩২:১ বাদশাহ্ সিদিকিয়ের দশম বছরে ... বখতে-নাসারের অষ্টাদশ বছরে। ৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ, যার এক বছর পরেই ব্যাবিলনীয়দের হাতে জেরুশালেম নগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল (আয়াত ৫২:১২-১৩ আয়াত দেখুন)। এই অবরোধ শুরু হয়েছিল ৫৮৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (৩৯:১-২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩২:২ রক্ষীদের প্রাঙ্গণে বন্দী ছিলেন। নহিমিয়া ৩:২৫ আয়াত ও নোট দেখুন। নবী ইয়ারমিয়াকে বাদশাহ্ সিদিকিয় বন্দী করেছিলেন (৩৭:২১ আয়াত দেখুন) এবং জেরুশালেম নগরীর পতন না হওয়া পর্যন্ত তিনি রক্ষীদের প্রাঙ্গণে বন্দী অবস্থায় ছিলেন (৩৮:১৩, ২৮; ৩৯:১৪)।

৩২:৩-৫ দেখুন ২১:৩-৭; ৩৪:২-৫; ৩৭:১৭ আয়াত। এই পূর্ণতা প্রাপ্তির কথা ৫২:৭-১৪ আয়াতে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

অবরুদ্ধ করেছিলেন, বলেছিলেন, তুমি কেন
ভবিষ্যদ্বাণী বলে বলছো, ‘মাবুদ এই কথা বলেন,
দেখ, আমি এই নগর ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র হাতে
তুলে দেব এবং সে এটি হস্তগত করবে; ৪ আর
এহুদার বাদশাহ্‌ সিদিকিয় কল্‌দীয়দের হাত
থেকে রক্ষা পাবে না, কিন্তু ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র
হাতে অবশ্যই তুলে দেওয়া হবে এবং
সম্মুখাসম্মুখি হয়ে তার সঙ্গে কথা বলবে ও
স্বচক্ষে তার চোখ দেখবে; ৫ আর সে সিদিকিয়কে
ব্যাবিলনে নিয়ে যাবে; এবং আমি যে পর্যন্ত তার
তত্ত্বাবধান না করবো, ততদিন পর্যন্ত সে সেই
স্থানে থাকবে, মাবুদ এই কথা বলেন; তোমরা
কল্‌দীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করেও কৃতকার্য হবে না’?
৬ ইয়ারমিয়া বললেন, মাবুদের এই কালাম
আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিল, ৭ দেখ, তোমার
চাচা শল্লুমের পুত্র হনমেল তোমার কাছে এসে
এই কথা বলবে, অনাথোতে আমার যে ক্ষেত
আছে, তা তুমি নিজের জন্য ক্রয় কর, কেননা
ক্রয় দ্বারা তা মুক্ত করার অধিকার তোমার আছে।
৮ পরে মাবুদের কালাম অনুসারে আমার চাচার
পুত্র হনমেল রক্ষীদের প্রাঙ্গণে আমার কাছে এসে
আমাকে বললো, আরজ করি, বিন্‌ইয়ামীন
প্রদেশস্থ অনাথোতে আমার যে ক্ষেত আছে, তা
তুমি ক্রয় কর; কেননা উত্তরাধিকার তোমার এবং
মুক্ত করার অধিকার তোমার; তুমি নিজের জন্য
তা ক্রয় কর।
৯ তখন আমি বুঝলাম, এ মাবুদের কালাম। পরে
আমি আমার চাচার পুত্র হনমেলের কাছে
অনাথোতে অবস্থিত সেই ক্ষেত ক্রয় করলাম ও
তার মূল্য সতেরো শেকল রূপা তাকে ওজন
করে দিলাম। ১০ আর আমি দলিলে স্বাক্ষর
করলাম, সীলমোহর করলাম ও সাক্ষী রাখলাম
এবং তাকে সেই রূপা নিক্তিতে ওজন করে
দিলাম। ১১ পরে বিধি ও নিয়ম সম্বলিত দলিলের
দুই অনুলিপি, অর্থাৎ সীলমোহর করা একটি পত্র
ও খোলা একটি পত্র নিলাম। ১২ পরে আমার
জ্ঞাতি হনমেলের সাক্ষাতে এবং দলিলে
স্বাক্ষরকারী সাক্ষীদের সাক্ষাতে, রক্ষীদের প্রাঙ্গণে
উপবিষ্ট সমস্ত ইহুদীর সাক্ষাতে আমি সেই দলিল
মহসেয়ের পৌত্র নেরিয়ের পুত্র বারূকের হাতে
তুলে দিলাম। ১৩ আর তাদের সাক্ষাতে বারূককে
এই হুকুম করলাম, ১৪ বাহিনীগণের মাবুদ,
ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই কথা বলেন, তুমি এই
সীলমোহর করা ও খোলা দু'খানা দলিল নিয়ে
একটি মাটির পাত্রে রাখ, যেন অনেক দিন
থাকে। ১৫ কেননা বাহিনীগণের মাবুদ,
ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই কথা বলেন, বাড়ির,
ক্ষেত ও আঙ্গুর-ক্ষেতের ক্রয়-বিক্রয় এই দেশে

[৩২:৫] ইয়ার ৩৯:৭; ইহি ১২:১৩।
[৩২:৭] লেবীয় ২৫:২৪-২৫; রূত ৪:৩-৪; মথি ২৭:১০।
[৩২:৯] পয়দা ২৩:১৬।
[৩২:১০] পয়দা ২৩:২০।
[৩২:১২] আয়াত ১৬; ইয়ার ৩৬:৪; ৪৩:৩, ৬; ৪৫:১।
[৩২:১৪] ইশা ৮:১৬।
[৩২:১৫] ইশা ৪৪:২৬; ইয়ার ৩০:১৮; ইহি ২৮:২৬; আমোষ ৯:১৪-১৫।
[৩২:১৭] দ্বি:বি ৯:২৯; ২বাদশা ১৯:১৫; জবুর ১০২:২৫।

৩২:৫ আমি যে পর্যন্ত তার তত্ত্বাবধান না করবো। ব্যাবিলনে বাদশাহ্‌ সিদিকিয়কে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার পর সেখানেই তিনি এক সময় মৃত্যুবরণ করেন (৫২:১১ আয়াত দেখুন)। *তোমরা ... কৃতকার্য হবে না।* ২৯:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৩২:৭ অনাথোৎ। নবী ইয়ারমিয়ার পিত্রালয় (১:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *তা মুক্ত করার অধিকার তোমার আছে।* প্রাচীনকালের মুক্ত করা বা উদ্ধার করার আইন অনুসারে এমনটি প্রচলিত ছিল (লেবীয় ২৫:২৩-২৫ আয়াত দেখুন ও ২৫:২৪-২৫ আয়াতের নোট দেখুন; আরও দেখুন রূত ২:২০; ৪:৩ আয়াতের নোট)।

৩২:৮ প্রাঙ্গণে আমার কাছে এসে। নবী ইয়ারমিয়া যদিও বন্দী অবস্থায় ছিলেন, তথাপি সে সময় তাঁর কাছে দর্শনার্থীরা আসতে পারতো। *বিন্‌ইয়ামীন প্রদেশস্থ।* এর কিছু দিন আগে নবী ইয়ারমিয়া বিন্‌ইয়ামীন প্রদেশে তাঁর পিত্রালয়ে সম্পত্তির ভাগ চাইতে যাচ্ছিলেন (৩৭:১২)। কিন্তু সেখানে গ্রেফতার করা হয় এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে কারাগারে বন্দী করা হয় (৩৭:১৩-১৬)।

৩২:৯ তখন আমি বুঝলাম ... সেই ক্ষেত ক্রয় করলাম। মাবুদের কালামের প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শনের জন্য (আয়াত ৭ দেখুন)। *ওজন করে দিলাম।* তখনও মুদ্রা তথা অর্থের প্রচলন ঘটে নি। *সতেরো শেকল রূপা।* সেই জমিটির পরিমাপ জানা যায় না, তবে সম্ভবত জমির দাম খুব বেশি ছিল না (পয়দা ২৩:১৫ আয়াতের সাথে তুলনা করুন; উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৩২:১০ সীলমোহর করলাম। স্বাক্ষর সত্যায়িত করার জন্য নয় (যেমনটা দেখা যায় ইষ্টের ৩:১২ আয়াতে; পয়দা ৩৮:১৮ আয়াতের নোট দেখুন) কিন্তু দলিলের সমস্ত শর্তের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের চিহ্ন হিসেবে এবং তা যেন কোনভাবে পরিবর্তন করা না হয় তার জন্য (ইশা ৮:১৬; ২৯:১১; দানি ১২:৪, ৯; প্রকা ১৫:১-৫)।

৩২:১১ খোলা একটি পত্র। তাৎক্ষণিকভাবে দলিলটি পড়ে অর্থ অনুধাবনের জন্য; যদি সেটি কোনভাবে হারিয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায় বা পরিবর্তিত করা হয় (ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে) সেক্ষেত্রে সীলমোহর করা দলিলটি দিয়ে তার সত্যতা নিরূপণ করা হবে। দক্ষিণ মিসরের এলিফ্যান্টাইনে, মৃত সাগরের পশ্চিমে এহুদার মরুভূমিতে এবং অন্যান্য কয়েকটি স্থানে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী ও এর কাছাকাছি সময়ের এ ধরনের সীলমোহর করা প্যাপিরাসের তৈরি নথিপত্র আবিষ্কার করা হয়েছে।

৩২:১২ বারূক। এই নামের অর্থ “(মাবুদ কর্তৃক) অনুগ্রহ-প্রাপ্ত”। তিনি ছিলেন নবী ইয়ারমিয়ার বিশ্বস্ত সচিব এবং বন্ধু।

৩২:১৪ একটি মাটির পাত্রে রাখ, যেন অনেক দিন থাকে। এলিফ্যান্টাইন (আয়াত ১১ দেখুন) এবং কুমরান (মৃত সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত একটি অঞ্চল) থেকে আবিষ্কৃত যে সমস্ত নথিপত্র মাটির পাত্রের মধ্যে সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো প্রায় ২,০০০ বছরের বেশি সময় ধরে অক্ষত অবস্থায় টিকে ছিল।

৩২:১৫ বন্দীদশার পর স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হওয়ার পর নবী ইয়ারমিয়া এই জমি ক্রয়ের দলিলটি ব্যবহার করে তাঁর জন্য বা তাঁর বংশধরদের জন্য জমিটির উপরে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তা দখল করতে সমর্থ ছিলেন।

৩২:১৭ আয়াত ২৭:৫ দেখুন। *মহাপরাক্রম ও প্রসারিত বাহু।* আয়াত ২১ দেখুন; এর সাথে ২১:৫ আয়াতের নোটও দেখুন। *তোমার অসাধ্য কিছুই নেই।* পয়দা ১৮:১৪ আয়াত দেখুন।

আবার চলবে।

হযরত ইয়ারমিয়ার মুনাজাত

১৬ নেরিয়ের পুত্র বারূককে সেই দলিল দেবার
পর আমি মাবুদের কাছে এই মুনাজাত করলাম,
১৭ হে সার্বভৌম মাবুদ! দেখ, তুমিই তোমার
মহাপরাক্রম ও প্রসারিত বাহু দ্বারা আসমান ও
দুনিয়া নির্মাণ করেছ; তোমার অসাধ্য কিছুই
নেই। ১৮ তুমি হাজার পুরুষ পর্যন্ত অটল মহব্বত
করে থাক; আর পূর্বপুরুষদের অপরাধের
প্রতিফল তাদের পরবর্তী সন্তানদের কোলে দিয়ে
থাক; তুমি মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌, বাহি-
নীগণের মাবুদ তোমার নাম। ১৯ তুমি মন্ত্রণায়
মহান ও কর্মে শক্তিমান; প্রত্যেককে তার নিজ
নিজ পথ অনুসারে ও নিজ নিজ কাজ অনুসারে
সমূচিত ফল দেবার জন্য তাদের সমস্ত পথের
প্রতি তোমার চোখ খোলা রয়েছে। ২০ তুমি মিসর
দেশে নানা চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ দেখিয়েছিলে,
আজ পর্যন্তও ইসরাইল ও সমস্ত মানবজাতির
মধ্যে করে আসছ; আর নিজের জন্য কীর্তি সাধন
করেছ, আজও করছো। ২১ তুমি চিহ্ন-কাজ, অদ্ভু
ত লক্ষণ, বলবান হাত, প্রসারিত বাহু ও ভয়ঙ্কর
মহাকর্ম দ্বারা তোমার লোক ইসরাইলকে মিসর
দেশ থেকে বের করেছিলে। ২২ আর এই যে দুগ্ধ-
মধু-প্রবাহী দেশ দিতে তাদের পূর্বপুরুষদের
কাছে শপথ করেছিলে, তা তাদেরকে দিয়েছিলে;

[৩২:১৮] দ্বি:বি ৫:১০।
[৩২:১৯] আইউ ৩৪:১১; মথি ১৬:২৭।
[৩২:২০] হিজ ৩:২০; আইউ ৯:১০।
[৩২:২১] হিজ ৬:৬; দানি ৯:১৫।
[৩২:২২] হিজ ৩:৮; ইহি ২০:৬।
[৩২:২৩] জবুর ৪৪:২; ৭৮:৫৪-৫৫।
[৩২:২৪] ২শামু ২০:১৫; ইয়ার ৬:৬।
[৩২:২৫] ইশা ৮:২।
[৩২:২৭] শুমারী ১৬:২২।
[৩২:২৮] ২খান্দান ৩৬:১৭।
[৩২:২৯] ২খান্দান ৩৬:১৯।
[৩২:৩০] জবুর ২৫:৭; ইয়ার ২২:২১।
[৩২:৩১] ১বাদশা ১১:৭-৮; ২বাদশা ২১:৪-৫; মথি ২৩:৩৭।

২৩ এবং তারা এসে তা অধিকার করেছিল; কিন্তু
তারা তোমার কথা মান্য করে নি, তোমার
শরীয়তের পথেও চলে নি; তুমি যা পালন করতে
হুকুম করেছিলে, তার কিছুই পালন করে নি,
এজন্য তুমি তাদের উপরে এ সব অমঙ্গল
ঘটিয়েছ। ২৪ ঐ সমস্ত জাঙ্গাল দেখ, ওরা জয়
করার নিমিত্ত নগরের কাছে এসেছে; এবং
তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা এর বিপরীতে
যুদ্ধকারী কল্‌দীয়দের হাতে নগর দেওয়া হয়েছে;
তুমি যা বলেছ, তা সফল হয়েছে; আর দেখ,
এসব তুমি দেখছো। ২৫ আর, হে সার্বভৌম
মাবুদ, তুমি আমাকে বলেছ, তুমি টাকা দিয়ে
ক্ষেত ক্রয় কর ও সাক্ষী রাখ, কিন্তু এই নগর
কল্‌দীয়দের হাতে দেওয়া হল।

নির্বাসন থেকে ফিরে আসার পুনঃনিশ্চয়তা

২৬ পরে ইয়ারমিয়ার কাছে মাবুদের এই কালাম
নাজেল হল, ২৭ দেখ, আমিই মাবুদ সমস্ত
মানুষের আল্লাহ্‌; আমার অসাধ্য কি কিছু আছে?
২৮ অতএব মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ, আমি
কল্‌দীয়দের হাতে ও ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ বখতে-
নাসারের হাতে এই নগর তুলে দেব, তাতে সে
তা হস্তগত করবে। ২৯ আর যে কল্‌দীয়েরা এই
নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তারা প্রবেশ করে
এই নগরে আগুন লাগাবে; এবং আমাকে
অসন্তুষ্ট করার জন্য যেসব বাড়ির ছাদে লোকেরা
বালের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত ও অন্য দেবতাদের

নবী ইয়ারমিয়ার প্রতি মাবুদের প্রত্যুত্তর এই কথাগুলোকেই প্রতিফলিত করে (আয়াত ২৭ দেখুন)।

৩২:১৮ হাজার পুরুষ পর্যন্ত অটল মহব্বত … পূর্বপুরুষদের অপরাধের প্রতিফল। হিজ ২০:৫-৬; ৩৪:৭ আয়াত দেখুন; হিজ ২০:৬ আয়াতের নোট দেখুন। *সন্তানদের কোলে দিয়ে থাক।* প্রতিশোধ গ্রহণের একটি চিহ্ন (জবুর ৭৯:১২; ইশা ৬৫:৬-৭; তুলনা করুন লূক ৬:৩৮ আয়াত ও নোট)। *মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌।* দ্বি.বি. ১০:১৭ আয়াত দেখুন। *বাহিনীগণের মাবুদ তোমার নাম।* ৩১:৩৫; ইশা ৫৪:৫; আমোস ৪:১৩; এর সাথে দেখুন ১ শামু ১:৩ আয়াতের নোট।

৩২:১৯ তুমি মন্ত্রণায় মহান ও কর্মে শক্তিমান। জবুর ৬৬:৫; ইশা ৯:৬; ২৮:২৯ আয়াত দেখুন। *নিজ নিজ কাজ অনুসারে সমুচিত ফল।* ১৭:১০ আয়াতে এ কথারই প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে রোমীয় ২:৬ আয়াত ও নোট দেখুন; ১ করি ৩:৮; ইফি ৬:৮ আয়াত দেখুন)।

৩২:২০ নানা চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ। আয়াত ২১; হিজ ৭:৩ দেখুন; এর সাথে হিজ ৩:১২; ৪:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৩২:২১ দ্বি.বি. ২৬:৮ আয়াতের প্রতিফলন (দ্বি.বি. ৪:৩৪ আয়াতও দেখুন)। *বলবান হাত … প্রসারিত বাহু।* আয়াত ১৭ দেখুন ও ২১:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *ভয়ঙ্কর মহাকর্ম।* হিজ ১৫:১৪-১৬ আয়াত দেখুন।

৩২:২২ দুগ্ধ-মধু-প্রবাহী দেশ। আয়াত ১১:৫ দেখুন; হিজ ৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৩২:২৪ জাঙ্গাল। ৬:৬; ৩৩:৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে ইশা ৩৭:৩৩ আয়াতের নোট দেখুন। *তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী।* ১৪:১২ আয়াতের নোট দেখুন।

৩২:২৫ নবী ইয়ারমিয়া এ কথা ব্যক্ত করে সন্দেহ প্রকাশ করলেন যে, আপাতদৃষ্টিতে প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতি অনুসারে এ ধরনের কাজে অর্থ ব্যয় করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে কি না। তথাপি তিনি বাধ্য গোলামের মত আল্লাহ্‌র আদেশ যথার্থভাবে পালন করলেন (আয়াত ৮-৯ দেখুন)।

৩২:২৭ আমিই মাবুদ সমস্ত মানুষের আল্লাহ্‌। শুমারী ১৬:২২; **২৭:১৬** আয়াতের প্রতিফলন ঘটিয়েছে, যা আল্লাহ্‌র সার্বজনীন কর্তৃত্বের উপরে আলোকপাত করে। আমার অসাধ্য কি কিছু আছে? নবী ইয়ারমিয়ার মুনাজাতের প্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন করা হয়েছে (আয়াত ১৭ দেখুন এবং পয়দা ১৮:১৪ আয়াতের নোট দেখুন), যেখানে আল্লাহ্‌র সর্বশক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। আল্লাহ্‌র বাধ্য হওয়া একান্ত অপরিহার্য, কারণ তিনি তাঁর ওয়াদা পালনে সব সময় বিশ্বস্ত।

৩২:২৯ আগুন লাগাবে। দেখুন ২১:১০; ৩৪:২; ৩৭:৮ আয়াত। *আমাকে অসন্তুষ্ট করার জন্য।* ৭:১৮; দ্বি.বি. ৩১:২৯ আয়াত দেখুন। *বালের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত।* ১:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন। *বাড়ির ছাদে।* ১৯:১৩ আয়াতের নোট দেখুন। অন্য দেবতাদের উদ্দেশে পানীয় নৈবেদ্য। ৭:১৮ আয়াত ও নোট; ১৯:১৩ আয়াত দেখুন।

৩২:৩০ এই অংশটি দ্বি.বি. ৩১:২৯ আয়াতের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। *বাল্যকাল থেকে।* ৩১:১৯ আয়াতের নোট দেখুন। নিজেদের হস্তকৃত বস্তু। এখানে দেবতাদের মূর্তির কথা বলা হচ্ছে।

BACIB International Bible CHURCH

উদ্দেশে পানীয় নৈবেদ্য ঢেলে দিত, সেসব
গৃহসুদ্ধ এই নগর আগুনে পুড়িয়ে দেবে।
৩০ কেননা বনি-ইসরাইল ও এহুদার লোকেরা
বাল্যকাল থেকে, আমার দৃষ্টিতে যা মন্দ, কেবল
তা-ই করে আসছে; বাস্তবিক বনি-ইসরাইল
নিজেদের হস্তকৃত বস্তু দ্বারা আমাকে কেবল
অসন্তুষ্ট করেছে, মাবুদ এই কথা বলেন।
৩১ কারণ এই নগর নির্মিত হবার দিন থেকে আজ
পর্যন্ত এটি আমার ক্রোধ ও কোপের কারণ হয়ে
আসছে; সেজন্য এখন এটি আমার সম্মুখ থেকে
দূর করে দেব। ৩২ কেননা বনি-ইসরাইল ও
এহুদার লোকেরা, অর্থাৎ তারা, তাদের
বাদশাহ্‌রা, কর্মকর্তারা, ইমামেরা, নবীরা, এহুদার
লোকেরা ও জেরুশালেম-নিবাসীরা আমাকে
অসন্তুষ্ট করার জন্য নানা রকম দুষ্কর্ম করেছে।
৩৩ তারা আমার প্রতি পিঠ ফিরিয়েছে, মুখ নয়;
আমি তাদের শিক্ষা দিলে, খুব ভোরে উঠে শিক্ষা
দিলেও, তারা উপদেশ গ্রহণ করার জন্য কান
দেয় নি। ৩৪ কিন্তু যে গৃহের উপরে আমার নাম
কীর্তিত হয়েছে, তা নাপাক করতে তার মধ্যে
তাদের ঘৃণার বস্তুগুলো স্থাপন করেছে। ৩৫ আর
তারা মোলকের উদ্দেশে নিজ নিজ
পুত্রকন্যাদেরকে আগুনের মধ্য দিয়ে গমন করাব-
ার জন্য হিন্নোম-সন্তানের উপত্যকায় বালের
উচ্চস্থলীগুলো নির্মাণ করেছে, আমি তা হুকুম
করি নি; তা আমার মনেও উদয় হয় নি যে, তারা
এই ঘৃণার কাজ করে, যেন এহুদাকে গুনাহ্‌

[৩২:৩২] ১বাদশা ১৪:৯।
[৩২:৩৩] ১বাদশা ১৪:৯; জবুর ১৪:৩; ইয়ার ২:২৭; ইহি ৮:১৬; জাকা ৭:১১।
[৩২:৩৪] ২বাদশা ২১:৪; ইহি ৮:৩-১৬।
[৩২:৩৫] লেবীয় ১৮:২১।
[৩২:৩৭] লেবীয় ২৫:১৮; ইহি ৩৪:২৮; ৩৯:২৬।
[৩২:৩৮] ইয়ার ২৪:৭; ২করি ৬:১৬।
[৩২:৩৯] ইউ ১৭:২১; প্রেরিত ৪:৩২।
[৩২:৪০] পয়দা ৯:১৬; ইশা ৪২:৬।
[৩২:৪১] দ্বি:বি ২৮:৬৩; ইশা ৬২:৪।
[৩২:৪২] মাতম ৩:৩৮।
[৩২:৪৩] ইয়ার ৩৩:১২।
[৩২:৪৪] রূত ৪:৯; ইশা ৮:২।

করায়।
৩৬ অতএব এখন, তোমরা যে নগরের বিষয়ে
বলে থাক, এটি তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী
দ্বারা ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র হস্তগত হল, এই
নগরের বিষয়ে মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই
কথা বলেন; ৩৭ দেখ, আমি নিজের ক্রোধ, কোপ
ও প্রচণ্ড রোষে তাদেরকে যেসব দেশে ছড়িয়ে
ছিটিয়ে দিয়েছি, সেসব দেশ থেকে তাদেরকে
সংগ্রহ করবো এবং পুনর্বার এই স্থানে আনবো ও
নির্ভয়ে বাস করাব। ৩৮ আর তারা আমার লোক
হবে এবং আমি তাদের আল্লাহ্‌ হবো। ৩৯ আর
আমি তাদের ও তাদের পরে তাদের সন্তানদের
মঙ্গলের জন্য তাদেরকে এক অন্তর ও এক পথ
দেব, যেন তারা চিরকাল আমাকে ভয় করে।
৪০ আমি তাদের সঙ্গে এই নিত্যস্থায়ী নিয়ম স্থির
করবো যে, তাদের প্রতি কখনও বিমুখ হব না,
তাদের মঙ্গল করবো এবং তারা যেন আমাকে
পরিত্যাগ না করে, এজন্য আমার প্রতি ভয়
তাদের অন্তঃকরণে স্থাপন করবো। ৪১ আমি
তাদের মঙ্গলার্থে তাদের বিষয়ে আনন্দ করবো
এবং বিশ্বস্তভাবে সর্বান্তঃকরণে ও সমস্ত প্রাণের
সঙ্গে তাদেরকে এই দেশে রোপণ করবো।
৪২ কেননা মাবুদ এই কথা বলেন, আমি যেমন
এই লোকদের উপরে এ সব মহৎ অমঙ্গল
এনেছি, তেমনি তাদের যে সমস্ত মঙ্গল ওয়াদা
করেছি, সেসবও আনবো। ৪৩ আর এই যে
দেশের বিষয়ে তোমরা বলছো, 'এটা নরশূন্য ও

৩২:৩১ আমার সম্মুখ থেকে দূর করে দেব। ৫২:৩; ২ বাদশাহ্‌ ২৪:৩ আয়াত দেখুন।

৩২:৩২ বাদশাহ্‌রা, কর্মকর্তারা, ইমামেরা, নবীরা। ১:১৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩২:৩৩ খুব ভোরে উঠে। অর্থাৎ বারবার। ৭:১৩ আয়াতের নোট দেখুন। *উপদেশ গ্রহণ করার জন্য কান দেয় নি*। ২:৩০; ৫:৩; ৭:২৮; ১৭:২৩ আয়াত দেখুন।

৩২:৩৪-৩৫ এই অংশটি ৭:৩০-৩১ আয়াত থেকে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৩২:৩৪ যে গৃহের উপরে আমার নাম কীর্তিত হয়েছে। ৭:১০ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩২:৩৫ মোলক। অম্মোনীয়দের দেবতা (৪৯:১, ৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে লেবীয় ১৮:২১ আয়াতের নোট দেখুন)। *তা আমার মনেও উদয় হয় নি*। ৭:৩১ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩২:৩৬ তোমরা। এখানে সামগ্রিকভাবে এহুদার সমস্ত অধিবাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে। *তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী*। ১৪:১২ আয়াতের নোট দেখুন। ভয়ঙ্কর বিচারের পর মাবুদ আল্লাহ্‌ ধার্মিকদেরকে আবারও উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনবেন।

৩২:৩৭ দ্বি.বি. ৩০:১-৫ আয়াত দেখুন। *ক্রোধ, কোপ ও প্রচণ্ড রোষে*। ২১:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *পুনর্বার এই স্থানে আনবো ও নির্ভয়ে বাস করাব*। ইহি ৩৬:১১, ৩৩; হোসিয়া ১১:১১ আয়াত দেখুন। প্রথম অংশটির অন্তর্নিহিত হিব্রু শব্দ গুচ্ছটির সাথে দ্বিতীয় অংশের বেশ মিল রয়েছে।

৩২:৩৮ আয়াত ৩১:৩৩ দেখুন; এর সাথে ৭:২৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৩২:৩৯ এক অন্তর। ২৪:৭; ৩১:৩২ আয়াত ও নোট দেখুন; ইহি ১১:১৯। *তাদের পরে তাদের সন্তানদের*। দ্বি.বি. ৪:৯-১০ আয়াত দেখুন।

৩২:৪০ নিত্যস্থায়ী নিয়ম। দেখুন আয়াত ৩১:৩৭; ৩৩:১৭-২৬; ইশা ৫৫:৩ ও নোট; ইহি ১৬:৬০; ৩৭:২৬। *আমার প্রতি ভয় তাদের অন্তঃকরণে স্থাপন করবো*। দ্বি.বি. ৬:২৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে পয়দা ২০:১১ আয়াতের নোট দেখুন। *যেন আমাকে পরিত্যাগ না করে*। ২৬:৩; ইশা ৫৩:৬ আয়াত দেখুন।

৩২:৪১ তাদের মঙ্গলার্থে তাদের বিষয়ে আনন্দ করবো। দ্বি.বি. ৩০:৯; ইশা ৬২:৫; ৬৫:১৯ আয়াত দেখুন।

৩২:৪৩-৪৪ ক্ষেত ক্রয় করা যাবে। নবী ইয়ারমিয়া যে ক্ষেতটি ক্রয় করেছিলেন (আয়াত ৯ দেখুন) তা এমন আরও বহু ক্ষেত বা জমির প্রতীক যা ব্যাবিলনের বন্দীদশার পর এহুদায় ক্রয় করা হবে, যখন অর্থনৈতিক অবস্থা আবারও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে (১৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩২:৪৩ তোমরা। ৩৬ আয়াতের নোট দেখুন। *নরশূন্য ও পশুশূন্য ধ্বংসস্থান*। ৪:২৩-২৬ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩২:৪৪ বিন্‌ইয়ামীন প্রদেশে। ১:১ আয়াত দেখুন। এখানে প্রথমে বিন্‌ইয়ামীনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ এই অঞ্চলেই নবী ইয়ারমিয়ার জন্মস্থান ছিল (আয়াত ৭-৮ ও নোট দেখুন)। *পার্বত্য অঞ্চলের … নিম্নভূমির সকল নগরে*। দ্বি.বি.

পশুশূন্য ধ্বংসস্থান হয়েছে, কল্‌দীয়দের হস্তগত
হয়েছে, [৪৪] এর মধ্যে আবার ক্ষেত ক্রয় করা
যাবে। বিন্‌ইয়ামীন প্রদেশে, জেরুশালেমের
চারদিকের অঞ্চলে, এহুদার সকল নগরে পার্বত্য
অঞ্চলের সকল নগরে, নিম্নভূমির সকল নগরে ও
দক্ষিণের সকল নগরে লোকেরা টাকা দিয়ে ক্ষেত
ক্রয় করবে, দলিলে লিখে দেবে, সীলমোহর
করবে ও তার সাক্ষী রাখবে; কেননা আমি
তাদের বন্দীদশা ফিরাব, মাবুদ এই কথা বলেন।

শান্তির পরে সুস্থতার ওয়াদা

৩৩ [১] ইয়ারমিয়া তখনও রক্ষীদের প্রাঙ্গণে
রুদ্ধ ছিলেন আর সেই সময়ে
মাবুদের কালাম দ্বিতীয়বার তাঁর কাছে নাজেল
হল, [২] যথা, মাবুদ, যিনি এই কাজ সাধন করেন,
যিনি তা সুস্থির করার জন্য নিরূপণ করেন, যাঁর
নাম মাবুদ, তিনি এই কথা বলেন; [৩] তুমি
আমাকে আহ্বান কর, আর আমি তোমাকে উত্তর
দেব এবং এমন মহৎ ও দুরূহ নানা বিষয়
তোমাকে জানাবো, যা তুমি জান না। [৪] কারণ
এই নগরের যেসব বাড়ি ও এহুদার বাদশাহ্‌দের
যেসব বাড়ি ও জাঙ্গাল ও তলোয়ার থেকে রক্ষার
জন্য উৎপাটিত হয়েছে, সেই সকলের বিষয়ে
মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই কথা বলেন,
[৫] লোকেরা কল্‌দীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসে,
কিন্তু ঐ সমস্ত বাড়ি সেই মানুষের শবে পরিপূর্ণ
হবে, যাদেরকে আমি আমার ক্রোধ ও আমার
প্রচণ্ড কোপে আঘাত করেছি এবং যাদের সমস্ত
নাফরমানীর দরুন এই নগর থেকে আমার মুখ
লুকিয়েছি। [৬] দেখ, আমি এই নগরের ক্ষত বেঁধে
এর চিকিৎসা করবো, তাদেরকে সুস্থ করবো ও
তাদের কাছে প্রচুর শান্তি ও সত্য প্রকাশ
করবো। [৭] আর আমি এহুদা ও ইসরাইলের
বন্দীদশা ফিরাব এবং আগেকার দিনের মত
পুনর্বার তাদের গেঁথে তুলব। [৮] আর তারা যেসব
অপরাধ করে আমার বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করেছে, তা
থেকে আমি তাদেরকে পাক-পবিত্র করবো; এবং
তারা যেসব অপরাধ করে আমার বিরুদ্ধে গুনাহ্‌
ও বিদ্রোহ করেছে, সেসব আমি মাফ করবো।
[৯] আর দুনিয়ার সমস্ত জাতির সম্মুখে এই নগর
আমার পক্ষে আনন্দের কীর্তি, প্রশংসা ও
শোভাস্বরূপ হবে; আমি তাদের যে সমস্ত মঙ্গল
করবো, তা তারা শুনবে এবং আমি নগরের যে
সমস্ত মঙ্গল ও শান্তি বিধান করবো, সেই কারণে
তারা থরথর করে কাঁপবে।

[৩৩:১] জবুর ৮৮:৮।
[৩৩:২] হিজ ৩:১৫।
[৩৩:৩] ইশা ৫৫:৬।
[৩৩:৪] ইয়ার ৩২:২৪; ইহি ২৬:৮; হবক ১:১০।
[৩৩:৫] দ্বি:বি ৩১:১৭; ইশা ৮:১৭।
[৩৩:৬] দ্বি:বি ৩২:৩৯; ইশা ৩০:২৬।
[৩৩:৭] ইয়ার ৩০:৩; ইহি ৩৯:২৫; আমোষ ৯:১৪।
[৩৩:৮] লেবীয় ১৬:৩০; ইব ৯:১৩-১৪।
[৩৩:৯] ইশা ৫৫:১৩।
[৩৩:১০] লেবীয় ২৬:৩২; ইয়ার ৯:১১।
[৩৩:১১] জবুর ৫১:৮; ইশা ২৪:৮;

১:৭ আয়াত দেখুন। *দক্ষিণের।* নেগেভ মরুভূমি অঞ্চল। পয়দা ১২:৯ আয়াতের নোট দেখুন। *আমি তাদের বন্দীদশা ফিরাব।* ২৯:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৩:১-২৬ এই অংশের মধ্য দিয়ে নবী ইয়ারমিয়ার কিতাবের "সান্ত্বনা" অংশটি শেষ করা হয়েছে (৩০:১–৩৩:২৬ আয়াতের নোট দেখুন)। এই অংশটিকে মোটামুটি সমান দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে: (১) আয়াত ১-১৩, যেখানে ৩২ অধ্যায়ের বক্তব্যের সূত্র ধরে ধারাবাহিকভাবে কাহিনী এগিয়ে গেছে; এবং (২) আয়াত ১৪-২৬, যেখানে ইয়ারমিয়া কিতাবের ভিন্ন কোন একটি অংশের সারসংক্ষেপ করা হয়েছে। এই অংশটি সেপ্টুয়াজিন্ট অনুবাদে পাওয়া যায় না।

৩৩:১ তখনও ... রুদ্ধ ছিলেন। ৫৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (৩২:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *রক্ষীদের প্রাঙ্গণ।* ৩২:২ আয়াত ও নোট দেখুন। *দ্বিতীয়বার।* ৩২ আয়াতে প্রথমবারের কথা উল্লেখ রয়েছে।

৩৩:২ দেখুন ১০:১২; ৩২:১৭; ৫১:১৫ আয়াত; এর সাথে ৩১:৩৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৩:৩ আহ্বান কর ... উত্তর দেব। আল্লাহ্‌র লোকেরা মুনাজাত করলে তিনি তাদেরকে অবশ্যই উত্তর দেন (জবুর ৩:৪; ৪:৩; ১৮:৬; ২৭:৭; ২৮:১-২; ৩০:৮; ৫৫:১৭; ১১৮:৫ আয়াত ও নোট দেখুন; মথি ৭:৭; এর সাথে তুলনা করুন ১১:১৪ আয়াত)। *মহৎ ও দুরূহ নানা বিষয়।* এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ দিয়ে সাধারণত কেনান দেশের দুর্ভেদ্য নগরীগুলোকে বোঝানো হয় এবং এর অনুবাদ করা হয়েছে বৃহৎ নগরী, যার প্রাচীরগুলো আকাশ ছোঁয়া (দ্বি.বি. ১:২৮ আয়াত দেখুন; দেখুন শুমারী ১৩:২৮; দ্বি.বি. ৯:১; ইউসা ১৪:১২)। *যা তুমি জান না।* ইশা ৪৮:৬ আয়াতে এই অংশটির অনুবাদ করা হয়েছে "সেসব নিগূঢ়, তুমি জানতে পার নি।" ৩৩ অধ্যায়ের বাকি অংশে যেমনটা দেখানো হয়েছে, মাবুদ আল্লাহ্‌ প্রথমে তাঁর লোকদের বিচার করবেন (আয়াত ৪-৫) এবং এর পর তিনি তাদেরকে এমনভাবে পুনরুদ্ধার করবেন যা কেবল অলৌকিক ঘটনা বলেই মনে হবে (আয়াত ৬-২৬)।

৩৩:৪ জেরুশালেমের ঘরগুলো – বাদশাহ্‌দের বসবাসের জন্য নির্মিত প্রাসাদগুলো সহ – ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল যেন সেগুলোর পাথর দিয়ে নগরীর ভাঙ্গা প্রাচীর মেরামত করা যায় (ইশা ২২:১০ আয়াত ও নোট দেখুন)। *জাঙ্গাল।* ৬:৬ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৩:৫ কল্‌দীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসে। ৩২:৫ আয়াত দেখুন। *মানুষের শব।* জেরুশালেম নগরীকে যারা সুরক্ষিত রাখতে চেয়েছিল।

৩৩:৬-১৬ জেরুশালেমের গৌরবময় পুনরুদ্ধার (ইশা ৩৫:১-১০ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৩:৬ চিকিৎসা করবো ... সুস্থ করবো। দেখুন আয়াত ৩০:১৭; তুলনা করুন ৮:২২ আয়াত।

৩৩:৭ বন্দীদশা ফিরাব। আয়াত ১১, ২৬ দেখুন; এর সাথে ২৯:১৪ আয়াতের নোট দেখুন। *এহুদা ও ইসরাইল।* ৩:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৩:৮ যেসব অপরাধ ... সেসব আমি মাফ করবো। নতুন নিয়মের চুক্তির মূল বিধান (৩১:৩৪ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে দেখুন ৫০:২০; ইহি ৩৬:২৫-২৬ আয়াত)।

৩৩:৯ যে সমস্ত মঙ্গল করবো ... সেকারণে তারা থরথর করে কাঁপবে। হোসিয়া ৩:৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৩:১০ দেখুন ৩২:৪৩ আয়াত ও নোট।

৩৩:১১ আমোদের ... আনন্দের আওয়াজ, বর ও কন্যার কণ্ঠস্বর। ৭:৩৪; ১৬:৯; ২৫:১০ আয়াতে যে বিচারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। *যারা ... উপহার আনয়ন করে।* ১৭:২৬ আয়াতের নোট দেখুন। *বন্দীদশা ফিরাব।* ২৯:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১০ মাবুদ এই কথা বলেন, তোমরা এই যে
স্থানকে ধ্বংসপ্রাপ্ত, নরশূন্য ও পশুশূন্য বলে থাক,
হ্যাঁ, এহুদার যে নগরগুলো ও জেরুশালেমের
যেসব পথ উৎসন্ন, নরশূন্য, জনশূন্য ও পশুবিহীন
হয়েছে, ১১ এই স্থানে পুনর্বার আমোদের
আওয়াজ ও আনন্দের আওয়াজ, বর ও কন্যার
কণ্ঠস্বর শোনা যাবে; এবং তাদেরও কণ্ঠস্বর
শোনা যাবে, যারা বলে, 'বাহিনীগণের মাবুদের
প্রশংসা কর, কেননা মাবুদ মঙ্গলস্বরূপ, তাঁর
অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী,' আর যারা মাবুদের
গৃহে প্রশংসা-গজলরূপ উপহার আনয়ন করে।
কেননা আগেকার দিনের মত আমি এই দেশের
বন্দীদশা ফিরাব, মাবুদ এই কথা বলেন।
১২ বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন, এই
নরশূন্য ও পশুশূন্য ধ্বংসস্থানে এবং এর সমস্ত
নগর আবার রাখালদের চারণভূমি হবে, তারা
নিজেদের পাল শয়ন করাবে। ১৩ পার্বত্য
অঞ্চলের, নিম্নভূমির, দক্ষিণের সকল নগরে,
বিন্‌ইয়ামীন দেশে ও জেরুশালেমের চারদিকের
অঞ্চলে এবং এহুদার সকল নগরে, ভেড়া
গণনাকারীর লোকের হাতের নিচ দিয়ে ভেড়ার
পালেরা পুনরায় চলবে, মাবুদ এই কথা বলেন।

ন্যায়বান তরুশাখা ও দাউদের সঙ্গে নিয়ম

৫১:৩।
[৩৩:১২] ইশা ৬৫:১০; ইহি ৩৪:১১-১৫।
[৩৩:১৩] লেবীয় ২৭:৩২।
[৩৩:১৪] দ্বি:বি ২৮:১-১৪; ইউসা ২৩:১৫; ইয়ার ২৯:১০।
[৩৩:১৫] জবুর ৭২:২।
[৩৩:১৬] ১করি ১:৩০।
[৩৩:১৭] লূক ১:৩৩।
[৩৩:১৮] ইব ১৩:১৫।
[৩৩:২০] জবুর ৮৯:৩৬।
[৩৩:২১] দ্বি:বি ১৮:১।
[৩৩:২২] পয়দা ১২:২; ইয়ার ৩০:১৯; হোশেয় ১:১০।
[৩৩:২৪] ইহি ৩৭:২২।

১৪ মাবুদ বলেন, দেখ, এমন সময় আসছে, যখন
আমি সেই মঙ্গলের কথা সফল করবো, যা আমি
ইসরাইল-কুলের ও এহুদা কুলের সম্বন্ধে
বলেছি। ১৫ সেই সকল দিনে ও সেই সময়ে
আমি দাউদের বংশে ধার্মিকতার এক
তরুশাখাকে উৎপন্ন করবো; তিনি দেশে
ন্যায়বিচার ও ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করবেন।
১৬ সেই সকল দিনে এহুদা উদ্ধার পাবে,
জেরুশালেম নির্ভয়ে বাস করবে, আর সে এই
নামে আখ্যাত হবে, 'মাবুদ আমাদের
ধার্মিকতা।'
১৭ কেননা মাবুদ এই কথা বলেন, ইসরাইল-
কুলের সিংহাসনে উপবিষ্ট হবার জন্য দাউদের
বংশে পুরুষের অভাব হবে না; ১৮ আর নিত্য
আমার সম্মুখে পোড়ানো-কোরবানী, শস্য-উৎসর্গ
ও পশু-কোরবানী করতে লেবীয় ইমামদের মধ্যে
লোকের অভাব হবে না।
১৯ পরে ইয়ারমিয়ার কাছে মাবুদের কালাম
নাজেল হল, ২০ যথা, মাবুদ বলেন, তোমরা যদি
দিন সম্বন্ধীয় আমার নিয়ম কিংবা রাত সম্বন্ধীয়
আমার নিয়ম এরকম ভঙ্গ করতে পার যে,
যথাসময়ে দিন কি রাত না হয়, ২১ তবে আমার
গোলাম দাউদের সঙ্গে আমার যে নিয়ম আছে,
তাও ভঙ্গ করা যাবে, তার সিংহাসনে বসতে তার

৩৩:১৩ পার্বত্য অঞ্চলের ... এহুদার সকল নগরে। ১৭:২৬ আয়াত ও নোট দেখুন; ৩২:৪৪। *ভেড়া গণনাকারীর ... হাতের নিচ দিয়ে ... পুনরায় চলবে।* ইহি ২০:৩৭ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৩:১৫-১৬ এই অংশটি ২৩:৫-৬ আয়াত থেকে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৩:১৫ ন্যায়বিচার ও ধার্মিকতা। জবুর ১১৯:১২১ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৩:১৬ সে এই নামে আখ্যাত হবে। মসীহের সাথে জেরুশালেম নগরীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে এই নাম দেওয়া হবে, যা ২৩:৬ আয়াতেও দেখা যায় (আরও দেখুন কাজী ৬:২৪; ইহি ৪৮:৩৫ আয়াত)।

৩৩:১৭-২৬ ইসরাইল জাতি এখন এমন এক আসন্ন বিচারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যা তাদেরকে নিঃশেষ করে ফেলবে এবং তাদের প্রতিজ্ঞাত দেশকে পরিণত করবে মৃতদের স্থান ও ধ্বংসাবশেষে। আল্লাহ্‌র সাথে কৃত পূর্ববর্তী সমস্ত নিয়মই অকার্যকর হয়ে পড়বে, যা স্থাপিত হয়েছিল ইসরাইল জাতির সাথে, বাদশাহ্ দাউদের সাথে ও পীন্‌হসের সাথে। এখানে যে বার্তা প্রদান করা হয়েছে সেখানে মূলত এই নিশ্চয়তাই দেওয়া হয়েছে যে, প্রাচীন কাল থেকে আল্লাহ্ যে সকল নিয়ম স্থাপন করে এসেছেন তা বিলুপ্ত হবে না, বরং ভবিষ্যতে সেগুলোকে অবশ্যই পরিপূর্ণভাবে সাধন করা হবে।

৩৩:১৭ দেখুন ২ শামু ৭:১২-১৬; ১ বাদশাহ্ ২:৪; ৮:২৫; ৯:৫; ২ খান্দান ৬:১৬; ৭:১৮ আয়াত। এই অংশটি ঈসা মসীহ্‌তে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে (লূক ১:৩২-৩৩ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৩:১৮ দেখুন শুমারী ২৫:১৩ আয়াত। লেবীয়দের সাথে স্থাপন করা হয়েছিল ইমামতির চুক্তি, যেমন দাউদের সাথে স্থাপন করা হয়েছিল বাদশাহী রাজবংশের চুক্তি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সেই অনুগ্রহ শুধুমাত্র একটি গোষ্ঠী বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি সীমাবদ্ধ ছিল। এই ব্যবস্থা ছিল আল্লাহ্‌র লোকদের সাথে তাঁর যোগাযোগ রক্ষার একটি বিশেষ উপায় বা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ইসরাইল জাতি পেয়েছিল ইমামতির পরিচর্যা যা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল এবং যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র লোকেরা তাঁর ধ্যান করতে পারত ও তাঁর সাথে সহভাগিতা রক্ষা করতে পারত। এই পরিচর্যা কাজকে চূড়ান্তভাবে পূর্ণতা দান করেছেন ঈসা মসীহ্, যিনি চিরকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ মহা-ইমাম (জবুর ১১০:৪; ইবরানী ৫:৬-১০; ৬:১৯-২০; ৭:১১-২৫ আয়াত দেখুন)। *লেবীয় ইমাম।* দ্বি.বি. ১৭:৯, ১৮ আয়াত দেখুন।

৩৩:২০ দিন সম্বন্ধীয় ... রাত সম্বন্ধীয় আমার নিয়ম। আয়াত ২৫; ৩১:৩৫-৩৬ দেখুন। যদিও সম্ভবত এখানে সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, যা পয়দা ৯:৮-১৭ আয়াতকে সামনে রেখে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (পয়দা ৮:২২ আয়াত দেখুন)।

৩৩:২১ লেবীয় ইমামদের সঙ্গে কৃত আমার নিয়ম। মালাখি ২:৪ আয়াত দেখুন।

৩৩:২২ এই কথাগুলো পূর্বপুরুষদের কাছে কৃত নিয়মের ওয়াদাকে প্রতিফলন করে (হযরত ইব্রাহিম, পয়দা ২২:১৭; হযরত ইসহাক, পয়দা ২৬:৪; হযরত ইয়াকুব, পয়দা ৩২:১২)। এখানে মাবুদ আল্লাহ্ দুটি মধ্যস্থতাকারী বংশের বিস্তারকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন (রাজ বংশ ও ইমাম বংশ) এবং এর সাথে তিনি এই নিশ্চয়তাও দিয়েছেন যে, তিনি তাদের রূহানিক পরিচর্যার মধ্য দিয়ে তাঁর জাতির লোকদের জন্য মঙ্গল আনয়ন

বংশজাত লোকের অভাব হবে; এবং আমার
পরিচারক লেবীয় ইমামদের সঙ্গে কৃত আমার
নিয়মও ভঙ্গ করা হবে। ২২ আসমানের বাহিনী
যেমন গণনা করা যায় না ও সমুদ্রের বালি যেমন
পরিমাণ করা যায় না, তেমনি আমি আমার
গোলাম দাউদের বংশকে ও আমার পরিচারক
লেবীয়দেরকে বৃদ্ধি করবো।
২৩ আবার ইয়ারমিয়ার কাছে মাবুদের এই
কালাম নাজেল হল, ২৪ এই লোকেরা কি বলেছে,
তা কি তুমি টের পাও নি? তারা বলেছে, মাবুদ
যে দুই গোষ্ঠীকে মনোনীত করেছিলেন,
তাদেরকে অগ্রাহ্য করেছেন; এভাবে তারা আমার
লোকবৃন্দকে তুচ্ছজ্ঞান করে, তাদের সম্মুখে তারা
আর জাতি বলে গণ্য হয় না। ২৫ মাবুদ এই কথা
বলেন, যদি দিন ও রাত সম্বন্ধীয় আমার নিয়ম না
থাকে, যদি আমি আসমান ও দুনিয়ার
অনুশাসনগুলো নির্ধারণ না করে থাকি, ২৬ তা
হলে আমি ইয়াকুব ও আমার গোলাম দাউদের
বংশকে অগ্রাহ্য করে ইব্রাহিম, ইসহাক ও
ইয়াকুবের বংশের শাসনকর্তা করার জন্য তার

[৩৩:২৫] পয়দা ১:১৮।
[৩৩:২৬] লেবীয় ২৬:৪৪।
[৩৪:১] ২বাদশা :১; ইয়ার ৩৯:১।
[৩৪:২] ২খান্দান ৩৬:১১।
[৩৪:৩] ইয়ার ২১:৭।
[৩৪:৪] ইয়ার ৫২:১১।
[৩৪:৫] ২খান্দান ১৬:১৪।

বংশ থেকে লোকও গ্রহণ করবো না; সত্যিই
আমি তাদের বন্দীদশা ফিরাব ও তাদের প্রতি
করুণা করবো।

বাদশাহ্‌ সিদিকিয়ের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

৩৪ ১ ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার,
তাঁর সমস্ত সৈন্য ও তাঁর কর্তৃত্বাধীন
ভূখণ্ডের সমস্ত রাজ্য এবং সমস্ত জাতি যে সময়ে
জেরুশালেম ও তার সমস্ত নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করছিল, সেই সময়ে ইয়ারমিয়ার কাছে মাবুদের
কাছ থেকে এই কালাম নাজেল হল, ২ মাবুদ,
ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই কথা বলেন, তুমি যাও,
এহুদার বাদশাহ্‌ সিদিকিয়ের সঙ্গে আলাপ করে
তাকে এই কথা বল, মাবুদ এই কথা বলেন,
দেখ, আমি ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র হাতে এই
নগর তুলে দেব, আর সে তা আগুনে পুড়িয়ে
দেবে। ৩ তুমিও তার হাত থেকে রেহাই পাবে
না, নিশ্চয়ই ধরা পড়বে ও তার হাতে তুলে
দেওয়া হবে; এবং তুমি নিজের চোখে
ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌কে দেখবে ও সে
সম্মুখাসম্মুখি হয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলবে,

করবেন। এই আয়াতটি আমাদেরকে নিশ্চয়তা দেয় যে, প্রভু ঈসা মসীহ্‌ অবশ্যই তাঁর লোকদের জন্য তাঁর কৃত সমস্ত ওয়াদা পরিপূর্ণ করবেন (দেখুন রোমীয় ৫:১৭; ৮:১৭; ১ করি ৬:৩; ২ তীম ২:১২; প্রকা ৩:২১; ৫:১০; ২০:৫-৬; ২২:৫ আয়াত; আরও দেখুন মথি ১৯:২৮; লূক ২২:৩০ আয়াত) এবং যারা মসীহ্‌তে তাঁর পরিচর্যায় স্থির থাকবে তাদের প্রত্যেককেই তিনি এই অনুগ্রহ দান করবেন (দেখুন ১ পিতর ২:৫, ৯; প্রকা ১:৬; ৫:১০; ২০:৬; এর সাথে দেখুন ইশা ৬৬:২১; রোমীয় ৬:১৩; ১২:১; ১৫:১৬; ইফি ৫:২; ফিলি ৪:১৮; ইব ১৩:১৫-১৬ আয়াত)।

৩৩:২৪ দুই গোষ্ঠী। ইসরাইল ও এহুদা। কিন্তু যেহেতু হিব্রু ভাষায় এখানে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা দিয়ে পরিবার বা গোষ্ঠী বোঝানো হয় সে কারণে এখানে সম্ভবত দুটি মধ্যস্থতাকারী গোষ্ঠী (রাজকীয় ও ইমামতি) বোঝানো হয়েছে, কিংবা ইয়াকুব ও দাউদের বংশের কথা বোঝানো হয়েছে (আয়াত ২৬ দেখুন)। *মনোনীত করেছিলেন।* আমোস ৩:২ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৩:২৫-২৬ দেখুন আয়াত ২০ ও নোট।

৩৩:২৬ তাদের বন্দীদশা ফিরাব ও তাদের প্রতি করুণা করবো। এখানে দ্বি.বি. ৩০:৩ আয়াতের প্রতিফলন ঘটেছে; ২৯:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৪:১–৩৫:১৯ কিতাবটির মধ্যকার প্রথম বড় খণ্ডটির (২-৩৫ অধ্যায়) প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে গেছি আমরা। এহুদার প্রতি নবী ইয়ারমিয়ার সতর্ক বাণী ও উদ্বেগ এক ঐতিহাসিক বিবৃতির মধ্য দিয়ে শেষ করা হল (অধ্যায় ৩৪-৩৫)। একইভাবে কিতাবটি তৃতীয় খণ্ডটিকেও শেষ করা হয়েছে (অধ্যায় ৩৯-৪৫; এর সাথে ৪৫:১-৫ আয়াতের নোট দেখুন)। ৫২ অধ্যায়টি নবী ইয়ারমিয়া লেখেন নি, বরং তাঁর হয়ে অন্য কেউ তা রচনা করেছেন (৫১:৬৪ আয়াত দেখুন), যা এই সমগ্র কিতাবের একটি ঐতিহাসিক পরিশিষ্ট হিসেবে কাজ করেছে।

৩৪:১-২২ এই অধ্যায়টি কাঠামোগত দিক থেকে দুটি ভাগে বিভক্ত (আয়াত ১-৭ ও ৮-২২)। দুটোই ঘটনাপ্রবাহের সময়কাল ৫৮৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (৭১, ২১-২২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৪:১-৭ বাদশাহ্‌ সিদিকিয়ের প্রতি নবী ইয়ারমিয়ার সতর্ক বাণী ২১:১-১০ আয়াতে নবীর করা ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৪:১ তাঁর কর্তৃত্বাধীন ভূখণ্ডের সমস্ত রাজ্য। বাদশাহ্‌ বখতে-নাসারের সাম্রাজ্য ছিল বেশ ব্যাপক ও বিস্তৃত (ইহি ২৬:৭; দানি ৩:২-৪; ৪:১ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ৫১:২৮ আয়াতে মাদীয়দের সম্পর্কে বর্ণনা)। *জেরুশালেম ও তার সমস্ত নগরের বিরুদ্ধে।* অধীনস্থ জাতিগুলো থেকে বিভিন্ন উপঢৌকন ও রসদের পাশাপাশি যুদ্ধের জন্য সৈন্য পাঠানো হত (২ বাদশাহ্‌ ২৪:২ আয়াত দেখুন)। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে হিট্টীয় শাসক দ্বিতীয় মুরসিলিস এবং আমোরীয় শাসক দুপ্পি-তেসোব এর মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সময় মুরসিলিস বলেছিলেন, "যদি আপনি হিট্টীয় বাদশাহ্‌কে সাহায্য করার জন্য পদাতিক সৈন্য ও রথারোহীদের সাথে আপনার নিজ পুত্র বা ভাইদেরকে না পাঠান, তাহলে আপনি শপথের দেবতাদেরকে অমান্য করবেন।" *তার সমস্ত নগরের বিরুদ্ধে।* ১৯:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৪:২-৩ দেখুন আয়াত ৩২:৩-৫ ও নোট; আরও দেখুন ৩৯:৪-৭; ইহি ১২:১২-১৩; ১৭:১১-২০ আয়াত।

৩৪:৪ তুমি তলোয়ারের আঘাতে মারা পড়বে না। দেখুন আয়াত ৩২:৫; ৩৮:১৭, ২০; ৫২:১১; ইহি ১৭:১৬।

৩৪:৫ তোমার পূর্ববর্তী বাদশাহ্‌দের ... আগুন জ্বালানো হয়েছিল। তাদের মৃতদেহ পোড়াবার জন্য নয় (দেখুন ২ খান্দান ১৬:১৪; ২১:১৯ আয়াত; এর সাথে দেখুন আমোস ৬:১০ আয়াতের নোট)। *হায় মালিক।* একজন বাদশাহ্‌ মৃত্যুবরণ করলে সাধারণত এ ধরনের বিস্ময় সূচক উক্তি করা হত (২২:১৮ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১ বাদশাহ্‌ ১৩:৩০ আয়াত)।

আর তুমি ব্যাবিলনে গমন করবে। [৪] তবুও, হে
এহুদার বাদশাহ্‌ সিদিকিয়, মাবুদের কালাম
শোন; মাবুদ তোমার বিষয়ে এই কথা বলেন,
তুমি তলোয়ারের আঘাতে মারা পড়বে না; [৫] তুমি
শান্তিতে মরবে এবং তোমার পূর্বপুরুষদের জন্য,
তোমার পূর্ববর্তী বাদশাহ্‌দের জন্য, যেমন আগুন
জ্বালানো হয়েছিল, তেমনি লোকে তোমার জন্যও
আগুন জ্বালাবে এবং ‘হায় মালিক’ বলে তোমার
জন্য মাতম করবে; কেননা মাবুদ বলেন, আমি
এই কথা বললাম।
[৬] পরে ইয়ারমিয়া নবী জেরুশালেমে এহুদার
বাদশাহ্‌ সিদিকিয়কে ঐ সমস্ত কথা বললেন;
[৭] সেই সময়ে ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র সৈন্যরা
জেরুশালেমের বিরুদ্ধে ও এহুদার অবশিষ্ট সমস্ত
নগরের বিরুদ্ধে, লাখীশের বিরুদ্ধে ও অসেকার
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল; বাস্তবিক এহুদা দেশস্থ
নগরের মধ্যে প্রাচীরবেষ্টিত সেই দু’টি মাত্র নগর
অবশিষ্ট ছিল।

গোলামদের প্রতি অন্যায়ের জন্য অনুযোগ

[৮] বাদশাহ্‌ সিদিকিয় জেরুশালেমের সমস্ত
লোকের সঙ্গে তাদের কাছে মুক্তি ঘোষণার জন্য
নিয়ম স্থির করার পর মাবুদের কাছ থেকে যে
কালাম ইয়ারমিয়ার কাছে নাজেল হল, তার
বৃত্তান্ত। [৯] স্থির হয়েছিল যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ
ইবরানী গোলামকে ও ইবরানী বাঁদীকে মুক্ত করে
বিদায় করবে, কেউ তাদেরকে অর্থাৎ নিজেদের
ইহুদী ভাইকে দিয়ে গোলামী করাবে না।
[১০] আর, সমস্ত কর্মকর্তা ও সমস্ত লোক সম্মত
হয়েছিল; তারা এই নিয়মে আবদ্ধ হয়েছিল যে,
প্রত্যেকে নিজ নিজ গোলাম বাঁদীকে মুক্ত করে
বিদায় করবে, আর গোলামী করাবে না; তারা
সম্মত হয়ে তাদেরকে মুক্ত করে বিদায়
করেছিল। [১১] কিন্তু পরবর্তীকালে তারা তাদের
মনোভাব পরিবর্তন করলো, যাদেরকে মুক্ত করে
বিদায় করেছিল, সেই গোলাম-বাঁদীদেরকে
আবার আনিয়ে নিজেদের গোলাম-বাঁদী করার
জন্য বশীভূত করলো। [১২] এজন্য মাবুদ থেকে
এই কালাম ইয়ারমিয়ার কাছে নাজেল হল,
[১৩] মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই কথা বলেন,
মিসর দেশ থেকে, গোলাম-গৃহ থেকে,
তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে বের করে আনবার
দিনে আমিই তাদের সঙ্গে এই নিয়ম করেছিলাম,
[১৪] ‘তোমার কোন ইবরানী ভাইকে যদি তোমার
কাছ বিক্রি করা হয়, তবে সপ্তম বছরের শেষে
তুমি তাকে মুক্ত করবে; সে ছয় বছর তোমার
গোলামী করার পর তুমি তাকে মুক্ত করে নিজের
কাছ থেকে চলে যেতে দেবে।’ কিন্তু তোমাদের

[৩৪:৭] ইউসা ১০:১০; ২খান্দান ১১:৯।
[৩৪:৮] ২বাদশা ১১:১৭।
[৩৪:৯] দ্বি:বি ১৫:১২-১৮।
[৩৪:১১] জবুর ৭৮:৩৭।
[৩৪:১৩] হিজ ২৪:৮।
[৩৪:১৪] হিজ ২১:২।
[৩৪:১৪] ২বাদশা ১৭:১৪; ইয়ার ৭:২৬।
[৩৪:১৫] ইয়ার ৩২:৩৪।
[৩৪:১৬] লেবীয় ১৯:১২।

৩৪:৭ লাখীশ ও অসেকা। বাদশাহ্‌ সোলায়মানের পুত্র রহ-বিয়াম এই নগর দুটিকে সুরক্ষিত করেছিলেন (২ খান্দান ১১:৫, ৯ আয়াত দেখুন), কিন্তু লাখীশ নগরটি পরবর্তীতে বাদশাহ্‌ হিষ্কিয়ের রাজত্বকালে আশেরীয় বাদশাহ্‌ সনহেরীব কর্তৃক দখল হয়ে যায় (২ খান্দান ৩২:৯ আয়াত দেখুন)। সাম্প্রতিককালে সনহেরীব কর্তৃক ক্ষোদাই করা একটি ফলক পাওয়া গেছে, যেখানে লেখা আছে তিনি “সিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট হয়ে লাখীশ থেকে আসা লুট দ্রব্যগুলো পর্যবেক্ষণ করছেন।” ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৮টি ওস্ট্রাকা বা ostraca (লেখার সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত ভাঙ্গা মাটির পাত্রের টুকরো) আবিষ্কৃত হয়, যার প্রায় সবগুলোই পাওয়া গিয়েছিল ইসরাইলের দুর্গ দ্বারের (৫৮৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের) কাছে সাম্প্রতিক খনন স্থানে। এখানে যে ঘটনার কথা বলা হচ্ছে তার সামান্য কিছু দিন পরেই লাখীশের নির্দেশে চতুর্থ ওস্ট্রাকন রচিত হয় যেখানে বলা হয়েছে: “আমরা লাখীশের জন্য অপেক্ষা করছি ... তিনি আগুন জ্বালিয়ে আমাদেরকে সংকেত দেবেন ... কারণ আমরা আর অসেকা নগর দেখতে পাচ্ছি না।” ৬:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৪:৮-২২ এই অংশের ঘটনাবলীর সাথে ৩৭:৪-১২ আয়াতের ঘটনাবলীর মিল রয়েছে (আয়াত ২১-২২ ও নোট দেখুন)।

৩৪:৮ মুক্তি ঘোষণার জন্য। লেবীয় ২৫:১০ আয়াত ও নোট দেখুন। *জেরুশালেমের সমস্ত লোকের সঙ্গে ... নিয়ম*। মূসার শরীয়তের সাধারণ নিয়ম অনুসারে (হিজ ২১:২-১১ আয়াত ও নোট দেখুন; লেবীয় ২৫:৩৯-৫৫; দ্বি.বি. ১৫:১২-১৮ আয়াত দেখুন)।

৩৪:৯ ইবরানী। হিজ ২১:২ আয়াত ও নোট দেখুন। *নিজেদের ইহুদী ভাইকে দিয়ে গোলামী করাবে না*। লেবীয় ২৫:৩৯, ৪২ আয়াত দেখুন।

৩৪:১০ তারা ... তাদেরকে মুক্ত করে বিদায় করেছিল। আল্লাহ্‌র রহমত লাভের জন্য এবং এই আশায় যে, এই মুক্ত হওয়া গোলামেরা আরও আন্তরিক ও কৃতজ্ঞতা নিয়ে জেরুশালেমকে রক্ষা করবে।

৩৪:১১ পরবর্তীকালে। যখন মিসরের আক্রমণের কারণে ব্যাবিলনীয়দের অবরোধ কিছুটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল (আয়াত ২১-২২; ৩৭:৫, ১১ দেখুন)। *সেই গোলাম-বাঁদীদেরকে আবার আনিয়ে*। যা দ্বি.বি. ১৫:১২ আয়াতের স্পষ্ট লঙ্ঘন। *বশীভূত করলো*। তুলনা করুন ২ খান্দান ২৮:১০ আয়াত।

৩৪:১৩ গোলাম-গৃহ। আক্ষরিক অর্থে “গোলামীর দেশ” (হিজ ১৩:৩, ১৪; ২০:২; দ্বি.বি. ৫:৬; ৬:১২; ৮:১৪; ১৩:৫; ইউসা ২৪:১৭; কাজী ৬:৮ আয়াত দেখুন)। ইসরাইলীয়রা তাদের গোলামদের মুক্ত করে দিতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ আল্লাহ্‌ও এভাবে ইসরাইলীয়দেরকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন (দ্বি.বি. ১৫:১৫)।

৩৪:১৪ সপ্তম বছরের শেষে ... মুক্ত করবে। এখানে দ্বি.বি. ১৫:১২ আয়াতের আংশিক উদ্ধৃতি করা হয়েছে।

৩৪:১৫-১৬ তোমরা ফিরেছিলে ... এখন তোমরা ঘুরে গেছ। এই দুটো শব্দের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দ একটিই, যা প্রহসনমূলক শব্দের খেলা তৈরি করেছে (আয়াত ১৮ ও নোট দেখুন)।

৩৪:১৫ যে গৃহের উপরে আমার নাম কীর্তিত হয়েছে। আয়াত ৭:১০ ও নোট দেখুন।

৩৪:১৬ তোমরা ... আমার নাম নাপাক করেছ। মাবুদের নিয়ম ভঙ্গ করার মধ্য দিয়ে। সিদিকিয় এমন একজন মানুষ ছিলেন যার কথা কোনভাবে বিশ্বাস করা যেত না (ইহি ১৭:১৫, ১৮ আয়াত দেখুন)। তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী বিদায় দিয়েছিলে।

পূর্বপুরুষেরা আমার কালাম মান্য করে নি এবং তাতে কান দেয় নি। [১৫] সম্প্রতি তোমরা ফিরেছিলে, আমার দৃষ্টিতে যা ন্যায্য, তা-ই করেছিলে, অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিবেশীর মুক্তি ঘোষণা করেছিলে এবং যে গৃহের উপরে আমার নাম কীর্তিত হয়েছে, তার মধ্যে আমার সম্মুখে নিয়ম স্থির করেছিলে। [১৬] কিন্তু এখন তোমরা ঘুরে গেছ, আমার নাম নাপাক করেছ; যাদেরকে মুক্ত করে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী বিদায় দিয়েছিলে, তাদেরকে প্রত্যেককে নিজ নিজ গোলাম-বাঁদী করেছ, তোমরা তাদেরকে নিজেদের গোলাম-বাঁদী করার জন্য বশীভূত করেছ। [১৭] এজন্য মাবুদ এই কথা বলেন, তোমরা আপন আপন ভাই ও প্রতিবেশীর মুক্তি ঘোষণা করতে আমার কথায় মনযোগ দাও নি; অতএব মাবুদ বলেন, দেখ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার, মহামারী ও দুর্ভিক্ষের মুক্তি ঘোষণা করছি, আমি তোমাদেরকে দুনিয়ার সমস্ত রাজ্যে ভেসে বেড়াবার জন্য তুলে দেব। [১৮] যে লোকেরা আমার নিয়ম লঙ্ঘন করেছে, যারা আমার সাক্ষাতে নিয়ম করে তার কথা পালন করে নি, বাছুরকে দুই খণ্ড করে তার মধ্য দিয়ে গমন করেছে, আমি তাদেরকে তেমনি তাদের হাতে তুলে দেব; [১৯] এহুদার কর্মকর্তারা, জেরুশালেমের কর্মকর্তারা, নপুংসকরা, ইমামেরা ও দেশের সমস্ত লোক, যারা বাছুরটির দুই খণ্ডের মধ্য দিয়ে গমন করেছে, [২০] তাদেরকে আমি তাদের দুশমনদের হাতে ও প্রাণনাশে সচেষ্ট লোকদের হাতে তুলে দেব; তাতে তাদের লাশ আসমানের পাখিদের ও ভূমির পশুদের খাদ্য হবে। [২১] আর এহুদার বাদশাহ্ সিদিকিয় ও তার কর্মকর্তাদেরকে আমি তাদের দুশমনদের ও প্রাণনাশে সচেষ্ট লোকদের হাতে, হ্যাঁ, ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র যে সৈন্যরা তোমাদের কাছ থেকে উঠে গেছে, তাদের হাতে তুলে দেব। [২২] মাবুদ বলেন, দেখ, আমি হুকুম দ্বারা তাদের এই নগরে ফিরিয়ে আনবো; আর তারা এই নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এটি হস্তগত করবে ও আগুনে পুড়িয়ে দেবে; আর আমি এহুদার সকল নগরকে জনশূন্য ধ্বংসস্থান করবো।

রেখবীয়দের বাধ্যতা

[৩৪:১৭] মথি ৭:২; গালা ৬:৭।
[৩৪:১৮] পয়দা ১৫:১০।
[৩৪:১৯] ইয়ার ২৬:১০; সফ ৩:৩-৪।
[৩৪:২০] ইয়ার ২১:৭; ইহি ১৬:২৭; ২৩:২৮।
[৩৪:২১] ২খান্দান ৩৬:১০।
[৩৪:২২] নহি ২:১৭; ইয়ার ৩৮:১৮; ৩৯:৮; ইহি ২৩:৪৭।
[৩৫:১] ২খান্দান ৩৬:৫।
[৩৫:২] ২বাদশা ১০:১৫।
[৩৫:৪] দ্বি:বি ৩৩:১।

দ্বি.বি. ২১:১৪ আয়াত দেখুন।

৩৪:১৭ তলোয়ার, মহামারী ও দুর্ভিক্ষ। ১৪:১২ আয়াতের নোট দেখুন। *দুনিয়ার সমস্ত রাজ্যে ভেসে বেড়াবার জন্য।* ১৫:৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৪:১৮ লঙ্ঘন করেছে ... গমন করেছে। দুটো অংশেরই অন্তঃস্থিত হিব্রু শব্দের অর্থ এক, যা এখানে আবারও শব্দের খেলা তৈরি করেছে (আয়াত ১৫-১৬ ও নোট দেখুন)। *নিয়ম করে ... দুই খণ্ড করে।* দুটি শব্দের জন্য যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা এক। প্রাচীনকালে নিয়ম বা চুক্তি সম্পাদন করা ছিল আত্মধ্বংসী শপথের মত ("আমি যদি এই চুক্তি অমান্য করি তাহলে আমার যেন অমুক পরিণতি হয়"), যা সাধারণত একটি প্রাণীকে দুই খণ্ড করে সেদুটোর মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হত (পয়দা ১৫:১৮ আয়াত ও নোট দেখুন)। *দুই খণ্ড করে তার মধ্য দিয়ে।* পয়দা ১৫:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৪:২০ আসমানের পাখিদের ও ভূমির পশুদের খাদ্য হবে। ৭:৩৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৪:২১-২২ দৃশ্যপটে মিসরীয়দের আগমনের কারণে ৫৮৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনীয়রা জেরুশালেমের উপর থেকে সাময়িক সময়ের জন্য অবরোধ তুলে নেয় (আয়াত ১১; ৩৭:৩ ও নোট দেখুন)।

৩৪:২১ তোমাদের কাছ থেকে উঠে গেছে। ২১:২ আয়াতে যে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে তা দেখুন।

৩৪:২২ আমি ... তাদের এই নগরে ফিরিয়ে আনবো। ৩৭:৮ আয়াত দেখুন।

৩৫:১-১৯ রেখবীয় গোষ্ঠী তাদের পূর্বপুরুষদের হুকুম যথাযথভাবে মান্য করেছিল। তারা এহুদার লোকদের জন্য যেমন ছিল আদর্শ তেমনি তাদের উদাহরণ ধরে এহুদার অধিবাসীদেরকে তিরস্কারও করা হত, কারণ এহুদার অধিবাসীরা আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করেছিল (আয়াত ১৬ দেখুন)। কল্‌দীয় (ব্যাবিলনীয়) ও অরামীয় সৈন্যদের যে উল্লেখ (আয়াত ১১) রয়েছে তাতে করে এই অধ্যায়ের ঘটনাবলীর সময়কাল কোনভাবেই বাদশাহ্ যিহোয়াকীমের রাজত্বের অষ্টম বছরের আগে নয়, যিনি ৬০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাঁর রাজত্ব শুরু করেন। ৬০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (দানি ১:১ আয়াত ও নোট দেখুন) বাদশাহ্ বখতে-নাসার কর্তৃক তাঁর রাজধানী জেরুশালেম দখল করা হয়। পরবর্তীতে প্রায় তিন বা চার বছর পর তিনি বাদশাহ্ বখতে-নাসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই হঠকারি কাজের কারণে তাঁর সাম্রাজ্যে ব্যাবিলনীয়, অরামীয় ও অন্যান্য জাতিদের আক্রমণ শুরু হয় (২ বাদশাহ্ ২৪:১-২ আয়াত দেখুন)। সম্ভবত এই আক্রমণগুলোই ১২:৭-১৩ আয়াতে প্রতিফলিত হয়েছে।

৩৫:১ বাদশাহ্ যিহোয়াকীমের সময়ে। অধ্যায় ৩৫-৩৬ (৩৬:১ আয়াত দেখুন) হচ্ছে বাদশাহ্ যিহোয়াকীমের রাজত্বকালের একটি নির্দিষ্ট সময়ের ঐতিহাসিক বিবৃতি (৬০৯-৫৯৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)।

৩৫:২ রেখবীয় কুলজাত। কেনীয়দের সাথে সম্পৃক্ত (১ খান্দান ২:৫৫ আয়াত দেখুন), যাদের মধ্যে কেউ কেউ ইসরাইলীয়দের মধ্যে বা কাছে বসবাস করতো (দেখুন কাজী ১:১৬; ৪:১১; ১ শামু ২৭:১০ আয়াত) এবং তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল (১ শামু ১৫:৬; ৩০:২৬, ২৯ আয়াত দেখুন)। **মাবুদের গৃহের একটি কুঠরী।** সাধারণত এই কক্ষগুলো গুদাম ঘর হিসেবে কিংবা বসবাসের স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হত (দেখুন ১ বাদশাহ্ ৬:৫; ১ বাদশাহ্ ২৮:১২; ২ খান্দান ৩১:১১; নহিমিয়া ১৩:৪-৫ আয়াত)।

৩৫:৩ যাসিনিয়। এই নামের অর্থ "মাবুদ শোনেন"। নবী ইয়ারমিয়ার সময়ে এটি বেশ প্রচলিত একটি নাম ছিল (৪০:৮; ইহি ৮:১১; ১১:১ আয়াত দেখুন) এবং লাখীশ ওস্ট্রাকার মত (৩৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন) একটি সীলমোহরে এই নামটি পাওয়া যায়। ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের এই সীলমোহরটি আবিষ্কৃত

৩৫ ১ ইউসিয়ার পুত্র এহুদার বাদশাহ্
যিহোয়াকীমের সময়ে মাবুদের কাছ
থেকে এই কালাম ইয়ারমিয়ার কাছে নাজেল
হল। ২ তুমি রেখবীয় কুলজাত লোকদের কাছে
গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ কর এবং মাবুদের
গৃহের একটি কুঠরীতে এনে তাদেরকে পান
করার জন্য আঙ্গুর-রস দাও। ৩ তখন আমি
হবৎসিনিয়ের পৌত্র ইয়ারমিয়ার পুত্র যাসিনিয়কে,
তার ভাইদেরকে ও সকল পুত্র এবং রেখবীয়দের
সমস্ত কুলকে সঙ্গে নিলাম; ৪ আমি তাদেরকে
মাবুদের গৃহে আল্লাহ্‌র লোক যিগ্দলিয়ের পুত্র
হাননের সন্তানদের কুঠরীতে নিয়ে গেলাম;
শল্লুমের পুত্র মাসেয় নামক দ্বারপালের কুঠরীর
উপরে কর্মকর্তাদের যে কুঠরী, উক্ত কুঠরী তার
পাশে অবস্থিত। ৫ পরে আমি আঙ্গুর-রসে পূর্ণ
কতিপয় ভাণ্ড ও কতকগুলো বাটি রেখবীয়
কুলজাত লোকদের সম্মুখে রেখে তাদেরকে
বললাম, তোমরা আঙ্গুর-রস পান কর। ৬ কিন্তু
তারা বললো, আমরা আঙ্গুর-রস পান করবো না,
কেননা আমাদের পূর্বপুরুষ রেখবের পুত্র
যিহোনাদব আমাদের এই হুকুম দিয়েছেন,
তোমরা ও তোমাদের সন্তানেরা কেউ কখনও
আঙ্গুর-রস পান করবে না; ৭ আর বাড়ি নির্মাণ,
বীজ বপন ও আঙ্গুর-ক্ষেতের চাষ করবে না এবং
এই সকলের অধিকারী হবে না, কিন্তু সারা জীবন
তাঁবুতে বাস করবে; যেন, তোমরা যে স্থানে
প্রবাস করছো, সেই দেশে দীর্ঘজীবী হও।
৮ অতএব আমাদের পূর্বপুরুষ রেখবের পুত্র
যিহোনাদব আমাদের যেসব হুকুম দিয়েছেন, সেই
অনুসারে আমরা তাঁর হুকুম পালন করে আসছি;
ফলত আমরা ও আমাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা সারা
জীবনে আঙ্গুর-রস পান করি নি, ৯ এবং
আমাদের বাসের জন্য বাড়ি নির্মাণ করি নি; আর
আঙ্গুর-ক্ষেত, শস্য ক্ষেত বা বীজ আমাদের
নেই; ১০ কিন্তু আমরা তাঁবুবাসী এবং আমাদের
পূর্বপুরুষ যিহোনাদব আমাদের যে সমস্ত হুকুম
দিয়েছেন, সেই সকল মেনে সেই অনুসারে কাজ
করে আসছি। ১১ কিন্তু ব্যাবিলনের বাদশাহ্ বখতে-
নাসার যখন এই দেশের মধ্যে আসলেন, তখন
আমরা বললাম, এসো, আমরা কল্‌দীয় সৈন্য ও
অরামীয় সৈন্যের সম্মুখ থেকে জেরুশালেমে চলে
যাই; এজন্য আমরা জেরুশালেমে বাস করছি।
১২ পরে ইয়ারমিয়ার কাছে মাবুদের এই কালাম
নাজেল হল, ১৩ বাহিনীগণের মাবুদ, ইসরাইলের
আল্লাহ্, এই কথা বলেন, তুমি গিয়ে এহুদার
লোকদের ও জেরুশালেম-নিবাসীদেরকে বল,
মাবুদ বলেন, তোমরা আমার কালাম পালন
করার জন্য কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?
১৪ রেখবের পুত্র যিহোনাদব তার সন্তানদেরকে
আঙ্গুর-রস পান করতে বারণ করলে তার সেই
হুকুমে অটল রয়েছে; আজও তারা আঙ্গুর-রস
পান করে না, কারণ তারা তারাদের
পূর্বপুরুষদের হুকুম মানে; কিন্তু আমি তোমাদের
কাছে কথা বলেছি, খুব ভোরে উঠে বলেছি,
তবুও তোমরা আমার কথায় মনযোগ দাও নি।
১৫ আমি আমার সমস্ত গোলাম নবীদেরকে
তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছি, খুব ভোরে উঠে
প্রেরণ করে তোমাদেরকে বলেছি, তোমরা নিজ
নিজ কুপথ থেকে ফির, তোমাদের আচার-
ব্যবহার শুদ্ধ কর এবং অন্য দেবতাদের সেবা

[৩৫:৬] লেবীয় ১০:৯; শুমারী ৬:২-৪; লূক ১:১৫।
[৩৫:৭] হিজ ২০:১২; ইফি ৬:২-৩।
[৩৫:৮] মেসাল ১:৮; কল ৩:২০।
[৩৫:৯] ১তীম ৬:৬।
[৩৫:১১] ২বাদশা ২৪:১।
[৩৫:১৩] ইয়ার ৬:১০; ৩২:৩৩।
[৩৫:১৪] ইশা ৩০:৯।
[৩৫:১৫] ২বাদশা ১৭:১৩; ইয়ার ২৬:৩।
[৩৫:১৬] লেবীয় ২০:৯; মালা ১:৬।
[৩৫:১৭] ইউসা ২৩:১৫; ১বাদশা ১৩:৩৪; ইয়ার ২১:৪-৭।

হয়েছে জেরুশালেমের উত্তরে টেল এন-নাসবেহ্ এলাকায়। হবৎসিনিয়ের পৌত্র ইয়ারমিয়া, নবী ইয়ারমিয়া নন।

৩৫:৪ হাননের সন্তানদের। সম্ভবত এখানে "শিষ্য" অর্থে শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে (আমোস ৭:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। *আল্লাহ্‌র লোক।* এই কথাটি "নবী" শব্দের সমার্থক (১ বাদশাহ্ ১২:২২ আয়াত দেখুন; এর সাথে ১ শামু ৯:৯ আয়াতের নোট দেখুন), যেখানে আল্লাহ্‌র সাথে আহ্বানকৃত ব্যক্তির সম্পর্কের উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। *মাসেয়।* সম্ভবত এই একই নামের ব্যক্তির কথা ২১:১; ২৯:২৫; ৩৭:৩ আয়াতে পাওয়া যায়। *দ্বারপাল।* বায়তুল মোকাদ্দসের মূল প্রবেশ দ্বারের নিরাপত্তায় যারা নিয়োজিত ছিলেন (২ বাদশাহ্ ১২:৯ আয়াত দেখুন) তাদের উপরে নিযুক্ত তিন জন তত্ত্বাবধানকারীর মধ্যে এক জন (৫২:২৪ আয়াত দেখুন)।

৩৫:৫ বাটি। বড় পাত্র, যা থেকে পানীয় নিয়ে ছোট ছোট পেয়ালা পূর্ণ করা হত।

৩৫:৬ আমরা আঙ্গুর-রস পান করবো না। রেখবীয়রা তাদের সারা জীবনের জন্য এই ব্রত গ্রহণ করেছিল; এর সাথে তুলনা করুন নাসরীয়দের সাময়িক ব্রত বা মানত (শুমারী ৬:২-৩, ২০; কাজী ১৩:৪-৭ আয়াত দেখুন)। রেখবের পুত্র মল্কীষা সম্ভবত পরবর্তী সময়ে এই মানত ভঙ্গ করেন, কারণ তিনি ছিলেন "বেৎ হাক্কারেমের প্রাদেশিক শাসক" (নহি ৩:১৪), যে নামের অর্থ "আঙ্গুর রসের গৃহ"। *যিহোনাদব।* ২ বাদশাহ্ ১০:১৫, ২৩ আয়াত দেখুন। নবী ইয়ারমিয়ার প্রায় ২৫০ বছর আগে তিনি বাদশাহ্ যেহূকে উত্তর রাজ্যে বাল দেবতার পূজা করার সমস্ত স্থান ধ্বংস করার জন্য সাহায্য করেছিলেন (অন্তত সাময়িকভাবে)।

৩৫:৭ সারা জীবন তাঁবুতে বাস করবে। কেবলমাত্র জাতীয় জরুরি পরিস্থিতি ব্যতীত (আয়াত ১১ দেখুন)। *তোমরা যে স্থানে প্রবাস ... দীর্ঘজীবী হও।* হিজ ২০:১২ আয়াতের প্রতিফলন, যেখানে পিতামাতাকে সম্মান করার জন্য হুকুম দেওয়া হয়েছে।

৩৫:৮ যিহোনাদব আমাদের যেসব হুকুম ... পালন করে আসছি। এর সাথে তুলনা করুন আল্লাহ্‌র প্রতি এহুদার অধিবাসীদের অবাধ্যতা (আয়াত ১৬ দেখুন)।

৩৫:১১ দেখুন ১-১৯ আয়াতের নোট।

৩৫:১৩ উপদেশ গ্রহণ করবে না? এই অংশের অন্তর্নিহিত হিব্রু শব্দগুচ্ছটির অনুবাদ হচ্ছে "শাসন গ্রাহ্য করা" যা দেখা যায় ২:৩০; ৭:২৮ আয়াতে (আরও দেখুন ৫:৩; ১৭:২৩ আয়াত)।

৩৫:১৪-১৫ খুব ভোরে উঠে বলেছি। এই কথা অর্থ হচ্ছে, বার বার করে বলেছি। ৭:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৫:১৫ দেখুন আয়াত ২৫:৪-৫ ও নোট।

৩৫:১৭ দেখুন আয়াত ১১:১১।

BACIB International Bible CHURCH

করবার জন্য তাদের পিছনে যেও না; তাতে আমি
তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের যে দেশ
দিয়েছি, তার মধ্যে তোমরা বাস করবে, কিন্তু
তোমরা কান দাও নি এবং আমার কথায় মনযোগ
দাও নি। ১৬ রেখবের পুত্র যিহোনাদব যা হুকুম
করেছিল, তার সন্তানেরা তা-ই অটলভাবে পালন
করছে; কিন্তু এই জাতি আমার কথায় মনযোগ
দেয় নি। ১৭ এজন্য মাবুদ, বাহিনীগণের আল্লাহ্‌,
ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই কথা বলেন, দেখ, আমি
এহুদার বিপরীতে ও জেরুশালেম-নিবাসী
সকলের বিপরীতে যেসব অমঙ্গলের কথা বলেছি,
সেসব তাদের প্রতি ঘটাবো; কারণ আমি তাদের
কাছে কথা বলেছি, কিন্তু তারা শোনে নি এবং
তাদেরকে আহ্বান করেছি, কিন্তু তারা উত্তর দেয়
নি।
১৮ পরে ইয়ারমিয়া রেখবীর কুলকে বললেন,
বাহিনীগণের মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই
কথা বলেন, তোমরা নিজেদের পূর্বপুরুষ
যিহোনাদবের হুকুমে মনযোগ দিয়েছ, তার সমস্ত
আদেশমালা পালন করেছ ও তার সমস্ত হুকুম
অনুসারে কাজ করেছ; ১৯ এজন্য বাহিনীগণের
মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই কথা বলেন,
রেখবের পুত্র যিহোনাদবের জন্য আমার সম্মুখে
দাঁড়াবার লোকের অভাব কখনও হবে না।

হযরত ইয়ারমিয়ার পাঠ করা হল

৩৬ ১ ইউসিয়ার পুত্র এহুদার বাদশাহ্‌
যিহোয়াকীমের চতুর্থ বছরে এই
কালাম মাবুদের কাছ থেকে ইয়ারমিয়ার কাছে
নাজেল হল, ২ যথা, তুমি একখানি গুটানো

[৩৫:১৮] পয়দা ৩১:৩৫।
[৩৫:১৯] ইশা ৪৮:১৯; ইয়ার ৩৩:১৭।
[৩৬:১] ২খান্দান ৩৬:৫।
[৩৬:২] হিজ ১৭:১৪; জবুর ৪০:৭; ইয়ার ৩০:২; হবক ২:২।
[৩৬:৩] ইশা ৬:৯; মার্ক ৪:১২।
[৩৬:৪] ইয়ার ৫১:৫৯।
[৩৬:৪] ইহি ২:৯; দানি ৭:১; জাকা ৫:১।
[৩৬:৬] হিজ ৪:১৬।
[৩৬:৭] দ্বি:বি ৩১:১৭।
[৩৬:৯] ২খান্দান ২০:৩।
[৩৬:১০] পয়দা ২৩:১০।

কিতাব নাও এবং আমি যেদিন তোমার কাছে
কথা বলেছিলাম, সেই থেকে, ইউসিয়ার সময়
থেকে, আজ পর্যন্ত ইসরাইল, এহুদা ও সমস্ত
জাতির বিরুদ্ধে তোমাকে যা যা বলেছি, সেই
সমস্ত কালাম সেই কিতাবে লিখ। ৩ হয় তো, আমি
এহুদা-কুলের উপরে যেসব অমঙ্গল ঘটাবার
সঙ্কল্প করেছি, তারা সেসব অমঙ্গলের কথা শুনে
প্রত্যেকে নিজ নিজ কুপথ থেকে ফিরবে; আর
আমি তাদের অপরাধ ও গুনাহ্‌ মার্জনা করবো।
৪ পরে ইয়ারমিয়া নেরিয়ের পুত্র বারূককে
ডাকলেন; এবং বারূক ইয়ারমিয়ার প্রতি কথিত
মাবুদের সমস্ত কালাম তাঁর মুখে শুনে একটি
গুটিয়ে রাখা কিতাবে লিখলেন। ৫ পরে
ইয়ারমিয়া বারূককে হুকুম করলেন, বললেন,
আমাকে মাবুদের গৃহে যেতে নিষেধ করা হয়েছে
বলে সেখানে যেতে পারি না। ৬ অতএব তুমি
যাও এবং আমার মুখে শুনে যা যা এই কিতাবে
লিখেছ, মাবুদের সেই সকল কালাম রোজা
রাখবার দিনে মাবুদের গৃহে লোকদের শুনিয়ে
পাঠ কর, আর তুমি এহুদার নগরগুলো থেকে
আগত সমস্ত লোকের সাক্ষাতেও তা পাঠ
করবে। ৭ হয় তো, মাবুদের সম্মুখে তারা
ফরিয়াদ উপস্থিত করবে এবং প্রত্যেকে নিজ
নিজ কুপথ থেকে ফিরবে, কেননা মাবুদ এই
জাতির বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্রোধের ও রোষের কথা
বলেছেন। ৮ পরে নেরিয়ের পুত্র বারূক
ইয়ারমিয়া নবীর হুকুম অনুসারে সমস্ত কাজ
করলেন, ঐ কিতাবে লেখা মাবুদের কালাম
মাবুদের গৃহে পাঠ করলেন।

৩৫:১৯ আমার সম্মুখে দাঁড়াবার লোকের অভাব কখনও হবে না। ৩৩:১৮ আয়াত দেখুন। ইহুদী মিসনাহ্‌ এর বিভিন্ন কৃষ্টি থেকে (নহি ১০:৩৪ আয়াতের নোট দেখুন) এই কথা জানা যায় যে, পরবর্তী সময়ে রেখবীয়দেরকে ব্যাবিলনের বন্দীদশা থেকে ইসরাইল জাতির প্রত্যাবর্তনের পর জেরুশালেমের বায়তুল মোকাদ্দস পুনর্নির্মাণের কাজে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছিল।

৩৬:১–৩৮:২৮ নবী ইয়ারমিয়ার কষ্টভোগ ও নির্যাতন সম্পর্কিত বিষয়বস্তু নিয়ে তিনটি অধ্যায়ের একটি বিশেষ খণ্ড।

৩৬:১-৩২ নবী ইয়ারমিয়ার লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য বাদশাহ্‌ যিহোয়াকীমের প্রচেষ্টার বিবরণ।

৩৬:১ বাদশাহ্‌ যিহোয়াকীমের চতুর্থ বছরে। ৬০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ – এহুদার ইতিহাসে একটি ক্রান্তিকাল (২৫:১; ৪৬:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৬:২ গুটানো কিতাব। দেখুন ৩০:২; হিজ ১৭:১৪ আয়াতের নোট। *সেই কিতাবে লিখ।* যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নবী ইয়ারমিয়ার বার্তা ও ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সংরক্ষণ করে রাখা যায়। *তোমাকে যা যা বলেছি।* নবী ইয়ারমিয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর এই সঙ্কলনে সম্ভবত অধ্যায় ১-২৬; ৪৬-৫১ এর অধিকাংশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। *ইউসিয়ার সময় থেকে ... আজ পর্যন্ত।* ১:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৬:৩ হয় তো ... কুপথ থেকে ফিরবে। যদি লোকেরা মন পরিবর্তন ও অনুতাপ করে তাহলে মাবুদ আল্লাহ্‌ নিজেকে সম্বরণ করবেন (১৮:৭-১০ আয়াত ও নোট দেখুন; ২৬:৩; ইউনুস ৩:৯ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৬:৪ বারূক। ৩২:১২ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৬:৫ সেখানে যেতে পারি না। সম্ভবত এর কারণ হল বায়তুল মোকাদ্দসে বলা তাঁর বক্তব্যগুলো যা অনেকের কাছে অপছন্দনীয় ছিল (৭:২-১৫; ৬:২-৬ আয়াত দেখুন) কিংবা হতে পারে ১৯:১–২০:৬ আয়াতে লিপিবদ্ধকৃত ঘটনাবলী।

৩৬:৬ রোজা রাখবার দিনে। জাতীয় গুরুতর পরিস্থিতির কারণে এই দিন ঘোষণা করা হয়েছিল (তুলনা করুন যোয়েল ২:১৫ আয়াত), সম্ভবত এক্ষেত্রে এটি ছিল ৫০৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনের আক্রমণ (দানি ১:১ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৬:৭ আয়াত ৩ ও নোট দেখুন।

৩৬:৮ যদি এই কিতাবে ইয়ারমিয়ার ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সময়ানুক্রমিকভাবে নিয়ে আসা হয়, তাহলে এই আয়াতের পরে ৪৫ অধ্যায় নিয়ে আসা হত।

৩৬:৯ পঞ্চম বছরের নবম মাসে। ডিসেম্বর ৬০৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, যখন খুব ঠাণ্ডা আবহাওয়া চলছিল (আয়াত ২২ দেখুন)।

৩৬:১০ এর সাথে তুলনা করুন ২ বাদশাহ্‌ ২৩:২ আয়াত। ৩৫:২ আয়াতের নোট দেখুন। *শাফনের পুত্র গমরিয়।* এই কর্মকর্তার নাম জেরুশালেমে আবিষ্কৃত একটি সীলমোহরে পাওয়া যায়। *শাফন।* তিনি বাদশাহ্‌ ইউসিয়ার অধীনে স্বরাষ্ট্র

[৯] পরে ইউসিয়ার পুত্র এহুদার বাদশাহ্
যিহোয়াকীমের পঞ্চম বছরের নবম মাসে
জেরুশালেমের সমস্ত লোক এবং এহুদার
নগরগুলো থেকে জেরুশালেমে আগত সমস্ত
লোক, মাবুদের সাক্ষাতে রোজা রাখবার কথা
ঘোষণা করলো। [১০] তখন বারূক মাবুদের গৃহে,
উপরিস্থ প্রাঙ্গণে, মাবুদের গৃহের নতুন দ্বারের
প্রবেশ স্থানে, শাফনের পুত্র গমরিয় লেখকের
কক্ষে ঐ কিতাব নিয়ে সমস্ত লোকের কর্ণগোচরে
ইয়ারমিয়ার কথাগুলো পাঠ করলেন।

রাজদরবারে হযরত ইয়ারমিয়ার কিতাব পাঠ

[১১] যখন শাফনের পৌত্র গমরিয়ের পুত্র মীখায়
সেই কিতাবে লেখা মাবুদের সমস্ত কালাম
শুনলেন, [১২] তখন তিনি রাজপ্রসাদে নেমে
লেখকের কুঠরীতে গেলেন; আর দেখ, সেই
স্থানে কর্মকর্তা সকলে, অর্থাৎ ইলীশামা লেখক,
শময়িয়ের পুত্র দলায়, অক্‌বোরের পুত্র ইল্‌নাথন,
শাফনের পুত্র গমরিয় ও হনানিয়ের পুত্র সিদিকিয়
প্রভৃতি সমস্ত কর্মকর্তা উপবিষ্ট ছিলেন।
[১৩] লোকদের কর্ণগোচরে যখন বারূক ঐ কিতাব
পাঠ করেছিলেন, তখন মীখায় যেসব কথা
শুনেছিলেন, তা তাঁদেরকে জানালেন। [১৪] তাতে
কর্মকর্তারা সকলে কূশির প্রপৌত্র শেলিমিয়ের
পৌত্র নথনিয়ের পুত্র যেহুদীকে দিয়ে বারূককে
এই কথা বলে পাঠালেন, তুমি লোকদের
কর্ণগোচরে যে কিতাব পাঠ করেছ, তা নিয়ে
এসো; অতএব নেরিয়ের পুত্র বারূক কিতাবখানি
নিয়ে তাঁদের কাছে আসলেন। [১৫] তাঁরা বললেন,
আরজ করি, তুমি বসে আমাদের কর্ণগোচরে
সেটি পাঠ কর; তাতে বারূক তাঁদের কর্ণগোচরে
পাঠ করলেন। [১৬] তখন ঐ সমস্ত কথা শুনে তাঁরা
সকলে ভয় পেয়ে পরস্পর পরস্পরের দিকে
তাকালেন এবং বারূককে বললেন, আমরা এসব
কথার বিষয় অবশ্য বাদশাহ্‌কে জানাবো।
[১৭] পরে তাঁরা বারূককে জিজ্ঞাসা করলেন, বল
দেখি, তুমি কেমন করে তাঁর মুখে শুনে এসব
কথা লিখেছিলে? [১৮] জবাবে বারূক বললেন,
তিনি আমার কাছে এসব কথা উচ্চারণ
করছিলেন এবং আমি কালি দিয়ে এই কিতাবে
সেগুলো লিখছিলাম। [১৯] তখন কর্মকর্তারা
বারূককে বললেন, তুমি ও ইয়ারমিয়া লুকিয়ে
থাক; কেউ যেন তোমাদের সন্ধান না পায়।

হযরত ইয়ারমিয়ার কিতাব পুড়িয়ে দেওয়া

[২০] পরে তাঁরা ইলীশামা লেখকের কুঠরীতে
কিতাবখানি রেখে প্রাঙ্গণে বাদশাহ্‌র কাছে গিয়ে
তাঁর কর্ণগোচরে ঐ সমস্ত কথা বললেন।
[২১] তাতে বাদশাহ্ কিতাবখানি আনবার জন্য
যেহুদীকে পাঠালেন, আর যেহুদী ইলীশামা
লেখকের কুঠরী থেকে তা এনে বাদশাহ্‌র
কর্ণগোচরে ও তাঁর সাক্ষাতে দণ্ডায়মান
কর্মকর্তাদের কর্ণগোচরে তা পাঠ করতে
লাগলেন। [২২] ঐ সময়ে নবম মাসে বাদশাহ্
শীতকাল যাপনের বাড়িতে বসেছিলেন এবং তাঁর
সম্মুখে জ্বলন্ত আগুনের আঙ্গটা ছিল। [২৩] আর
যেহুদী তিন চার পাতা পাঠ করার পর বাদশাহ্
লেখকের ছুরি দিয়ে কিতাবখানি কেটে ঐ
আঙ্গটার আগুনে ফেলে দিতে লাগলেন; এভাবে
শেষে সমস্ত কিতাবখানি আঙ্গটার আগুনে পুড়িয়ে

[৩৬:১২] ২শামু ৮:১৭।
[৩৬:১৪] আয়াত ২১।
[৩৬:১৬] জবুর ৩৬:১।
[৩৬:১৭] ইয়ার ৩০:২।
[৩৬:১৮] আয়াত ৪।
[৩৬:১৯] ১বাদশা ১৭:৩।
[৩৬:২১] ২বাদশা ২২:১০।
[৩৬:২২] আমোষ ৩:১৫।
[৩৬:২৩] ১বাদশা ২২:৮।
[৩৬:২৪] জবুর ৩৬:১।
[৩৬:২৪] পয়দা ৩৭:২৯; শুমারী ১৪:৬।
[৩৬:২৫] আয়াত ১০।
[৩৬:২৬] মথি ২৩:৩৪।

মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন (২ বাদশাহ্ ২২:৩; এর সাথে ২৬:২৪; ২৯:৩ আয়াতের নোট দেখুন)। *নতুন দ্বারের প্রবেশ স্থানে।* ২৬:১০ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৬:১২ অক্‌বোরের পুত্র ইল্‌নাথন। ২৬:২২ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৬:১৮ কালি। পুরাতন নিয়মে শুধুমাত্র এই স্থানে শব্দটি দেখা যায় (তবে এক্ষেত্রে দেখুন ২ করি ৩:৩; ২ ইউ ১২; ৩ ইউ ১৩ আয়াত)। প্রাচীনকালে কয়লার কালির সাথে আঠা, তেল ও চুম্বক জাতীয় পদার্থ মিশিয়ে বিশেষ লেখা কালি তৈরি করা হত (যেমনটা দেখা যায় লাখীশ ওস্ট্রাকায়; দেখুন ৩৪:৭ আয়াতের নোট)।

৩৬:১৯ কর্মকর্তারা নবী ইয়ারমিয়া ও বারূকের নিরাপত্তা নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিলেন (তুলনা করুন ২৬:২০-২৩ আয়াত)।

৩৬:২০ রেখে। নিরাপদে রাখার জন্য (ইশা ১০:২৮ আয়াতে এই শব্দটির বুৎপত্তিগত হিব্রু শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে "মজুত করা")।

৩৬:২২ নবম মাসে। আয়াত ৯ ও নোট দেখুন। *শীতকাল যাপনের বাড়িতে।* আক্ষরিক অর্থে "শীত গৃহ" (যেমনটা দেখা যায় আমোস ৩:১৫ আয়াতে)। এখানে খুব সম্ভব বাদশাহ্‌র প্রাসাদের অন্তর্গত কোন বৃহৎ কক্ষের কথা বোঝানো হয়েছে। *জ্বলন্ত আগুনের আঙ্গটা।* মেঝের মাঝখানে রাখার জন্য বিশেষ ধরনের পাত্র, যাতে ঘর গরম করার জন্য কয়লা জ্বালিয়ে রাখা হত।

৩৬:২৩ এর সাথে তুলনা করুন আল্লাহ্‌কে জানার জন্য এবং তাঁর কথা মান্য করার জন্য বাদশাহ্ ইউসিয়ার আকাঙ্ক্ষা (২ বাদশাহ্ ২২:১১–২৩:৩; ২৩:২১-২৪ আয়াত দেখুন)। *ছুরি দিয়ে ... কেটে।* অনুশোচনায় নিজের পোশাক না ছিঁড়ে বাদশাহ্ কিতাবটিই ছিঁড়ে ফেললেন (২৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৬:২৪ তাঁর গোলামেরা ... কেউ ভয় পেল না। আয়াত ৩১ দেখুন। এর সাথে তুলনা করুন "কর্মকর্তাদের" প্রতিক্রিয়া (আয়াত ১২; দেখুন আয়াত ১৬, ২৫)। *নিজ নিজ কাপড় ছিঁড়লেন না।* এর সাথে তুলনা করুন যিহোয়াকীমের পিতা ইউসিয়ার প্রতিক্রিয়া (২ বাদশাহ্ ২২:১১ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১ বাদশাহ্ ২১:২৭ আয়াত)।

৩৬:২৬ রাজপুত্র যিরহমেল। এই কর্মকর্তার নাম ও তাঁর উপাধি জেরুশালেমের কাছে একটি স্থানে পোড়ানো ধ্বংসাবশেষের পুরাকীর্তির মধ্যে আবিষ্কৃত একটি সীলমোহরে পাওয়া গেছে। *রাজপুত্র।* যেহেতু যিহোয়াকীম তখন মাত্র ৩০ বছর বয়স্ক ছিলেন (২ বাদশাহ্ ২৩:৩৬ আয়াত দেখুন) সে কারণে এই অংশটিকে আক্ষরিকভাবে না নিয়ে "রাজসভার সদস্য" হিসেবে দেখা প্রয়োজন (আরও দেখুন ৩৮:৬; ১ বাদশাহ্ ২২:২৬; সফ ১:৮ আয়াত)।

দেওয়া হল। ২৪ বাদশাহ্‌ ও তাঁর গোলামেরা ঐ
সমস্ত কালাম শুনেও কেউ ভয় পেল না ও নিজ
নিজ কাপড় ছিঁড়লেন না। ২৫ যদিও ইল্‌নাথন,
দলায় ও গমরিয়, কিতাবখানি যেন পোড়ানো না
হয়, সেজন্য বাদশাহ্‌কে বিনয় করেছিলেন, তবুও
তিনি তাঁদের কথা শুনলেন না। ২৬ আর বাদশাহ্‌
রাজপুত্র যিরহমেলকে, অস্রীয়েলের পুত্র সরায় ও
অব্দিয়েলের পুত্র শেলিমিয়কে হুকুম করলেন,
তোমরা বারূক লেখক ও ইয়ারমিয়া নবীকে ধর;
কিন্তু মাবুদ তাঁদেরকে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

ইয়ারমিয়ার কিতাব পুনরায় লেখা

২৭ ইয়ারমিয়ার মুখে শুনে বারূক যেসব কালাম
লিখেছিলেন, সেই কিতাবখানি বাদশাহ্‌ পুড়িয়ে
দেবার পর মাবুদের এই কালাম ইয়ারমিয়ার
কাছে নাজেল হল, ২৮ তুমি পুনর্বার আর একটি
কিতাব গ্রহণ কর; এবং ঐ প্রথম কালামগুলো,
অর্থাৎ এহুদার বাদশাহ্‌ যিহোয়াকীম কর্তৃক
পুড়িয়ে ফেলা সেই প্রথম কিতাবে যা ছিল, সেই
সমস্ত তার মধ্যে লিখ। ২৯ আর এহুদার বাদশাহ্‌
যিহোয়াকীমের বিষয়ে বল, মাবুদ এই কথা
বলেন, তুমি এই কিতাব পুড়িয়েছ, বলেছ, তুমি
কেন এর মধ্যে এই কথা লিখেছ যে, ব্যাবিলনের
বাদশাহ্‌ অবশ্য আসবেন ও এই দেশ বিনষ্ট
করবেন এবং জনশূন্য ও পশুহীন করবেন?
৩০ অতএব এহুদার বাদশাহ্‌ যিহোয়াকীমের
বিষয়ে মাবুদ এই কথা বলেন, দাউদের
সিংহাসনে বসতে তার কেউ থাকবে না এবং তার
লাশ দিনে রৌদ্রে ও রাতের বেলায় হিমে নিক্ষিপ্ত
হয়ে পড়ে থাকবে। ৩১ আর আমি তাকে, তার

[৩৬:২৭] আয়াত ৪।
[৩৬:২৮] আয়াত ২।
[৩৬:২৯] ইশা ৩০:১০।
[৩৬:৩০] ইয়ার ৫২:২।
[৩৬:৩১] হিজ ২০:৫।
[৩৬:৩১] মেসাল ২৯:১।
[৩৬:৩২] হিজ ৩৪:১; ইয়ার ৩০:২।
[৩৭:১] ২বাদশা ২৪:১৭।
[৩৭:২] ২বাদশা ২৪:১৯।
[৩৭:৩] হিজ ৮:২৮; শুমারী ২১:৭; ১শামু ১২:১৯; ১বাদশা ১৩:৬; ২বাদশা ১৯:৪; ইয়ার ৪২:২।
[৩৭:৪] ইয়ার ৩২:২।
[৩৭:৫] পয়দা ১৫:১৮; ইশা ৩১:১; ইহি ১৭:১৫।
[৩৭:৭] পয়দা ২৫:২২; ২বাদশা ২২:১৮।

বংশ ও তার গোলামদেরকে তাদের অপরাধের
প্রতিফল দেব, আর তাদের বিরুদ্ধে এবং
জেরুশালেম-নিবাসীদের ও এহুদার লোকদের
বিরুদ্ধে যে সমস্ত অমঙ্গলের কথা বললেও তারা
কান দেয় নি, আমি তাদের উপরে সেই সকল
অমঙ্গল ঘটাবো।
৩২ পরে ইয়ারমিয়া আর একখানি কিতাব নিয়ে
নেরিয়ের পুত্র বারূক লেখককে দিলেন, তাতে
এহুদার বাদশাহ্‌ যিহোয়াকীম যে কিতাব আগুনে
পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, তার সমস্ত কথা তিনি
পুনর্বার ইয়ারমিয়ার মুখে শুনে লিখলেন; এছাড়া,
ঐ রকম অন্যান্য অনেক কথাও তাতে লেখা
হল।

সিদিকিয়ের মিথ্যে আশা

৩৭ ১ যিহোয়াকীমের পুত্র কনিয়ের পদে
ইউসিয়ার পুত্র সিদিকিয় বাদশাহ্‌ হয়ে
রাজত্ব করেন; ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ বখতে-
নাসার তাঁকেই এহুদা দেশের বাদশাহ্‌
করেছিলেন। ২ কিন্তু তিনি, তাঁর গোলামেরা ও
দেশীয় লোকেরা ইয়ারমিয়া নবী দ্বারা কথিত
মাবুদের কালামে কান দিতেন না।
৩ পরে বাদশাহ্‌ সিদিকিয় শেলিমিয়ের পুত্র
যিহূখল ও মাসেয়ের পুত্র ইমাম সফনিয়কে নবী
ইয়ারমিয়ার কাছে প্রেরণ করে বললেন, আরজ
করি, আপনি আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের কাছে
আমাদের জন্য মুনাজাত করুন। ৪ সেই সময়ে
ইয়ারমিয়া লোকদের মধ্যে স্বাধীনভাবে যাতায়াত
করতেন, কারণ তখনও তাঁকে কারাগারে বন্দী
করে রাখা হয় নি। ৫ আর ফেরাউনের সৈন্য

৩৬:৩০ বাদশাহ্‌ যিহোয়াকীমের ... সিংহাসনে উপবেশন করতে তার কেউ থাকবে না। তাঁর পুত্র যিহোয়াখীন (২ বাদশাহ্‌ ২৪:৬ আয়াত দেখুন) কেবলমাত্র ৩ মাস রাজত্ব করেছিলেন (২ বাদশাহ্‌ ২৪:৮ আয়াত দেখুন) এবং তার পর তিনি বন্দী হন এবং তাঁকে ব্যাবিলনের বন্দীদশায় নিয়ে যাওয়া হয় (২ বাদশাহ্‌ ২৪:১৫ আয়াত দেখুন), যেখানে তিনি এক সময় মৃত্যুবরণ করেন (৫২:৩৩-৩৪ আয়াত দেখুন)। *তার লাশ ... নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে থাকবে।* তিনি যে নবী ইয়ারমিয়ার কিতাব আগুনে নিক্ষেপ করেছিলেন (আয়াত ২৩) সে কারণে তিনি এই শাস্তি পাবেন (২২:১৮-১৯ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৬:৩১ দেখুন আয়াত ১১:১১; ১৯:১৫; ৩৫:১৭ আয়াত। *তার গোলামদেরকে।* ২৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৬:৩২ আর একখানি কিতাব। এর সাথে তুলনা করুন হিজরত ৩৪:১ আয়াত। *নেরিয়ের পুত্র বারূক লেখক।* ২৬ আয়াতে উল্লেখিত পোড়া ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এই উপাধি ও নাম সম্বলিত দুটি সীলমোহর আবিষ্কার করা হয়েছে।

৩৭:১–৩৮:২৮ বাদশাহ্‌ সিদিকিয়ের রাজত্বের শেষ দুই বছরে (৫৮৮-৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) নবী ইয়ারমিয়া কারাগারে বন্দী ছিলেন (২০:২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৭:১ দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ২৪:১৫, ১৭-১৮ আয়াত। *সিদিকিয়।* এই নামের অর্থ "মাবুদ আমার ধার্মিকতা"। দেখুন ভূমিকা: প্রেক্ষাপট। *কনিয়ের পদে ... সিদিকিয় বাদশাহ্‌ হয়ে রাজত্ব করেন।* ৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। ৩৬:৩০ আয়াতে যিহোয়াকীমের সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করে।

৩৭:৩ সিদিকিয় ... ইয়ারমিয়ার কাছে প্রেরণ করে। ২১:১ আয়াত দেখুন। *শেলিমিয়ের পুত্র যিহূখল।* এই বিশেষ নামটি নবী ইয়ারমিয়ার সময়কার একটি সীলমোহরে পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে যিহূখল নবী ইয়ারমিয়ার শত্রু হয়ে ওঠেন (৩৮:১, ৪ আয়াত দেখুন)। *মাসেয়ের পুত্র ইমাম সফনিয়।* ২১:১ আয়াত ও নোট। আমাদের জন্য মুনাজাত করুন। ২১:২ আয়াত ও নোট দেখুন; সম্ভবত তারা মাবুদের কাছে এই মুনাজাত করতে এসেছিলেন যেন তিনি ৫৮৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনীয়দের অবরোধ সাময়িকভাবে তুলে নেওয়া অবরোধকে স্থায়ীভাবে সরিয়ে দেন (৩৪:২১-২২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৭:৫ ফেরাউনের সৈন্য। হফরার সৈন্য দল (৪৪:৩০ আয়াত দেখুন)। *মিসর থেকে বের হয়ে এসেছিল।* সম্ভবত সিদিকিয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁকে সাহায্য করার জন্য; লাখীশ ওস্ট্রাকন ৩-এ (৩৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন) এহুদার সৈন্যদলের সেনাপতি কর্তৃক মিসর পরিদর্শনের কথা জানা যায়। অবশ্য সিদিকিয়ের এ ধরনের সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছিল (ইহি ১৭:১৫, ১৭)। *কল্‌দীয়েরা ... জেরুশালেম থেকে চলে গিয়েছিল।* মিসরীয়দের হামলা ঠেকানোর জন্য (৩৪:২১ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৭:৭ ফেরাউনের যে সৈন্য ... মিসরে ... ফিরে যাবে। বখতে-

মিসর থেকে বের হয়ে এসেছিল; এবং
জেরুশালেম-অবরোধকারী কল্‌দীয়েরা তাদের
সংবাদ শুনে জেরুশালেম থেকে চলে গিয়েছিল।
[৬] তখন ইয়ারমিয়া নবীর কাছে মাবুদের এই
কালাম নাজেল হল, [৭] মাবুদ, ইসরাইলের
আল্লাহ্‌, এই কথা বলেন, এহুদার যে বাদশাহ্‌
আমার কাছে জিজ্ঞাসা করতে তোমাদের
পাঠিয়েছে, তাকে এই কথা বল, দেখ,
ফেরাউনের যে সৈন্য তোমাদের সাহায্যার্থে বের
হয়ে এসেছে, তারা মিসরে তাদের দেশে ফিরে
যাবে। [৮] আর কল্‌দীয়েরা পুনর্বার আসবে, এই
নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং নগরটি হস্তগত
করে আগুনে পুড়িয়ে দেবে। [৯] মাবুদ এই কথা
বলেন, তোমরা এই কথা বলে নিজেদের প্রাণকে
প্রবঞ্চনা করো না যে, কল্‌দীয়েরা আমাদের কাছ
থেকে অবশ্য চলে যাবে; কেননা তারা যাবে না।
[১০] বাস্তবিক যে কল্‌দীয়েরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ
করছে, তোমরা তাদের সমস্ত সৈন্যকে আঘাত
করলেও যদি তাদের মধ্যে কয়েকজন তলোয়ারে
আঘাতপ্রাপ্ত লোক কেবল তাদের তাঁবুতে অবশিষ্ট
থাকে, তবুও তারাই উঠে এই নগর আগুনে
পুড়িয়ে দেবে।

হযরত ইয়ারমিয়ার কারাগারে

[১১] কল্‌দীয়দের সৈন্যদল যে সময়ে ফেরাউনের
সৈন্যদলের ভয়ে জেরুশালেম থেকে উঠে
গিয়েছিল, [১২] সেই সময়ে ইয়ারমিয়া বিন্‌ইয়ামীন
প্রদেশে যাবার ও সেখানে লোকদের কাছ থেকে
নিজেদের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছায়
জেরুশালেম থেকে প্রস্থান করলেন। [১৩] যখন
তিনি বিন্‌ইয়ামীনের দ্বারে উপস্থিত হন, তখন
সেই স্থানে রক্ষকদের এক জন নেতা ছিল, তার
নাম যিরিয়, সে হনানিয়ের পৌত্র, শেলিমিয়ের
পুত্র; সেই ব্যক্তি ইয়ারমিয়া নবীকে ধরে বললো,
তুমি কল্‌দীয়দের পক্ষে যাচ্ছ। [১৪] ইয়ারমিয়া
বললেন, এটা মিথ্যে কথা, আমি কল্‌দীয়দের
পক্ষে যাচ্ছি না। তবুও যিরিয় তাঁর কথা না শুনে
ইয়ারমিয়াকে ধরে কর্মকর্তাদের কাছে নিয়ে
গেল। [১৫] সেই কর্মকর্তারা ইয়ারমিয়ার প্রতি ক্রুদ্ধ
হয়ে তাঁকে প্রহার করলো এবং যোনাথন
লেখকের বাড়িতে স্থাপিত কারাগারে রাখল,
কেননা তারা সেই গৃহেই একটি কারাগার
করেছিল।
[১৬] সেই কারাকূপে ও কারাকক্ষে প্রবেশ করার
পর ইয়ারমিয়া সেই স্থানে অনেক দিন যাপন
করলেন।
[১৭] পরে বাদশাহ্‌ সিদিকিয় লোক পাঠিয়ে তাঁকে
আনালেন; আর বাদশাহ্‌ তাঁর বাড়িতে তাঁকে
নির্জনে জিজ্ঞাসা করলেন, মাবুদের কোন কালাম
কি আছে? ইয়ারমিয়া বললেন, হ্যাঁ, আছে। তিনি
আরও বললেন, আপনাকে ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র
হাতে তুলে দেওয়া হবে। [১৮] ইয়ারমিয়া বাদশাহ্‌
সিদিকিয়কে এও বললেন, আপনার বিরুদ্ধে,
আপনার গোলামদের বিরুদ্ধে, কিংবা এই
লোকদের বিরুদ্ধে, আমি কি অপরাধ করেছি যে,
আপনারা আমাকে কারাগারে রেখেছেন? [১৯] আর
যারা আপনাদের কাছে এই ভবিষ্যদ্বাণী বলতো
যে, ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ আপনাদের কিংবা এই
দেশের বিরুদ্ধে আসবেন না, আপনাদের সেই
নবীরা কোথায়? [২০] এখন, হে আমার মালিক
বাদশাহ্‌, আরজ করি, শুনুন; আমি যোনাথন

[৩৭:৮] ইয়ার ২১:১০; ৩৮:১৮; ৩৯:৮।
[৩৭:৯] ইয়ার ২৯:৮; মার্ক ১৩:৫।
[৩৭:১০] ইয়ার ২১:১০।
[৩৭:১১] আয়াত ৫।
[৩৭:১২] ইয়ার ৩২:৯।
[৩৭:১৩] ইয়ার ২০:২।
[৩৭:১৪] ইশা ৫৮:৬; ইয়ার ৪০:৪।
[৩৭:১৫] ইয়ার ২০:২; ইব ১১:৩৬।
[৩৭:১৭] পয়দা ২৫:২২; ইয়ার ১৫:১১।
[৩৭:১৮] ১শামু ২৬:১৮; ইউ ১০:৩২; প্রেরিত ২৫:৮।
[৩৭:১৯] ইয়ার ১৪:১৩; ইহি ১৩:২।
[৩৭:২০] আয়াত ১৫।
[৩৭:২১] লেবীয় ২৬:২৬; ইশা ৩৩:১৬; ইয়ার ৩৮:৯; মাতম ১:১১।

নাসার খুব শীঘ্রই হফরাকে পরাজিত করবেন (ইহি ৩০:২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৭:১০ আঘাতপ্রাপ্ত লোক। আক্ষরিক অর্থে “যারা বর্শায় বিদ্ধ হয়েছে,” “মারাত্মক জখম হয়েছে”। ব্যাবিলন সাংঘাতিকভাবে পরাস্ত হলেও তারা নিঃসন্দেহে জেরুশালেম ধ্বংস করতে সক্ষম হবে।

৩৭:১২ বিন্‌ইয়ামীন প্রদেশে। যেখানে নবী ইয়ারমিয়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই অনাথোৎ এই প্রদেশে অবস্থিত ছিল (১:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *নিজেদের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছায়।* ব্যাবিলনের অবরোধে সাময়িক ছেদ পড়ায় নবী ইয়ারমিয়া তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে জমি নিয়ে সমস্ত লেনদেন শেষ করতে চাইলেন।

৩৭:১৩ বিন্‌ইয়ামীনের দ্বারে। ৩৮:৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে জাকা ১৪:১০ আয়াতের নোট দেখুন। *তুমি কল্‌দীয়দের পক্ষে যাচ্ছ।* যিরিয়ের ভয় একেবারে অমূলক ছিল না, যেহেতু এর আগে নবী ইয়ারমিয়া ব্যাবিলনীয়দের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন (আয়াত ২১:৯; ৩৮:২ দেখুন) এবং যেহেতু এহুদার অনেক অধিবাসীই ইতোমধ্যে ব্যাবিলনীয়দের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল (৩৮:১৯; ৩৯:৯; ৫২:১৫ আয়াত দেখুন)।

৩৭:১৪ এটা মিথ্যে কথা! ২ বাদশাহ্‌ ৯:১২ আয়াত দেখুন।

৩৭:১৫ তাঁকে প্রহার করলো। আয়াত ২০:২ ও নোট দেখুন। *যোনাথন লেখকের বাড়িতে।* পরবর্তী সময়ে নবী ইয়ারমিয়া এই কারাগারটিকে তাঁর জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক স্থান হিসেবে স্মরণ করেন (আয়াত ২০; ৩৮:২৬ দেখুন)।

৩৭:১৬ কারাকূপ। আক্ষরিক অর্থে “বাড়ির নিচে অবস্থিত পানির কূপ” (হিজ ১২:২৯ আয়াত দেখুন)।

৩৭:১৭ বাদশাহ্‌ সিদিকিয় ... তাঁকে নির্জনে জিজ্ঞাসা করলেন। বাদশাহ্‌ তাঁর গোলাম তথা সভাসদদের সামনে এই কাজটি করতে চাইলেন না, যাদেরকে তিনি পক্ষান্তরে ভয়ই পেতেন (৩৮:৫ আয়াতের নোট দেখুন)। *আপনাকে ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র হাতে তুলে দেওয়া হবে।* ৩২:৪; ৪৩:৩ আয়াত দেখুন।

৩৭:১৯ আপনাদের সেই নবীরা। অর্থাৎ ভণ্ড নবীরা (দ্বি.বি. ১৮:২২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৭:২০ আমার এই ফরিয়াদ আপনার সাক্ষাতে গ্রাহ্য হোক। ৩৬:৭ আয়াত দেখুন।

৩৭:২১ রক্ষীদের প্রাঙ্গণ। অন্তত ১৬ আয়াতের কারাকূপের তুলনায় গ্রহণযোগ্য স্থান (৩২:২ আয়াতের নোট দেখুন)। *রুটি-ওয়ালাদের পাড়া।* সম্ভবত এর অবস্থান ছিল তুন্দুর দুর্গের কাছে (নহি ৩:১১ আয়াতের নোট দেখুন)। *যে পর্যন্ত নগরের সমস্ত রুটি শেষ না হল।* ৫২:৬ আয়াতে রুটি শব্দটিকে হিব্রু ভাষায়

লেখকের বাড়িতে যেন না মরি, এজন্য আপনি
সেই স্থানে আমাকে আর পাঠাবেন না, আরজ
করি, আমার এই ফরিয়াদ আপনার সাক্ষাতে
গ্রাহ্য হোক। ২১ তখন লোকেরা বাদশাহ্
সিদিকিয়ের হুকুমে ইয়ারমিয়াকে রক্ষীদের প্রাঙ্গণে
রাখল এবং যে পর্যন্ত নগরের সমস্ত রুটি শেষ না
হল, সে পর্যন্ত প্রতিদিন রুটিওয়ালাদের পাড়া
থেকে একখানা রুটি নিয়ে তাঁকে দেওয়া হত।
এই প্রকারে ইয়ারমিয়া রক্ষীদের প্রাঙ্গণে
থাকলেন।

হযরত ইয়ারমিয়া কুয়ার মধ্যে

৩৮ ১ আর মত্তনের পুত্র শফটিয়,
পশ্‌হূরের পুত্র গদলিয়, শেলিমিয়ের
পুত্র যিহূখল ও মল্কিয়ের পুত্র পশ্‌হূর শুনতে পেল
যে, ইয়ারমিয়া সমস্ত লোকের কাছে এসব কালাম
বলেছেন, ২ যথা, 'মাবুদ এই কথা বলেন, যে
কেউ এই নগরে থাকবে, সে তলোয়ারে, দুর্ভিক্ষে
ও মহামারীতে মারা পড়বে; কিন্তু যে কেউ বের
হয়ে কল্‌দীয়দের কাছে যাবে, সে বাঁচবে,
লুটদ্রব্যের মত নিজের প্রাণ লাভ করে বাঁচবে।
৩ মাবুদ এই কথা বলেন, এই নগর অবশ্য
ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র সৈন্যদের হাতে তুলে
দেওয়া হবে ও সে তা হস্তগত করবে।' ৪ তখন
কর্মকর্তারা বাদশাহ্‌কে বললেন, এই ব্যক্তির
প্রাণদণ্ড করতে হুকুম হোক, কেননা সে
লোকদের কাছে এই রকম কথা বলে এই নগরে
অবশিষ্ট যোদ্ধাদের হাত ও লোক সকলের হাত
দুর্বল করছে; কারণ এই ব্যক্তি এই জাতির মঙ্গল
চেষ্টা করে না, কেবল অমঙ্গল চেষ্টা করে।
৫ সিদিকিয় বাদশাহ্ বললেন, দেখ, সে
তোমাদেরই হাতে আছে; কারণ তোমাদের
বিরুদ্ধে বাদশাহ্‌র কিছু করার সাধ্য নেই।
৬ তখন তাঁরা ইয়ারমিয়াকে ধরে রক্ষীদের প্রাঙ্গণে
স্থাপিত রাজপুত্র মল্কিয়ের কুয়ার মধ্যে ফেলে
দিল; দড়িতে করে ইয়ারমিয়াকে নামিয়ে দিল;
সেই কুয়ায় পানি ছিল না, কিন্তু কাদা ছিল এবং
ইয়ারমিয়া সেই কাদার মধ্যে প্রায় ডুবে যেতে
লাগলেন।

এবদ-মেলক কর্তৃক হযরত ইয়ারমিয়ার উদ্ধার

৭ ইতোমধ্যে রাজপ্রাসাদে স্থিত এবদ-মেলক
নামে এক জন ইথিওপীয় নপুংসক শুনতে পেল
যে, ইয়ারমিয়াকে কুয়ায় ফেলে দেওয়া হয়েছে;
তখন বাদশাহ্ বিন্‌-ইয়ামীনের দ্বারে বসেছিলেন।
৮ এবদ-মেলক রাজপ্রাসাদ থেকে বাইরে গিয়ে
বাদশাহ্‌কে বললো, ৯ হে আমার মালিক
বাদশাহ্, এই লোকেরা নবী ইয়ারমিয়ার প্রতি যা
যা করেছে, সমস্তই মন্দ ব্যবহার করেছে; তাঁকে
কুয়ায় ফেলে দিয়েছে; তিনি সেই স্থানে ক্ষুধায়

[৩৮:১] ১খান্দান ৯:১২।
[৩৮:২] ইয়ার ৩৪:১৭।
[৩৮:৩] ইয়ার ২১:৪, ১০।
[৩৮:৪] ১শামু ১৭:৩২।
[৩৮:৫] ১শামু ১৫:২৪।
[৩৮:৬] ইউসা ২:১৫।
[৩৮:৭] আইউ ২৯:৭।
[৩৮:৯] পয়দা ৩৭:২০।
[৩৮:১১] ইউসা ২:১৫।

অনুবাদ করা হয়েছে "খাবার"।

৩৮:১ পশ্‌হূর। ২০:১ আয়াতের নোট দেখুন। *শেলিমিয়ের পুত্র যিহূখল।* ৩৭:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *মল্কিয়ের পুত্র পশ্‌হূর।* ২১:১ আয়াতের নোট দেখুন। ইয়ারমিয়া সমস্ত লোকের কাছে এসব কালাম বলেছেন। যদিও তিনি রক্ষীদের প্রাঙ্গনে বন্দী অবস্থায় ছিলেন (৩৭:২১ আয়াত দেখুন), তথাপি তাঁর কাছে দর্শনার্থীরা আসতে পারতো এবং তিনি অবাধে তাদের সাথে কথা বলতে পারতেন (৩২:৮, ১২ আয়াত দেখুন)।

৩৮:২ এখানে ২১:৯ আয়াতের প্রতিফলন আনা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৮:৩ এখানে ৩২:২৮ আয়াতের প্রতিফলন আনা হয়েছে (৩৪:২; ৩৭:৮ আয়াত দেখুন)।

৩৮:৪ কর্মকর্তারা। যাদের নাম ১ আয়াতে বলা হয়েছে। *হাত দুর্বল করছে।* উযা ৪:৪ আয়াত দেখুন। আক্ষরিক অর্থে "নিরুৎসাহিত করে তোলা হচ্ছে," লাখীশ ওস্ট্রাকন ৬-এ এ ধরনের একটি পরিস্থিতি দেখা যায় (৩৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন): "কর্মকর্তাদের বক্তব্য মোটেও ভাল নয়; তারা শুধু আমাদের হাত দুর্বলই করে তুলছে।" এর সাথে তুলনা করুন ইশা ৩৫:৩ আয়াত। *মঙ্গল চেষ্টা করে না।* এই শব্দ গুচ্ছের অন্তর্নিহিত হিব্রু শব্দ গুচ্ছের অনুবাদ হচ্ছে "শান্তি চেষ্টা করা ও মুনাজাত করা" (২৯:৭ আয়াতের নোট দেখুন)। *মঙ্গল ... অমঙ্গল।* ইশা ৪৫:৭ আয়াতে এই শব্দের জন্য হিব্রু অনুবাদ করা হয়েছে "মঙ্গল ... বিনাশ"।

৩৮:৫ বাদশাহ্‌র কিছু করার সাধ্য নেই। কর্তৃত্বের অক্ষমতা ও অভাবের জন্য নয়, বরং নিজেকে স্থির ও ধৈর্যশীল রাখতে না পারার কারণে। তিনি তাঁর নিজের কর্মকর্তাদেরকে ভয় পেয়েছিলেন (আয়াত ২৫-২৬ দেখুন; এর সাথে ৩৭:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৮:৬ কূপ। এখানে কিছুটা গভীর নালার কথা বোঝানো হয়েছে, যার মুখ খোলা থাকতো (৩৭:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন)। *রাজপুত্র।* ৩৬:২৬ আয়াতের নোট দেখুন। *কূপে পানি ছিল না, কিন্তু কাদা ছিল।* সিদিকিয়ের কর্মকর্তারা নবী ইয়ারমিয়াকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন (আয়াত ৪ দেখুন), কিন্তু তারা নিজেদের হাতে তাঁকে হত্যা করতে চান নি (তুলনা করুন পয়দা ৩৭:২০-২৪ আয়াত)।

৩৮:৭ এবদ-মেলক। এই নামের অর্থ "বাদশাহ্ গোলাম"। তখন বাদশাহ্ বিন্‌ইয়ামীনের দ্বারে বসে ছিলেন। ৩৭:১৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে জাকা ১৪:১০ আয়াতের নোট দেখুন। যেহেতু নগরের প্রবেশ দ্বার অনেক সময় বিচারের স্থান বা নগরের পৌরসভা হিসেবে ব্যবহৃত হত (পয়দা ১৯:১; রূত ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন), সে কারণে বাদশাহ্ সিদিকিয় হয়তো এ সময় বিভিন্ন বিচার সম্পন্ন করার জন্য সেখানে অবস্থান করছিলেন (২ শামু ১৫:২-৪ আয়াত দেখুন) এবং এ কারণে সে সময় তিনি এবদ-মেলককে সাহায্য করতে পেরেছিলেন।

৩৮:৯ নগরে আর রুটি নেই। ৩৭:২১ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৮:১০ ত্রিশ জন পুরুষ। সম্ভবত কর্মকর্তারা (আয়াত ৪ দেখুন) এবং তাদের সঙ্গীরা যেন নবী ইয়ারমিয়াকে উদ্ধার কাজে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য এতজন মানুষের একটি দল পাঠানো হয়েছিল।

৩৮:১১ ভাণ্ডারের নিচস্থান ... পুরানো কাপড় ও পুরানো নেকড়া নিয়ে দড়ি। ইয়ারমিয়ার প্রতি এবদ-মেলকের এই দয়া প্রদর্শন থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি মাবুদের উপরে ঈমান স্থাপন করেছিলেন এবং মাবুদ্র তাঁকে পুরস্কার দিয়েছিলেন (আয়াত

মৃতপ্রায় হয়েছেন, কেননা নগরে আর রুটি নেই।
১০ তখন বাদশাহ্‌ ইথিওপীয় এবদ-মেলককে
হুকুম করলেন, তুমি এই স্থান থেকে ত্রিশ জন
পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ইয়ারমিয়া নবী বেঁচে
থাকতে থাকতে তাঁকে কুয়া থেকে তুলে আন।
১১ তখন এবদ-মেলক সেই লোকদেরকে সঙ্গে
নিয়ে রাজপ্রাসাদে গিয়ে ভাণ্ডারের নিচ থেকে
কতকগুলো পুরানো কাপড় ও পুরানো নেকড়া
নিয়ে দড়ি দিয়ে কূপে ইয়ারমিয়ার কাছে নামিয়ে
দিল। ১২ আর ইথিওপীয় এবদ-মেলক
ইয়ারমিয়াকে বললো, এই পুরানো কাপড় ও
পুরানো নেকড়াগুলো আপনার বগলে দড়ির নিচে
দিন। ইয়ারমিয়া তা করলেন। ১৩ আর ওরা ঐ
দড়ি ধরে টেনে কুয়া থেকে তাঁকে তুললো; এবং
ইয়ারমিয়া রক্ষীদের প্রাঙ্গণে থাকলেন।

হযরত ইয়ারমিয়ার কাছে সিদিকিয়ের প্রশ্ন

১৪ পরে বাদশাহ্‌ সিদিকিয় লোক পাঠিয়ে
ইয়ারমিয়া নবীকে মাবুদের বায়তুল-মোকাদ্দসের
তৃতীয় প্রবেশ-স্থানে নিজের কাছে আনালেন; আর
বাদশাহ্‌ ইয়ারমিয়াকে বললেন; আমি আপনাকে
একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার কাছে কিছুই
গোপন করবেন না। ১৫ ইয়ারমিয়া সিদিকিয়কে
বললেন, আমি যদি আপনাকে তা জানাই, তবে
আপনি কি আমাকে নিশ্চয়ই হত্যা করবেন না?
আর আমি যদি আপনাকে পরামর্শ দিই, আপনি
আমার কথায় কান দিবেন না। ১৬ বাদশাহ্‌
সিদিকিয় গোপনে ইয়ারমিয়ার কাছে শপথ করে
বললেন, আমাদের এই জীবাত্মার নির্মাতা জীবন্ত
মাবুদের কসম, আমি আপনাকে হত্যা করবো না
এবং আপনার প্রাণনাশ করবার জন্য যারা চেষ্টা
করছে তাদের হাতে আপনাকে তুলে দেব না।

[৩৮:১৩] ইয়ার ৩৭:২১।
[৩৮:১৪] ১শামু ৩:১৭।
[৩৮:১৬] ইশা ৪২:৫; ৫৭:১৬।
[৩৮:১৭] ইয়ার ২১:৯।
[৩৮:১৮] ইয়ার ২৪:৮; ৩২:৪।
[৩৮:১৯] ইশা ৫১:১২; ইউ ১২:৪২।
[৩৮:২০] ইয়ার ১১:৪।
[৩৮:২০] দ্বি:বি ৫:৩৩; ইয়ার ৪০:৯।
[৩৮:২২] আইউ ১৯:১৪; ইয়ার ১৩:২১।
[৩৮:২৩] ইয়ার ৩২:৪; ইহি ১৭:১৫।
[৩৮:২৪] ইয়ার ৩৭:১৭।
[৩৮:২৬] ১শামু ১৬:২।

১৭ তখন ইয়ারমিয়া সিদিকিয়কে বললেন, মাবুদ,
বাহিনীগণের আল্লাহ্‌, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই
কথা বলেন, তুমি যদি বের হয়ে ব্যাবিলনের
বাদশাহ্‌র কর্মকর্তাদের কাছে যাও, তবে তোমার
প্রাণ বাঁচবে, এই নগরও আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া
হবে না এবং তুমি বাঁচবে, তুমি ও তোমার
পরিবার বাঁচবে। ১৮ কিন্তু যদি ব্যাবিলনের
বাদশাহ্‌র কর্মকর্তাদের কাছে না যাও, তবে এই
নগর কল্‌দীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং
তারা তা আগুনে পুড়িয়ে দেবে, আর তুমিও
তাদের হাত থেকে রক্ষা পাবে না। ১৯ সিদিকিয়
বাদশাহ্‌ ইয়ারমিয়াকে বললেন, যে ইহুদীরা
কল্‌দীয়দের পক্ষে গেছে, তাদেরকে আমি ভয়
করি; কি জানি, আমাকে তাদের হাতে তুলে
দেওয়া হবে, আর তারা আমাকে অপমান
করবে। ২০ ইয়ারমিয়া বললেন, আপনাকে
তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে না; আরজ করি,
আমি আপনাকে যা বলি, সেই বিষয়ে আপনি
মাবুদের কথা মান্য করুন; তাতে আপনার মঙ্গল
হবে, আপনার প্রাণ বাঁচবে। ২১ কিন্তু আপনি যদি
যেতে অসম্মত হন, তবে মাবুদ আমাকে যা
জানিয়েছেন, সেই কথা এই; ২২ দেখুন, এহুদার
রাজপ্রাসাদে অবশিষ্ট সমস্ত স্ত্রীলোক ব্যাবিলনের
বাদশাহ্‌র কর্মকর্তাদের কাছে নীত হবে। আর
সেই স্ত্রীলোকেরা বলবে, তোমার মিত্ররা
তোমাকে ভুলিয়েছে, পরাজিত করেছে, তোমার
পা কাদার মধ্যে ডুবে গেছে, ওরা তোমাকে
ত্যাগ করেছে। ২৩ আর লোকেরা আপনার সমস্ত
স্ত্রী ও আপনার সন্তানদেরকে বাইরে কল্‌দীয়দের
কাছে নিয়ে যাবে; এবং আপনিও তাদের হাত
থেকে রক্ষা পাবেন না, কিন্তু ব্যাবিলনের
বাদশাহ্‌র হাতে ধরা পড়বেন এবং তিনি এই

৩৯:১৫-১৮ দেখুন)।

৩৮:১৩ রক্ষীদের প্রাঙ্গণে থাকলেন। ৩২:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৮:১৪-২৬ বাদশাহ্‌ সিদিকিয়ের সাথে নবী ইয়ারমিয়ার সর্বশেষ সাক্ষাৎকার।

৩৮:১৪ তৃতীয় প্রবেশ স্থান। শুধুমাত্র এখানে এর উল্লেখ পাওয়া যায়; সম্ভবত এটি ছিল বায়তুল মোকাদ্দসে বাদশাহ্‌র ব্যক্তিগত প্রবেশ স্থান। *একটি কথা ... কিছুই।* আক্ষরিক অর্থে "আল্লাহ্‌র কোন কালাম," সম্ভবত বাদশাহ্‌ সিদিকিয় মাবুদের কাছ থেকে আসা "কালাম" শুনতে চাচ্ছিলেন (৩৭:১৭ আয়াত দেখুন)।

৩৮:১৬ জীবন্ত মাবুদের কসম। পয়দা ৪২:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। *আপনার প্রাণনাশ করবার জন্য যারা চেষ্টা করছে।* সিদিকিয়ের কর্মকর্তারা (আয়াত ৪ ও নোট দেখুন)।

৩৮:১৭-১৮ দেখুন আয়াত ২-৩; ২১:৯-১০; ৩২:৩-৪; ৩৪:২-৫। *আপনাকে তুলে দেব না।* আক্ষরিক অর্থে আত্মসমর্পণ করা বোঝানো হয়েছে (২ বাদশাহ্‌ ১৮:৩১; ২৪:১২ আয়াত)। *ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র কর্মকর্তা।* যারা জেরুশালেম আক্রমণের দায়িত্বে ছিল (৩৯:৩, ১৩ আয়াত দেখুন)।

৩৮:১৯ তাদেরকে আমি ভয় করি। আয়াত ৫ ও নোট দেখুন। যদি বাদশাহ্‌ সিদিকিয় মাবুদের উপরে নির্ভর করতেন তাহলে তিনি কখনোই কোন কর্মকর্তার কারণে বা অন্য কোন আক্রমণেই ভয় পেতেন না (মেসাল ২৯:২৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। *কল্‌দীয়দের পক্ষে গেছে।* ৩৭:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন। *তারা আমাকে অপমান করবে।* অর্থাৎ অত্যাচার ও নির্যাতন করবে (কাজী ১৯:২৫; ১ খান্দান ১০:৪ আয়াত দেখুন)।

৩৮:২২ রাজপ্রাসাদে ... স্ত্রীলোক ... কর্মকর্তাদের কাছে নীত হবে। বিজিত বাদশাহ্‌র হারেমের নারীরা বিজয়ী বাদশাহ্‌র সম্পত্তি বলে গণ্য হত (২ শামু ১৬:২১-২২ আয়াতের সাথে তুলনা করুন)। *তোমার মিত্ররা তোমাকে ভুলিয়েছে, পরাজিত করেছে।* এই অংশটি প্রায় উদ্ধৃতি আকারে ওবদিয়া ৭ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে (২০:১০ আয়াত ও নোট দেখুন)। সিদিকিয়ের তথাকথিত মিত্র তথা বন্ধুরা ছিল তাঁর কর্মকর্তারা (আয়াত ৪ দেখুন) এবং ভণ্ড নবীরা (৩৭:১৯ আয়াত দেখুন)। *তোমার পা কাদার মধ্যে ডুবে গেছে।* এখানে প্রতীকী অর্থে মহা দুর্দশার কথা বোঝানো হয়েছে (জবুর ৬৯:১৪ আয়াত দেখুন)।

৩৮:২৬ দেখুন আয়াত ৩৭:২০। *যোনাথনের বাড়ি।* ৩৭:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

নগরকে আগুনে পুড়িয়ে দেবেন।
২৪ পরে সিদিকিয় ইয়ারমিয়াকে বললেন, এসব
কথা কেউ যেন জানতে না পারে, জানলে আপনি
মারা পড়বেন। ২৫ কিন্তু আমি যে আপনার সঙ্গে
কথাবার্তা বলেছি, কর্মকর্তারা যদি তা শুনতে পায়
এবং আপনার কাছে এসে বলে, 'তুমি বাদশাহ্‌কে
কি কি বলেছ তা আমাদের জানাও, আমাদের
কাছ থেকে কিছুই গোপন করো না, তাতে আমরা
তোমাকে হত্যা করবো না, আর বাদশাহ্‌
তোমাকে কি কি বলেছেন, জানাও,' ২৬ তবে
আপনি তাদেরকে এই কথা বলবেন, বাদশাহ্‌
যেন আমাকে যোনাথনের বাড়িতে পুনর্বার প্রেরণ
না করেন, সেখানে যেন না মরি, বাদশাহ্‌র কাছে
আমি এই ফরিয়াদ করেছিলাম। ২৭ পরে
কর্মকর্তারা সকলে ইয়ারমিয়ার কাছে এসে তাঁকে
জিজ্ঞাসা করলেন; তাতে তিনি বাদশাহ্‌র হুকুম
অনুসারে ঐ সমস্ত কথা তাঁদের বললেন। তখন
তাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ক্ষান্ত হলেন; বস্তুত
সেসব কথা কেউই জানতে পারল না। ২৮ আর
জেরুশালেমের পরাজয়ের দিন পর্যন্ত ইয়ারমিয়া
রক্ষীদের প্রাঙ্গণে থাকলেন।

বখতে-নাসার জেরুশালেম হস্তগত করেন

৩৯ ১ জেরুশালেমের পরাজয় এভাবে
হয়েছিল। এহুদার বাদশাহ্‌
সিদিকিয়ের নবম বছরের দশম মাসে ব্যাবিলনের
বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার ও তাঁর সমস্ত সৈন্য
জেরুশালেমের বিরুদ্ধে এসে তা অবরোধ
করলেন। ২ পরে সিদিকিয়ের একাদশ বছরের
চতুর্থ মাসের নবম দিনে নগরের প্রাচীরের একটি
স্থান ভেঙ্গে গেল। ৩ তখন ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র
সমস্ত কর্মকর্তা, অর্থাৎ নের্গলশরেৎসর, সমগর-
নবো, প্রধান নপুংসক শর্সখীম ও প্রধান গণক
নের্গলশরেৎসর প্রভৃতি ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র
সমস্ত কর্মকর্তা প্রবেশ করে মধ্যম দ্বারে বসলেন।
৪ আর এহুদার বাদশাহ্‌ সিদিকিয় ও সমস্ত যোদ্ধা
তাঁদেরকে দেখে পালিয়ে গেলেন, রাতের বেলায়
বাদশাহ্‌র বাগানের পথে দুই প্রাচীরের মধ্যস্থিত
দ্বার দিয়ে নগরের বাইরে গেলেন; আর তিনি
অরাবা সমভূমির পথে প্রস্থান করলেন। ৫ কিন্তু
কল্‌দীয়দের সৈন্য তাঁদের পিছনে ধাবমান হয়ে
জেরিকোর সমভূমিতে বাদশাহ্‌ সিদিকিয়ের
নাগাল পেল ও তাঁকে ধরে হমাৎ দেশস্থ রিব্লাতে
ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ বখতে-নাসারের কাছে
আনলো; তাতে তিনি তাঁর দণ্ডবিধান করলেন।
৬ আর ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ রিব্লাতে সিদিকিয়ের
সাক্ষাতে তাঁর পুত্রদেরকে হত্যা করলেন,

[৩৮:২৮] ইয়ার ২৫:২৯ ইয়ারমিয়া ৩৯।
[৩৯:১] ২বাদশা :১; ইয়ার ৫২:৪; ইহি ৪:৩; ২৪:২।
[৩৯:২] জাকা ৮:১৯।
[৩৯:৩] ইয়ার ২১:৪।
[৩৯:৪] ইশা ২২:১১।
[৩৯:৫] শুমারী ৩৪:১১।
[৩৯:৬] ইশা ৩৪:১২।
[৩৯:৭] শুমারী ১৬:১৪; ইহি ১২:১৩।
[৩৯:৮] নহি ১:৩; জবুর ৮০:১২; ইশা ২২:৫; মাতম ২:৮।
[৩৯:৯] ইয়ার ৪০:১; মাতম ১:৫।

৩৮:২৭ বাদশাহ্‌র হুকুম অনুসারে ঐ সমস্ত কথা তাঁদের বললেন। নবী ইয়ারমিয়া কর্মকর্তাদের অন্যান্য গোপন তথ্য জানিয়ে দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন না, যা তাঁকে বিশ্বাস করে বলা হয়েছিল।

৩৮:২৮ রক্ষীদের প্রাঙ্গণে থাকলেন। আয়াত ১৩ দেখুন; এর সাথে ৩২:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৯:১–৪৫:৫ পুরাতন নিয়মে ব্যাবিলন কর্তৃক জেরুশালেম বিজয় এবং এর পরবর্তী ঘটনাবলীর সবচেয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। এই অংশের শেষে রয়েছে একটি সংক্ষিপ্ত পরিশিষ্ট (৪৫ অধ্যায় দেখুন)।

৩৯:১-১০ জেরুশালেম নগরীর অবরোধ ও পতন এবং এর অধিবাসীদের বন্দীদশায় গমনের একটি সুলিখিত বিবরণ (৫২:৪-২৭ আয়াত দেখুন)।

৩৯:১-২ এখানে ৫২:৪-৭ আয়াতের সারসংক্ষেপ করা হয়েছে।

৩৯:১ বাদশাহ্‌ সিদিকিয়ের নবম বছরের দশম মাসে। জেরুশালেমে ব্যাবিলনের সর্বশেষ অবরোধ শুরু হয়েছিল উক্ত মাসের দশ তারিখে (৫২:৪; ২ বাদশাহ্‌ ২৫:১; ইহি ২৪:১-২), অর্থাৎ ১৫ই জানুয়ারী, ৫৮৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

৩৯:২ একাদশ বছরের চতুর্থ মাসের নবম দিনে। ১৮ই জুলাই, ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (৫২:৫-৬; ২ বাদশাহ্‌ ২৫:২-৩ আয়াত দেখুন)। এই অবরোধ মাত্র আড়াই বছর স্থায়ী হয়েছিল।

৩৯:৩ মধ্যম দ্বারে বসলেন। ১:১৫ আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী এখানে পরিপূর্ণতা পেয়েছে। মধ্যম দ্বারটির অবস্থান সম্ভবত সিয়োন পর্বত থেকে নগরীর নিচু অঞ্চলের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টিকারী দুর্গের দেয়ালে ছিল। এ কারণে আক্রমণকারী কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত সুবিধাজনক একটি অবস্থান পেয়ে গিয়েছিল। *নের্গল-শরেৎসর।* এই নামের অর্থ "নের্গল [একজন দেবতা; ২ বাদশাহ্‌ ১৭:৩০ আয়াত দেখুন] বাদশাহ্‌কে সুরক্ষা করুন"। এই নামের দুই ব্যক্তি মধ্যে যে কোন একজন (আয়াত ১৩ দেখুন) সম্ভবত নের্গলিষার, যিনি ব্যাবিলনে বখতে-নাসারের পরে শাসক হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হন (৫৬০-৫৫৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। *প্রধান নপুংসক শর্সখীম।* ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা সংগ্রহের মধ্যে একটি পোড়া মাটির লিপিফলকে এই ব্যক্তির নাম আবিষ্কার করা হয়। এই নামের অর্থ "নবো [একজন দেবতা; ২ বাদশাহ্‌ ২৪:১ আয়াতের নোট দেখুন] বাদশাহ্‌কে দীর্ঘজীবি করুন"। পোড়া মাটির ফলকের যে তারিখ পাওয়া গেছে যা বাদশাহ্‌ বখতে-নাসারের শাসনকালের দশম বছর (৫৯৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, অর্থাৎ জেরুশালেমে অবরোধ শুরু হওয়ার সাত বছর আগে; আয়াত ১ ও নোট দেখুন)। *প্রধান নপুংসক।* এই উপাধিটি দিয়ে মূলত প্রধান কর্মকর্তা বোঝানো হয়েছে। আয়াত ১৩ দেখুন; এর সাথে ২ বাদশাহ্‌ ১৮:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। *প্রধান গণক।* এই উপাধিটিও প্রধান কর্মকর্তা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। দেখুন আয়াত ১৩। হিব্রু ভাষায় এই শব্দগুচ্ছটি দিয়ে বোঝানো হয় রব্‌-মুনগি নামে ব্যাবিলনের একজন প্রধান কর্মকর্তার কথা, যিনি কোন কোন সময় ভিন্ন জাতিদের উপরে শাসনকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন।

৩৯:৪-৭ দেখুন আয়াত ৫২:৭-১১; এর সাথে দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ২৫:৪-৭ আয়াত ও নোট।

৩৯:৪ অরাবা। দ্বি.বি. ১:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৯:৫ সমভূমি। এই শব্দটির জন্য ব্যবহৃত বহুবচন হচ্ছে "অরাবা" (আয়াত ৪)।

৩৯:৮-১০ দেখুন ৫২:১২-১৬ আয়াত; আরও দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ২৫:৮-১২ আয়াত ও নোট।

ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ এহুদার সমস্ত নেতৃবর্গকেও
হত্যা করলেন। ৭ আর তিনি সিদিকিয়ের চোখ
উৎপাটন করে তাঁকে ব্যাবিলনে নিয়ে যাবার জন্য
ব্রোঞ্জের শিকল দিয়ে বাঁধলেন।
৮ পরে কল্‌দীয়েরা রাজপ্রাসাদ ও সাধারণ
লোকদের ঘর-বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দিল এবং
জেরুশালেমের সমস্ত প্রাচীর ভেঙ্গে ফেললো।
৯ আর নবূষরদন রক্ষক-সেনাপতি, যারা নগরে
অবশিষ্ট ছিল, সেই লোকদের ও যারা পক্ষান্তরে
গিয়ে তাঁর সপক্ষ হয়েছিল, তাদেরকে এবং অন্য
অবশিষ্ট লোকদের বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে
গেলেন। ১০ তবুও নবূষরদন রক্ষক-সেনাপতি
কতগুলো দীনদরিদ্র লোককে এহুদা দেশে
অবশিষ্ট রাখলেন এবং সেদিন তাদেরকে
আঙ্গুরক্ষেত ও ভূমি দিলেন।

হযরত ইয়ারমিয়া প্রতি সদয় ব্যবহার

১১ ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার
ইয়ারমিয়ার বিষয়ে নবূষরদন রক্ষক-সেনাপতিকে
এই হুকুম দিয়েছিলেন, ১২ তুমি তাঁকে গ্রহণ করে
তাঁর তত্ত্বাবধান করো, তাঁর কোন ক্ষতি করো না;
বরং তিনি তোমাকে যেমন বলবেন, তাঁর সঙ্গে
তেমনি ব্যবহার করো। ১৩ অতএব নবূষরদন
রক্ষক-সেনাপতি, প্রধান নপুংসক নবূশস্‌বন ও
প্রধান গণক নের্গল-শরেৎসর এবং ব্যাবিলনের
বাদশাহ্‌র সমস্ত প্রধানবর্গ, ১৪ লোক প্রেরণ করে
রক্ষীদের প্রাঙ্গণ থেকে ইয়ারমিয়াকে নিয়ে
আসলেন এবং তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য
শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গদলিয়ের হাতে
দিলেন; তাতে তিনি লোকদের মধ্যে বাস
করলেন।
১৫ যে সময়ে ইয়ারমিয়া রক্ষীদের প্রাঙ্গণে বন্দী
ছিলেন, সে সময় তাঁর কাছে মাবুদের এই
কালাম উপস্থিত হয়েছিল, ১৬ তুমি গিয়ে
ইথিওপীয় এবদ-মেলককে বল, বাহিনীগণের
মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই কথা বলেন,
দেখ, মঙ্গলের জন্য নয়, কিন্তু অমঙ্গলের জন্য
আমি এই নগরের উপরে আমার সমস্ত কালাম
সফল করবো, সেদিন তোমার সাক্ষাতে সেসব
সফল হবে। ১৭ কিন্তু সেদিন আমি তোমাকে
উদ্ধার করবো, মাবুদ এই কথা বলেন এবং তুমি
যে লোকদের ভয় করছো, তাদের হাতে
তোমাকে তুলে দেওয়া হবে না। ১৮ আমি
তোমাকে অবশ্য রক্ষা করবো, তুমি তলোয়ারের
আঘাতে মারা পড়বে না, কিন্তু লুণ্ঠিত দ্রব্যের মত
তোমার প্রাণলাভ হবে; কেননা তুমি আমার
উপর ভরসা করেছ, মাবুদ এই কথা বলেন।

হযরত ইয়ারমিয়ার মুক্তিলাভ

৪০ ১ রক্ষক-সেনাপতি নবূষরদন
ইয়ারমিয়াকে রামা থেকে বিদায়
দেবার পর তাঁর কাছে মাবুদের যে কালাম
নাজেল হল, তার বৃত্তান্ত। নবূষরদন যখন তাঁকে
গ্রহণ করলেন, তখন তিনি শিকলে বাঁধা অবস্থায়
ছিলেন এবং জেরুশালেম ও এহুদার যে সমস্ত
লোককে নির্বাসনের জন্য ব্যাবিলনে নেওয়া

[৩৯:১২] মেসাল ১৬:৭; ইয়ার ১৫:২০-২১; ১পিতর ৩:১৩।
[৩৯:১৪] নহি ৩:২৫; ইয়ার ৩৭:২১।
[৩৯:১৬] জবুর ৩৩:১১; ইশা ১৪:২৭; ৪০:৮; ইয়ার ৪৪:২৮; মাতম ২:১৭; মথি ১:২২।
[৩৯:১৭] জবুর ৩৪:২২; ৪১:১-২।
[৩৯:১৮] ১শামু ১৭:৪৭; প্রেরিত ১৬:৩১।
[৩৯:১৮] আইউ ৫:২০।
[৪০:১] ইউসা ১৮:২৫; ১শামু ৮:৪; মথি ২:১৮।
[৪০:২] রোমীয় ১৩:৪।
[৪০:৩] মেসাল ১৩:২১; রোমীয় ৬:২৩; ইয়াকুব ১:১৫।
[৪০:৪] জবুর ১০৫:১৮-২০; ইয়ার ৩৭:১৪।

৩৯:১২ তাঁর তত্ত্বাবধান করো। ৪০:৪ আয়াত ও নোট দেখুন।
৩৯:১৪ ইয়ারমিয়াকে নিয়ে আসলেন। হতে পারে (১) এখানে নবী ইয়ারমিয়ার বন্দীদশা থেকে মুক্তির কথা বোঝানো হয়েছে, যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ৪০:১-৬ আয়াতে দেওয়া হয়েছে; কিংবা (২) দুটি উদ্ধারের ঘটনার মধ্যে প্রথমটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, যার মধ্যে দ্বিতীয়টি (কারণ হাজার হাজার বন্দীদেরকে নিয়ে যাওয়ার সময় ভুল বশত তাঁকে আবারও গ্রেপ্তার করা হয়) যা ৪০:১-৬ আয়াতে বিস্তারিত বলা হয়েছে। *রক্ষীদের প্রাঙ্গণ।* ৩২:২ আয়াতের নোট দেখুন। *শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গদলিয়।* ২৬:২৪ আয়াতের নোট দেখুন। *তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য।* প্রাদেশিক শাসনকর্তার বাড়ি। লাখীশে আবিষ্কৃত ষষ্ঠ শতাব্দীর একটি সীলমোহরে লেখা ছিল: "গদলিয়ের সম্পত্তি [সম্ভবত এই আয়াতে উল্লিখিত গদলিয়] যিনি এই গৃহের মালিক।"
৩৯:১৫-১৮ দেখুন আয়াত ৩৮:১২।
৩৯:১৬ তুমি গিয়ে ... বল। যদিও নবী ইয়ারমিয়া সে সময় কারাগারে বন্দী ছিলেন তথাপি তিনি দর্শনার্থীদের সাথে দেখা করতে পারতেন (৩৮:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *আমি এই নগরের উপরে আমার সমস্ত কালাম সফল করবো।* ১৯:১৫ আয়াত দেখুন।
৩৯:১৭ তুমি যে লোকদের ভয় করছো। রাজসভার কর্মকর্তারা (আয়াত ৩৮:১ দেখুন), যারা এবদ-মেলকের বিচারে "সমস্তই মন্দ ব্যবহার করেছে" (৩৮:৯ আয়াত দেখুন)।
৩৯:১৮ লুণ্ঠিত দ্রব্যের মত তোমার প্রাণলাভ হবে। ২১:৯ আয়াত ও নোট দেখুন; ৪৫:৫ আয়াত দেখুন। *তুমি আমার উপর ভরসা করেছ।* এবদ-মেলক ইয়ারমিয়াকে কূপ থেকে মুক্ত করার মধ্য দিয়ে মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর ঈমান প্রদর্শন করেছিলেন (৩৮:৭-১৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৩৮:১২ আয়াতের নোট দেখুন)।
৪০:১–৪৪:৩০ জেরুশালেমের পতনের ঘটনাবলীর একটি জীবন্ত চিত্র। সময়ানুক্রমিক দিক থেকে এই অধ্যায়টি কিতাবের সর্বশেষ অধ্যায় হওয়া উচিত ছিল (যদিও ৫২:৩১-৩৪ আয়াত হচ্ছে সর্বশেষ ঘটনাবলীর অংশ এবং এটি মূল কিতাবের অংশ নয় বরং পরিশিষ্টের একটি অংশ; ৫১:৬৪ আয়াত ও নোট দেখুন)।
৪০:১ মাবুদের যে কালাম নাজেল হল। এই শিরোনামের মধ্য দিয়ে বোঝানো হচ্ছে নবী ইয়ারমিয়া বন্দীদশার পরেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন ও নবী হিসেবে পরিচর্যা কাজ করেছেন, ঠিক যেভাবে ১:২ আয়াতে "কালাম নাজেল হল" কথাটির মধ্য দিয়ে বন্দীদশার আগে সকলকে প্রস্তুত হবার জন্য তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করার দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। *রামা।* ৩১:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। *শিকল।* কব্জিতে বাঁধা হাতকড়া (আয়াত ৪ দেখুন; আরও দেখুন আইউব ৩৬:৮; ইশা ৪৫:১৪)।
৪০:২-৩ নবূষরদন নিঃসন্দেহে জেরুশালেম নগরী সম্পর্কে নবী ইয়ারমিয়ার বলা ভবিষ্যদ্বাণী জানতেন এবং তিনি সংক্ষেপিত আকারে সেগুলো পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।
৪০:৪ আমি তোমার প্রতি অনুগ্রহদৃষ্টি রাখবো। নবূষরদন নবী ইয়ারমিয়ার প্রতি বখতে-নাসারের মঙ্গল ইচ্ছা বজায় রাখতে

হচ্ছিল, তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। ২ রক্ষক-
সেনাপতি ইয়ারমিয়াকে গ্রহণ করে বললেন,
তোমার আল্লাহ্ মাবুদ এই স্থানের বিষয়ে এই
অমঙ্গলের কথা বলেছিলেন; ৩ আর মাবুদ তা
ঘটিয়েছেন, যেমন বলেছিলেন তেমনি করেছেন।
তোমরা মাবুদের বিরুদ্ধে গুনাহ্ করেছ, তাঁর কথা
মান্য কর নি, এজন্য তোমাদের প্রতি এই সব
ঘটলো। ৪ এখন দেখ, আজ আমি তোমার
হাতের শিকল থেকে তোমাকে মুক্ত করলাম; তুমি
যদি আমার সঙ্গে ব্যাবিলনে যেতে ইচ্ছা কর,
তবে এসো, আমি তোমার প্রতি অনুগ্রহদৃষ্টি
রাখবো; আর যদি আমার সঙ্গে ব্যাবিলনে যেতে
তোমার ইচ্ছা না হয়, তবে ক্ষান্ত হও; দেখ,
সমস্ত দেশ তোমার সম্মুখে আছে; যে স্থানে
যাওয়া তোমার উত্তম ও ভাল মনে হয়, সেই
স্থানে যাও। ৫ ইয়ারমিয়া তখনও কিছু বলছেন না
দেখে আবারও তিনি বললেন, ভাল, তুমি
শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গদলিয়ের কাছে
ফিরে যাও, ব্যাবিলনের বাদশাহ্ তাঁকেই এহুদার
নগরগুলোর উপরে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছেন,
তুমি লোকদের মধ্যে তাঁর সঙ্গে বাস কর; কিংবা
যে কোন স্থানে যাওয়া তোমার ভাল মনে হয়,
সেই স্থানে যাও।' পরে রক্ষক-সেনাপতি তাঁকে
পাথেয় ও উপঢৌকন দিয়ে বিদায় করলেন।
৬ তাতে ইয়ারমিয়া মিস্পাতে অহীকামের পুত্র
গদলিয়ের কাছে গিয়ে দেশে অবশিষ্ট লোকদের
মধ্যে তাঁর সঙ্গে বাস করতে লাগলেন।
৭ মাঠে অবস্থিত সৈন্যদের সমস্ত সেনাপতি ও
তাঁদের লোকেরা যখন শুনতে পেল যে,
ব্যাবিলনের বাদশাহ্ অহীকামের পুত্র গদলিয়কে
দেশে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছেন এবং যারা
বন্দীরূপে ব্যাবিলনে নীত হয় নি, সেসব পুরুষ,
স্ত্রী, বালক-বালিকা ও জনপদস্থ দরিদ্র
লোকদেরকে তাঁর হাতে দেওয়া হয়েছে, তখন
তারা মিস্পাতে গদলিয়ের কাছে এল; ৮ অর্থাৎ
নথনিয়ের পুত্র ইসমাইল এবং যোহানন ও
যোনাথন নামে কারেহের দুই পুত্র, তন্হূমতের
পুত্র সরায়, নটোফাতীয় এফয়ের পুত্ররা ও
মাখাথীয়ের পুত্র যাসনিয়, এরা নিজ নিজ
লোকদের সঙ্গে উপস্থিত হল। ৯ আর শাফনের
পৌত্র অহীকামের পুত্র গদলিয় তাদের কাছে ও
তাদের লোকদের কাছে শপথ করে বললেন,
তোমরা কল্‌দীয়দের গোলামদের ভয় করো না,
দেশে বাস করে ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র গোলাম
হও, তাতে তোমাদের মঙ্গল হবে। ১০ আর
আমি, দেখ, যে কল্‌দীয়েরা আমাদের এখানে
আসবে, আমি তাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হবার
জন্য এই মিস্পাতে বাস করবো; কিন্তু তোমরা
আঙ্গুর-রস, গ্রীষ্মের ফল ও তেল সঞ্চয় করে
নিজ নিজ পাত্রে রাখ এবং যেসব নগর
তোমাদের হস্তগত হয়েছে, সেখানে বাস কর।
১১ আর মোয়াবে, অম্মোনীয়দের মধ্যে ইদোমে ও
অন্যান্য দেশে যেসব ইহুদী ছিল, তারা যখন
শুনলো যে, ব্যাবিলনের বাদশাহ্ এহুদার একটি
অংশ অবশিষ্ট রেখেছেন এবং শাফনের পৌত্র
অহীকামের পুত্র গদলিয়কে তাদের উপরে নিযুক্ত
করেছেন, ১২ তখন সেই ইহুদীরা সকলে যে
সমস্ত স্থানে বিতাড়িত হয়েছিল, সেই সকল
স্থান থেকে ফিরে এল, এহুদা দেশে মিস্পাতে
গদলিয়ের কাছে উপস্থিত হল এবং প্রচুর আঙ্গুর-
রস ও গ্রীষ্মের ফল সঞ্চয় করতে লাগল।
১৩ পরে কারেহের পুত্র যোহানন ও মাঠে অবস্থিত
সৈন্যদের সমস্ত সেনাপতি মিস্পাতে গদলিয়ের
কাছে এসে তাঁকে বললো, ১৪ আপনি কি জানেন,
অম্মোনীয়দের বাদশাহ্ বালীস আপনার প্রাণনাশ
করতে নথনিয়ের পুত্র ইসমাইলকে প্রেরণ

[৪০:৫] পয়দা ৩২:২০; ১শামু ৯:৭।
[৪০:৬] কাজী ২০:১; ১শামু ৭:৫-১৭।
[৪০:৭] পয়দা ৪১:৪১; নহি ৫:১৪।
[৪০:৮] ২শামু ২৩:২৮।
[৪০:৯] ইয়ার ৫:১৯; ২৭:১১; রোমীয় ১৩:১-২; ইফি ৬:৫-৮।
[৪০:১০] পয়দা ২৭:২৮; হিজ ২৩:১৬।
[৪০:১১] শুমারী ২১:১১; ২৫:১।
[৪০:১২] ইয়ার ৪৩:৫।
[৪০:১৩] ইয়ার ৪২:১।
[৪০:১৪] পয়দা ১৯:৩৮; ২শামু ১০:১-১৯; ইয়ার ২৫:২১; ৪১:১০; ৪৯:১।
[৪০:১৫] পয়দা ১১:৪; লেবীয় ২৬:৩৩; মথি ২৬:৩১; ইউ ১১:৫২; ইয়াকুব ১:১।
[৪০:১৬] ইয়ার ৪৩:২ ইয়ারমিয়া ৪১।

চাইলেন (৩৯:১২ আয়াত দেখুন)। *সমস্ত দেশ তোমার সম্মুখে আছে।* এর সাথে তুলনা করুন পয়দা ১৩:৯ আয়াতে হযরত লূতের প্রতি হযরত ইব্রাহিমের আহ্বান।

৪০:৫-৯ দেখুন ২ বাদশাহ্ ২৫:২২-২৪ আয়াত ও নোট।

৪০:৫ শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গদলিয়। ২৬:২৪ আয়াতের নোট দেখুন। *পাথেয় ও উপঢৌকন।* ৫২:৩৪ আয়াতে এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দের অনুবাদ করা হয়েছে বৃত্তি ও দিনের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য।

৪০:৮ যাসনিয়। ২ বাদশাহ্ ২৫:২৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৪০:১০ আঙ্গুর-রস, গ্রীষ্মের ফল ও তেল সঞ্চয় করে। নবূষরদন (৩৯:৯ আয়াত দেখুন) ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগষ্ট মাসে জেরুশালেমে এসে পৌঁছান (২ বাদশাহ্ ২৫:৮ আয়াতের নোট দেখুন)। ইসরাইলে আঙ্গুর রস, ডুমুর এবং জলপাই তেল আগষ্ট থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সংগ্রহ করা হত।

৪০:১৪ বালীস। তিনটি রাজকীয় খোদাই কর্ম আবিষ্কার করা হয়েছে যা সম্ভবত এই বাদশাহ্‌র নামে হতে পারে: (১) "বাদশাহ্ বা'লেই," এভাবেই তাঁর নামটি লেখা অবস্থায় জর্ডানে ষষ্ঠ শতাব্দীর একটি বোতল আবিষ্কৃত হয়েছে; (২) "বাল-ইয়াসা," একজন অম্মোনীয় বাদশাহ্ যাঁর নাম ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জর্ডানের টেল আল-উমাইরি থেকে আবিষ্কৃত একটি সীলমোহরে পাওয়া গেছে; (৩) "অম্মোনীয়দের বাদশাহ্ বালীস" লেখা একটি সীলমোহর ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে। *অম্মোনীয়।* অম্মোন ছিল সেই সমস্ত জাতিগুলোর মধ্যে একটি যেগুলো শুরুতে ব্যাবিলনের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেছিল (২৭:৩ আয়াত ও নোট দেখুন; আরও দেখুন ইহি ২১:১৮-৩২ আয়াত)।

৪০:১৫ গোপনে। ৩৮:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। *অবশিষ্টাংশ।* ৬:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৪০:১৬ তা মিথ্যে। ৩৭:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন। ইসমাইলের উপরে বোকার মত বিশ্বাস করার জন্য গদলিয়কে জীবন দিতে হয়েছিল (৪১:২ আয়াত দেখুন)।

BACIB International Bible CHURCH

করেছেন? কিন্তু অহীকামের পুত্র গদলিয় তাদের
কথায় বিশ্বাস করলেন না। ১৫ পরে কারেহের পুত্র
যোহানন মিস্পাতে গদলিয়কে গোপনে বললো,
যদি আপনার অনুমতি হয়, তবে আমি গিয়ে
নথনিয়ের পুত্র ইসমাইলকে হত্যা করি, কেউ তা
জানতে পারবে না; সে কেন আপনার প্রাণ নষ্ট
করবে? করলে আপনার কাছে সংগৃহীত সমস্ত
ইহুদী ছিন্নভিন্ন হবে এবং এহুদার অবশিষ্টাংশ
বিনষ্ট হবে। ১৬ কিন্তু অহীকামের পুত্র গদলিয়
কারেহের পুত্র যোহাননকে বললেন, এই কাজ
করো না; কেননা ইসমাইলের বিষয়ে তুমি যা
বলছো, তা মিথ্যে।

গদলিয়ের হত্যা ও ইহুদীদের মিসরে পালিয়ে যাওয়া

৪১ ১ ইরিশামার পৌত্র নথনিয়ের পুত্র
ইসমাইল বাদশাহ্‌র প্রধান কর্মচারীদের
মধ্যে গণনা-করা রাজ-বংশীয় ছিল; সপ্তম মাসে
সে দশ জন পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে মিস্পাতে
অহীকামের পুত্র গদলিয়ের কাছে এল; আর তারা
মিস্পাতে একত্রে ভোজন করলো। ২ পরে
নথনিয়ের পুত্র ইসমাইল ও তার ঐ দশ জন সঙ্গী
উঠে ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র নিযুক্ত শাসনকর্তা,
শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গদলিয়কে,
তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করলো। ৩ আর
মিস্পাতে গদলিয়ের সঙ্গে যে সমস্ত ইহুদী ছিল
এবং যে কল্‌দীয় সৈন্য সেখানে পাওয়া গেল
ইসমাইল তাদের সকলকে হত্যা করলো।
৪ গদলিয়কে হত্যা করার পরের দিন কেউই সেই
বিষয়টি না জানবার আগেই, ৫ শিখিম, শীলো ও
সামেরিয়া থেকে আশি জন পুরুষ আসছিল;
তারা দাড়ি কেটে, ছেঁড়া কাপড় পরে ও নিজ
নিজ অঙ্গ কাটাকুটি করে মাবুদের বায়তুল-
মোকাদ্দসে কোরবানী করার জন্য নৈবেদ্য ও ধূপ
নিয়ে আসছিল। ৬ আর নথনিয়ের পুত্র ইসমাইল
তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য মিস্পা থেকে
বের হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাইরে গেল এবং
তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাদেরকে বললো,
অহীকামের পুত্র গদলিয়ের কাছে চল। ৭ পরে
তারা নগরের মধ্যস্থানে আসলে নথনিয়ের পুত্র
ইসমাইল ও তার সঙ্গী পুরুষেরা তাদেরকে হত্যা
করে সেখানকার কুয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করলো।
৮ কিন্তু তাদের মধ্যে দশ জনকে পাওয়া গেল,
যারা ইসমাইলকে বললো, আমাদেরকে হত্যা
করবেন না, কেননা ক্ষেতে আমাদের গম, যব,
তেল ও মধুর গুপ্ত ভাণ্ডার আছে। তাতে সে ক্ষান্ত
হল, তাদের ভাইদের সঙ্গে তাদেরকে হত্যা
করলো না।
৯ ঐ লোকদের হত্যা করার পর ইসমাইল যে
কুয়ায় তাদের লাশ গদলিয়ের পাশে ফেলে
দিয়েছিল, তা বাদশাহ্‌ আসা ইসরাইলের
বাদশাহ্‌ বাশার ভয়ে প্রস্তুত করেছিলেন;
নথনিয়ের পুত্র ইসমাইল সেটা নিহতদের লাশে

[৪১:১] ইয়ার ৪০:৮।
[৪১:২] ইউসা ১১:১০; ইয়ার ৪০:১৫; ইব ১১:৩৭।
[৪১:৫] লেবীয় ১৯:২৭; ইয়ার ৪৭:৫; ৪৮:৩৭।
[৪১:৬] জবুর ৫:৯; হোশেয় ৭:১১; প্রকা ২০:১০।
[৪১:৭] পয়দা ৩৭:২৪; ২বাদশা ১০:১৪।
[৪১:৮] ইশা ৪৫:৩।
[৪১:৯] ১বাদশা ১৫:২২; ২খান্দান ১৬:৬।
[৪১:১০] ইয়ার ৪০:৭, ১২।
[৪১:১১] ইয়ার ৪০:৮।
[৪১:১২] হিজ ১৪:১৪; ইউ ১৮:৩৬।

৪১:১-৩ দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ২৫:২৫ আয়াত ও নোট।
৪১:১ বাদশাহ্‌র প্রধান কর্মচারীদের মধ্যে। বাদশাহ্‌ সিদিকিয়ের প্রতি ইসমাইলের বিশ্বস্ততার জন্যই গদলিয়কে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল, যাকে ব্যাবিলনের একজন পুতুল শাসক বলে মনে করা হত। তারা মিস্পাতে একত্রে ভোজন করলো। প্রাচীনকালের প্রথা অনুসারে আতিথেয়তা রক্ষা করতে গিয়ে গদলিয় মনে করেছিলেন যে, তাঁর অতিথি কোনভাবেই তাঁর ক্ষতি করবেন না, সেখানে হত্যা তো অনেক দূরের কথা (কাজী ৪:২১ আয়াতের নোট দেখুন)।
৪১:৫ দাড়ি কেটে, ছেঁড়া কাপড় পরে ও নিজ নিজ অঙ্গ কাটাকুটি করে। শোকের চিহ্ন প্রকাশের জন্য এ ধরনের কাজ করা হত (১৬:৬ আয়াত ও নোট; এর সাথে উযায়ের ৯:৩ আয়াতের নোট দেখুন), সম্ভবত এখানে জেরুশালেমের ধ্বংস সাধনের প্রেক্ষিতে এ ধরনের শোক প্রকাশ করা হয়েছিল। আসছিল। "সপ্তম মাসে" (আয়াত ১) আবাস তাঁবুর উৎসব উদযাপন করার জন্য (হিজ ২৩:১৬ আয়াতের নোট দেখুন)। *শিখিম, শীলো ও সামেরিয়া।* এর আগে এগুলো ছিল উত্তর রাজ্যে এবাদতের কেন্দ্রপীঠ (৭:১২; পয়দা ১২:৬; এর সাথে দেখুন ইউসা ২৪:২৫-২৬ আয়াত)। ৭২২-৭২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে উত্তরের রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর অনেক ইসরাইলীয় জেরুশালেমে অভিবাসন করেন, বিশেষ করে বাদশাহ্‌ হিস্কিয়ের পুনর্গঠন কর্মসূচীর সময়ে (২ খান্দান ৩০:১১ আয়াত দেখুন) এবং ইউসিয়ার আমলে (২ খান্দান ৩৪:৯ আয়াত দেখুন)। *কোরবানী করার জন্য নৈবেদ্য ও ধূপ।* রক্তপাত বিহীন কোরবানী, যেহেতু জেরুশালেমের বায়তুল মোকাদ্দস ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল। *মাবুদের বায়তুল-মোকাদ্দসে।* যদিও বায়তুল মোকদ্দস ভবনটি ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল, তথাপি স্থানটি তখনও পবিত্র বলে বিবেচনা করা হত।
৪১:৬ কাঁদতে কাঁদতে বাইরে গেল। তারা উত্তর রাজ্য থেকে আসা অভিবাসীদের শোকে সগভাগিতা প্রকাশ করেছিল।
৪১:৭ নগরে। মিস্পা। *কূপের মধ্যে।* হত্যা করার পর লাশ গুম করার জন্য এ ধরনের জায়গা বেশ প্রচলিত ছিল (৩৭:১৬ আয়াত ও নোট; ৩৮:৬ আয়াত দেখুন)।
৪১:৮ গম, যব, তেল ও মধুর গুপ্ত ভাণ্ডার। সম্ভবত ইসমাইল অম্মোনে পালিয়ে যাওয়ার সময় এগুলো সাথে নিয়ে গিয়েছিল (আয়াত ১৫)।
৪১:৯ যে কূপে ... বাদশাহ্‌ আসা ... প্রস্তুত করেছিলেন। সম্ভবত মিস্পায় বাদশাহ্‌ আসা যে সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলছিলেন তার অংশ ছিল এই কূপ (১ বাদশাহ্‌ ১৫:২২ আয়াত দেখুন), যেহেতু অবরোধের সময় পানি সংগ্রহ করে রাখার জন্য কূপগুলো খুবই উপকারী ছিল। প্রত্নতাত্তিকেরা প্রাচীন মিস্পার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক কূপ আবিষ্কার করেছেন (আধুনিক টেল এন-নাসবাহ্‌, যা জেরুশালেমের সাড়ে সাত মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত)।
৪১:১০ রাজকুমারীরা। যে সকল নারীরা বাদশাহ্‌ সিদিকিয়ের রাজদরবারে সভাসদ ছিল, বাদশাহ্‌ নিজের মেয়েরা নয় (৩৬:২৬ আয়াতের নোট দেখুন)। *অম্মোনীয়।* ৪০:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

পরিপূর্ণ করলো। ১০ পরে ইসমাইল মিস্পাতে
অবশিষ্ট সমস্ত লোককে বন্দী করে নিয়ে গেল,
রাজকুমারীরা ও যে সমস্ত লোক মিস্পাতে
অবশিষ্ট ছিল, যাদেরকে নবূষরদন রক্ষক-
সেনাপতি অহীকামের পুত্র গদলিয়ের হাতে
দিয়েছিলেন, তাদেরকে নথনিয়ের পুত্র ইসমাইল
বন্দী করে অম্মোনীয়দের কাছে যাবার জন্য প্রস্থান
করলো।
১১ কিন্তু কারেহের পুত্র যোহানন ও তার সঙ্গী
সেনাপতিরা সকলে যখন শুনতে পেল যে,
নথনিয়ের পুত্র ইসমাইল এসব দুষ্কর্ম করেছে,
১২ তখন তারা সমস্ত লোককে নিয়ে নথনিয়ের
পুত্র ইসমাইলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেল এবং
গিবিয়োনে অবস্থিত বড় জলাশয়ের কাছে তার
দেখা পেল। ১৩ তখন ইসমাইলের সঙ্গে যেসব
লোক ছিল, তারা কারেহের পুত্র যোহানন ও তার
সঙ্গী সেনাপতিদেরকে দেখে আনন্দিত হল।
১৪ আর ইসমাইল যেসব লোককে বন্দী করে
মিস্পা থেকে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা ঘুরে কারেহের
পুত্র যোহাননের কাছে ফিরে এল। ১৫ কিন্তু
নথনিয়ের পুত্র ইসমাইল আট জন লোক নিয়ে
যোহাননের সম্মুখ থেকে পালিয়ে গিয়ে
অম্মোনীয়দের কাছে গেল। ১৬ নথনিয়ের পুত্র যে
ইসমাইল অহীকামের পুত্র গদলিয়কে হত্যা
করেছিল, তার কাছ থেকে কারেহের পুত্র
যোহানন ও তার সঙ্গী সেনাপতিরা যেসব অবশিষ্ট
লোককে মিস্পা থেকে ফিরিয়ে এনেছিল,
তাদেরকে সঙ্গে নিল, অর্থাৎ যুদ্ধ পারদর্শী
পুরুষদের এবং গিবিয়োন থেকে আনা স্ত্রীলোক,
বালক-বালিকা ও নপুংসকদেরকে সঙ্গে নিল;
১৭ আর তারা কল্‌দীয়দের ভয়ে মিসরে যাবার
জন্য বেথেলহেমের পাশে কিমহমের যে
সরাইখানা আছে, সেখানে প্রবাস করলো।
১৮ কেননা নথনিয়ের পুত্র ইসমাইল ব্যাবিলনের
বাদশাহ্‌র নিযুক্ত শাসনকর্তা অহীকামের পুত্র
গদলিয়কে হত্যা করেছিল, সেজন্য তারা
কল্‌দীয়দের ভয়ে ভীত হয়েছিল।

লোকদের জন্য হযরত ইয়ারমিয়ার মুনাজাত

৪২ ১ পরে সমস্ত সেনাপতি এবং কারেহের
পুত্র যোহানন ও হোশয়িয়ের পুত্র
যাসনিয়, আর ক্ষুদ্র ও মহান সমস্ত লোক কাছে
এল, ২ এবং নবী ইয়ারমিয়াকে বললো,
আমাদের এই ফরিয়াদ আপনার সাক্ষাতে গ্রাহ্য
হোক; আপনি আমাদের জন্য, অর্থাৎ এ সব
অবশিষ্ট লোকের জন্য, আপনার আল্লাহ্‌ মাবুদের
কাছে মুনাজাত করুন; কেননা আপনি স্বচক্ষে
আমাদের দেখছেন, আমরা অনেকে ছিলাম,
এখন অল্পই অবশিষ্ট আছি। ৩ অতএব কোন্‌ পথ
আমাদের গন্তব্য, কি করা আমাদের কর্তব্য, তা
যেন আপনার আল্লাহ্‌ মাবুদ আমাদেরকে জানিয়ে
দেন। ৪ তখন ইয়ারমিয়া নবী তাদেরকে
বললেন, আমি তোমাদের কথা শুনলাম, দেখ,
তোমাদের কথা অনুসারে আমি তোমাদের
আল্লাহ্‌ মাবুদের কাছে মুনাজাত করবো এবং
মাবুদ তোমাদের যে কোন উত্তর দেবেন, তার
সমস্ত কথা তোমাদেরকে জ্ঞাত করবো, কিছুই
তোমাদের কাছে গোপন করবো না। ৫ তারা
ইয়ারমিয়াকে বললো, মাবুদ আমাদের মধ্যে
সত্য ও বিশ্বাস্য সাক্ষী হোন; আপনার আল্লাহ্‌
মাবুদ আপনার দ্বারা যে কোন কথা আমাদের
কাছে বলে পাঠাবেন, সেই অনুসারে আমরা
অবশ্য করবো। ৬ ভাল হোক, বা মন্দ হোক,
আমরা যাঁর কাছে আপনাকে প্রেরণ করছি,
আমাদের আল্লাহ্‌ সেই মাবুদের কথা মান্য
করবো; যেন আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের কথা
মান্য করি বলে আমাদের মঙ্গল হয়।

[৪১:১৪] ইয়ার ৪০:৬।
[৪১:১৫] আইউ ২১:৩০; মেসাল ২৮:১৭।
[৪১:১৬] ইশা ১:৯; ইহি ৭:১৬; ১৪:২২; সফ ২:৯।
[৪১:১৭] ২শামু ১৯:৩৭।
[৪১:১৮] শুমারী ১৪:৯; ইশা ৫১:১২; লূক ১২:৪-৫।
[৪২:১] ইয়ার ৪০:১৩।
[৪২:২] পয়দা ২০:৭; ইয়ার ৩৬:৭; প্রেরিত ৮:২৪; ইয়াকুব ৫:১৬।
[৪২:৩] জবুর ৮৬:১১; মেসাল ৩:৬।
[৪২:৪] হিজ ৮:২৯; ১শামু ১২:২৩।
[৪২:৫] ১বাদশা ২২:১৬; জবুর ১১৯:১৬০; রোমীয় ৩:৪।
[৪২:৬] দ্বি:বি ৫:২৯; ৬:৩।
[৪২:৮] মার্ক ৯:৩৫; লূক ৭:২৮; ইব ৮:১১।
[৪২:৯] ২বাদশা ২২:১৫।
[৪২:১০] দ্বি:বি ৩০:৯।

৪১:১২ গিবিয়োনে অবস্থিত বড় জলাশয়। সম্ভবত এই জলাশয়ের কথাই ২ শামু ২:১৩ আয়াতে পাওয়া যায় (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৪১:১৫ আট জন লোক নিয়ে ... পালিয়ে গিয়ে অম্মোনীয়দের কাছে গেল। যোহাননের সাথে লড়াইয়ে ইসমাইল তার নিজের দুই জন লোককে হারিয়েছিল (আয়াত ২ দেখুন)।

৪১:১৭ কিমহম। মূল নামটি হচ্ছে "গেরূৎ কিমহম," যার অর্থ "কিমহমের বাসস্থান"। এই কিমহম হলেন বাদশাহ্‌ দাউদের একজন বন্ধু, যিনি অবশালোমের মৃত্যুর পর তাঁর সাথে জেরুশালেমে ফিরে এসেছিলেন (২ শামু ১৯:৩৭-৪০ আয়াত দেখুন)।

৪২:১ হোশয়িয়ের পুত্র যাসনিয়। সম্ভবত তিনিই হলেন "মক্ক থীয়ের পুত্র যাসনিয়" (৪০:৮ আয়াত দেখুন)। খুব সম্ভব যাসনিয় অসরিয় নামেও পরিচিত ছিলেন (৪৩:২ আয়াত দেখুন), যেমন ছিলেন বাদশাহ্‌ উষিয় (২ বাদশাহ্‌ ১৪:২১; ২ খান্দান ২৬:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪২:২ ইয়ারমিয়া। সম্ভবত মিস্পা থেকে বেঁচে যাওয়া লোকদের মধ্যে ছিলেন (৪১:১৬)। *আমাদের এই ফরিয়াদ আপনার সাক্ষাতে গ্রাহ্য হোক।* আয়াত ৯; ৩৭:২০ আয়াত দেখুন। *অবশিষ্ট লোক।* দেখুন আয়াত ১৫, ১৯; এর সাথে ৬:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৪২:৩ লোকেরা সম্ভবত মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছে এই অনুমতি চাইছিল যে, তারা পালিয়ে মিসরে যেতে পারবে কি না (আয়াত ১৭; ৪১:১৭ দেখুন)।

৪২:৬ আমাদের আল্লাহ্‌ সেই মাবুদের কথা মান্য করবো। যদিও তারা দুই বার এখানে ঘোষণা করেছে যে, তারা আল্লাহ্‌র কথা মান্য করবে, তথাপি তারা খুব দ্রুত তাদের কাজের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছে যে, তারা আসলে নিজেদের ইচ্ছা অনুসারেই চলবে (৪৩:২ আয়াত দেখুন)।

৪২:৭ দশ দিন গত হলে। নবী ইয়ারমিয়া নিজে আল্লাহ্‌র কালাম সম্পর্কে সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তা লোকদের কাছে প্রকাশ করেন নি (২৮:১০-১৭ আয়াত দেখুন)।

৪২:১০ গড়ে তুলব, উৎপাটন করবো না ... রোপণ করবো, উন্মূলন করবো না। ১:১০ আয়াত ও নোট দেখুন; ৩১:৪, ২৮; ৩৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

[৭] পরে দশ দিন গত হলে মাবুদের কালাম
ইয়ারমিয়ার কাছে নাজেল হল। [৮] তাতে তিনি
কারেহের পুত্র যোহানন ও তার সঙ্গী
সেনাপতিদেরকে এবং ক্ষুদ্র ও মহান সমস্ত
লোককে ডেকে বললেন, [৯] তোমরা যাঁর কাছে
নিজেদের ফরিয়াদ উপস্থিত করবার জন্য আমাকে
প্রেরণ করেছিলে, সেই মাবুদ, ইসরাইলের
আল্লাহ্‌, [১০] এই কথা বলেন, তোমরা যদি স্থির
হয়ে এই দেশে বাস কর, তবে আমি
তোমাদেরকে গড়ে তুলব, উৎপাটন করবো না,
তোমাদেরকে রোপণ করবো, উন্মূলন করবো না;
কেননা তোমাদের যে অমঙ্গল করেছি, সেই
বিষয়ে ক্ষান্ত হলাম। [১১] তোমরা যে ব্যাবিলনের
বাদশাহ্‌কে ভয় পেয়েছ, তাকে ভয় পেয়ো না;
মাবুদ বলেন, তাকে ভয় পেয়ো না; কেননা
তোমাদের নিস্তার করতে ও তার হাত থেকে
তোমাদেরকে উদ্ধার করতে আমি তোমাদের
সহবর্তী। [১২] আর আমি তোমাদের প্রতি করুণা
বর্ষণ করবো, তাতে সে তোমাদের প্রতি করুণা
করবে ও তোমাদের নিজেদের ভূমিতে আবার
তোমাদের ফিরিয়ে আনবে। [১৩] কিন্তু যদি তোমরা
বল, আমরা এই দেশে বাস করবো না, এভাবে
যদি তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের কথা মান্য না
করে বল, [১৪] 'না, আমরা মিসর দেশে যাব, সেই
স্থানে যুদ্ধ দেখতে, তূরীবাদ্য শুনতে ও খাদ্যের
অভাবে ক্ষুধায় কষ্টভোগ করতে হবে না, আর
আমরা সেখানে বাস করবো,' [১৫] তবে এখন, হে
এহুদার অবশিষ্ট লোকেরা, তোমরা মাবুদের
কালাম শোন; বাহিনীগণের মাবুদ, ইসরাইলের
আল্লাহ্‌, এই কথা বলেন, তোমরা যদি মিসরে
প্রবেশ করতে নিতান্তই উন্মুখ হও ও সেখানে
প্রবাস করতে যাও, [১৬] তা হলে যে তলোয়ারের
ভয় করছো, তা মিসর দেশেই তোমাদের নাগাল
পাবে, আর যে দুর্ভিক্ষে ব্যাকুল হচ্ছো, তা মিসর
দেশে তোমাদের অনুবর্তী হবে, তাতে তোমরা
সেখানে মরবে। [১৭] যেসব লোক মিসরে প্রবাস
করতে যাবার জন্য উন্মুখ হয়েছে, তাদের এই
গতি হবে, তারা তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী
দ্বারা মারা পড়বে; আমি তাদের প্রতি যে অমঙ্গল
ঘটাবো, তা থেকে তাদের মধ্যে কেউই উদ্ধার বা
রক্ষা পাবে না।
[১৮] কেননা বাহিনীগণের মাবুদ, ইসরাইলের
আল্লাহ্‌, এই কথা বলেন, জেরুশালেম-
নিবাসীদের উপরে যেমন আমার ক্রোধ ও গজব
ঢালা হয়েছে, তোমরা মিসরে গমন করলে
তোমাদের উপরে তেমনি আমার কোপ ঢালা
হবে, তোমরা বিদ্রূপ, বিস্ময়, বদদোয়া ও
উপহাসের পাত্র হবে; এই স্থান আর কখনও
দেখতে পাবে না। [১৯] হে এহুদার অবশিষ্ট
লোকেরা, মাবুদ তোমাদের বলেছেন, তোমরা
মিসরে প্রবেশ করো না; নিশ্চয় জেনো, আমি
আজ তোমাদের এই সাক্ষ্য দিলাম। [২০] বস্তুতঃ
তোমরা নিজেদের প্রাণের বিরুদ্ধে প্রতারণা
করেছ, কেননা তোমরা আমাকে তোমাদের
আল্লাহ্‌ মাবুদের কাছে প্রেরণ করেছিলে,
বলেছিলে, 'তুমি আমাদের জন্য আমাদের
আল্লাহ্‌ মাবুদের কাছে মুনাজাত কর, তাতে
আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ যা যা বলবেন, সেই
অনুসারে তুমি আমাদের জানাবে, আমরা তা
করব।' [২১] আর আজ আমি তোমাদেরকে তা
জানালাম; কিন্তু তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ যেসব
বিষয়ের জন্য আমাকে তোমাদের কাছে
পাঠিয়েছেন, তার কোন বিষয়ে তোমরা তাঁর
কথা মান্য করলে না। [২২] অতএব এখন নিশ্চয়
জেনো, তোমরা যে স্থানে প্রবাস করার জন্য
যেতে বাসনা করছো, সেই স্থানে তলোয়ার,
দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা মারা পড়বে।

মিসর দেশে হযরত ইয়ারমিয়া

৪৩ [১] ইয়ারমিয়া যখন সব লোকের কাছে
তাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের সমস্ত
কালাম– যেসব কালাম বলবার জন্য তাদের
আল্লাহ্‌ মাবুদ তাঁকে তাদের কাছে প্রেরণ
করেছিলেন, সেসব কালাম বলা শেষ করলেন,
[২] তখন হোশয়িয়ের পুত্র অসরিয় ও কারেহের
পুত্র যোহানন এবং গর্বিত লোকেরা সকলে
ইয়ারমিয়াকে বললো, তুমি মিথ্যা বলছো; মিসরে
প্রবাস করতে যেও না; এই কথা বলতে
আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমাকে পাঠান নি।

[৪২:১১] শুমারী ১৪:৯; ১শামু ১৫:২৪; জবুর ২৩:৪; মথি ১০:২৮।
[৪২:১২] হিজ ৩:২১; ২শামু ২৪:১৪; ২করি ১:৩।
[৪২:১৩] দ্বি:বি ১১:২৮।
[৪২:১৪] শুমারী ১১:৪-৫; দ্বি:বি ১৭:১৬; ইশা ৩০:২।
[৪২:১৫] ইয়ার ৪৪:২৪।
[৪২:১৬] লেবীয় ২৬:৩৩; ইহি ১১:৮; ১৪:১৭।
[৪২:১৭] ইয়ার ২১:৭; ৪৪:১৩।
[৪২:১৮] শুমারী ৫:২৭; ইয়ার ২৫:১৮।
[৪২:১৯] দ্বি:বি ১৭:১৬; ইশা ৩০:৭; ইয়ার ৪৩:২; ৪৪:১৬।
[৪২:২০] ইহি ১৪:৭-৮।
[৪২:২১] হিজ ২৪:৭; ইয়ার ৪০:৩; ইহি ২:৭; ১২:২; জাকা ৭:১১-১২।
[৪২:২২] ইশা ১:২৮।
[৪৩:২] নহি ৯:২৯; ১করি ৪:১৮-২১।
[৪৩:৩] ইয়ার ৩২:১২।
[৪৩:৪] ২খান্দান ২৫:১৬; ইয়ার ৪২:৫-৬।
[৪৩:৫] ইয়ার ৪০:১২।

৪২:১২ সে তোমাদের প্রতি করুণা করবে। এ ধরনের আরও কিছু অংশ দেখুন পয়দা ৪৩:১৪; ১ বাদশাহ্‌ ৮:৫০ আয়াতে।

৪২:১৬ যে তলোয়ারের ভয় করছো ... তোমাদের নাগাল পাবে। ৪৩:১১ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪২:১৭-১৮ দেখুন ৪৪:১১-১৪ আয়াত।

৪২:১৭ তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। ১৪:১২ আয়াতের নোট দেখুন।

৪২:১৮ আমার ক্রোধ ও গজব ঢালা হয়েছে। ৭:২০; ৪৪:৬ আয়াত দেখুন। *বিদ্রূপ, বিস্ময়, বদদোয়া ও উপহাসের পাত্র।* ২৪:৯; ২৫:১৮ আয়াতের নোট দেখুন; তুলনা করুন ২৯:১৮ আয়াত। *এই স্থান।* অর্থাৎ জেরুশালেম নগরী।

৪২:১৯ আমি আজ তোমাদের এই সাক্ষ্য দিলাম। ১১:৭ আয়াত দেখুন।

৪৩:২ অসরিয়। ৪২:১ আয়াতের নোট দেখুন। *গর্বিত লোকেরা।* তারা নিজেদের কাজে ও কথায় এমনটাই প্রকাশ করে।

৪৩:৩ বারূক। ৩২:১২ আয়াতের নোট দেখুন। নবী ইয়ারমিয়ার দুশমনেরা তাঁর চেয়ে রূহানিকভাবে নিচু বা অপেক্ষাকৃত কম সম্মানিত ব্যক্তির উপরে দোষ চাপাতে চেয়েছিল।

৪৩:৫ এহুদার সমস্ত অবশিষ্টাংশ। যে সকল ইহুদীরা ব্যাবিলন থেকে পালিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিল (৪০:১১

BACIB
International Bible CHURCH

৩ কিন্তু নেরিয়ের পুত্র বারূক আমাদের বিরুদ্ধে
তোমাকে উত্তেজিত করে তুলছে, আমাদেরকে
কল্‌দীয়দের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যই তা
করেছে, যেন তারা আমাদের হত্যা করে, কিংবা
বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে যায়। ৪ এভাবে
কারেহের পুত্র যোহানন এবং সেনাপতিরা সকলে
ও সমস্ত লোক এহুদা দেশে বাস করার সম্বন্ধে
মাবুদের কথা মান্য করলো না। ৫ কিন্তু কারেহের
পুত্র যোহানন এবং সেনাপতিরা সকলে এহুদার
সমস্ত অবশিষ্টাংশকে নিয়ে, অর্থাৎ জাতিরা
ছিন্নভিন্ন হওয়ার পর তাদের কাছ থেকে এহুদা
দেশে প্রবাস করবার জন্য যারা ফিরে এসেছিল—
৬ সেই পুরুষ, স্ত্রী ও বালক-বালিকা সকলকে
এবং রাজকুমারীদেরকে ও যেসব লোককে
নবূষরদন রক্ষক-সেনাপতি শাফনের পৌত্র
অহীকামের পুত্র গদলিয়ের কাছে রেখে
গিয়েছিলেন, তাদের এবং ইয়ারমিয়া নবী ও
নেরিয়ের পুত্র বারূককে নিয়ে মিসর দেশে প্রবেশ
করলো; ৭ কারণ তারা মাবুদের কথা মান্য না
করে তফন্‌হেষ পর্যন্ত গেল।

মিসরস্থ ইহুদীদের প্রতি আল্লাহ্‌র কালাম

৮ পরে তফন্‌হেষে ইয়ারমিয়ার কাছে মাবুদের
এই কালাম নাজেল হল, ৯ তোমার হাতে
কয়েকটি বড় বড় পাথর নিয়ে তফন্‌হেষে
ফেরাউনের বাড়ির প্রবেশস্থানে যে ইটের গাঁথুনি
আছে, তার সুরকির মধ্যে ইহুদীদের সাক্ষাতে ঐ
পাথরগুলো লুকিয়ে রাখ, ১০ আর তাদেরকে বল,
বাহিনীগণের মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই
কথা বলেন, দেখ, আমি হুকুম প্রেরণ করে
আমার গোলাম ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ বখতে-
নাসারকে নিয়ে আসবো এবং এই যেসব পাথর
লুকিয়ে রাখলাম, এর উপরে তার সিংহাসন
স্থাপন করবো, আর সে এর উপরে তার
রাজকীয় চন্দ্রাতপ বিস্তার করবে। ১১ সে এসে
মিসর দেশে আঘাত করবে, মৃত্যুর পাত্রকে
মৃত্যুতে, বন্দীত্বের পাত্রকে বন্দীত্বে ও
তলোয়ারের পাত্রকে তলোয়ারের হাতে তুলে
দেবে। ১২ আর আমি মিসরস্থ দেবালয়গুলোতে
আগুন লাগাব, বস্তুত সে দেবতাদের কতগুলোকে
পুড়িয়ে দেবে ও কতগুলোকে বন্দী করে নিয়ে
যাবে; এবং ভেড়ার রাখাল যেমন তার শরীরে
কাপড় জড়ায়, তেমনি সে এই মিসর দেশ দ্বারা
নিজেকে সজ্জিত করবে; এবং সে এই স্থান
থেকে শান্তিতে প্রস্থান করবে। ১৩ আর সে মিসর
দেশীয় সূর্যপুরীর স্তম্ভগুলো ভেঙ্গে ফেলবে ও
মিসরস্থ সমস্ত দেবালয় আগুনে পুড়িয়ে দেবে।

মূর্তিপূজার ফলে অমঙ্গল

৪৪ ১ মিসর দেশে বাসকারী যে সব
ইহুদীরা মিগ্‌দোলে, তফন্‌হেষে,
নোফে ও পথ্রোষ প্রদেশে ছিল তাদের বিষয়ে
ইয়ারমিয়ার কাছে এই কালাম নাজেল হল,
২ বাহিনীগণের মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই
কথা বলেন, জেরুশালেমের উপরে ও এহুদার
সমস্ত নগরের উপরে আমি যে সমস্ত অমঙ্গল
উপস্থিত করেছি, তা তোমরা দেখেছ; দেখ, আজ
সেসব উৎসন্ন স্থান আছে, সেখানে কেউ বাস

[৪৩:৬] ইয়ার ৬:১২।
[৪৩:৭] ইহি ৩০:১৮।
[৪৩:৮] জবুর ১৩৯:৭।
[৪৩:৯] পয়দা ৩১:৪৫-৫৩; ইউসা ৪:১-৭; ১বাদশা ১৮:৩১-৩২।
[৪৩:১০] ইশা ৪৪:২৮; ৪৫:১; ইয়ার ২৫:৯; ২৭:৬।
[৪৩:১১] ইহি ২৯:১৯-২০।
[৪৩:১২] ইউসা ৭:১৫।
[৪৩:১৩] পয়দা ১:১৬; ইশা ১৯:১৮; দ্বি:বি ৪:১৯।
[৪৪:১] দ্বি:বি ৩২:৪২।
[৪৪:২] ২খান্দান ৩৪:২৪।
[৪৪:৩] হিজ ৩২:২২।
[৪৪:৪] শুমারী ১১:২৯।
[৪৪:৫] ইয়ার ২৫:৪; দানি ৯:৬।
[৪৪:৬] লেবীয় ২৬:৩১, ৩৪; দ্বি:বি ২৯:২৩; মাতম

-১২ আয়াত দেখুন)।

৪৩:৬ রাজকুমারীদেরকে। ৪১:১০ আয়াতের নোট দেখুন। *ইয়ারমিয়া ... বারূক।* কোন সন্দেহ নেই যে, তাঁরা একান্ত অনিচ্ছায় মিসরে গিয়েছিলেন,যা আমরা ৩২:৬-১৫; ৪০:১-৬; ৪২:১৩-২২ আয়াতের আলোকে আমরা বুঝতে পারি।

৪৩:৭ তফন্‌হেষ। ২:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৩:৯ ফেরাউনের বাড়ি। এখানে ফেরাউনের বাসভবনের কথা বোঝানো হয়েছে তা নয়। এলিফ্যান্টাইন প্যাপিরাসের মধ্যে একটিতে ফেরাউনের বাড়ি উল্লেখ করা হয়েছে, যেটি মূলত তিনি দক্ষিণ মিসরে এলিফ্যান্টাইন পরিদর্শন কালে তাঁর বাসগৃহ হিসেবে ব্যবহৃত হত।

৪৩:১০ আমার গোলাম ... বখতে-নাসার। ২৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন। *তার সিংহাসন।* বখতে-নাসারের কর্তৃত্বের কথা বোঝানো হচ্ছে।

৪৩:১১ দেখুন আয়াত ১৫:২ ও নোট। *সে এসে মিসর দেশে আঘাত করবে।* এই বক্তব্যের অংশ বিশেষ এখন লন্ডন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা আছে। সেখানে বাদশাহ্‌ বখতে-নাসারের ৩৭ তম বছরে মিসরের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযানের বর্ণনা রয়েছে (৫৬৮-৫৬৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। সে সময় মিসরের ক্ষমতায় ছিলেন ফেরাউন আমেসিস (উযা ২৯:১৭-২০ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৪৩:১২ ভেড়ার রাখাল যেমন তার শরীরে কাপড় জড়ায় ... মিসর দেশ দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করবে। অবশ্যম্ভাবীভাবে এই ঘটনা ঘটার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

৪৩:১৩ মিসর দেশীয় সূর্যপুরী। আক্ষরিক অর্থে "মিসরের বৈৎ শেমশ," যা "এহুদার বৈৎ শেমস" নয় (২ বাদশাহ্‌ ১৪:১১ আয়াত দেখুন)। এই মিসরীয় নগরটি হচ্ছে হেলিওপলিস (গ্রীক ভাষায় এর অর্থ "সূর্যের নগরী"), হিব্রু ভাষায় বলা হয় "সূর্যে স্থিত নগরী" (পয়দা ৪১:৪৫ আয়াতের নোট দেখুন)। **সূর্যপুরীর স্তম্ভগুলো ... দেবালয়।** এ ধরনের বিশেষ শিল্পের জন্য হেলিওপলিস বেশ বিখ্যাত ছিল।

৪৪:১-৩০ নবী ইয়ারমিয়ার লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীর সর্ব শেষ ভবিষ্যদ্বাণীটি (৪০:১–৪৪:৩০ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪৪:১ মিসর দেশে বাসকারী ... ইহুদীরা। এর আগে বর্ণিত অভিবাসনের কারণে (২ বাদশাহ্‌ ২৩:৩৪ আয়াত দেখুন) এবং **৪৩:৫-৭ আয়াতে উল্লিখিত ইহুদীদের কারণে।** যে কোন কারণেই হোক না কেন ১৫ আয়াতে উল্লিখিত একত্রিতকরণের জন্য ৪৩ ও ৪৪ অধ্যায়ের মধ্যে কিছু সময় অতিক্রম হয়েছে। ইশা ১১:১১ আয়াত দেখুন। *মিগ্‌দোল।* সম্ভবত এর অবস্থান ছিল উত্তর মিসরে (৪৬:১৪ আয়াত দেখুন)। এই নামের অর্থ "প্রহরী দুর্গ"। *তফন্‌হেষ।* সাধারণত এই নামের সাথে মেম্ফিস নামটিও চলে আসে। ২:১৬; ইশা ১৯:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৪:৩ দেখুন ১:১৬ আয়াতের নোট; এর সাথে ১১:১৭; ১৯:৪; ৩২:৩২ আয়াত।

৪৪:৪ দেখুন ৭:২৫ আয়াত ও নোট। **তোমরা আমার ঘৃণিত এই জঘন্য কাজ করো না।** কাজী ১৯:২৪ আয়াত দেখুন।

করে না; ৩ এর কারণ লোকদের নাফরমানী, যা
আমাকে অসন্তুষ্ট করার জন্য তারা করতো;
তাদের, তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের
অপরিচিত অন্য দেবতাদের সেবা করার জন্য
তারা তাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাতে যেত। ৪ তবুও
আমি আমার সমস্ত গোলাম নবীদেরকে
তোমাদের কাছে পাঠাতাম, খুব ভোরে উঠে
পাঠিয়ে বলতাম, আহা, তোমরা আমার ঘৃণিত
এই জঘন্য কাজ করো না। ৫ কিন্তু তারা মান্য
করতো না এবং নিজ নিজ দুষ্কর্ম থেকে ফিরবার
জন্য, অন্য দেবতাদের উদ্দেশে আর ধূপ না
জ্বালাবার জন্য, কান দিত না। ৬ এজন্য আমার
গজব ও ক্রোধ বর্ষিত হল, এহুদার নগরে নগরে
ও জেরুশালেমের পথে পথে জ্বলে উঠলো, তাতে
সেগুলো আজ যেমন রয়েছে, তেমনি উৎসন্ন ও
ধ্বংস হয়ে পড়ে রয়েছে। ৭ অতএব এখন মাবুদ,
বাহিনীগণের আল্লাহ্‌, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই
কথা বলেন, তোমরা কেন নিজ নিজ প্রাণের
বিরুদ্ধে মহাগুনাহ্‌ করছো? এই কাজে তো
নিজেদের সম্পর্কীয় পুরুষ, স্ত্রী, বালক ও
স্তন্যপায়ী শিশুদেরকে এহুদার মধ্য থেকে উচ্ছিন্ন
করবে, নিজেদের কাউকেও অবশিষ্ট রাখবে না।
৮ তোমরা এই যে মিসর দেশে প্রবাস করার জন্য
এসেছো, এখানে অন্য দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ
জ্বালিয়ে কেন নিজেদের হাতের কাজ দ্বারা
আমাকে অসন্তুষ্ট করছো? তোমরা উচ্ছিন্ন হবে
এবং দুনিয়ার সমস্ত জাতির মধ্যে বদদোয়া ও
উপহাসের পাত্র হবে। ৯ তোমাদের পূর্বপুরুষদের
দুষ্কর্ম এহুদার বাদশাহ্‌দের দুষ্কর্ম, তাদের স্ত্রীদের
দুষ্কর্ম, তোমাদের নিজেদের দুষ্কর্ম ও তোমাদের
স্ত্রীদের দুষ্কর্ম, যা এহুদা দেশে ও জেরুশালেমের
পথে পথে করা হত, সেসব কি ভুলে গেছ?
১০ এই লোকেরা আজ পর্যন্ত নিজেদের অন্তর

১:১৩; জাকা ৭:১৪।
[৪৪:৭] ২বাদশা ২১:১৪।
[৪৪:৮] ইশা ৪০:১৮-২০; ইয়ার ১০:৩; রোমীয় ১:২৩।
[৪৪:৮] জবুর ৪৪:১৩।
[৪৪:৯] কাজী ২:১৯।
[৪৪:১০] দ্বি:বি ৮:৩; মথি ২৩:১২; ফিলি ২:৮।
[৪৪:১১] প্রকা ৪:৮।
[৪৪:১২] ইশা ১:২৮।
[৪৪:১৩] হিজ ৩২:৩৪; লেবীয় ২৬:১৪-১৭।
[৪৪:১৪] ইয়ার ২২:২৪-২৭; ৪৯:৫; মাতম ৪:১৫; ইহি ৬:৮; রোমীয় ৯:২৭।
[৪৪:১৫] মেসাল ৩১:১০; ইয়ার ৬:১২।
[৪৪:১৬] ১শামু ৮:১৯; আইউ ১৫:২৫-২৬; ইয়ার ১১:৮-১০।
[৪৪:১৭] ইশা ৬৫:৩।
[৪৪:১৮] লেবীয় ২৩:১৮।
[৪৪:১৯] পয়দা ৩:৬; ইফি ৫:২২।

ভেঙ্গে চুরমার করে নি, ভয়ও করে নি এবং আমি
আমার যে ব্যবস্থা ও বিধিকলাপ তোমাদের ও
তোমাদের পূর্বপুরুষদের সম্মুখে রেখেছি এরা
সেই অনুসারে আচরণ করে নি।
১১ এজন্য বাহিনীগণের মাবুদ, ইসরাইলের
আল্লাহ্‌, এই কথা বলেন, দেখ, আমি তোমাদের
অমঙ্গল করতে ও সমস্ত এহুদাকে উচ্ছিন্ন করতে
উন্মুখ হলাম। ১২ আর আমি এহুদার
অবশিষ্টাংশকে, অর্থাৎ যারা মিসর দেশে প্রবাস
করতে যাবার জন্য উন্মুখ হয়েছে, তাদেরকে
ধরবো; তারা সকলে বিনষ্ট হবে, মিসর দেশেই
ধ্বংস হবে; তারা তলোয়ার ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা বিনষ্ট
হবে; ক্ষুদ্র ও মহান সকলে তলোয়ারে ও দুর্ভিক্ষে
মারা পড়বে এবং অভিসম্পাত, বিস্ময়, বদদোয়া
ও উপহাসের পাত্র হবে। ১৩ আমি যেমন
তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা
জেরুশালেমকে দণ্ড দিয়েছি, তেমনি মিসর দেশ-
নিবাসীদেরকে দণ্ড দেব; ১৪ তাতে এহুদার যে
অবশিষ্ট লোক মিসরে প্রবাস করতে এসেছে,
তাদের মধ্যে কেউ উদ্ধার বা রক্ষা পাবে না;
সেই এহুদা দেশে ফিরে যেতে পারবে না,
যেখানে বাস করার জন্য ফিরে যেতে মনস্থ
করছে; কতগুলো পলাতক লোক ছাড়া আর
কেউ ফিরে যাবে না।
১৫ তখন যেসব পুরুষ জানত যে, তাদের স্ত্রীরা
অন্য দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালায়, তারা এবং
কাছে দণ্ডায়মান সমস্ত স্ত্রীলোক, এক মহাসমাজ,
অর্থাৎ মিসরের পথ্রোষ প্রদেশে বাসকারী সমস্ত
লোক ইয়ারমিয়াকে জবাবে বললো, ১৬ তুমি
মাবুদের নামে আমাদেরকে যে কথা বলেছ,
তোমার সেই কথা আমরা শুনব না; ১৭ কিন্তু
আমাদেরই যা বলেছি সেই সমস্ত কথা অনুসারে
কাজ করবোই করবো, আকাশ-রাণীর উদ্দেশে

৪৪:৬ আমার গজব ও ক্রোধ বর্ষিত হল। ৭:২০; ৪২:১৮ আয়াত দেখুন।

৪৪:৭ কেন নিজ নিজ প্রাণের বিরুদ্ধে মহাগুনাহ্‌ করছো? ২৬:১৯ আয়াত দেখুন। *পুরুষ, স্ত্রী, বালক ও স্তন্যপায়ী শিশু।* এই শব্দগুচ্ছের মধ্য দিয়ে সাধারণত "সকলকে" বোঝানো হয় (১ শামু ১৫:৩; ২২:১৯ আয়াত দেখুন)।

৪৪:৮ নিজেদের হস্তকৃত কাজ। দেবতাদের মূর্তি (১:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে হিজ ৩৪:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)। *বদদোয়া ও উপহাসের পাত্র।* ৪২:১৮ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে ২৪:৯; ২৫:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৪:৯ তাদের স্ত্রীদের দুষ্কর্ম ... তোমাদের স্ত্রীদের দুষ্কর্ম। স্ত্রীরাও তাদের স্বামীদের সাথে "আকাশ রাণীর" পূজায় অংশ নিয়েছিল (আয়াত ১৯; এর সাথে আয়াত ১৫ দেখুন)।

৪৪:১০ ব্যবস্থা ও বিধিকলাপ ... অনুসারে আচরণ করে নি। ৯:১৩; ২৬:৪; এর সাথে ৭:৯ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪৪:১১-১৪ দেখুন ৪২:১৭-১৮ আয়াত ও নোট।

৪৪:১১ উন্মুখ হলাম। আক্ষরিক অর্থে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া বোঝায় (২১:১০ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৪৪:১৫ তাদের স্ত্রীরা ... সমস্ত স্ত্রীলোক। আয়াত ১৯ দেখুন; এর সাথে ৯ আয়াতের নোট দেখুন। *মিসরের পথ্রোষ প্রদেশে বাসকারী সমস্ত লোক।* পুরো মিসর ভৌগলিক দিক থেকে উঁচু ও নিচু দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। আয়াত ১ দেখুন; এর সাথে ইশা ১১:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৪:১৭ আকাশ-রাণী। ৭:১৮ আয়াতের নোট দেখুন। **সেখানে ... কোন অমঙ্গল দেখতাম না।** বাদশাহ্‌ মানাশার দীর্ঘ রাজত্বকালে ইসরাইল জাতি তুলনামূলক বেশ স্বচ্ছল অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল।

৪৪:১৮ যে সময় থেকে ... ছেড়ে দিয়েছি। বাদশাহ্‌ ইউসিয়ার সংস্কার কার্যক্রমের কারণে, যা ৬২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে শুরু হয়। *সে সময় থেকে ... অভাব হচ্ছে।* ৬০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাদশাহ্‌ ইউসিয়ার মৃত্যু পর থেকে আক্রমণ ও বন্দীদশা সহ একাধিক আঘাত শুরু হয়, যা এহুদাকে দিয়ে শুরু হয়। লোকেরা ভ্রান্ত হয়ে আকাশ রাণীর পূজা না করার কারণে এগুলো ঘটেছে বলে মনে করছে।

৪৪:১৯ আমরা। অর্থাৎ নারীরা; যেহেতু আকাশ রাণী তথা ইশটার ছিল ব্যাবিলনের উর্বরতার দেবী, সে কারণে তার পূজায়

ধূপ জ্বালাবো ও পেয় উৎসর্গ ঢালব; আমরা ও
আমাদের পূর্বপুরুষেরা, আমাদের বাদশাহ্‌রা ও
আমাদের কর্মকর্তারা এহুদার নগরে নগরে ও
জেরুশালেমের পথে পথে তা-ই করতাম, আর
সেখানে আমরা খাদ্যদ্রব্যে তৃপ্ত হতাম এবং সুখে
ছিলাম, কোন অমঙ্গল দেখতাম না। ১৮ কিন্তু যে
সময় থেকে আমরা আকাশ-রাণীর উদ্দেশে ধূপ
জ্বালানো ও পেয় উৎসর্গ ঢালা ছেড়ে দিয়েছি, সে
সময় থেকে আমাদের সমস্ত বস্তুর অভাব হচ্ছে
এবং আমরা তলোয়ার ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা বিনষ্ট
হচ্ছি। ১৯ আর আমরা যখন আকাশ-রাণীর
উদ্দেশে ধূপ জ্বালাতাম ও পেয় উৎসর্গ ঢালতাম,
তখন কি নিজ নিজ স্বামীকে না জানিয়ে তাঁর
পূজার জন্য পিঠা প্রস্তুত করতাম ও তাঁর উদ্দেশে
পেয় উৎসর্গ ঢালতাম?
২০ পরে ইয়ারমিয়া সমস্ত লোককে, পুরুষ, কি
স্ত্রী যত লোক সেই জবাব দিয়েছিল, সেসব
লোককে এই কথা বললেন, ২১ এহুদার নগরে
নগরে ও জেরুশালেমের পথে পথে তোমরা ও
তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা, তোমাদের বাদশাহ্‌রা
ও কর্মকর্তারা এবং জনপদস্থ লোকেরা যে ধূপ
জ্বালাত, মাবুদ কি সেই ধূপ জ্বালানো স্মরণ
করেন নি, তা কি তাঁর মনে পড়ে নি? ২২ মাবুদ
তোমাদের দুষ্ট আচরণ ও তোমাদের কৃত ঘৃণার
কাজের দরুন আর সহ্য করতে পারলেন না,
এজন্য তোমাদের দেশ আজ যেমন রয়েছে,
তেমনি উৎসন্ন, বিস্ময়জনক, বদদোয়াগ্রস্ত ও
জনশূন্য হল। ২৩ তোমরা ধূপ জ্বালিয়েছ, মাবুদের
বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করেছ, মাবুদের কথা মান্য কর নি
এবং তাঁর শরীয়ত, বিধি ও নির্দেশ অনুসারে চল
নি, সেজন্যই আজ যেমন রয়েছে, তেমনি
তোমাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটেছে।

[৪৪:২১] ইশা ৬৪:৯; ইয়ার ১৪:১০; হোশেয় ৮:১৩।
[৪৪:২২] পয়দা ১৯:১৩; জবুর ১০৭:৩৩-৩৪; ইহি ৩৩:২৮-২৯।
[৪৪:২৩] ১বাদশা ৯:৬।
[৪৪:২৪] পয়দা ৩:৬।
[৪৪:২৫] দ্বি:বি ৩২:৩৮।
[৪৪:২৬] পয়দা ২২:১৬; ইশা ৪৮:১; প্রেরিত ১৯:১৩; ইব ৬:১৩-১৭।
[৪৪:২৭] লেবীয় ২৬:৩৮; আইউ ১৫:২২; ২পিতর ৩:৯।
[৪৪:২৮] ইয়ার ৪৫:৫; ইহি ৬:৮।
[৪৪:২৯] পয়দা ২৪:১৪; হিজ ৩:১২; শুমারী ১৬:৩৮; মথি ১২:৩৮; ২৪:৩।
[৪৪:৩০] ইয়ার ২৫:১৯; ৪৬:২৬; ইহি ৩০:২১; ৩২:৩২।
[৪৫:১] হিজ ১৭:১৪; জবুর ৪০:৭।
[৪৫:৩] ইশা ২৪:১৬; ১করি ৯:১৬।

২৪ ইয়ারমিয়া সমস্ত পুরুষলোক এবং সমস্ত
স্ত্রীলোককে আরও বললেন, হে মিসর দেশস্থ
সমস্ত ইহুদী, তোমরা মাবুদের কালাম শোন;
২৫ বাহিনীগণের মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই
কথা বলেন, তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীরা মুখে যা
বলেছ, হাত দিয়ে তা সম্পন্ন করেছ, তোমরা
বলেছ, 'আমরা আকাশ-রাণীর উদ্দেশে ধূপ
জ্বালাবার ও পেয় উৎসর্গ ঢালবার যে মানত
করেছি, তা অবশ্য সিদ্ধ করবো;' ভাল,
তোমাদের মানত অটল কর, তোমাদের মানত
সিদ্ধ কর। ২৬ অতএব, হে মিসর দেশে বাসকারী
সমস্ত ইহুদী, মাবুদের কালাম শোন; মাবুদ
বলেন, দেখ, আমি আমার মহানামে শপথ
করেছি, 'জীবন্ত সার্বভৌম মাবুদের কসম,' এই
কথা বলে মিসর দেশস্থ কোন ইহুদী আমার নাম
আর মুখে আনবে না। ২৭ দেখ, আমি তাদের
অমঙ্গলের জন্য জাগরিত, মঙ্গলের জন্য নয়;
তাতে মিসর দেশস্থ সমস্ত এহুদার লোক
তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা নিঃশেষে
বিনষ্ট হবে। ২৮ তলোয়ার থেকে রক্ষা পাওয়া
অতি অল্প লোক মিসর দেশ থেকে এহুদা দেশে
ফিরে যাবে; এতে এহুদার অবশিষ্ট সমস্ত লোক,
যারা মিসর দেশে প্রবাস করার জন্য এখানে
এসেছে, তারা জানতে পারবে যে, কার কথা
স্থির থাকবে, আমার বা তাদের। ২৯ মাবুদ
বলেন, তোমাদের কাছে এ-ই চিহ্ন হবে যে,
আমি এই স্থানে তোমাদের প্রতিফল দেব, যেন
তোমরা জানতে পার যে, তোমাদের বিরুদ্ধে
আমার কালাম অবশ্য অটল থাকবে, অমঙ্গলের
জন্য। ৩০ মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ, আমি
যেমন এহুদার বাদশাহ্‌ সিদিকিয়কে তার
প্রাণনাশে সচেষ্ট দুশমন ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌

নারীদের অংশগ্রহণই মুখ্য ছিল। নিজ নিজ স্বামীকে না জানিয়ে। আনুষ্ঠানিকভাবে একজন বিবাহিত নারী আকাশ রাণীর উদ্দেশে মানত করতে পারত (আয়াত ২৫) যার অনুমতি দিত তার স্বামী (শুমারী ৩০:১০-১৫ আয়াত দেখুন)। *তাঁর পূজার জন্য পিঠা প্রস্তুত করতাম।* আকাশ রাণীর প্রতিকৃতি অনুসারে পিঠা তৈরি করা হত। ৭:১৮ আয়াত দেখুন।

৪৪:২২ বদদোয়াগ্রস্ত। আয়াত ১২ দেখুন। *জনশূন্য।* আয়াত ৬ দেখুন।

৪৪:২৩ মান্য কর নি। লোকদের সাথে মাবুদ যে নিয়ম স্থির করেছেন সেটি তারা মান্য করে নি (দ্বি.বি. ৪:৪৫; ৬:১৭, ২০ আয়াত দেখুন)।

৪৪:২৫ ভাল ... মানত সিদ্ধ কর। অনেকটা পরিহাসের সুরে বলা হয়েছে (৭:২১ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৪৪:২৬ আমি আমার মহানামে শপথ করেছি। ২২:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *জীবন্ত সার্বভৌম মাবুদের কসম।* পয়দা ৪২:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৪:২৭ জাগরিত। ১:১২ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৩১:২৮ আয়াতও দেখুন।

৪৪:২৮ অতি অল্প লোক। আয়াত ১৪ দেখুন।

৪৪:৩০ হফ্রা। তিনি ৫৮৯-৫৭০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত মিসরে রাজত্ব করেন (৩৭:৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। *তার প্রাণনাশে সচেষ্ট দুশমন।* ক্ষমতা নিয়ে লড়াইয়ের এক পর্যায়ে বাদশাহ্‌ হফ্রার মিসরীয় প্রতিপক্ষের হাতে তিনি খুন হন। আমি ... বাদশাহ্‌ সিদিকিয়কে ... বখতে-নাসারের হাতে তুলে দিয়েছি। **৩৯:৫-৭** আয়াত দেখুন।

৪৫:১-৫ নবী ইয়ারমিয়ার বিশ্বস্ত সহকারী বারূকের প্রতি বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক বক্তব্য (৩২:১২ আয়াতের নোট দেখুন)। যদিও এই অংশটি সময়ানুক্রমিক ধারাবাহিকতার বাইরে, তথাপি এই অংশটি ৩৯-৪৪ অধ্যায়ের ঐতিহাসিক বিবৃতির জন্য এক চমৎকার পরিশিষ্ট হিসেবে কাজ করেছে এবং ৪৬-৫১ অধ্যায়ে ঘটনাবলীতে প্রবেশ করার জন্য কাহিনীর গতিপথ পরিবর্তনকে সহজ করে দিয়েছে (আয়াত ১; ৪৬:২ এর নোট দেখুন)।

৪৫:১ কিতাবে লিখলেন। ৩৬:৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৩৬:২ আয়াত ও নোট দেখুন। বাদশাহ্‌ যিহোয়াকীমের চতুর্থ বছরে, ৬০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। অধ্যায় ৪৫ সময়ানুক্রমিক দিক থেকে ৩৬:৮ ও ৩৬:৯ আয়াতের মধ্যে চমৎকারভাবে মিশে যায় (৩৬:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪৫:৩ কোন কোন ক্ষেত্রে বারূকেরও নবী ইয়ারমিয়ার মত

বখতে-নাসারের হাতে তুলে দিয়েছি, তেমনি
মিসরের বাদশাহ্ ফেরাউন হফ্রাকেও তার
দুশমনদের হাতে, যারা তার প্রাণনাশে সচেষ্ট,
তাদের হাতে তুলে দেব।

বারূককে আশ্বাস দেওয়া

৪৫ ১ ইউসিয়ার পুত্র এহুদার বাদশাহ্
যিহোয়াকীমের চতুর্থ বছরে যখন
নেরিয়ের পুত্র বারূক এ সব কথা ইয়ারমিয়ার
মুখে শুনে কিতাবে লিখলেন, তখন নবী
ইয়ারমিয়া তাঁকে এই কথা বললেন, ২ হে বারূক,
মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্, তোমার বিষয়ে এই
কথা বলেন, ৩ তুমি বলেছ, হায় হায়, ধিক্
আমাকে! কেননা মাবুদ আমার ব্যথার উপরে
দুঃখ যোগ করেছেন; আমি কাতর আর্তনাদ
করতে করতে শ্রান্ত হয়েছি, কিছুমাত্র বিশ্রাম
পাচ্ছি না। ৪ তুমি তাকে এই কথা বল, মাবুদ
এই কথা বলেন, দেখ, আমি যা গেঁথেছি, তা
আমি ভেঙ্গে ফেলবো; যা রোপণ করেছি, তা
আমি উৎপাটন করবো; আর এই সারা দেশে তা
করবো। ৫ তবে তুমি কি নিজের জন্য মহৎ মহৎ
বিষয় চেষ্টা করবে? সে চেষ্টা করো না; কেননা
দেখ, আমি সমস্ত মানুষের প্রতি অমঙ্গল ঘটাবো,
মাবুদ এই কথা বলেন; কিন্তু তুমি যেসব স্থানে
যাবে; সেসব স্থানে লুণ্ঠিত দ্রব্যের মত তোমার
প্রাণ তোমাকে দেব।

৪৬ ১ জাতিদের বিষয়ে ইয়ারমিয়া নবীর
কাছে মাবুদের যে কালাম নাজেল হল,
তার বৃত্তান্ত।

মিসরের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

২ মিসরের বিষয়। ইউসিয়ার পুত্র এহুদার
বাদশাহ্ যিহোয়াকীমের চতুর্থ বছরে ব্যাবিলনের
বাদশাহ্ বখতে-নাসার মিসরের বাদশাহ্ ফেরাউন-
নখোর যে সৈন্যসামন্তকে পরাজিত করলেন,
ফোরাত নদীর তীরস্থ কর্কমীশে উপস্থিত সেই
সৈন্যসামন্ত বিষয়ক কথা।
৩ তোমরা ঢাল ও ফলক প্রস্তুত কর এবং যুদ্ধ
করার জন্য নিকটবর্তী হও। ৪ ঘোড়াগুলোকে
সজ্জিত কর, হে ঘোড়সওয়াররা, ঘোড়ায় চড়
এবং শিরস্ত্রাণ পরে সম্মুখে দাঁড়াও, বর্শা চকচকে
কর, বর্ম পরিধান কর। ৫ আমি কি জন্য এ সব
দেখেছি? তারা ভয় পেয়ে পিঠ ফিরাচ্ছে, তাদের
বীরেরা চূর্ণ হচ্ছে, তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাচ্ছে,

[৪৫:৪] দ্বি:বি ২৮:৬৩; ৩০:৯; ইশা ৫:৫-৭; ইয়ার ১৮:৭-১০।
[৪৫:৫] মথি ৬:২৫-২৭, ৩৩।
[৪৬:২] হিজ ১:৮।
[৪৬:৩] ইশা ২১:৫।
[৪৬:৪] ১শামু ১৭:৫, ৩৮; ২খান্দান ২৬:১৪; নহি ৪:১৬।
[৪৬:৫] জবুর ৩১:১৩; ৪৮:৫।
[৪৬:৬] ইশা ৩০:১৬।
[৪৬:৭] ইয়ার ৪৭:২।
[৪৬:৮] ইহি ২৯:৩, ৯; ৩০:১২; আমোষ ৮:৮।
[৪৬:৯] ইয়ার ৪৭:৩; ইহি ২৬:১০; নহূম ৩:২।

নবীয়তী আহ্বান ও পরিচর্যা কাজের কারণে সহিষ্ণুতার অভাব ঘটেছিল (উদাহরণস্বরূপ দেখুন ৮:১৮–৯:২; ২০:৭-১৮ আয়াত)। *আর্তনাদ করতে করতে শ্রান্ত হয়েছি।* জবুর ৬:৬ আয়াত দেখুন। *বিশ্রাম পাচ্ছি না।* মাতম ৫:৫ আয়াত দেখুন।

৪৫:৪ গেঁথেছি ... ভেঙ্গে ফেলবো ... রোপণ করেছি ... উৎপাটন করবো। ১:১০ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ২:২১; ৩১:৪-৫, ২৮, ৪০; ৩২:৪১; ৩৩:৭ আয়াতও দেখুন। *সমগ্র দেশে।* অর্থাৎ সব মানুষের জন্য। আয়াত ৫ দেখুন; এর সাথে ২৫:১৫, ৩১ আয়াত; অধ্যায় ৪৬-৫১ দেখুন।

৪৫:৫ মহৎ মহৎ বিষয় ... সে চেষ্টা করো না। জবুর ১৩১:১ আয়াত দেখুন। বারূকের ভাই সেরীয় সম্ভবত বাদশাহ্ সিদিকিয়ের অধীনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন (৩২:১২; ৫১:৫৯ আয়াত দেখুন)। কিন্তু বারূক নিজে কখনো ওপরে ওঠার চেষ্টা করেন নি। *লুণ্ঠিত দ্রব্যের মত তোমার প্রাণ তোমাকে দেব।* ২১:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৬:১–৫১:৬৪ দেখুন ২৫:১-৩৮; ২৫:১৩; ২৫:১৯-২৬ আয়াতের নোট। অধ্যায় ৪৬-৫১ হচ্ছে জাতিগণের বিপক্ষে ভবিষ্যদ্বাণীর একটি সঙ্কলন (ইশা ১৩-২৩; ইহি ২৫-৩২; আমোস ১-২ অধ্যায়; সফনিয় ২:৪-১৫ দেখুন)। এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো শুরু হয়েছে মিসরকে দিয়ে (অধ্যায় ৪৬) এবং শেষ করা হয়েছে ব্যাবিলনকে দিয়ে (অধ্যায় ৫০-৫১), যে দুই পরাশক্তি নবী ইয়ারমিয়ার পরিচর্যা কাজের সময় এহুদার উপরে কর্তৃত্ব বিস্তার করেছিল। এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো স্বভাবগতভাবে করা হয়েছে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকের দেশগুলোর প্রতি।

৪৬:১ জাতিদের বিষয়ে ... মাবুদের যে কালাম নাজেল হল। দেখুন ১৪:১; ৪৭:১; ৪৯:৩৪; ৫০:১ আয়াত। *জাতি।* যাদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য নবী ইয়ারমিয়াকে আহ্বান জানানো হয়েছিল (আয়াত ১:৫ ও নোট দেখুন)।

৪৬:২ মিসরের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী। দেখুন ইশা ১৯-২০; ইহি ২৯-৩২ অধ্যায়। *নখো।* তিনি ৬১০-৫৯৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত মিসরে রাজত্ব করেন। *কার্কেমীশ।* ২ খান্দান ৩৫:২০; ইশা ১০:৯ আয়াত ও নোট দেখুন। এই নামের অর্থ “কমোশের দুর্গ” (মোয়াবের প্রধান দেবতা; দেখুন ২ বাদশাহ্ ২৩:১৩ আয়াত), যা ইবলা পোড়ামাটির ফলকে জানা যায় (দেখুন পয়দায়েশ কিতাবের ভূমিকা: পটভূমি)। *ফোরাত নদী।* পয়দা ১৫:১৮ আয়াতের নোট দেখুন। *বাদশাহ্ বখতে-নাসার ... পরাজিত করলেন।* কার্কেমীশে ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা মিসরীয়দের পরাজয় ছিল প্রাচীন যুগের অন্যতম পট পরিবর্তনকারী যুদ্ধ, যা সিরিয়া ও ফিলিস্তিন সংলগ্ন এলাকায় মিসরের বহু শতাব্দী ব্যাপী কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়েছিল। বাদশাহ্ যিহোয়াকীমের চতুর্থ বছরে। ৬০৫ খ্রীস্টপূর্বাব্দ, যা বাদশাহ্ বখতে-নাসারের রাজত্বের প্রথম বছর (২৫:১ আয়াত দেখুন)।

৪৬:৩ প্রস্তুত কর। মিসরীয়দের প্রতি উপহাসের ছলে বলা হয়েছে (উদাহরণস্বরূপ দেখুন নাহূম ২:১; ৩:১৪ ও নোট)।

৪৬:৪ ঘোড়া। মিসর দেশ ছিল উৎকৃষ্ট ঘোড়া প্রাপ্তির অন্যতম উৎস (১ বাদশাহ্ ১০:২৮)। *বর্ম পরিধান কর।* ৫১:৩ আয়াত দেখুন।

৪৬:৫ চারদিকে ভয়। এই শব্দগুচ্ছটি ৬:২৫ আয়াতে ব্যাবিলনীয় সৈন্যবাহিনীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে (৬:২২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৪৬:৭-৮ নদীগুলোর মত জলরাশি আস্ফালন করছে। উত্তর মিসরের বদ্বীপ অঞ্চলের কথা বোঝানো হয়েছে, যেখানে নীল নদের শাখাগুলো বিভিন্ন জলরাশিতে একত্রিত হয়েছে।

৪৬:৮ আমি উথলে উঠব, ভূতল আপ্লাবিত করবো। ইশা ৮:৭-৮ আয়াতে আশেরীয় বাহিনীর ক্ষেত্রেও এই একই রূপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। *নগর।* এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ একবচনে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু সাধারণত শব্দটি বহুবচনেই ব্যবহৃত হয় (৮:১৬ আয়াত দেখুন)।

৪৬:৯ উঠে যাও। ৩ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে নাহূম ৩:৩ আয়াত দেখুন। *হে সমস্ত রথ, উন্মত্তের মত হও।* নাহূম

ফিরে তাকায় না; চারদিকে ভয়, মাবুদ এই কথা
বলেন। ৬ দ্রুতগামী লোককে পালিয়ে যেতে দিও
না, বীরকে পার পেতে দিও না; উত্তর দিকে
ফোরাত নদীর কাছে তারা হোঁচট খেয়ে পড়েছে।
৭ সে কে, যে নীল নদের মত উঠে আসছে,
নদীগুলোর মত জলরাশি আস্ফালন করছে?
৮ মিসর নীল নদের মত উঠে আসছে, নদীগুলোর
মত জলরাশি আস্ফালন করছে; আর সে বলে,
আমি উথলে উঠব, ভূতল আপ্লাবিত করবো,
আমি নগর ও সেই স্থানের অধিবাসীদের বিনষ্ট
করবো। ৯ হে সমস্ত ঘোড়া, উঠে যাও; হে সমস্ত
রথ, উন্মত্তের মত হও; বীরেরা, ঢালধারী
ইথিওপিয়া ও পূট এবং তীরন্দাজ ও ধনুকে
চাড়াদায়ী লূদীয়রা এগিয়ে যাক। ১০ এটি প্রভুর,
বাহিনীগণের মাবুদের দিন, তাঁর বিপক্ষদেরকে
প্রতিফল দেবার জন্য প্রতিশোধের দিন; তলোয়ার
গ্রাস করে তৃপ্ত হবে, তাদের রক্তপানে পরিতৃপ্ত
হবে, কেননা উত্তর দিকের দেশে ফোরাত নদীর
কাছে প্রভুর, বাহিনীগণের মাবুদের একটি
কোরবানী হচ্ছে। ১১ হে কুমারী মিসর-কন্যে,
তুমি গিলিয়দে উঠে যাও, ওষুধ গ্রহণ কর; তুমি
বৃথাই অনেক ওষুধ ব্যবহার করছো; তুমি সুস্থ
হবে না। ১২ জাতিরা তোমার অপমানের কথা
শুনেছে, তোমার কাতরোক্তিতে দুনিয়া পরিপূর্ণ
হচ্ছে, কেননা এক বীর অন্য বীর কর্তৃক হোঁচট
খেয়েছে, তারা উভয়ে একসঙ্গে পড়ে গেল।

ব্যাবিলন মিসরকে আক্রমণ করবে

১৩ মিসর দেশকে পরাজিত করার জন্য
ব্যাবিলনের বাদশাহ্ বখতে-নাসারের আগমন
বিষয়ে মাবুদ ইয়ারমিয়াকে এই কথা বললেন।
১৪ তোমরা মিসরে প্রচার কর, মিগ্‌দোলে ঘোষণা
কর এবং নোফে ও তফন্‌হেষে ঘোষণা কর, বল,
তুমি উঠে দাঁড়াও, নিজেকে প্রস্তুত কর, কেননা
তলোয়ার তোমার চারদিকে গ্রাস করেছে।
১৫ তোমার বলবানেরা কেন ভেসে গেল? তারা
স্থির থাকতে পারল না, যেহেতু মাবুদ তাদেরকে
অধঃপাতিত করলেন। ১৬ তিনি অনেককে হোঁচট
খাওয়ালেন, হ্যাঁ, তারা এক জন অন্যের উপরে
গিয়ে পড়লো; আর তারা বললো, উঠ, আমরা
এই উৎপিড়ক তলোয়ার থেকে ফিরে স্বজাতির

[৪৬:১০] ইহি ৩২:১০; যোয়েল ১:১৫; ওব ১:১৫।
[৪৬:১১] পয়দা ৩৭:২৫।
[৪৬:১২] নহূম ৩:৮-১০।
[৪৬:১৩] ইহি ৩২:১১।
[৪৬:১৪] ইশা ১৯:১৩।
[৪৬:১৫] ইউসা ২৩:৫।
[৪৬:১৬] লেবীয় ২৬:৩৭।
[৪৬:১৭] ১বাদশা ২০:১০-১১।
[৪৬:১৮] ইউসা ১৯:২২।
[৪৬:১৯] ইশা ২০:৪।
[৪৬:২০] ইশা ১৪:৩১।
[৪৬:২১] ২বাদশা

২:৪ আয়াত দেখুন। *পূট।* পয়দা ১০:৬ আয়াতের নোট দেখুন। *লূদীয়রা।* ইশা ৬৬:১৯ আয়াতের নোট দেখুন। ইথিওপিয়া, পূট ও লূদিয়া থেকে লোকেরা মিসরে ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে যুদ্ধ করতে আসতো।

৪৬:১০ প্রতিশোধের দিন। ইশা ৩৪:৮ আয়াত ও নোট দেখুন। মাবুদ আল্লাহ্ এহুদার বিপক্ষে মিসরের নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ নেবেন (উদাহরণস্বরূপ দেখুন ২ বাদশাহ্ ২৩:২৯, ৩৩-৩৫ আয়াত)। *তলোয়ার গ্রাস করে তৃপ্ত হবে।* আয়াত ১৪ দেখুন। *রক্তপানে পরিতৃপ্ত হবে, কেননা ... একটি কোরবানী হচ্ছে।* যুদ্ধে মানুষ হত্যাকে কোরবানীর সাথে তুলনা করা হচ্ছে (ইশা ৩৪:৫-৭ আয়াত ও নোট; সফনিয় ১:৭-৮ আয়াত দেখুন)।

৪৬:১১ গিলিয়দ ... ওষুধ। ৮:২২ আয়াত ও নোট দেখুন। *কুমারী মিসর-কন্যে।* মিসরকে এখানে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (২ বাদশাহ্ ১৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন)। *বৃথাই অনেক ওষুধ ব্যবহার করছো ... তুমি সুস্থ হবে না।* চিকিৎসা শাস্ত্রে মিসরের উচ্চ খ্যাতি থাকার কারণে নিঃসন্দেহে এই উক্তিটি পরিহাসের ছলে করা হয়েছে।

৪৬:১২ হোঁচট খেয়েছে ... পড়ে গেল। আয়াত ৬, ১৬ দেখুন।

৪৬:১৩ মিসর দেশকে পরাজিত করার জন্য ... বখতে-নাসারের আগমন। ৫৬৮-৫৬৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (৪৩:১১ আয়াতের নোট দেখুন) কার্কেমিশের যুদ্ধের অনেক পরে (আয়াত ২ ও নোট দেখুন)।

৪৬:১৪ মিগ্‌দোল। ৪৪:১ আয়াতের নোট দেখুন। *নোফে ও তফন্‌হেষে।* ৪৪:১ আয়াত দেখুন; এর সাথে ২:১৬ আয়াত; ইশা ১৯:১৩ আয়াতের নোট দেখুন। *তুমি উঠে দাঁড়াও।* আয়াত ৪ দেখুন। *তলোয়ার তোমার চারদিকে গ্রাস করেছে।* আয়াত ১০ দেখুন।

৪৬:১৫ বলবানেরা। হিব্রু ভাষায় ব্যবহৃত এর প্রতিশব্দটি দিয়ে বোঝানো হয় "যোদ্ধা" বা "বীর", যা ৫, ৯, ১২ আয়াতে দেখা যায়। এই শব্দটি দিয়ে অনেক সময় শক্তিশালী প্রাণীও বোঝানো হয়ে থাকে (৮:১৬; ৫০:১১ আয়াতে ঘোড়া বোঝানো হয়েছে)। জবুর ২২:১২; ৫০:১৩; ৬৮:৩০; ইশা ৩৪:৭ আয়াতে এই হিব্রু শব্দটিকে অনুবাদ করা হয়েছে "ষাঁড়" (জবুর ৬৮:৩০ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪৬:১৬ তিনি অনেককে হোঁচট খাওয়ালেন। ৬, ১২ আয়াত দেখুন। এর আক্ষরিক অর্থ "তারা বার বার হোঁচট খেল।" *আর তারা বললো, উঠ, আমরা ... যাই।* ফেরাউনের বাহিনীর ভাড়াটে সৈন্যরা এ কথা বলবে (আয়াত ৯ ও নোট দেখুন)। *উৎপীড়ক তলোয়ার।* আয়াত ২৫:৩৮; ৫০:১৬ দেখুন।

৪৬:১৭ শব্দমাত্র। ইশা ৩০:৭ আয়াতে মিসরকে "কিছুই না" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। *সে সময় বয়ে যেতে দিয়েছে।* কার্কেমিশের যুদ্ধের পর (আয়াত ২ দেখুন) বখতে-নাসার তাঁর পিতার মৃত্যুর খবর শুনে ব্যাবিলনে ফিরে গিয়েছিলেন। মিসর সে সময়ের সুযোগ নিয়ে পুনরায় বিজয় লাভ করতে পারতো।

৪৬:১৮ আমার জীবনের কসম। পয়দা ২২:১৬; ৪২:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। *সেই বাদশাহ্।* ৮:১৯; ১০:৭, ১০; ৪৮:১৫; ৫১:৫৭ আয়াতেও আল্লাহ্‌কে "বাদশাহ্" বলা হয়েছে। *এক ব্যক্তি।* বখতে নাসার। *তাবোর ... কর্মিল।* ইসরাইলের অন্যতম প্রধান দুটি পর্বত (কাজী ৪:৬; সোলায়মান ৭:৫; ইশা ৩৩:৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪৬:১৯ নির্বাসনের জন্য সম্বল প্রস্তুত কর। একই কথা ইহি ১২:৩ আয়াতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। *মিসর।* আক্ষরিক অর্থে "মিসর-নিবাসীনী কন্যে" (আয়াত ১১ ও নোট দেখুন)। *পতিত ভূমি ও জনশূন্য হবে।* ২:১৫; ৯:১২ আয়াতে এহুদাকে এই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

৪৬:২০ অতি সুন্দরী তরুণী গাভী। সম্ভবত এখানে পরিহাস ছলে মিসরীয়দের গরু পূজার বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে (আয়াত ১৫ ও নোট দেখুন)। *দংশক।* বখতে-নাসার। অনেক সময় পতঙ্গ দিয়ে প্রতীকী অর্থে আক্রমণকারী সৈন্য বোঝানো হত (হিজ ২৩:২৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪৬:২১ বেতনভোগীরা। অর্থাৎ ভাড়াটে সৈন্যরা। ৯ আয়াতের নোট দেখুন। *পুষ্ট বাছুর।* ২০ আয়াতের নোট দেখুন। *বিপদের দিন।* ১৮:১৭ আয়াত দেখুন। *প্রতিফল পাবার সময়।* ১১:২৩; ২৩:১২; ৫০:২৭ আয়াত দেখুন।

কাছে ও আমাদের জন্মভূমিতে যাই। ১৭ সেই
স্থানে লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে বললো, মিসরের
বাদশাহ্ ফেরাউন শব্দমাত্র, সে সময় বয়ে যেতে
দিয়েছে। ১৮ বাহিনীগণের মাবুদ যাঁর নাম, সেই
বাদশাহ্ বলেন, আমার জীবনের কসম,
পর্বতমালার মধ্যে তাবোরের মত কিংবা সমুদ্রের
নিকটস্থ কর্মিলের মত এক ব্যক্তি আসবে। ১৯ হে
মিসর-নিবাসিনী কন্যে, নির্বাসনের জন্য সম্বল
প্রস্তুত কর; কেননা নোফ ধ্বংসিত, পতিত ভূমি
ও জনশূন্য হবে। ২০ মিসর অতি সুন্দরী তরুণী
গাভী, কিন্তু উত্তর দিক থেকে দংশক আসছে,
আসছে। ২১ মিসরের মধ্যবর্তী তার
বেতনভোগীরা পুষ্ট বাছুরটির মত, তারাও ফিরে
গেছে, একযোগে পালিয়ে গেছে, স্থির থাকে নি,
কেননা তাদের বিপদের দিন, প্রতিফল পাবার
সময়, তাদের কাছে উপস্থিত। ২২ তার আওয়াজ
সাপের মত চলবে; কারণ ওরা সসৈন্যে চলবে
এবং কাঠুরিয়াদের মত কুড়ালি নিয়ে তার বিরুদ্ধে
আসবে। ২৩ মাবুদ বলেন, ওরা তার বন কেটে
ফেলবে, তার অনুসন্ধান করা যায় না, কারণ ওরা
পঙ্গপালের চেয়েও বেশি, ওরা অসংখ্য।
২৪ মিসরকন্যা লজ্জিতা হবে, তাকে উত্তর দিকের
দেশগুলোর লোকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।
২৫ বাহিনীগণের মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্,
বলেন, দেখ, আমি নো নগরের আমোন দেবকে,
ফেরাউন ও মিসরকে এবং তার দেবতাদের ও
বাদশাহ্‌দেরকে, ফেরাউন ও তার শরণাপন্ন

৭:৬।
[৪৬:২২] জবুর ৭৪:৫।
[৪৬:২৩] দ্বি:বি ২৮:৪২; কাজী ৭:১২।
[৪৬:২৪] ২বাদশা ২৪:৭।
[৪৬:২৫] ইহি ৩০:১৪; নহূম ৩:৮।
[৪৬:২৬] ইশা ১৯:৪।
[৪৬:২৭] ইশা ৪৩:৫; ইয়ার ৫১:৪৬।
[৪৬:২৮] হিজ ১৪:২২; শুমারী ১৪:৯; ইশা ৮:৯-১০।
[৪৭:১] পয়দা ১০:১৪; কাজী ৩:৩১।
[৪৭:২] ইশা ১৪:৩১।
[৪৭:৩] ইশা ১৩:৭; ইয়ার ৫০:৪৩; ইহি ৭:১৭; ২১:৭।
[৪৭:৪] ইশা ২৩:১; আমোষ ১:৯-১০; জাকা ৯:২-৪।

সকলকে প্রতিফল দেব; ২৬ আর যারা তাদের
প্রাণনাশ করার জন্য সচেষ্ট, তাদের হাতে,
ব্যাবিলনের বাদশাহ্ বখতে-নাসারের ও তার
গোলামদের হাতে তাদেরকে তুলে দেব; কিন্তু
তারপরে সেই দেশ আগেকার দিনের মত
বাসযোগ্য হবে, মাবুদ এই কথা বলেন।

আল্লাহ্ ইসরাইলকে উদ্ধার করবেন

২৭ পরন্তু, হে আমার গোলাম ইয়াকুব, তুমি ভয়
করো না; হে ইসরাইল, নিরাশ হয়ো না; কেননা
দেখ, আমি দূর থেকে তোমাকে, বন্দীত্ব-দেশ
থেকে তোমার বংশকে নিস্তার করবো; ইয়াকুব
ফিরে আসবে, নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাকবে, কেউ
তাকে ভয় দেখাবে না। ২৮ মাবুদ বলেন, হে
আমার গোলাম ইয়াকুব, তুমি ভয় করো না,
কেননা আমি তোমার সহবর্তী; হ্যাঁ, যাদের মধ্যে
আমি তোমাকে দূর করেছি, সেসব জাতিকে
নিঃশেষে সংহার করবো, কিন্তু তোমাকে
নিঃশেষে সংহার করবো না; আমি ন্যায়বিচার
করে শাস্তি দেব, কোন মতে অদণ্ডিত রাখবো
না।

ফিলিস্তিনীদের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

৪৭ ১ ফেরাউন গাজা পরাজিত করার
আগে ফিলিস্তিনীদের বিষয়ে ইয়ারমিয়া
নবীর কাছে মাবুদের যে কালাম নাজেল হল,
তার বৃত্তান্ত।
২ মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ, উত্তর দিক থেকে
পানি উথলে আসছে, তা প্লাবনকারী বন্যা হয়ে

৪৬:২২ সাপের মত। অনেক সময় মিসরীয় ফেরাউনরা সাপকে তাদের সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করতেন (হিজ ৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন)। *কাঠুরিয়াদের মত কুড়ালি নিয়ে তার বিরুদ্ধে আসবে।* ২১:১৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে ইশা ১০:১৮-১৯, ৩৩-৩৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪৬:২৩ পঙ্গপালের চেয়েও বেশি, ওরা অসংখ্য। এখানে আক্রমণকারী বাহিনীকে পঙ্গপালের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যোয়েল ২:১১, ২৫ আয়াতে পঙ্গপালকে আক্রমণকারী সৈন্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে (এর সাথে ৫১:১৪ আয়াত দেখুন)।

৪৬:২৪ মিসরকন্যা। ১১ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪৬:২৫ আমোন। ইতিহাসের অধিকাংশ সময় জুড়ে আমোন ছিল মিসরীয়দের প্রধান দেবতা। দুষ্ট বাদশাহ্ মানশা সম্ভবত এই দেবতার নামে তাঁর নিজ পুত্রের নাম রেখেছিলেন (২ বাদশাহ্ ২১:১৮; ২ খান্দান ৩৩:২২ আয়াত দেখুন)। *নো নগর।* বর্তমান থিব্‌স নগর যা সে সময় দক্ষিণ মিসরের রাজধানী ছিল (ইহি ৩০:১৪-১৬ আয়াত দেখুন)।

৪৬:২৬ সেই দেশ আগেকার দিনের মত বাসযোগ্য হবে। তুলনা করুন ৪৮:৪৭; ৪৯:৬, ৩৯ আয়াত। মিসরকে মসীহের যুগে আবারও পুনর্জাগরিত করা হবে (ইশা ১৯:২৩-২৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৪৬:২৭-২৮ প্রায় উদ্ধৃতি আকারে ৩০:১০-১১ আয়াত থেকে নেওয়া হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৪৭:১ ফিলিস্তিনীদের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী। ইশা ১৪:২৮-৩২; ইহি ২৫:১৫-১৭; আমোস ১:৬-৮; সফনিয় ২:৪-৭ আয়াতের নোট দেখুন। *ফেরাউন।* তিনি ফেরাউন দ্বিতীয় নখো কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না (৪৬:২ আয়াত দেখুন; এর সাথে ২ বাদশাহ্ ২৩:২৯ আয়াতের নোট দেখুন) কিংবা তিনি হফ্রা কি না সে ব্যাপারে জানা যায় না (৩৭:৫; ৪৪:৩০ আয়াতের নোট দেখুন)। *গাজা।* আয়াত ৫; ২৫:২০ দেখুন; কাজী ১:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৭:২ পানি উথলে আসছে। ৪৬:৭-৮ আয়াতের নোট দেখুন। *উত্তর দিক থেকে।* অর্থাৎ ব্যাবিলন থেকে, যেমনটা ১:১৩-১৪; ৪৬:২০ আয়াতে দেখা যায়। *দেশ ও তার মধ্যেকার সমস্ত বস্তু।* এই অংশটি ৪:১৬ আয়াত থেকে প্রায় উদ্ধৃতি আকারে নেওয়া হয়েছে। *দেশ।* ফিনিশিয়া ও ফিলিস্তিয়া। *নগর।* ৪৬:৮ আয়াতের নোট দেখুন; যার মধ্যে রয়েছে টায়ার ও সিডন (আয়াত ৪ দেখুন) সেই সাথে গাজা, অস্কিলোন (আয়াত ৫) এবং অন্যান্য ফিলিস্তিনী নগর।

৪৭:৩ বলবান ঘোড়া। ৪৬:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। *হাত অবশ হয়ে যাবার ফলে।* আতঙ্কে অবশ হয়ে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে (৬:২৪; ইশা ১৩:৭ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৪৭:৪ টায়ার ও সিডন। আয়াত ২; ২৫:২২; ২৭:৩ ও নোট দেখুন। *প্রত্যেক অবশিষ্ট সাহায্যকারী।* আয়াত ৫; আরও দেখুন ২ বাদশাহ্ ১৯:৩০-৩১; ইশা ১:৯; ১০:২০-২২ আয়াত ও নোট। *কপ্তোর।* ক্রীট দ্বীপ (সফনিয় ২:৫ আয়াত সহ অন্যান্য আয়াতে উল্লিখিত কারেথীয়রা সম্ভবত ক্রীট থেকেই এসেছিল), ভূমধ্যসাগরের বহু দ্বীপের মধ্যে একটি যা ফিলিস্তিনীদের মূল মাতৃভূমি ছিল (পয়দা ১০:১৪ আয়াত ও নোট; দ্বি.বি. ২:২৩

উঠবে, দেশ ও তার মধ্যেকার সমস্ত বস্তু, নগর ও
সেখানকার অধিবাসীদেরকে প্লাবিত করবে, তাতে
লোকেরা কান্নাকাটি করবে, দেশ-নিবাসীরা
সকলে হাহাকার করবে। ৩ দুশমনের বলবান
ঘোড়াগুলোর খুরের শব্দে, রথের ঘর্ঘর ধ্বনিতে,
চাকার শব্দে পিতাদের হাত অবশ হয়ে যাবার
ফলে তাদের বালকদের প্রতিও ফিরে দেখবে না।
৪ কেননা সমস্ত ফিলিস্তিনীকে বিনষ্ট করার দিন,
টায়ার ও সিডনের প্রত্যেক অবশিষ্ট
সাহায্যকারীকে উচ্ছিন্ন করার দিন আসছে; কারণ
মাবুদ ফিলিস্তিনীদেরকে, কপ্তোরের উপকূলের
অবশিষ্ট লোককে, বিনষ্ট করবেন। ৫ গাজার
মাথায় টাক পড়লো, অস্কিলোন, তাদের
উপত্যকার অবশিষ্টাংশ নীরব হল; তুমি কত কাল
তোমার অঙ্গ কাটাকুটি করবে? ৬ হে মাবুদের
তলোয়ার, তুমি আর কত কাল পরে ক্ষান্ত হবে?
তুমি তোমার কোষে প্রবেশ কর, শান্ত হও, ক্ষান্ত
হও। ৭ তা কিভাবে ক্ষান্ত হতে পারে? মাবুদ তো
ওকে হুকুম দিয়েছেন; অস্কিলোনের বিরুদ্ধে ও
সমুদ্র-বক্ষের বিরুদ্ধে, সেখানে তিনি তাকে নিযুক্ত
করেছেন।

মোয়াব-বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী

৪৮ ১ মোয়াবের বিষয়। বাহিনীগণের
মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই কথা
বলেন, হায় হায় নবো! ওটা তো উচ্ছিন্ন হল;
কিরিয়াথয়িম লজ্জিত হল, পরহস্তগত হল,
তাদের দুর্গ লজ্জিত হল, ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া
হল। ২ মোয়াবের প্রশংসা আর নেই, লোকেরা
হিশ্‌বোনে তার অমঙ্গলার্থে মন্ত্রণা করেছে,
'এসো, আমরা তাদেরকে উচ্ছিন্ন করি, জাতি
হিসেবে আর থাকতে দেব না।' হে মদ্‌মেনা,
তুমিও নিস্তব্ধ হবে, তলোয়ার তোমার পিছনে
তাড়া করবে। ৩ হোরোণয়িম থেকে ক্রন্দনের
আওয়াজ, ধ্বংস ও মহাবিনাশ। ৪ মোয়াব ভগ্ন
হল; তার ছোটদের ক্রন্দনের আওয়াজ শোনা
যাচ্ছে। ৫ লূহীতের উঠে যাবার পথে লোকে
কাঁদতে কাঁদতে উঠছে; কেননা হোরোণয়িমের
নেমে যাবার পথে বিনাশের জন্য সঙ্কটের কান্না
শোনা যাচ্ছে। ৬ 'পালিয়ে যাও, নিজ নিজ প্রাণ
রক্ষা কর, মরুভূমিস্থ ঝাউ গাছের মত হও।'

[৪৭:৫] লেবীয় ১৯:২৮। [৪৭:৬] ইশা ৩৪:৫; ইয়ার ১২:১২; ৪৮:১০; ৫০:৩৫। [৪৮:১] পয়দা ১৯:৩৭; দ্বিঃবি ২৩:৬। [৪৮:২] শুমারী ২১:২৫; ইউসা ১৩:২৬। [৪৮:৩] ইশা ১৫:৫। [৪৮:৫] ইশা ১৫:৫। [৪৮:৬] পয়দা ১৯:১৭। [৪৮:৭] জবুর ৪৯:৬; মেসাল ১১:২৮। [৪৮:৮] হিজ ১২:২৩; ইয়ার ৪:৭। [৪৮:৯] কাজী ৯:৪৫। [৪৮:১০] ১শামু ১৫:১১।

আয়াত দেখুন)।

৪৭:৫ গাজা। আয়াত ১; ২৫:২০ আয়াত দেখুন; কাজী ১:১৮ আয়াতের নোট দেখুন। *গাজার মাথায় টাক পড়লো।* শোকের চিহ্ন হিসেবে চুল কেটে ফেলার কথা বোঝানো হয়েছে। ১৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৪৮:৩৭ আয়াত ও ইশা ৩:১৭; ৭:২০ আয়াতের নোট দেখুন। *অস্কিলোন।* আয়াত ৭; ২৫:২০ দেখুন; এর সাথে কাজী ১:১৮ আয়াতের নোট দেখুন। *ক্ষান্ত হবে।* শোকের চিহ্ন (মাতম ২:১০ আয়াত দেখুন)। *উপত্যকা।* যা বর্তমানে গাজা সমভূমি হিসেবে পরিচিত। এটির অবস্থান ছিল পশ্চিমে পর্বতমালার পাদদেশে যা এহুদা থেকে ফিলিস্তিয়াকে পৃথক করেছে। *কত কাল তোমার অঙ্গ কাটাকুটি করবে?* আয়াত ১৬:৬ ও নোট দেখুন; এর সাথে ৪৮:৩৭ আয়াত দেখুন।

৪৭:৬ তলোয়ার। ১২:১২ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪৭:৭ অস্কিলোনের বিরুদ্ধে। ৬০৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বখতে-নাসারের অধীনে এই অভিযান সম্পন্ন হয়। *সমুদ্র-বক্ষ।* অর্থাৎ উপকূলীয় এলাকা। ইহি ২৫:১৬ আয়াত দেখুন; ফিলিস্তিনী সমভূমি (আয়াত ৫ ও নোট দেখুন)।

৪৮:১ মোয়াবের বিষয়। ইশা ১৫-১৬ অধ্যায়; ইহি ২৫:৮-১১; আমোস ২:১-৩; সফ ২:৮-১১ আয়াত দেখুন। যোসেফাস (এনিকুইটিস, ১০.৯.৭) এ কথা প্রকাশ করে যে, মোয়াবের ভবিষ্যৎ বিনাশ সম্পর্কে নবী ইয়ারমিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পেয়েছিল বাদশাহ্‌ বখতে-নাসারের রাজত্বের তেইশতম বছরে (৫৮২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। *নবো।* আয়াত ২২ দেখুন; এই নগরটি মূলত রূবেণ বংশীয়দের বসবাসের জন্য দেওয়া হয়েছিল (শুমারী ৩২:৩, ৩৭-৩৮; আরও দেখুন ইশা ১৫:২ আয়াত ও নোট)। *কিরিয়াথয়িম।* আয়াত ২৩ দেখুন। একটি প্রাচীন নগরী (পয়দা ১৪:৫ আয়াত দেখুন), যা রূবেণ গোষ্ঠীকে দেওয়া হয়েছিল (ইউসা ১৩:১৯ আয়াত ও নোট দেখুন)। নবো, কিরিয়াথয়িম সহ এই অংশে যে সমস্ত নগরের নাম বলা হয়েছে সেগুলোর উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ মোয়াবীয় লিপিফলকে, যা মোয়াবের বাদশাহ্‌ মেশা লিখেছিলেন (২ বাদশাহ্‌ ৩:৪ আয়াত দেখুন)।

৪৮:২ হিশ্‌বোন। দেখুন আয়াত ৩৪, ৪৫; ৪৯:৩; শুমারী ২১:২৫। এই নগরটি মূলত রূবেণ গোষ্ঠীকে বরাদ্দ করা হয়েছিল (শুমারী ৩২:৩৭; ইউসা ১৩:১৭ আয়াত দেখুন), পরবর্তী সময়ে তা গাদ গোষ্ঠীকে লেবীয় নগর হিসেবে নতুন করে বরাদ্দ দেওয়া হয় (ইউসা ২১:৩৯ আয়াত দেখুন)। *মদ্‌মেনা।* সম্ভবত এর উচ্চারণ অনেকটা "দীমোন" নামের কাছাকাছি (ইশা ১৫:৯ আয়াত ও নোট দেখুন)। ইশা ২৫:১০ আয়াতে এই নামটিকে কিছুটা পরিবর্তন করে স্ত্রীলিঙ্গে রূপ দেওয়া হয়েছে। *তলোয়ার তোমার পিছনে তাড়া করবে।* ৯:১৬; ৪২:১৬ আয়াত দেখুন।

৪৮:৪ মোয়াব ভগ্ন হল। মাটির পাত্রের মত (১৯:১১ আয়াত দেখুন)।

৪৮:৬ পালিয়ে যাও। ৫১:৬ আয়াত দেখুন। *ঝাউ গাছের মত হও।* ১৭:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৮:৭ কমোশ। আয়াত ১৩, ১৬ দেখুন; মোয়াবীয়দের জাতীয় দেবতা (১ বাদশাহ্‌ ১১:৭, ৩৩; ২ বাদশাহ্‌ ২৩:১৩ আয়াত দেখুন)। এখানে হিব্রু যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা "খেমিশ" নামটির পরিবর্তিত রূপ, যা কার্খেমিশ থেকে এসেছে (৪৬:২ আয়াতের নোট দেখুন)। *নির্বাসনে গমন করবে ... নেতৃবর্গ একসঙ্গে যাবে।* একটি বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণী (৪৯:৩; আমোস ১:১৫ আয়াত দেখুন)। অনেক সময় পৌত্তলিক দেবতাদের মূর্তি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরিয়ে ফেলা হত (৪৩:১২; আমোস ৫:২৬ আয়াত দেখুন)।

৪৮:৮ বিনাশক। আয়াত ৩২ দেখুন; সম্ভবত বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার। *উপত্যকা ... সমভূমি।* মোয়াবের পুরো পশ্চিম দিকটি জুড়ে রয়েছে জর্ডান নদী।

৪৮:৯ আয়াত ১৭:৬ দেখুন। *তার নগরগুলো ধ্বংস হবে।* মোয়াবের ভূমিকে আবারও চাষযোগ্য করে তোলার বা বসতি গড়ে তোলার মত আর কেউ থাকবে না।

BACIB International Bible CHURCH

৭ কারণ তুমি তোমার কাজের ও তোমার
ধনকোষের উপর নির্ভর করতে, এজন্য তোমাকে
অন্যের হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং কমোশ
নির্বাসনে গমন করবে, তার ইমাম ও নেতৃবর্গ
একসঙ্গে যাবে। ৮ প্রত্যেক নগরের উপর বিনাশক
আসবে, কোন নগর রক্ষা পাবে না; উপত্যকা
বিনষ্ট হবে, সমভূমি উচ্ছিন্ন হবে, যেমন মাবুদ
বলেছেন। ৯ মোয়াবকে পক্ষযুগল দাও, যেন সে
উড়ে পালিয়ে যায়; তার নগরগুলো ধ্বংস হবে,
তন্মধ্যে বাসকারী কেউ থাকবে না।
১০ বদদোয়াগ্রস্ত হোক সেই ব্যক্তি, যে শিথিলভাবে
মাবুদের কাজ করে; বদদোয়াগ্রস্ত হোক সেই
ব্যক্তি, যে তার তলোয়ারকে রক্তপাত করতে
বারণ করে।
১১ মোয়াব বাল্যকাল থেকে নিশ্চিন্ত ও তার
গাদের উপরে সুস্থির আছে, এক পাত্র থেকে অন্য
পাত্রে ঢালা হয় নি, সে নির্বাসনে যায় নি; এজন্য
তার রস তার মধ্যেই রয়েছে ও তার স্বাদ বিকৃত
হয় নি। ১২ অতএব মাবুদ বলেন, দেখ, এমন
দিন আসছে, যেদিন আমি তার কাছে সেচকদের
পাঠাব, তারা তাকে সেচন করবে, তার
পাত্রগুলো শূন্য করবে এবং তাদের সমস্ত কুপা
ভেঙ্গে ফেলবে। ১৩ ইসরাইল-কুল তার বিশ্বাস-
ভূমি বেথেলের বিষয়ে যেমন লজ্জিত হয়েছিল,
তেমনি মোয়াব কমোশের বিষয়ে লজ্জিত হবে।
১৪ তোমরা কেমন করে বলতে পার, আমরা বীর
ও যুদ্ধের জন্য বলবান? ১৫ মোয়াব বিনষ্ট হল,
তার নগরগুলো থেকে ধোঁয়া উঠছে ও তার
মনোনীত যুবকেরা বধ্যস্থানে নেমে গেছে; এই
কথা সেই বাদশাহ্‌ বলেন, যাঁর নাম বাহিনীগণের
মাবুদ। ১৬ মোয়াবের বিপদ আগত প্রায় ও তার
অমঙ্গল অতি ত্বরান্বিত। ১৭ তোমরা যত লোক
তার চারদিকে থাক, তার জন্য মাতম কর, আর
তোমরা যত লোক তার নাম জান, বল, এই দৃঢ়
দণ্ড, এই সুন্দর লাঠি কেমন ভেঙ্গে গেছে! ১৮ হে
দীবোন-নিবাসীনী কন্যে, তুমি তোমার প্রতাপ
থেকে নেমে এসো, শুকনো ভূমিতে বস, কেননা
মোয়াবের বিনাশক তোমার বিরুদ্ধে এসেছে,

[৪৮:১১] জাকা ১:১৫।
[৪৮:১৩] হোশেয় ১০:৬।
[৪৮:১৪] জবুর ৩৩:১৬।
[৪৮:১৫] ইশা ৯:১৭।
[৪৮:১৬] ইশা ১৩:২২।
[৪৮:১৭] ২বাদশা ৩:৪-৫।
[৪৮:১৮] শুমারী ২১:৩০।
[৪৮:১৯] শুমারী ৩২:৩৪।
[৪৮:২০] ইশা ১৬:৭।
[৪৮:২১] ইউসা ১৩:৯, ২১।
[৪৮:২২] শুমারী ২১:৩০।
[৪৮:২৩] শুমারী

৪৮:১০ যে শিথিলভাবে মাবুদের কাজ করে। মেসাল ১০:৪; ১২:২৪ আয়াত দেখুন। এই কথার মধ্য দিয়ে মাবুদ আল্লাহ্‌ যাদেরকে মোয়াব ধ্বংস করার জন হুকুম দিয়েছেন তাদেরকে নিজ নিজ কাজে বেগবান হওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

৪৮:১১ বাল্যকাল থেকে। অর্থাৎ ইতিহাসের শুরু থেকে। *তার রস তার মধ্যেই রয়েছে।* মোয়াব আঙ্গুর চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল (আয়াত ৩২-৩৩; ইশা ১৬:৮-১০ দেখুন)। *সে নির্বাসনে যায় নি।* ইসরাইলের মত পরিণতি তার হয় নি।

৪৮:১২ এমন দিন আসছে। মোয়াবকে ধ্বংস করে ফেলা হবে (আয়াত ১ ও নোট দেখুন)। *তার পাত্রগুলো শূন্য করবে।* অপ্রয়োজনীয় পানীয় ফেলে দেওয়ার জন্য। আল্লাহ্‌র প্রেরিত লোকেরা বেহেশতী বিচার নিয়ে আসবে এবং তারা মোয়াবকে শূন্য করে নিয়ে ভেঙ্গে ফেলবে (আয়াত ৪ ও নোট দেখুন)।

৪৮:১৩ ইসরাইল কুল। উত্তরের রাজ্য, যা ৭২২-৭২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল এবং এর অধিবাসীদেরকে বন্দীদশায় নেওয়া হয়েছিল। বেথেল। হতে পারে (১) অত্যন্ত সুপরিচিত নগর, যেখানে ইয়ারাবিম স্বর্ণের বাছুর স্থাপন করেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ১২:২৮-৩০) কিংবা, (২) পশ্চিম সেমিটিক দেবতা কমোশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই নাম বলা হয়েছে, কারণ তৎকালীন ব্যাবিলনীয় লিপি এবং প্রায় এক শতাব্দী পরের এলিফ্যান্টাইন প্যাপিরাস লিপিতে এই নাম পাওয়া যায়।

৪৮:১৪ তোমরা কেমন করে বলতে পার। দেখুন আয়াত ২:২৩; ৮:৮।

৪৮:১৫ বধ্যস্থানে নেমে গেছে। ৫০:২৭ আয়াত দেখুন। যুদ্ধকে অনেক সময় পশু কোরবানীর সাথে তুলনা করা হত। দেখুন ইশা ৩৪:৬ আয়াত ও নোট। *বাদশাহ্‌।* ৪৬:১৮ আয়াতের নোট দেখুন। প্রকৃত বাদশাহ্‌ হলেন মাবুদ আল্লাহ্‌, কমোশ নয়।

৪৮:১৬ দ্বি.বি. ৩২:৩৫ আয়াত দেখুন।

৪৮:১৭ তার চারদিকে থাক … তার নাম জান। দূরে ও কাছের সমস্ত জাতিকেই এই কথা বলা হচ্ছে। *দৃঢ় দণ্ড।* এক সময় মোয়াব অত্যন্ত শক্তিশালী রাজ্য ছিল এবং অনেকে এই রাজ্যের নাম শুনলে ভয় পেত (২৭:৩; ২ বাদশাহ্‌ ১:১; ৩:৫; ২৪:২ আয়াত দেখুন)। *দণ্ড … লাঠি।* কর্তৃত্ব ও অধিকারের চিহ্ন (পয়দা ৪৯:১০; শুমারী ২৪:১৭ আয়াত ও নোট; জবুর ২:৯; ইহি ১৯:১১, ১৪; ২১:১০, ১৩ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৪৮:১৮ নেমে এসো … ভূমিতে বস। ইশা ৪৭:১ আয়াত ও নোট দেখুন। *দীবোন-নিবাসীনী কন্যে।* মোয়াবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নগরী (যা এক সময় রাজধানী ছিল) ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (২ বাদশাহ্‌ ১৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানেই বাদশাহ্‌ মেশার বিখ্যাত মেশা স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়েছে, যা মোয়াবের অত্যন্ত মূল্যবান ও বিখ্যাত একটি প্রস্তর (দেখুন ১ বাদশাহ্‌নামা কিতাবের ভূমিকা: বাদশাহী পদ ও নিয়ম)। *দীবোন।* আয়াত ২২; শুমারী ২১:৩০ দেখুন; এর সাথে ইশা ১৫:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৮:১৯ অরোয়ের। ৬ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে শুমারী ৩২:৩৪; দ্বি.বি. ২:৩৬ আয়াত দেখুন।

৪৮:২০ অর্ণোন। মোয়াবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নদী।

৪৮:২১ সমভূমি। আয়াত ৮ ও নোট দেখুন।

৪৮:২২ হোলন। এটি ইউসা ১৫:৫১; ২১:১৫ আয়াতে উল্লিখিত নগর নয়। *যহস।* ১ খান্দান ৬:৭৮ আয়াত দেখুন; অন্যান্য স্থানে এটিকে বলা হয়েছে যহস (আয়াত ৩৪; এর সাথে ইশা ১৫:৪ আয়াত ও নোট)। *দীবোন।* আয়াত ১৮ দেখুন।

৪৮:২৩ নবো। আয়াত ১ ও নোট দেখুন। *বৈৎ-দিব্লাথয়িম।* সম্ভবত এটি আলমোন দিব্লাথয়িম বা এর নিকটবর্তী কোন স্থান (শুমারী ৩৩:৪৬ আয়াত দেখুন)। *কিরিয়াথয়িম।* আয়াত ১ ও নোট দেখুন। *বৈৎ-গামূল।* আধুনিক খিরবেত জুমেল, যা অরোয়ের থেকে পাঁচ মাইল পূর্ব দিকে অবস্থিত। *বৈৎ-মিয়োন।* এটিই বাল মিয়োন (শুমারী ৩২:৩৮ আয়াত দেখুন) এবং বৈৎ বাল মিয়োন (ইউসা ১৩:১৭)। *করিয়োৎ।* আমোস ২:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৮:২৪ বস্রা। এটি ইদোমে অবস্থিত বস্রা নয় (৪৯:১৩, ২২ আয়াত দেখুন), কিন্তু মোয়াবে অবস্থিত বেষর এর আরেকটি

তোমার দৃঢ় দুর্গগুলো ধ্বংস করেছে। ১৯ হে
অরোয়ের-নিবাসিনী, তুমি পথের পাশে দাঁড়িয়ে
অবলোকন কর এবং পলাতক ও রক্ষা পাওয়া
স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কর, কি হয়েছে? ২০ মোয়াব
লজ্জিত হয়েছে, কেননা সে ভেঙ্গে পড়েছে;
তোমরা হাহাকার ও ক্রন্দন কর; অর্ণোনে এই
কথা প্রচার কর, 'মোয়াব উৎসন্ন হল'। ২১ আর
বিচার-দণ্ড উপস্থিত হল, সমভূমির উপরে,
২২ হোলন, যহস, মেফাৎ, দীবোন, ২৩ নবো, বৈৎ
-দিব্লাথয়িম, কিরিয়াথয়িম, বৈৎ-গামূল, বৈৎ-
মিয়োন, করিয়োৎ ও ২৪ বস্রার উপরে এবং
মোয়াব দেশের দূরের কি কাছের সমস্ত নগরের
উপরে হল। ২৫ মোয়াবের শিং কেটে ফেলা হল
ও তার বাহু ভেঙ্গে ফেলা হল, মাবুদ এই কথা
বলেন।
২৬ তোমরা তাকে মাতাল কর, কারণ সে
মাবুদের বিরুদ্ধে বড়াই করতো। আর মোয়াব
বমি করে তার মধ্যে গড়াগড়ি দেবে এবং নিজেও
পরিহাস-পাত্র হবে। ২৭ ইসরাইল কি তোমার
পরিহাস পাত্র ছিল না? সে কি চোরের মধ্যে ধরা
পড়েছিল? তুমি তার বিষয় যতবার কথা বল,
ততবার মাথা নেড়ে থাক। ২৮ হে
মোয়াবনিবাসীরা, তোমরা নগরগুলো ত্যাগ কর,
শৈলে গিয়ে বাস কর, এমন কবুতরের মত হও,
যে গর্তের মুখের ধারে বাসা করে। ২৯ আমরা
মোয়াবের অহঙ্কারের কথা শুনেছি, সে অত্যন্ত
অহঙ্কারী; তার অভিমান, অহঙ্কার, উদ্ধতভাব ও
চিত্ত-গরিমার কথা শুনেছি। ৩০ মাবুদ বলেন,
আমি তার ক্রোধ জানি, তা কিছু নয়; তার অহ-
ংকার কোন কাজের হয় নি। ৩১ এজন্য আমি
মোয়াবের বিষয়ে হাহাকার করবো, সমস্ত
মোয়াবের জন্য ক্রন্দন করবো; কীর-হেরেসের
লোকদের বিষয়ে কাতরোক্তি করে যাব। ৩২ হে
সিব্‌মার আঙ্গুর লতা, আমি যাসেরের কান্নার
চেয়ে তোমার বিষয়ে বেশি কান্নাকাটি করবো;
তোমার ডালগুলো সমুদ্রপারে যেত, তা যাসের
সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তারিত হত; তোমার গ্রীষ্মের
ফলের উপরে ও আঙ্গুর ফলের উপরে
ধ্বংসকারীরা এসে পড়েছে। ৩৩ মোয়াবের
ফলবান ক্ষেত ও ভূমি থেকে আনন্দ ও উল্লাস
দূরীকৃত হল এবং আমি আঙ্গুরকুণ্ড আঙ্গুর-রস-
বিহীন করলাম; লোকে আনন্দের চিৎকার
সহকারে আর আঙ্গুর মাড়াই করবে না; সেই
চিৎকার আনন্দের চিৎকার হবে না। ৩৪ হিশ্‌বোন
থেকে ইলিয়ালী পর্যন্ত চিৎকার উঠছে, তার
আওয়াজ যহস পর্যন্ত ছড়িয়েছে; সোয়র থেকে
হোরোণয়িম পর্যন্ত, ইগ্লৎ-শলিশীয়া পর্যন্ত,
আওয়াজ যাচ্ছে, কেননা নিম্রীমস্থ পানিও শুকিয়ে
গেল। ৩৫ মাবুদ আরও বলেন, আমি মোয়াবের
মধ্যে উচ্চস্থলীতে কোরবানকারী ও তার
দেবতার উদ্দেশে ধূপ জ্বালানো লোকদের মুছে
ফেলবো।
৩৬ তাই মোয়াবের জন্য আমার হৃদয় বাঁশীর মত
বাজছে, কীর-হেরেসের লোকদের বিষয়ে আমার

৩২:৩৭।
[৪৮:২৪] আমোষ ২:২।
[৪৮:২৫] জবুর ৭৫:১০।
[৪৮:২৬] ইশা ২৮:৮।
[৪৮:২৭] ২বাদশা ১৭:৩-৬।
[৪৮:২৮] পয়দা ৮:৮।
[৪৮:২৯] মেসাল ১৬:১৮।
[৪৮:৩০] জবুর ১০:৩।
[৪৮:৩১] ২বাদশা ৩:২৫।
[৪৮:৩২] ইউসা ১৩:২৫।
[৪৮:৩৩] যোয়েল ১:১২।
[৪৮:৩৪] শুমারী ২১:২৫।
[৪৮:৩৫] ইশা ১৫:২।
[৪৮:৩৬] ২বাদশা ৩:২৫।
[৪৮:৩৭] ইশা ১৫:২।
[৪৮:৩৮] ইশা ১৫:৩।
[৪৮:৪০] দ্বি:বি ২৮:৪৯; হবক

নাম (দ্বি.বি. ৪:৪৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪৮:২৬ মাবুদ আল্লাহ্‌ এখানে ব্যাবিলনীয় আক্রমণকারীদের প্রতি কথা বলছেন। *তাকে মাতাল কর।* আল্লাহর গজবের পানপাত্র থেকে পান করানোর মধ্য দিয়ে (১৩:১৩; ২৫:১৫-১৭, ২৮ আয়াত দেখুন)। *বমি করে তার মধ্যে গড়াগড়ি দেবে।* ২৫:২৭; ইশা ১৯:১৪ আয়াত দেখুন। *নিজেও পরিহাস-পাত্র হবে।* যেভাবে সে এক সময় অন্যদেরকে দেখে পরিহাস করেছিল (আয়াত ২৭; সফ ২:৮, ১০ দেখুন)।

৪৮:২৭ ততবার মাথা নেড়ে থাক। তিরস্কার ও পরিহাস প্রকাশের জন্য। ১৮:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে জবুর ৬৪:৮ আয়াত দেখুন।

৪৮:২৮ কবুতরের মত ... গর্তের মুখের ধারে বাসা করে। জবুর ৫৫:৬-৮; সোলায়মান ২:১৪ আয়াত দেখুন।

৪৮:২৯-৩০ মোয়াব সম্পর্কে এ ধরনের বিস্তারিত বর্ণনা আরও পাওয়া যায় ইশা ১৬:৬ আয়াতে।

৪৮:২৯ মোয়াবের অহঙ্কারের কথা। মোয়াবের অহঙ্কার যেন প্রবাদে রূপ নিয়েছে (ইশা ২৫:১০-১১; সফনিয় ২:৮-১০ আয়াত দেখুন)।

৪৮:৩১-৩৩ দেখুন ইশা ১৬:৭-১০ আয়াত।

৪৮:৩১-৩২ আমি। অর্থাৎ নবী ইয়ারমিয়া (ইশা ১৬:৯ আয়াত দেখুন; তুলনা করুন ইশা ১৫:৫ আয়াত)।

৪৮:৩১ হাহাকার করবো। যেভাবে শোক প্রকাশকারী ঘুঘু আওয়াজ করে (ইশা ৩৮:১৪; ৫৯:১১ আয়াত দেখুন)। *কীর-হেরেস।* ইশা ১৬:৭, ১১ আয়াত দেখুন; এর সাথে ইশা ১৫:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৮:৩২ যাসেরের কান্নার চেয়ে। আক্ষরিক অর্থে "যাসেরের মত" (ইশা ১৬:৯ আয়াতের নোট দেখুন)। *যাসের ... সিব্‌মা ... সমুদ্র।* ইশা ১৬:৮ আয়াতের নোট দেখুন। *আঙ্গুর ফল।* আয়াত ১১ ও নোট দেখুন। *ধ্বংসকারী।* আয়াত ৮ দেখুন; সম্ভবত বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার।

৪৮:৩৩ ফলবান ক্ষেত। ২:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *আঙ্গুরকুণ্ড।* ইশা ১৬:১০ আয়াতের নোট দেখুন। *সেই চিৎকার আনন্দের চিৎকার হবে না।* তা হবে বিচার ঘোষণার চিৎকার (২৫:৩০; ৫১:১৪ আয়াত দেখুন)।

৪৮:৩৪ দেখুন ইশা ১৫:৪-৬ আয়াত ও নোট।

৪৮:৩৬ দেখুন ইশা ১৬:১১ আয়াত। *বাঁশী।* যা শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে শোককারীরা বাজাতো (মথি ৯:২৩-২৪ আয়াত ও ৯:২৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪৮:৩৭ শোক প্রকাশের চিহ্ন (ইশা ১৫:২-৩ আয়াত ও নোট দেখুন)। *কাটাকুটি।* ১৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৮:৩৮ অবাঞ্ছিত পাত্রের মত ভেঙ্গে ফেললাম। আয়াত ৪ ও নোট দেখুন; তুলনা করুন ২২:২৮ আয়াতে বাদশাহ্‌ যিহোয়াখীনের বর্ণনা (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৪৮:৩৯ সমস্ত লোকের পরিহাস-পাত্র। আয়াত ২৬ ও নোট দেখুন।

৪৮:৪০-৪১ এই অংশটি ৪৯:২২ আয়াতে ইদোমকে নিয়ে বলা

BACIB International Bible CHURCH

অন্তঃকরণ বাঁশীর মত বাজছে; এজন্য তার
উপার্জিত প্রচুর ধন নষ্ট হল। ৩৭ হ্যাঁ, প্রত্যেকের
মাথা কামানো ও প্রত্যেক দাড়ি কাটা হয়েছে,
সকলের হাতে কাটাকুটি ও কোমরে চট দেখা
যায়। ৩৮ মোয়াবের সমস্ত ছাদে ও তার চকের
সর্বত্র মাতম শোনা যাচ্ছে, কেননা মাবুদ বলেন,
আমি মোয়াবকে একটা অবাঞ্ছিত পাত্রের মত
ভেঙ্গে ফেললাম। ৩৯ সে কেমন ভেঙ্গে গেল!
লোকে কেমন হাহাকার করছে। মোয়াব তার
লজ্জার কারণে কেমন পিঠ ফিরিয়েছে! এভাবে
মোয়াব তার চারদিকের সমস্ত লোকের পরিহাস-
পাত্র ও ভীতিকর হবে। ৪০ কারণ মাবুদ এই কথা
বলেন, দেখ, ঐ ব্যক্তি ঈগলের মত উড়ে আসবে
এবং মোয়াবের উপরে তারা পাখা বিস্তার করবে।
৪১ নগরগুলো পরহস্তগত, দুর্গগুলো অধিকৃত হল;
সেদিন মোয়াবের বীরগণের অন্তর প্রসব-যন্ত্রণা
ভোগকারিণী স্ত্রীলোকের অন্তরের সমান হবে।
৪২ মোয়াব ধ্বংস হল, আর জাতি থাকবে না,
কেননা সে মাবুদের বিরুদ্ধে বড়াই করেছে।
৪৩ মাবুদ বলেন, হে মোয়াব-নিবাসী, ত্রাস, খাত
ও ফাঁদ তোমার উপরে এসেছে। ৪৪ যে কেউ ভয়
পেয়ে পালিয়ে যাবে, সে খাতে পড়বে; যে কেউ
খাত থেকে উঠে আসবে, সে ফাঁদে ধরা পড়বে;
কেননা আমি তার উপরে, মোয়াবের উপরে,
প্রতিফল-দানের বছর আনবো, মাবুদ এই কথা
বলেন।
৪৫ হিশ্‌বোনের ছায়াতলে পলাতকেরা শক্তিহীন
হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কারণ হিশ্‌বোন থেকে
আগুন ও সীহোনের মধ্য থেকে আগুনের শিখা
বের হয়েছে, আর মোয়াবের পাশ ও
কলহকারীদের মাথার তালু গ্রাস করেছে। ৪৬ হে
মোয়াব, ধিক তোমাকে! কমোশের লোকেরা
বিনষ্ট হল, কারণ তোমার পুত্ররা বন্দী হল,
তোমার কন্যাদের বন্দীদশার স্থানে নীত হল।
৪৭ কিন্তু শেষকালে আমি মোয়াবের বন্দীদশা
ফিরাব, মাবুদ এই কথা বলেন। মোয়াবের
বিচারের কথা এই পর্যন্ত।

অম্মোনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

৪৯ ১ অম্মোনীয়দের বিষয়। মাবুদ এই
কথা বলেন, ইসরাইলের কি পুত্র নেই?
তার উত্তরাধিকারী কি কেউ নেই? তবে মিল্‌কম
কেন গাদের ভূমি অধিকার করে ও তার
লোকেরা ওর নগরগুলোতে বাস করে? ২ এজন্য
মাবুদ বলেন, দেখ, এমন সময় আসছে, যে

১:৮।
[৪৮:৪১] আমোষ ২:১৬।
[৪৮:৪২] ইশা ১৬:১৪।
[৪৮:৪৩] ইশা ২৪:১৭।
[৪৮:৪৪] ১বাদশা ১৯:১৭; আইউ ২০:২৪; ইশা ২৪:১৮।
[৪৮:৪৫] শুমারী ২৪:১৭।
[৪৮:৪৬] শুমারী ২১:২৯।
[৪৮:৪৭] ইহি ১৬:৫৩; দানি ১১:৪১।
[৪৯:১] পয়দা ১৯:৩৮।
[৪৯:২] দ্বি:বি ৩:১১।
[৪৯:৩] ইউসা ১৩:২৬।
[৪৯:৪] ইয়ার ৯:২৩; ১তীম ৬:১৭।

হয়েছে।

৪৮:৪০ ঈগলের মত। বখতে-নাসার (ইহি ১৭:৩ আয়াতের মত); দ্বি.বি. ২৮:৪৯ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪৮:৪১ প্রসব-যন্ত্রণা ভোগকারিণী স্ত্রীলোক। ৪:৩১ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪৮:৪৩ ত্রাস, খাত ও ফাঁদ। মূল হিব্রু সংস্করণে এই অংশের প্রতি নবী ইয়ারমিয়ার বিশেষ সাহিত্যিক দুর্বলতা প্রকাশ পায় যদিও এক্ষেত্রে নবী ইয়ারমিয়া এটি সৃষ্টি করেন নি (ইশা ২৪:১৭-১৮ আয়াত ও ২৪:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪৮:৪৪ যে কেউ ... পালিয়ে যাবে ... খাতে পড়বে ... উঠে আসবে ... ফাঁদে ধরা পড়বে। বেহেশতী বিচার যদি একবার স্থির হয় তাহলে তা এড়ানোর সাধ্য কারও নেই (আমোস ৫:১৯ আয়াত দেখুন)।

৪৮:৪৫-৪৬ আয়াত দেখুন। শুমারী ২১:২৮-২৯; ২৪:১৭ আয়তের প্রতিফলিত হয়েছে। বালামের বিরুদ্ধে মোয়াবের বার্তা পরিপূর্ণ হতে চলেছে।

৪৮:৪৫ হিশ্‌বোন। ২ আয়াতের নোট দেখুন। সম্ভবত সে সময় এই নগরটি অম্মোনীয়রা নিয়ন্ত্রণ করতো (৪৯:৩ আয়াত দেখুন)। *সীহোন।* এখানে আমোরীয়দের বাদশাহ্‌ সীহোনের সঙ্গীদের কথা বলা হচ্ছে, হিজরতের সময় যার প্রধান নগরী ছিল হিশ্‌বোন (শুমারী ২১:২৭ আয়াত দেখুন)।

৪৮:৪৬ কমোশ। আয়াত ৭ ও নোট দেখুন।

৪৯:১ অম্মোনীয়দের বিষয়। দেখুন ইহি ২৫:১-৭; আমোস ১:১৩-১৫; সফ ২:৮-১১ আয়াত। অম্মোনের অবস্থান ছিল জর্ডানের পূর্ব দিকে এবং মোয়াবের উত্তর দিকে (পয়দা ১৯:৩৬-৩৮ আয়াতের নোট দেখুন)। *ইসরাইলের ... উত্তরাধিকারী কি কেউ নেই?* এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে বোঝানো হচ্ছে কীভাবে অম্মোনীয়রা ইসরাইলকে পরিহাস করেছিল। *মিল্‌কম।* অম্মোনীয়দের প্রধান দেবতা (১ বাদশাহ্‌ ১১:৫, ৭, ৩৩ আয়াত দেখুন) যা মোলক নামেও পরিচিত (১ বাদশাহ্‌ ১১:৫ আয়াতের নোট দেখুন)। দুটো শব্দেরই মূল পশ্চিম সেমীয় বুৎপত্তিগত শব্দের অর্থ "বাদশাহ্‌" (এই আয়াতের এনআইভি টেক্সট নোট দেখুন)। *গাদের ভূমি অধিকার করে।* সম্ভবত ৭৩৪-৭৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তৃতীয় তিগ্লৎ পিলেষর কর্তৃক জর্ডান অববাহিকা অঞ্চল বিজিত হওয়ার পর এই ঘটনা ঘটেছিল। পরবর্তী সময়ে অম্মোনীয়রা আবারও তাদের ভূমি পুনরুদ্ধার করে এবং সেই সাথে ইসরাইল জাতির গাদ গোষ্ঠীর ভূমিও দখল করে নয়। *ওর।* অর্থাৎ মিল্‌কমের।

৪৯:২ যুদ্ধের সিংহনাদ। আমোস ১:১৪ আয়াত দেখুন। *অম্মোনীয়দের রব্বা নগর।* দ্বি.বি. ৩:১১ আয়াতের নোট দেখুন। *ধ্বংসের ঢিবি।* ৩০:১৮ ও নোট দেখুন।

৪৯:৩ হিশ্‌বোন। ৪৮:৪৫ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে কাজী ১১:২৬-২৭ আয়াত দেখুন। *অয়।* ইউসা ৮ অধ্যায়ে উল্লিখিত অয় নগরী নয়। *প্রাচীর।* এখানে যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা দিয়ে নগরীর প্রাচীর বোঝানো হয় না, বরং একটি আঙ্গুর ক্ষেত থেকে আরেকটিকে পৃথক করার জন্য ব্যবহৃত বেড়া বোঝায় (শুমারী ২২:২৪; ইশা ৫:৫ আয়াত দেখুন)। *মিল্‌কম।* আয়াত ১ ও নোট দেখুন। *নির্বাসনে যাবে ... ইমাম ও নেতৃবর্গ একসঙ্গে যাবে।* ৪৮:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৯:৪ বিপথগামিনী কন্যে। এখানে অম্মোনীয়দের ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (২ বাদশাহ্‌ ১৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন); ৩১:২২ আয়াতে এহুদার অধিবাসীদের প্রতিও একই ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। *অয়ি স্বধনে বিশ্বাসকারিণী।* ৪৮:৭ আয়াতে এই কথাটি মোয়াবকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। *আমার বিরুদ্ধে কে আসবে?* যোসেফাসের বর্ণনা অনুসারে বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার তাঁর রাজত্বের ২৩ তম বছরে অম্মোনীয়দের বিনাশ করেন (৫৮২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)।

সময়ে আমি অম্মোনীয়দের রব্বা নগরে যুদ্ধের
সিংহনাদ শোনাব; তখন তা ধ্বংসের ঢিবি হবে
এবং তার কন্যাদের আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে;
সেই সময় ইসরাইল তার অধিকার-
গ্রাসকারীদেরকে অধিকারচ্যুত করবে, মাবুদ এই
কথা বলেন। ৩ হে হিশ্‌বোন, হাহাকার কর,
কেননা অয় বিনষ্ট হল; হে রব্বার কন্যা ক্রন্দন
কর, চট পর, মাতম কর, প্রাচীরগুলোর মধ্যে
দৌড়াদৌড়ি কর, কেননা মিল্‌কম নির্বাসনে যাবে,
তার ইমাম ও নেতৃবর্গ একসঙ্গে যাবে। ৪ হে
বিপথগামিনী কন্যে, তুমি কেন তোমার
উপত্যকাগুলো নিয়ে গর্ব করছো? তোমার
উপত্যকা বিলীন হবে। অয়ি স্বধনে
বিশ্বাসকারিণী, তুমি কেন বলছো, আমার বিরুদ্ধে
কে আসবে? ৫ প্রভু, বাহিনীগণের মাবুদ, এই
কথা বলেন, দেখ, আমি তোমার চারদিকের
সকলের থেকে তোমার প্রতি ত্রাস উপস্থিত
করবো; তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ সম্মুখস্থ পথে
বিতাড়িত হবে, কেউ পরিভ্রান্তকে সংগ্রহ করবে
না। ৬ তবুও পরে আমি অম্মোনীয়দের বন্দীদশা
ফিরাব, মাবুদ এই কথা বলেন।

ইদোমের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

৭ ইদোমের বিষয়। বাহিনীগণের মাবুদ এই
কথা বলেন, তৈমনে কি আর প্রজ্ঞা নেই?
বুদ্ধিমানদের মধ্যে কি মন্ত্রণার লোপ হয়েছে?
তাদের জ্ঞান কি অন্তর্হিত হয়েছে? ৮ হে দদান-
নিবাসীরা, তোমরা পালিয়ে যাও, মুখ ফিরাও,
গভীর গুহায় গিয়ে বাস কর, কেননা আমি ইসের
উপরে তার বিপদ, তাকে প্রতিফল দেবার সময়
উপস্থিত করবো। ৯ যদি আঙ্গুর-সঞ্চয়কারীরা
তোমার কাছে আসে, তারা কিছু ফল অবশিষ্ট
রাখবে না; যদি রাতের বেলায় চোর আসে, তারা
যথেষ্ট পেলেও ক্ষতি করবে। ১০ বস্তুত আমি
ইস্‌কে জনশূন্য করেছি, তার গুপ্ত স্থানগুলো
অনাবৃত করেছি, সে কোনভাবে লুকিয়ে থাকতে
পারবে না; তার বংশ, আত্মীয়-স্বজন ও
প্রতিবেশীরা নষ্ট হয়েছে, সে আর নেই। ১১ তুমি
তোমার এতিম বালকদেরকে ত্যাগ কর, আমি
তাদেরকে বাঁচাব; তোমার বিধবারাও আমাতে
বিশ্বাস করুক।
১২ কেননা মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ, সেই
পাত্রে পান করা যাদের নিয়ম ছিল না, তাদেরকে
সেই পাত্রে পান করতে হবে, তবে তুমি কি
নিতান্তই অদণ্ডিত থাকবে? তুমি অদণ্ডিত থাকবে
না, অবশ্য পান করবে। ১৩ কেননা, মাবুদ
বলেন, আমি আমার নামে এই কসম খেয়েছি,
বস্রা বিস্ময়, টিটকারি, উৎসন্নতা ও বদদোয়ার
পাত্র হবে; আর তার সমস্ত নগর চিরকাল
উৎসন্ন-স্থান থাকবে।
১৪ আমি মাবুদের কাছ থেকে এই বার্তা শুনেছি

[৪৯:৫] ইয়ার ৪৪:১৪। [৪৯:৬] ইয়ার ১২:১৪-১৭; ৪৮:৪৭। [৪৯:৭] পয়দা ২৫:৩০; জবুর ৮৩:৬। [৪৯:৮] কাজী ৬:২। [৪৯:১০] পয়দা ৩:৮। [৪৯:১১] হোশেয় ১৪:৩। [৪৯:১২] ইশা ৫১:২৩; ইয়ার ২৫:১৫; মথি ২০:২২। [৪৯:১৩] পয়দা ২২:১৬। [৪৯:১৬] ইহি ৩৫:১৩; ওব ১:১২। [৪৯:১৭] দ্বি:বি ২৯:২২; ইহি ৩৫:৭।

৪৯:৭-২২ এই অংশে নবী ওবদিয়ার কিতাবের বেশ কিছু অংশের সাথে মিল রয়েছে (ওবদিয়া কিতাবের ভূমিকা: ঐক্য ও বিষয়বস্তু দেখুন)।

৪৯:৭ ইদোমের বিষয়। দেখুন ইশা ২১:১১-১২; ইহি ২৫:১২-১৪; আমোস ১:১১-১২; ওবদিয়া ১-১৬ আয়াত দেখুন। *প্রজ্ঞা।* যার জন্য ইদোম বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিল (আইউব ১:১; ২:১১ আয়াতের নোট দেখুন)। *তৈমন।* মৃত সাগরের কাছে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইদোমীয় নগর (আইউব ২:১১ আয়াতের নোট দেখুন)। ২০ আয়াতে এই নামটি দিয়ে ইদোমকেই বোঝানো হয়েছে।

৪৯:৮ পালিয়ে যাও, মুখ ফিরাও। আয়াত ২৪; ৪৬:২১ আয়াত দেখুন। *দদান।* ২৫:২৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে ইশা ২১:১৩; ইহি ২৫:১৩ আয়াতের নোট দেখুন। *ইস।* ইসরাইলীয়দের পূর্বপুরুষ ইয়াকুবের ভাই এবং ইদোমের আরেকটি নাম (পয়দা ২৫:২৯-৩০; ৩৬:১ আয়াত দেখুন), যেমন ইয়াকুবের আরেক নাম ছিল ইসরাইল (পয়দা ৩২:২৮ আয়াত দেখুন)। ইস ইয়াকুবের ভাই হওয়ার কারণে ইসরাইলের প্রতি ইদোম শত্রুতা করবে এমনটা ভাবা হয় নি (আমোস ১:১১; ওবদিয়া ১০ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৪৯:৯-১০ এর সাথে ওবদিয়া ৫-৬ আয়াতের তুলনা করুন।

৪৯:৯ আঙ্গুর সঞ্চয়কারীরা। আয়াত ১৩ ও নোট দেখুন। *কিছু ফল অবশিষ্ট রাখবে না।* যেন গরীবরা কুড়িয়ে খেতে পারে সেজন্য মাটিতে পড়ে যাওয়া ফল সংগ্রহ করা হত না (রূত ২:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪৯:১০ জনশুন্য করেছি ... গুপ্ত স্থানগুলো অনাবৃত করেছি। ১৩:২২ আয়াতের নোট দেখুন। *নষ্ট হয়েছে।* ৩১:১৫; ইশা ১৯:৭ আয়াত দেখুন।

৪৯:১১ ইদোমের লোকেরা যখন যুদ্ধে যেত ও মৃত্যুবরণ করতো, তখন স্বয়ং মাবুদ তাদের বিধবা ও এতিমদেরকে তত্ত্বাবধান করতেন।

৪৯:১২ এই অংশটি ২৫:২৮-২৯ আয়াত থেকে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। *পান করা যাদের নিয়ম ছিল না ... সেই পাত্রে পান করতে হবে।* যদিও তারা আল্লাহ্‌র মনোনীত লোকেরা, তথাপি এহুদার লোকদেরকে তাদের গুনাহ্‌র জন্য শাস্তি পেতে হয়েছিল (২৫:২৮; আমোস ৩:২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৪৯:১৩ আমি আমার নামে এই কসম খেয়েছি। পয়দা ২২:১৬; ইশা ৪৫:২৩ আয়াতের নোট দেখুন; ২২:৫; ৫১:১৪ আয়াত দেখুন। *বস্রা।* ৪৮:২৪ আয়াতে উল্লিখিত বস্রা নয় (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন); ইদোমীয় বস্রা সম্ভবত নবী ইয়ারমিয়ার সময়ে ইদোমের রাজধানী ছিল (আয়াত ২২; পয়দা ৩৬:৩৩; আরও দেখুন ইশা ৩৪:৬; আমোস ১:১২ আয়াতের নোট)। বস্রা শব্দের অন্তর্নিহিত হিব্রু শব্দের অর্থ ৯ আয়াতে করা হয়েছে "আঙ্গুর সঞ্চয়কারী।" *উৎসন্নতা ও বদদোয়ার পাত্র।* ২৫:১৮ আয়াত দেখুন। *সমস্ত নগর।* অর্থাৎ চার পাশের সমস্ত গ্রাম ও নগর। চিরকাল উৎসন্ন-স্থান থাকবে। ২৫:৯; জবুর ৭৪:৩; ইশা ৫৮:১২ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪৯:১৪-১৬ এর সাথে ওবদিয়া ১-৪ আয়াতের তুলনা করুন।

৪৯:১৬ অহঙ্কার। ইদোমের সবচেয়ে গুরুতর গুনাহ্ (আয়াত ৪; ওবদিয়া ১১-১৩; তুলনা করুন ৪৮:২৯-৩০ আয়াত)। *পর্বতের চূড়ার অধিকারী।* ইদোম পর্বতের চূড়ায় অবস্থিত হওয়ার কারণে সুরক্ষিত ছিল (ইশা ১৬:১; ওবদিয়া ৩ আয়াত দেখুন)।

BACIB International Bible CHURCH

এবং জাতিদের কাছে এক জন দূত প্রেরিত
হয়েছে; তোমরা জমায়েত হও, এর বিপক্ষে যাত্রা
কর, যুদ্ধ করার জন্য গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে
দাঁড়াও। ১৫ কেননা দেখ, আমি তোমাকে
জাতিদের মধ্যে ক্ষুদ্র করেছি, মানবজাতির মধ্যে
অবজ্ঞাত করেছি। ১৬ হে শৈল-ফাটলের বাসিন্দা,
পর্বতের চূড়ার অধিকারী, তোমার ভয়ঙ্করতার
বিষয়ে তোমার অন্তঃকরণের অহঙ্কার তোমাকে
বঞ্চনা করেছে; তুমি যদিও ঈগল পাখির মত উঁচু
স্থানে বাসা কর, তবুও আমি তোমাকে সেখান
থেকে নামাব, মাবুদ এই কথা বলেন।
১৭ আর ইদোম বিস্ময়ের পাত্র হবে, যারা তার
কাছ দিয়ে গমন করে, সকলে বিস্মিত হবে ও
তার প্রতি উপস্থিত সকল আঘাতের জন্য শিস
দেবে। ১৮ মাবুদ বলেন, সাদুম, আমুরা ও
সেখানকার নিকটবর্তী নগরগুলোর উৎপাটনহেতু
যেমন হয়েছিল, তেমনি হবে, কেউ সেখানে
থাকবে না, কোন লোক তার মধ্যে প্রবাস করবে
না। ১৯ দেখ, সেই ব্যক্তি সিংহের মত জর্ডানের
গভীর অরণ্য থেকে বেরিয়ে সেই চিরস্থায়ী চরাণি-
স্থানের বিরুদ্ধে আসবে; বস্তুত আমি চোখের
নিমিষে তাকে সেখান থেকে দূর করে দেব এবং
তার উপরে মনোনীত লোককে নিযুক্ত করবো।
কেননা আমার মত কে আছে? আমার সময়
নির্ধারণ কে করবে? এবং আমার সম্মুখে দাঁড়াবে,
এমন পালক কোথায়? ২০ অতএব মাবুদের মন্ত্রণা
শোন, যা তিনি ইদোমের বিরুদ্ধে করেছেন; তাঁর
সঙ্কল্পগুলো শোন, যা তিনি তৈমন-নিবাসীদের
বিপক্ষে করেছেন। নিশ্চয়ই লোকেরা তাদের

[৪৯:১৮] পয়দা ১৯:২৪।
[৪৯:১৯] হিজ ৮:১০; ২খান্দান ২০:৬; ইশা ৪৬:৫।
[৪৯:১৯] আইউ ৯:১৯।
[৪৯:২০] ইশা ১৪:২৭।
[৪৯:২১] জবুর ১১৪:৭; ইহি ২৬:১৫।
[৪৯:২২] হবক ১:৮।
[৪৯:২৩] প্রেরিত ৯:২।
[৪৯:২৪] ইয়ার ১৩:২১।
[৪৯:২৬] ইশা ৯:১৭; ১৩:১৮।
[৪৯:২৬] ইশা ১৭:১২-১৪।
[৪৯:২৭] ইহি ৩০:৮; ৩৯:৬; আমোষ ১:৪।
[৪৯:২৮] পয়দা ২৫:১৩।
[৪৯:২৯] ইয়ার ৬:২৫।
[৪৯:৩০] কাজী ৬:২।
[৪৯:৩১] ইহি ৩৮:১১।

টেনে নিয়ে যাবে, পালের বাচ্চাগুলোকেও নিয়ে
যাবে; নিশ্চয়ই তিনি তাদের চরাণি-স্থান তাদের
সঙ্গে উৎসন্ন করবেন। ২১ দুনিয়া তাদের পতনের
শব্দে কাঁপছে, লোহিত সাগর পর্যন্ত কান্নার
আওয়াজ শোনা যাচ্ছে! ২২ দেখ, সে ঈগল
পাখির মত উঠে উড়ে আসবে, বস্রার বিপরীতে
তারা পাখা মেলে ধরবে; আর ইদোমের বীরদের
অন্তর সেদিন প্রসব-যন্ত্রণা ভোগকারিণী স্ত্রীর
অন্তরের সমান হবে।

দামেস্কের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

২৩ দামেস্কের বিষয়। হমাৎ ও অর্পদ লজ্জিত হল,
কারণ তারা অমঙ্গলের বার্তা শুনলো, বিগলিত
হল; অশান্ত সাগরের মত অশান্ত দেখা যাচ্ছে,
তা সুস্থির হতে পারে না। ২৪ দামেস্ক ক্ষীণবল
হয়েছে, পালিয়ে যাবার জন্য ফিরছে ও ভীষণ
ভয় পেয়েছে; যেমন প্রসবকালে স্ত্রীলোকের,
তেমনি তার যন্ত্রণা ও ব্যথা শুরু হয়েছে।
২৫ সেই বিখ্যাত নগর, আমার আনন্দজনক পুরী,
কেন পরিত্যক্ত হয় নি? ২৬ এজন্য সেদিন তার
যুবকেরা তার চকে মরে পড়ে থাকবে ও সমস্ত
যোদ্ধা স্তব্ধ হয়ে যাবে, এই কথা বাহিনীগণের
মাবুদ বলেন। ২৭ আর আমি দামেস্কের প্রাচীরে
আগুন লাগাব, তা বিন্‌হদদের অট্টালিকাগুলো
গ্রাস করবে।

কায়দার ও হাৎসোরের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

২৮ ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার কর্তৃক
পরাহত কায়দার ও হাৎসোর রাজ্যগুলোর বিষয়।
মাবুদ এই কথা বলেন, তোমরা উঠ, কায়দারে

৪৯:১৮ প্রায় উদ্ধৃতি আকারে ৫০:৪০ আয়াতে নেওয়া হয়েছে এবং ৩৩ আয়াতে কিছু অংশ প্রতিফলিত হয়েছে। *সাদুম ও আমুরা উৎপাটিত হয়েছিল।* পয়দা ১৯:২৪-২৫ আয়াত দেখুন। পরবর্তীতে এ ধরনের যত বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেছে সেগুলোকে সাদুম ও আমুরার পরিণতির সাথে তুলনা করা হয়েছে (আমোস ৪:১১ আয়াতের নোট দেখুন)। *সেখানকার নিকটবর্তী নগরগুলো।* প্রধানত অদমা ও সিবয়িম (পয়দা ১৪:২, ৮; দ্বি.বি. ২৯:২৩; হোসিয়া ১১:৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪৯:১৯-২১ ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে বলা বার্তায় প্রায় আক্ষরিকভাবে উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে (৫০:৪৪-৪৬ আয়াত দেখুন)।

৪৯:১৯ জর্ডানের গভীর অরণ্য। ১২:৫ আয়াত ও নোট দেখুন। *পালক।* অর্থাৎ জাতিগণের শাসক (২:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪৯:২০ তৈমন। আয়াত ৭ ও নোট দেখুন। *পাল।* ইদোমের অধিবাসীরা।

৪৯:২২ এই অংশটি ৪৮:৪০-৪১ আয়াতের প্রতিফলন। *ঈগল।* ৪৮:৪০ আয়াতে বখতে নাসারকে বলা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন) এবং এখানেও সম্ভবত তাই। তবে নবাতীয় আরবদের তারা ইদোমীয়রা আরও নিদারুনভাবে বন্দীত্বের মুখে পড়ে (সম্ভবত এরাই মালাখি ১:৩ আয়াতের "মরুভূমির শেয়াল") যা শুরু হয়েছিল ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে। *বস্রা।* আয়াত ১৩ ও নোট দেখুন। *যেমন প্রসবকালে স্ত্রীলোকের।* ৪:৩১ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৯:২৩ দামেস্কের বিষয়। ইশা ১৭ অধ্যায়; আমোস ১:৩-৫ আয়াত দেখুন (এর সাথে ইশা ১৭:১ আয়াতের নোটও দেখুন)। *হমাৎ।* অরাম রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ নগর (ইশা ১০:৯; ইহি ৯:২ আয়াত ও নোট দেখুন)। *অর্পদ।* ইশা ১০:৯ আয়াতের নোট দেখুন। *অমঙ্গলের বার্তা।* ব্যাবিলনীয়দের আক্রমণের বিপদ সঙ্কেত। *অশান্ত সাগরের মত অশান্ত দেখা যাচ্ছে।* ইশা ৫৭:২০ আয়াত দেখুন।

৪৯:২৮ কায়দার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। ইশা ২১:১৩-১৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে ২:১০ আয়াত ও নোট দেখুন। *হাৎসোর রাজ্যগুলোর বিষয়।* আয়াত ৩০, ৩৩ দেখুন; গালীল সাগরের উত্তরে অবস্থিত হাৎসোর নয় (ইউসা ১১:১ আয়াত দেখুন)। এই রাজ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে দদান, তৈমা, বূষ ও অন্যান্য আরবীয় নগর অঞ্চল (২৫:২৩-২৪ আয়াত ও নোট দেখুন), যেহেতু হিব্রু ভাষায় হাৎসোর নামটি দিয়ে অনেক সময় বসতি স্থান বোঝানো হয় (বিশেষত দেখুন ইশা ৪২:১১; আরও দেখুন পয়দা ২৫:১৬ আয়াত)। *বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার কর্তৃক পরাহত।* ৫৯৯-৫৯৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। *পূর্বদেশের লোকদের।* কাজী ৬:৩ আয়াত ও নোট দেখুন; আইউব ১:৩; ইহি ২৫:৪ আয়াত দেখুন।

৪৯:৩১ আরামে থাকা জাতি। যারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করে (আইউব ২১:২৩ আয়াত দেখুন)। *নির্ভয়ে*

BACIB
International Bible
CHURCH

যাও এবং পূর্বদেশের লোকদের সর্বস্ব লুট কর।
২৯ লোকে তাদের তাঁবু ও পশুপালগুলো নিয়ে
যাবে; তাদের পর্দা, তাদের সমস্ত পাত্র ও তাদের
উট নিজেদের জন্য নিয়ে যাবে; এবং উচ্চৈঃস্বরে
তাদের বিষয়ে বলবে, চারদিকেই ভয়। ৩০ মাবুদ
বলেন, হে হাৎসোর-নিবাসীরা, পালিয়ে যাও,
দূরে চলে যাও, গভীরে গিয়ে বাস কর, কেননা
ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার তোমাদের
বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করেছে, তোমাদের বিরুদ্ধে সঙ্কল্প
স্থির করেছে। ৩১ তোমরা উঠ, সেই আরামে থাকা
জাতির বিরুদ্ধে যাত্রা কর, যে নির্ভয়ে বাস করে,
যার কপাট নেই, হুড়কা নেই, যে একাকী থাকে,
মাবুদ এই কথা বলেন। ৩২ তাদের উটগুলো
লুটবস্তু হবে, তাদের বিপুল পশুধন লুণ্ঠিত দ্রব্য
হবে এবং যে লোকেরা যারা মাথার দু’পাশের চুল
কেটেছে, তাদের আমি সকল বায়ুর দিকে উড়িয়ে
দেব এবং চারদিক থেকে তাদের বিপদ আনবো,
মাবুদ এই কথা বলেন। ৩৩ আর হাৎসোর
শিয়ালদের বসতি ও চিরস্থায়ী ধ্বংসস্থান হবে;
সেখানে কেউ থাকবে না, কোন লোক তার মধ্যে
বাস করবে না।

ইলামের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

৩৪ এহুদার বাদশাহ্‌ সিদিকিয়ের রাজত্বের
আরম্ভকালে এলমের বিষয়ে মাবুদের এই কালাম
ইয়ারমিয়া নবীর কাছে নাজেল হল—
৩৫ বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ,
আমি এলমের ধনুক, তাদের প্রধান শক্তি, ভেঙ্গে
ফেলবো। ৩৬ আর আসমানের চারদিক থেকে
চার বায়ু এলমের উপরে প্রবাহিত করবো এবং
ঐ সমস্ত বায়ুর দিকে তাদেরকে উড়িয়ে দেব;
দূরীকৃত ইলামীয়রা যার কাছে না যাবে, এমন
জাতি থাকবে না। ৩৭ আর আমি ইলামীয়দেরকে
তাদের দুশমনদের সম্মুখে ও যারা তাদের
প্রাণনাশে সচেষ্ট তাদের সম্মুখে ভীষণ ভয় ধরিয়ে
দেব; আমি তাদের উপরে অমঙ্গল অর্থাৎ আমার
প্রচণ্ড ক্রোধ উপস্থিত করবো, মাবুদ এই কথা
বলেন এবং যতদিন তাদের সংহার না করি,
ততদিন তাদের পিছনে পিছনে তলোয়ার পাঠাব;
৩৮ আর আমি নিজের সিংহাসন এলমে স্থাপন
করবো এবং সেই স্থান থেকে বাদশাহ্‌ ও
কর্মকর্তাদেরকে মুছে ফেলব, মাবুদ এই কথা
বলেন। ৩৯ কিন্তু শেষকালে আমি এলমের
বন্দীদশা ফিরাব, মাবুদ এই কথা বলেন।

ব্যাবিলনের বিনাশ

৫০ ১ মাবুদ ইয়ারমিয়া নবী দ্বারা
ব্যাবিলনের বিষয়ে, কল্‌দীয়দের
দেশের বিষয়ে, যে কথা বলেছিলেন তা এই—
২ তোমরা জাতিদের মধ্যে ঘোষণা কর, প্রচার
কর, ধ্বজা তুলে ধর; প্রচার কর, গুপ্ত রেখো না;
বল, ‘ব্যাবিলন পরহস্তগত হল, বেল লজ্জিত
হল, মারডকের মুখ বিষণ্ণ হল; তার মূর্তিগুলো
লজ্জিত হল, মূর্তিগুলো বিস্মিত হল।’ ৩ কেননা

[৪৯:৩২] কাজী ৬:৫।
[৪৯:৩৩] ইশা ১৩:২২।
[৪৯:৩৪] পয়দা ১০:২২।
[৪৯:৩৫] জবুর ৩৭:১৫; ইশা ২২:৬।
[৪৯:৩৬] দানি ১১:৪।
[৪৯:৩৭] ইয়ার ৯:১৬; ইহি ৩২:২৪।
[৪৯:৩৯] ইয়ার ৪৮:৪৭ ইয়ারমিয়া ৫০।
[৫০:১] পয়দা ১০:১০; জবুর ১৩৭:৮।
[৫০:২] দ্বি:বি ৩০:৪; ইয়ার ৪:১৬।
[৫০:৩] ইশা ৪১:২৫; ইয়ার ২৫:২৬।
[৫০:৪] ইয়ার ৩:১৮; ইহি ৩৭:২২।
[৫০:৫] ইশা ১১:১৬; ইয়ার ৩১:২১।

বাস করে। সম্পূর্ণ সুরক্ষা ও কোন বিপদের ভয় ছাড়া (কাজী ১৮:৭ আয়াত ও নোট; ইহি ৩৮:১১ আয়াত দেখুন)। যার কপাট নেই, হুড়কা নেই। অর্থাৎ তারা প্রাচীর বিহীন নগরে বাস করে (দ্বি.বি. ৩:৫; তুলনা করুন ১ শামু ২৩:৭ আয়াত)।

৪৯:৩২ বায়ুর দিকে উড়িয়ে দেব। ইহি ৫:১২; ১২:৪ আয়াত দেখুন। *চারদিক থেকে তাদের বিপদ আনবো।* এর সাথে তুলনা করুন ১ বাদশাহ্‌ ৫:৪ আয়াতে বাদশাহ্‌ সোলায়মানের রাজত্ব।

৪৯:৩৩ শিয়ালদের বসতি। ৯:১১ আয়াতের নোট দেখুন। *কোন লোক তার মধ্যে বাস করবে না।* এখানে ১৮ আয়াতের প্রতিফলন ঘটেছে।

৪৯:৩৪ এলমের বিষয়ে মাবুদের এই কালাম। ৪৬:১ আয়াতের নোট দেখুন। *এলম।* ইশা ১১:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৯:৩৫ ধনুক। এলমীয়রা দক্ষ তীরন্দাজ ছিল (ইশা ২২:৬ আয়াত দেখুন)।

৪৯:৩৬ এর সাথে ইশা ১১:১২ আয়াতের তুলনা করুন। *চারদিক থেকে চার বায়ু।* অর্থাৎ সব দিক থেকে (ইহি ৩৭:৯; দানি ৭:২; ৮:৮ আয়াত দেখুন)।

৫০:১ যে কথা বলেছিলেন। কিংবা বলা যায় যে বার্তা দিয়েছিলেন (৪৬:১৩ আয়াত দেখুন), এর সাথে ৫০-৫১ অধ্যায়ের সামঞ্জস্য রয়েছে। *ইয়ারমিয়া নবী দ্বারা।* ৩৭:২ আয়াত দেখুন। এই বার্তাটি নবী অবশেষে ব্যাবিলনের প্রতিই উচ্চারণ করবেন (৫১:৫৯-৬১ আয়াত দেখুন)।

৫০:২ ঘোষণা কর, প্রচার কর। দেখুন আয়াত ৪:৫; ৪৬:১৪। *ধ্বজা তুলে ধর।* ইশা ৫:২৬ আয়াতের নোট দেখুন। ৪:৬ আয়াতে এই আয়াতের হিব্রু অর্থ করা হয়েছে “নিশান তোল”। *ব্যাবিলন পরহস্তগত হল।* এই কথাটি ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পরিপূর্ণতা পেয়েছিল। *বেল।* ৫১:৪৪; ইশা ৪৬:১ আয়াত ও নোট দেখুন। *লজ্জিত হল ... বিস্মিত হল।* এই অংশের পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, ব্যাবিলনের প্রধান দেবতা এবং তার সমস্ত মূর্তি ও প্রতিকৃতিগুলোও তার মত ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। *তার।* ব্যাবিলনের। *মূর্তিগুলো।* লেবীয় ২৬:৩০ আয়াতের নোট দেখুন। এখানে মূর্তি ও মূর্তিপূজা সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা পুরাতন নিয়মে প্রায়শই দেখা যায় (যেমন ইশা ৪৪:৯-২০ আয়াত)।

৫০:৩ উত্তর দিক থেকে এক জাতি। ইয়ারমিয়া কিতাবে উত্তর দিক থেকে আসা দুশমনেরা সব সময়ই ছিল ব্যাবিলনীয়রা (উদাহরণ স্বরূপ দেখুন ১:১৪-১৫)। তবে এখানে সম্ভবত পারস্যের কথা বলা হয়েছে। ৯ আয়াতে ব্যাবিলনের দুশমনকে বলা হয়েছে “উত্তর দিক থেকে অমঙ্গল ও মহাধ্বংস” আসবে, যা ৫১:২৭-২৮ আয়াতে নাম ধরে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। *মানুষ ও পশু পালিয়ে গেল।* ব্যাবিলনকেও জেরুশালেমের মত পরিণতি ভোগ করতে হবে (৩৩:১২ আয়াত দেখুন)।

৫০:৪ বনি-ইসরাইলরা ... ও এহুদার লোকেরা একসঙ্গে আসবে। ৩:১৮ আয়াতের নোট দেখুন। *কাঁদতে কাঁদতে চলে আসবে।* অনুশোচনার কারণে (৩:২১-২২; ৩১:৯ আয়াত দেখুন)।

৫০:৫ এমন নিয়ম ... যা অনন্তকাল থাকবে। ৩২:৪০ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে ৩১:৩১-৩৪; ৩৩:২০-২১ আয়াত দেখুন।

উত্তর দিক থেকে এক জাতি তার বিরুদ্ধে উঠে
এল; সে তার দেশ ধ্বংস করবে, সেখানে কেউ
বাস করবে না; মানুষ ও পশু পালিয়ে গেল, চলে
গেল।
৪ মাবুদ বলেন, সেই সময়ে ও সেই কালে বনি
-ইসরাইলরা আসবে, তারা ও এহুদার লোকেরা
একসঙ্গে আসবে, কাঁদতে কাঁদতে চলে আসবে ও
তাদের আল্লাহ্‌, মাবুদের খোঁজ করবে। ৫ তারা
সিয়োনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবে, সেই দিকে মুখ
রাখবে, বলবে, চল, তোমরা এমন নিয়ম দ্বারা
মাবুদের প্রতি আসক্ত হও, যা অনন্তকাল থাকবে,
যা কখনও লোকে ভুলে যাবে না।
৬ আমার লোকেরা হারানো ভেড়া হয়ে
পড়েছে, তাদের পালকেরা তাদেরকে ভ্রান্ত
করেছে, নানা পর্বতে পথহারা করে ফেলেছে;
ওরা পর্বত থেকে উপপর্বতে গমন করেছে,
নিজেদের শয়নস্থান ভুলে গেছে। ৭ যারা
তাদেরকে পেয়েছে, তারা গ্রাস করেছে; তাদের
দুশমনদের বলেছে, আমাদের দোষ হয় নি, কারণ
ওরা ধর্মনিবাস মাবুদের, নিজেদের পূর্বপুরুষদের
আশাভূমি মাবুদের, বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করেছে।
৮ তোমরা তাড়াতাড়ি ব্যাবিলনের মধ্য থেকে
বের হয়ে পড়, কল্‌দীয়দের দেশ থেকে নির্গমন
কর এবং পালের অগ্রগামী ছাগলের মত হও।
৯ কেননা দেখ, আমি উত্তর দেশ থেকে মহাজাতি-
সমাজ উত্তেজিত করে ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে গমন
করাব, তারা ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে সৈন্য রচনা
করবে, তাতে তা পরহস্তগত হবে; তাদের তীর
দক্ষ বীরের মত হবে, বিফল হয়ে ফিরে আসবে
না। ১০ কল্‌দিয়া লুটবস্তু হবে; যেসব লোক সেই
দেশ লুট করবে, তারা তৃপ্ত হবে, মাবুদ এই কথা
বলেন।
১১ ওহে তোমরা, যারা আমার অধিকার লুট
করছো, তোমরা তো আনন্দ ও উল্লাস করছো,
শস্য-মাড়াইকারিণী গাভীর মত নাচানাচি করছো,
তেজস্বী ঘোড়ার মত হ্রেষা শব্দ করছো;
১২ এজন্য তোমাদের মা অতি লজ্জিত হবে,
তোমাদের জননী হতাশ হবে; দেখ, জাতিদের
মধ্যে সে ক্ষুদ্র হবে, মরুভূমি, শুকনো স্থান ও
মরুভূমি হবে। ১৩ মাবুদের ক্রোধের কারণে সে
আর বসতি-স্থান হবে না, সম্পূর্ণ ধ্বংসস্থান হবে;
যে কেউ ব্যাবিলনের কাছ দিয়ে যাবে সে বিস্মিত
হবে ও তার সমস্ত আঘাত দেখে উপহাস
করবে। ১৪ হে ধনুকধারী লোকেরা, ব্যাবিলনের
বিরুদ্ধে চারদিকে সৈন্য রচনা কর, তার প্রতি
তীর নিক্ষেপ কর, তীর নিক্ষেপে কাতর হয়ো না,
কেননা সে মাবুদের বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করেছে।
১৫ তার চারদিকে সিংহনাদ কর– সে
আত্মসমর্পণ করেছে, তার ভিত্তিগুলো পড়ে
গেছে, তার প্রাচীরগুলো উৎপাটিত হয়েছে;
কেননা এ মাবুদের প্রতিশোধ গ্রহণ; তোমরা ওর
প্রতিশোধ নাও; সে যেমন করেছে, তার প্রতি
তেমনি কর। ১৬ ব্যাবিলন থেকে বীজবাপককে
কেটে ফেল, ফসল কাটার সময়ে যে কাস্ত্যা ধরে,
তাকে কেটে ফেল, উৎপীড়ক তলোয়ারের ভয়ে
তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ জাতির কাছে ফিরে
যাবে, প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশের দিকে পালিয়ে
যাবে।
১৭ ইসরাইল ছিন্নভিন্ন ভেড়ার মত; সিংহগুলো
তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে; প্রথমত আশেরিয়ার

[৫০:৬] জবুর ১১৯:১৭৬; মথি ৯:৩৬; ১০:৬।
[৫০:৭] ইয়ার ১৪:৮।
[৫০:৮] ইশা ৪৮:২০।
[৫০:৯] ইশা ১৩:১৭।
[৫০:১০] ইশা ৪৭:১১; ইয়ার ৩০:১৬।
[৫০:১২] ইশা ২১:১; ইয়ার ২৫:১২; ৫১:২৬।
[৫০:১৩] ইয়ার ৯:১১; ৪৮:৯; ৫১:৬২।
[৫০:১৪] ইশা ১৩:১৮।
[৫০:১৫] ২বাদশা :৪; ইয়ার ৫১:৪৪, ৫৮।
[৫০:১৬] ইশা ১৩:১৪।
[৫০:১৭] লেবীয় ২৬:৩৩; জবুর ১১৯:১৭৬।
[৫০:১৮] ইশা ১০:১২।
[৫০:১৯] ইয়ার ৩১:১০; ইহি ৩৪:১৩।
[৫০:২০] জবুর ১৭:৩।

৫০:৬ হারানো ভেড়া। লূক ১৫:৩-৭ আয়াতে প্রভু ঈসা মসীহের দৃষ্টান্তটি দেখুন। *পালকেরা।* শাসকেরা (২:৮ আয়াতের নোট দেখুন)। *পর্বত থেকে উপপর্বতে গমন করেছে।* যে সকল স্থানে পৌত্তলিক দেবতাদের পূজা করা হত (২:২০ আয়াতের নোট দেখুন)। *নিজেদের শয়নস্থান।* মাবুদ আল্লাহ্‌ (আয়াত ৭ দেখুন)।

৫০:৭ নিজেদের পূর্বপুরুষদের আশাভূমি। একমাত্র এই স্থানেই শব্দগুচ্ছটি ব্যবহার করা হয়েছে (১৪:৮, ২২; এর সাথে তুলনা করুন প্রেরিত ২৮:২০ আয়াত)।

৫০:৮ পালের অগ্রগামী ছাগলের মত। ব্যাবিলন থেকে এহুদার লোকদেরকেই সর্বপ্রথম বন্দীদশা থেকে মুক্তি দান করা হবে।

৫০:৯ মহাজাতি-সমাজ। ইশা ১৩:৪ আয়াত দেখুন। তাদের নাম ৫১:২৭-২৮ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে (আয়াত ৩ ও নোট দেখুন)।

৫০:১১ তোমরা। অর্থাৎ ব্যাবিলন। *আমার অধিকার।* আল্লাহ্‌র দেশ ও জাতি (২:৭; ১২:৭ আয়াত ও নোট দেখুন)। *শস্য-মাড়াইকারিণী গাভীর মত নাচানাচি করছো।* মালাখি ৪:২ আয়াত দেখুন। *তেজস্বী ঘোড়া।* ৮:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৫০:১২ তোমাদের মা। এখানে হতে পারে (১) নগরীর কথা বলা হচ্ছে, কিংবা (২) দেশের কথা বলা হচ্ছে (ইশা ৫০:১; হোসিয়া ২:৫ আয়াত দেখুন)। *ক্ষুদ্র হবে।* আক্ষরিক অর্থে "সবচেয়ে নিচু"। ইসরাইল জাতিকে আক্রমণ করার ক্ষেত্রে আমালেকীয়রা যেমন ছিল জাতিগণের মধ্যে প্রথম (শুমারী ২৪:২০ আয়াত দেখুন), তেমনি ব্যাবিলন আক্রমণ করেছিল সবার শেষে (নবী ইয়ারমিয়ার সময় পর্যন্ত), কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই ধ্বংস করে দেওয়া হবে।

৫০:১৩ সে আর বসতি-স্থান হবে না। ইশা ১৩:২০ আয়াত ও নোট দেখুন। *যে কেউ ... যাবে ... আঘাত দেখে উপহাস করবে।* ১৯:৮ আয়াতে জেরুশালেম সম্পর্কে এবং ইদোম সম্পর্কে ৪৯:১৭ আয়াতে বলা হয়েছে।

৫০:১৪ হে ধনুকধারী লোকেরা। এর মধ্যে আছে মাদীয়রাও (ইশা ১৩:১৭-১৮ আয়াত দেখুন)।

৫০:১৫ সিংহনাদ। অর্থাৎ যুদ্ধের আওয়াজ কর (ইউসা ৬:১৬ আয়াত দেখুন)। *এ মাবুদের প্রতিশোধ গ্রহণ।* আয়াত ২৮; ৫১:১১ দেখুন।

৫০:১৬ উৎপীড়ক তলোয়ারের ভয়ে। ৪৬:১৬ আয়াত দেখুন।

৫০:১৯ কর্মিল। ইশা ৩৩:৯ আয়াত ও নোট দেখুন। *বাশন।* ইশা ২:১৩ আয়াত দেখুন। *আফরাহীম।* ইসরাইলের মধ্যভাগে অবস্থিত পার্বত্য অঞ্চল (উযা ৩৪:১৩-১৪ আয়াত দেখুন)। *গিলিয়দ।* পয়দা ৩১:২১ আয়াত দেখুন; এর সাথে শুমারী ৩২:১; মিকাহ্‌ ৭:১৪ আয়াত দেখুন।

৫০:২০ দেখুন আয়াত ৩৩:৮ ও নোট; এর সাথে ৩৬:৩

বাদশাহ্ তাকে গ্রাস করেছিল, এখন শেষে এই
ব্যাবিলনের বাদশাহ্ বখতে-নাসার তার অস্থিগুলো
ভেঙ্গে ফেলেছে। ১৮ এজন্য বাহিনীগণের মাবুদ,
ইসরাইলের আল্লাহ্, এই কথা বলেন, দেখ, আমি
আশেরিয়ার বাদশাহ্কে যেমন প্রতিফল দিয়েছি,
ব্যাবিলনের বাদশাহ্ ও তার দেশকে তেমনি
প্রতিফল দেব। ১৯ আর ইসরাইলকে তার চরাণি-
স্থানে ফিরিয়ে আনবো; সে কর্মিলের ও বাশনের
উপরে চরবে এবং আফরাহীম-পর্বতমালায় ও
গিলিয়দে তার প্রাণ তৃপ্ত হবে। ২০ মাবুদ বলেন,
সেই সময়ে ও সেই কালে ইসরাইলের অপরাধের
অনুসন্ধান করা যাবে, কিন্তু পাওয়া যাবে না; এবং
এহুদার গুনাহ্গুলোর অনুসন্ধান করা যাবে, কিন্তু
পাওয়া যাবে না; কেননা আমি যাদেরকে অবশিষ্ট
রাখি, তাদেরকে মাফ করবো।
২১ মাবুদ বলেন, তুমি মরাথয়িম [দ্বিগুণ বিদ্রোহ]
দেশের বিরুদ্ধে ও পকোদ [প্রতিফল] নিবাসীদের
বিরুদ্ধে যাও, তাদের পিছনে পিছনে গিয়ে তাদের
জবেহ্ কর, নিঃশেষে বিনষ্ট কর; আমি তোমাকে
যা যা করতে হুকুম করেছি, সেই অনুসারে কর।
২২ দেশে সংগ্রামের আওয়াজ ও মহাবিনাশের
আওয়াজ! ২৩ সমস্ত দুনিয়ার হাতুড়ি কেমন ভেঙ্গে
টুকরা টুকরা হয়ে গেল! জাতিদের মধ্যে ব্যাবিলন
কেমন উৎসন্ন হল! ২৪ হে ব্যাবিলন, আমি
তোমার জন্য ফাঁদ পেতেছি, আর তুমি তাতে

[৫০:২১] ইহি ২৩:২৩।
[৫০:২২] ইয়ার ৪:১৯-২১; ৫১:৫৪।
[৫০:২৩] ইশা ১০:৫।
[৫০:২৪] আইউ ৯:৪।
[৫০:২৫] ইশা ১৩:৫।
[৫০:২৬] রূত ৩:৭।
[৫০:২৭] জবুর ৬৮:৩০; ইয়ার ৪৮:১৫।
[৫০:২৮] ইশা ৪৮:২০; ইয়ার ৫১:১০।
[৫০:২৯] ইহি ৩৫:১১; ওব ১:১৫।
[৫০:৩০] ইশা ১৩:১৮।
[৫০:৩১] আইউ ১৮:২০; প্রকা ১৮:৭-৮।
[৫০:৩২] জবুর ১১৯:২১।
[৫০:৩৩] ইশা ৫৮:৬।

ধরাও পড়েছ, কিন্তু জানতে পার নি; তোমাকে
পাওয়া গেছে, আবার তুমি ধরাও পড়েছ, কেননা
তুমি মাবুদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছ। ২৫ মাবুদ তাঁর
অস্ত্রাগার খুললেন, নিজের ক্রোধের অস্ত্রগুলো
বের করে আনলেন, কেননা কল্দীয়দের দেশে
সর্বশক্তিমান সার্বভৌম মাবুদের কাজ আছে।
২৬ তোমরা প্রান্তসীমা থেকে তার বিরুদ্ধে এসো,
তার শস্যভাণ্ডারগুলো খুলে দাও, রাশির মত
তাকে ঢিবি কর, নিঃশেষে বিনষ্ট কর; তার কিছু
অবশিষ্ট রেখো না। ২৭ তার সমস্ত ষাঁড় হত্যা
কর, তারা বধ্যস্থানে নেমে যাক; হায় হায়,
তাদের দিন, তাদের প্রতিফলের সময়, এসে
পড়লো! ২৮ শোন! ঐ তাদের কণ্ঠস্বর, যারা
পালাচ্ছে ও ব্যাবিলন দেশ থেকে রক্ষা পাচ্ছে;
তারা সিয়োনে এসে ঘোষণা করছে কিভাবে
আমাদের আল্লাহ্ মাবুদ তাঁর বায়তুল-
মোকাদ্দসের জন্য প্রতিশোধ নিয়েছে।
২৯ তোমরা ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে ধনুর্ধারীদের,
ধনুকে চাড়াদায়ী সকলকে, আহ্বান কর;
চারদিকে তার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন কর,
কাউকেও রক্ষা পেতে দিও না; তার কাজ
অনুসারে ফল তাকে দাও; সে যা যা করেছে,
তার প্রতি সেই অনুসারে কর; কেননা সে
মাবুদের বিরুদ্ধে, ইসরাইলের পবিত্রতমের
বিরুদ্ধে, অহংকার করেছে। ৩০ এজন্য সেদিন

আয়াতও দেখুন; মিকাহ্ ৭:১৮-১৯ আয়াত দেখুন।

৫০:২১ মরাথয়িম। এই নামের অর্থ "মাবুদের বিরুদ্ধে দ্বিগুণ বিদ্রোহ"। সম্ভবত এখানে ২৪, ২৯ আয়াতের কথা বোঝানো হচ্ছে (কাজী ৩:৮; ইশা ৪০:২ আয়াত ও নোট দেখুন)। সম্ভবত এখানে ব্যাবিলনীয় শব্দ মারাতু মিশিয়ে শব্দটি উচ্চারণ করা হয়েছে, যা ব্যাবিলনে লবণাক্ত পানির জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি স্থান। *পকোদ।* উযা ২৩:২৩ আয়াত দেখুন; এই নামের অর্থ "মাবুদের প্রতিফল" বা শাস্তি। ব্যাবিলনীয় পকোদো নামক স্থানের সাথে মিল রেখে এই নামটি বলা হয়েছে, যা টাইগ্রিস নদীর পূর্বে ভাটি অঞ্চলে অবস্থিত একটি অরামীয় গোষ্ঠীর নাম। *নিঃশেষে বিনষ্ট কর।* ২৬; ২৫:৯; ৫১:৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে দ্বি.বি. ২:৩৪ আয়াত দেখুন।

৫০:২২ মহাবিনাশ। ৪:৬; ৬:১ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৪৮:৩; ৫১:৫৪ আয়াত দেখুন।

৫০:২৩ সমস্ত দুনিয়ার হাতুড়ি। ইশা ১০:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *জাতিদের মধ্যে ব্যাবিলন কেমন উৎসন্ন হল!* ৫১:৪১ আয়াতে এই বাক্যটির হিব্রু প্রতিরূপ উদ্ধৃত হয়েছে।

৫০:২৪ তুমি তাতে ধৃতও হয়েছ ... জানতে পার নি। ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পারস্যদের আক্রমণের ব্যাবিলনের নগরগুলো একেবারেই প্রস্তুত ছিল না (৫১:৮; ইশা ৪৭:১১ আয়াত দেখুন)।

৫০:২৫ ক্রোধের অস্ত্রগুলো। জাতিগণ (৫১:২৭-২৮) যাদেরকে মাবুদ আল্লাহ্ ব্যাবিলন জয় করার জন্য ব্যবহার করেছেন (ইশা ১৩:৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। *কেননা ... মাবুদের কাজ আছে।* ৪৮:১০ আয়াত দেখুন।

৫০:২৬ রাশির মত তাকে ঢিবী কর। নহি ৪:২ আয়াতে এ ধরনের কথার মধ্য দিয়ে পোড়ানোর জন্য বিভিন্ন বস্তু একত্রিত করার কথা বলা হয়েছে। *নিঃশেষে বিনষ্ট কর।* পুড়িয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে (আয়াত ২১ দেখুন; এর সাথে ইউসা ১১:১১-১৩ আয়াত দেখুন)।

৫০:২৭ সমস্ত ষাঁড় হত্যা কর। ব্যাবিলনের লোকেরা, বিশেষ করে যারা অত্যন্ত বীর যোদ্ধা ছিল (ইশা ৩৪:৬-৭ আয়াত ও নোট দেখুন)। *তারা বধ্যস্থানে নেমে যাক।* ৪৮:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। *তাদের প্রতিফলের সময়।* ১১:২৩; ২৩:১২; ৪৬:২১ আয়াত দেখুন।

৫০:২৮ যারা পালাচ্ছে ও ... রক্ষা পাচ্ছে। বন্দীদশায় থাকা ইহুদীরা যারা ব্যাবিলন ধ্বংসের সময় পালিয়ে গিয়েছিল। *তাঁর বায়তুল-মোকাদ্দসের জন্য প্রতিশোধ নিয়েছে।* আয়াত ১৫ ও নোট দেখুন; ৪৬:১০; ৫১:৬ আয়াত দেখুন। ব্যাবিলনের উপরে এই আক্রমণ ছিল জেরুশালেম বায়তুল মোকাদ্দসের প্রতি ব্যাবিলনের ধ্বংসলীলার জন্য মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রতিশোধ।

৫০:২৯ তার কাজ অনুসারে ফল তাকে দাও। এই অংশটি ২৫:১৪ আয়াত থেকে প্রতিফলিত হয়েছে (৫১:২৪ আয়াত দেখুন)। *সে যা যা করেছে ... সেই অনুসারে কর।* আয়াত ১৫ ও নোট দেখুন। *ইসরাইলের পবিত্রতম।* নবী ইশাইয়ার কিতাবে এই সম্বোধনটি প্রায়শই দেখা যায় (ইশা ১:৪ আয়াত দেখুন), যা নবী ইয়ারমিয়ার কিতাবে শুধুমাত্র এই আয়াতে এবং ৫১:৫ আয়াতে দেখা যায়।

৫০:৩১-৩২ এই অংশে ২১:১৩-১৪ আয়াতের আবছা প্রতিফলন ঘটেছে, যেখানে জেরুশালেম সম্পর্কে কথাটি বলা হয়েছিল এবং এখানে বলা হচ্ছে ব্যাবিলন সম্পর্কে।

তার যুবকেরা তার রাস্তায় মরে পড়ে থাকবে ও
তার সমস্ত যোদ্ধা ধ্বংস হয়ে যাবে, মাবুদ এই
কথা বলেন। ৩১ হে অহংকার, প্রভু, বাহিনীগণের
মাবুদ বলেন, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ, কেননা
তোমার সেদিন উপস্থিত, যেদিন আমি তোমাকে
প্রতিফল দেব। ৩২ তখন ঐ অহংকার হোঁচট
খেয়ে পড়বে, কেউ তাকে উঠাবে না; এবং আমি
তার সকল নগরে আগুন লাগিয়ে দেব, তা তার
চারদিকের সবকিছুই গ্রাস করবে।
৩৩ বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন, বনি-
ইসরাইল ও এহুদার লোকেরা নির্বিশেষে
নির্যাতিত হচ্ছে; এবং যারা তাদেরকে বন্দীদশায়
রেখেছে, তারা তাদেরকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে,
বিদায় করতে অসম্মত রয়েছে। ৩৪ তাদের
মুক্তিদাতা বলবান; 'বাহিনীগণের মাবুদ' তাঁর
নাম; তিনি সম্পূর্ণভাবে তাদের ঝগড়া নিষ্পন্ন
করবেন, যেন তিনি দুনিয়াকে সুস্থির করেন ও
ব্যাবিলন-নিবাসীদেরকে অস্থির করেন। ৩৫ মাবুদ
বলেন, কল্দীয়দের উপরে, ব্যাবিলন-নিবাসীদের
উপরে, ব্যাবিলনের কর্মকর্তাদের উপরে ও তার
জ্ঞানবানদের উপরে তলোয়ার রয়েছে। ৩৬ তার
গণকদের উপরে তলোয়ার রয়েছে, তারা হতবুদ্ধি

[৫০:৩৪] হিজ ৬:৬; আইউ ১৯:২৫।
[৫০:৩৫] ইশা ৪৫:১।
[৫০:৩৬] ইয়ার ৪৯:২২।
[৫০:৩৭] ২বাদশা ১৯:২৩; ইয়ার ৫১:২১।
[৫০:৩৮] জবুর ১৩৭:১; ইয়ার ৫১:১৩।
[৫০:৩৯] জবুর ৭৪:১৪।
[৫০:৪০] পয়দা ১৯:২৪; মথি ১০:১৫।
[৫০:৪১] ইশা ১৩:৪; ইয়ার ৫১:২২-২৮।
[৫০:৪২] আইউ ৩০:২১।
[৫০:৪৩] ইয়ার ৬:২২-২৪।
[৫০:৪৪] ইয়ার ১২:৫।

হবে; তার বীরদের উপরে তলোয়ার রয়েছে,
তারা ধ্বংস হবে। ৩৭ তার ঘোড়াগুলোর উপরে,
তার রথগুলোর উপরে ও তার মধ্যকার সমস্ত
মিশ্রিত লোকের উপরে তলোয়ার রয়েছে, তারা
অবলাদের সমান হবে; তার সকল ধনকোষের
উপরে তলোয়ার রয়েছে, সেসব লুট হবে।
৩৮ তার জলাধারগুলোর উপরে উত্তাপ রয়েছে,
সেগুলো শুকিয়ে যাবে; কেননা সেটি খোদাই-করা
মূর্তির দেশ ও সেখানকার লোকেরা তাদের
মূর্তিগুলোর বিষয়ে পাগল হয়ে যাবে।
৩৯ এজন্য সেখানে বন্যপশু ও হায়েনারা বাস
করবে এবং উটপাখি বাসা করবে; তা আর
কখনও লোকালয় হবে না; পুরুষানুক্রমে সেই
স্থানে বসতি হবে না। ৪০ মাবুদ এই কথা বলেন,
আল্লাহ্‌ যখন সাদুম, আমুরা ও সেখানকার
নিকটস্থ নগরগুলো উৎপাটন করেছিলেন, তখন
যেরকম হয়েছিল, সেরকম হবে; কোন ব্যক্তি
সেখানে বাস করবে না, কোন বনি-আদম তার
মধ্যে বাস করবে না।
৪১ দেখ, উত্তর দিক থেকে এক জনসমাজ
আসছে, দুনিয়ার প্রান্ত থেকে একটি মহাজাতি ও
অনেক বাদশাহ্‌ উত্তেজিত হয়ে আসছে। ৪২ তারা

৫০:৩৩ যারা তাদেরকে বন্দী-দশায় রেখেছে। ইশা ১৪:২ আয়াত দেখুন। *বিদায় করতে অসম্মত রয়েছে।* যেভাবে ফেরাউন মিসর থেকে ইসরাইল জাতিকে যেতে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল (উদাহরণ স্বরূপ দেখুন হিজ ৭:১৪; ৮:২, ৩২; ৯:২, ৭ আয়াত)।

৫০:৩৪ মুক্তিদাতা। ৩১:১১ আয়াত ও নোট দেখুন। *তাদের ঝগড়া নিষ্পন্ন করবেন।* ৫১:৩৬ আয়াত দেখুন। *সুস্থির করেন।* ৩১:২ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে ইশা ১৪:৩, ৭ আয়াত দেখুন এবং দ্বি.বি. ৩:২০; ইউসা ১:১৩ আয়াত দেখুন।

৫০:৩৫-৩৮ এর সাথে তুলনা করুন উযায়ের ২১ অধ্যায়।

৫০:৩৬ গণকদের উপরে ... তারা হতবুদ্ধি হবে। ইশা ৪৪:২৫ আয়াত দেখুন; এর সাথে শুমারী ১২:১১ আয়াত ও মেসাল ১:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৫০:৩৭ তার ঘোড়াগুলোর উপরে ... রথগুলোর উপরে। ইশা ৪৩:১৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে জবুর ২০:৭ আয়াত দেখুন। *সমুদয় মিশ্রিত লোকের উপরে।* ২৫:২০, ২৪; নহিমিয়া ১৩:৩ আয়াত দেখুন।

৫০:৩৮ মূর্তি। ৫১:৫২ আয়াত দেখুন; এর সাথে ইশা ২১:৯ আয়াতের নোট দেখুন। *পাগল হয়ে যাবে।* ২৫:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫০:৩৯ ইশা ১৩:২০-২২ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫০:৪০ এখানে ৪৯:১৮ আয়াতের প্রতিফলন ঘটেছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৫০:৪১-৪৩ এখানে ৬:২২-২৪ আয়াতের প্রতিফলন ঘটেছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। সেখানে এই কথাটি জেরুশালেমের উদ্দেশে বলা হয়েছে এবং এখানে বলা হয়েছে ব্যাবিলনের প্রতি।

৫০:৪২ অয়ি ব্যাবিলন-কন্যে। এখানে ব্যাবিলনকে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (২ বাদশাহ্‌ ১৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫০:৪৩ প্রসবকারিণীর মত বেদনা। ৪:৩১ আয়াতের নোট দেখুন।

৫০:৪৪-৪৬ এখানে ৪৯:১৯-২১ আয়াতে বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। ইদোমের প্রতি উক্ত আয়াতে যে কথাগুলো বলা হয়েছে তা এখানে ব্যাবিলনের প্রতি বলা হচ্ছে।

৫১:১ একটি বিনাশক বায়ু উৎপন্ন করবো। ১ খান্দান ৫:২৬; হগয় ১:১৪ আয়াত দেখুন। এই আয়াতের অন্তর্নিহিত হিব্রু বাক্যাংশকে ২ খান্দান ২১:১৬ আয়াতে অনুবাদ করা হয়েছে: "যিহোরামের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনীদের ... আরবীয়দের মন উত্তেজিত করলেন।" *বিনাশক।* ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন; এখানে মাদীয় বাদশাহ্‌ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন (আয়াত ১১)। *লেব কামাই।* আক্ষরিক অর্থে "আমার প্রতিপক্ষের হৃদয়" (তুলনা করুন প্রকা ১৭:৫, যেখানে ব্যাবিলনকে বলা হয়েছে "মহতী ব্যাবিলন, দুনিয়ার পতিতাদের ও ঘৃণাস্পদ সকলের জননী")।

৫১:২ বিদেশীদের ... তারা তাকে ঝাড়বে। ২৫:৯; ৫০:১, ২৬ আয়াত দেখুন; দ্বি.বি. ২:৩৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৫১:৪ নিহত ... তলোয়ারের আঘাতে মারা পড়বে। ৪৯:২৬; ৫০:৩০ আয়াতের নোট দেখুন।

৫১:৫ মাবুদ কর্তৃক পরিত্যক্ত। আক্ষরিক অর্থে "বিধবা"; এর সাথে তুলনা করুন ইশা ৫৪:৪, ৬-৭ আয়াত ও নোট। **ইসরাইলের পবিত্রতম।** ৫০:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৫১:৬ পালিয়ে যাও ... নিজ নিজ প্রাণ রক্ষা কর। দেখুন আয়াত ৪৫; ৪৮:৬। এই কথাটি বলা হয়েছিল এহুদার লোকদের উদ্দেশে (৫০:৮ আয়াত দেখুন)। *মাবুদের প্রতিশোধ গ্রহণের সময়।* ৫০:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। *তিনি তাকে অপকারের প্রতিফল দিতে উদ্যত।* ইশা ৫৯:১৮; ৬৬:৬ আয়াত দেখুন।

৫১:৭ দেখুন আয়াত ২৫:১৫-১৬ ও নোট। *ব্যাবিলন সোনার*

BACIB International Bible CHURCH

ধনুক ও বর্শাধারী, নিষ্ঠুর ও নির্দয়; তাদের আওয়াজ সমুদ্র গর্জনের মত ও তারা ঘোড়ায় চড়ে আসছে; অয়ি ব্যাবিলন-কন্যে, তোমারই বিপরীতে যুদ্ধ করার জন্য তারা প্রত্যেকজন যোদ্ধার মত সুসজ্জিত হয়েছে। ৪৩ ব্যাবিলনের বাদশাহ্ তাদের জনশ্রুতি শুনেছে, তার হাত অবশ হল, যন্ত্রণা, প্রসবকারিণীর মত বেদনা, তাকে ধরলো।

৪৪ দেখ, যে সিংহের মত জর্ডানের গভীর জঙ্গল থেকে উঠে সেই চিরস্থায়ী চরাণি-স্থানের বিরুদ্ধে আসবে; কিন্তু আমি চোখের নিমিষে তাকে সেখান থেকে দূর করে দেব এবং তার উপরে মনোনীত লোককে নিযুক্ত করবো। কেননা আমার মত কে আছে? আমার সময় নির্ধারণ কে করবে? এবং আমার সম্মুখে দাঁড়াবে এমন পালক কোথায়? ৪৫ অতএব মাবুদের মন্ত্রণা শোন, যা তিনি ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে করেছেন; তাঁর সঙ্কল্পগুলো শোন, যা তিনি কল্‌দীয়দের দেশের বিরুদ্ধে করেছেন। নিশ্চয়ই লোকেরা তাদেরকে টেনে নিয়ে যাবে, পালের বাচ্চাগুলোকেও নিয়ে যাবে; নিশ্চয়ই তিনি তাদের চরাণি-স্থান তাদের সঙ্গে উৎসন্ন করবেন। ৪৬ ব্যাবিলন পরহস্তগত হয়েছে, এই শব্দে দুনিয়া কাঁপছে ও জাতিদের মধ্যে কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

৫১ ১ মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ, আমি, ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে ও লেব-কামাই নিবাসীদের বিরুদ্ধে একটি বিনাশক বায়ু উৎপন্ন করবো। ২ আর আমি ব্যাবিলনে বিদেশীদের প্রেরণ করবো, তারা তাকে ঝাড়বে, তার দেশ শূন্য করবে, কারণ তারা বিপদের দিনে চারদিকে তার বিরুদ্ধে আসবে। ৩ তীরন্দাজ ধনুকে চাড়া না দিক; সে বর্মসজ্জায় উত্থিত না হোক; তোমরা তার যুবকদের প্রতি রহম করো না, তার সমস্ত সৈন্য নিঃশেষে বিনষ্ট কর। ৪ তারা কল্‌দীয়দের দেশে নিহত ও চকে তলোয়ারের আঘাতে মারা পড়বে।

[৫০:৪৫] জবুর ৩৩:১১; ইয়ার ৫১:১১।
[৫০:৪৬] আইউ ২৪:১২; প্রকা ১৮:৯।
[৫১:১] ইশা ১৩:১৭।
[৫১:২] মথি ৩:১২।
[৫১:৩] ইয়ার ৫০:২৯।
[৫১:৪] ইশা ১৩:১৫।
[৫১:৫] লেবীয় ২৬:৪৪।
[৫১:৬] প্রকা ১৮:৪।
[৫১:৭] ইশা ৫১:২২; ইয়ার ২৫:১৫-১৬; ৪৯:১২; প্রকা ১৪:৮-১০।
[৫১:৮] ইশা ১৪:১৫; ২১:৯; প্রকা ১৪:৮।
[৫১:৯] ইশা ১৩:১৪; ৩১:৯; ইয়ার ৫০:১৬।
[৫১:১০] মীখা ৭:৯।
[৫১:১১] ইশা ২১:৫।
[৫১:১২] জবুর ২০:৫।
[৫১:১৩] ইশা ৪৫:৩; ইহি ২২:২৭; হবক ২:৯।
[৫১:১৪] পয়দা ২২:১৬।
[৫১:১৫] জবুর ১০৪:২৪।
[৫১:১৬] জবুর ১৮:১১-১৩।
[৫১:১৭] ইশা ৪৪:২০; হবক

৫ কারণ ইসরাইল কিংবা এহুদা যে তার আল্লাহ্ বাহিনীগণের মাবুদ কর্তৃক পরিত্যক্ত, তা নয়; যদিও এদের দেশ ইসরাইলের পবিত্রতমের বিরুদ্ধে দোষে পরিপূর্ণ হয়েছে। ৬ তোমরা ব্যাবিলনের মধ্য থেকে পালিয়ে যাও, প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রাণ রক্ষা কর; তার অপরাধে তোমরা উচ্ছিন্ন হয়ো না; কেননা এ মাবুদের প্রতিশোধ গ্রহণের সময়, তিনি তাকে অপকারের প্রতিফল দিতে উদ্যত। ৭ মাবুদের হাতে ব্যাবিলন সোনার পাত্রের মত ছিল, তা সমস্ত দুনিয়াকে মাতাল করতো, জাতিরা তার মদ পান করেছে, সেজন্য জাতিরা পাগল হয়েছে। ৮ ব্যাবিলন অকস্মাৎ পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেল; তার জন্য হাহাকার কর; তার ব্যথার প্রতিকারের জন্য ওষুধ গ্রহণ কর; কি জানি সে সুস্থ হবে। ৯ 'আমরা ব্যাবিলনকে সুস্থ করতে যত্ন করেছি, কিন্তু সে সুস্থ হল না; তাকে ত্যাগ কর, আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশে যাই, কেননা ওর বিচার উচ্চতায় আকাশ ছোঁয়া। ১০ মাবুদ আমাদের ধার্মিকতা প্রকাশ করেছেন; এসো, আমরা সিয়োনে গিয়ে আমাদের আল্লাহ্ মাবুদের কাজ ঘোষণা করি।'

১১ তোমরা তীরগুলো ধারালো কর, ঢাল ধর; মাবুদ মাদীয় বাদশাহ্‌দের মন উত্তেজিত করেছেন, কেননা তাঁর সঙ্কল্প ব্যাবিলনের বিপক্ষ, তার বিনাশের জন্য; বস্তুত তা মাবুদের প্রতিশোধ গ্রহণ, তাঁর বায়তুল-মোকাদ্দসের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ। ১২ তোমরা ব্যাবিলনের প্রাচীরের বিরুদ্ধে নিশান স্থাপন কর, রক্ষী দলগুলোকে সাহস দাও, প্রহরীদেরকে নিযুক্ত কর, গোপন স্থানে সৈন্য রাখ; কেননা মাবুদ ব্যাবিলন-নিবাসীদের বিষয়ে যা বলেছেন, তা সঙ্কল্প করেছেন, সিদ্ধও করেছেন। ১৩ হে জলরাশির উপরে বাসকারিণী! ধনকোষে ঐশ্বর্যশালিনী! তোমার শেষকাল, তোমার ধনলোভের পরিণাম উপস্থিত। ১৪ বাহিনীগণের মাবুদ তাঁর নামে এই কসম খেয়েছেন, সত্যিই

পাত্রের মত ছিল। দানি ২:৩২-৪৩ আয়াতের নোট দেখুন।
৫১:৮ ব্যাবিলন ... ভেঙ্গে গেল। ইশা ২১:৯ আয়াত ও নোট দেখুন। *ওষুধ।* ৮:২২ আয়াতের নোট দেখুন।
৫১:৯ এখানে বক্তারা হচ্ছে ব্যাবিলন কর্তৃক পরাজিত জাতিরা। *আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশে যাই।* ৫০:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন। *ওর বিচার।* অর্থাৎ ব্যাবিলনের গুনাহ্‌র বিচার। *উচ্চতায় আকাশ ছোঁয়া।* এখানে কাব্যিক ভাষায় ব্যাবিলনের গুনাহ্‌র গুরুতর অবস্থা বোঝানো হয়েছে (দ্বি.বি. ১:২৮; জবুর ৫৭:১০; ১০৮:৪ আয়াত দেখুন)।
৫১:১০ এই আয়াতে এহুদা কথা বলছে (৫০:২৮ আয়াত দেখুন)। *মাবুদ আমাদের ধার্মিকতা প্রকাশ করেছেন।* জবুর ৩৭:৬ আয়াত দেখুন।
৫১:১১ মন উত্তেজিত করেছেন। আক্ষরিক অর্থে "হৃদয়কে জাগ্রত করেছেন" (আয়াত ১ ও নোট দেখুন)। *মাদীয়।* আয়াত ২৮; ইশা ১৩:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন; ২১:২; দানি ৫:২৮, ৩১; ৬:৮, ১২, ১৫; ৮:২০ আয়াত দেখুন। *প্রতিশোধ গ্রহণ ... বায়তুল-মোকাদ্দসের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ।* ৫০:২৮ আয়াতের নোট দেখুন।
৫১:১২ ব্যাবিলনের প্রাচীরের বিরুদ্ধে ... সৈন্য রাখ। যেন রক্ষাকারীরা নিরাপদ অবস্থানে ফিরে আসতে না পারে (ইউসা ৮:১৪-২২; কাজী ২০:২৯-৩৯ আয়াত দেখুন)।
৫১:১৩ হে জলরাশি। ব্যাবিলনের নদ-নদীসমূহ (জবুর ১৩৯:১ আয়াত দেখুন), যার মধ্যে রয়েছে মহানদী ফোরাত এবং আরও অসংখ্য ছোট ছোট খাল। *তোমার শেষকাল।* ইশা ৩৮:১২ আয়াত দেখুন।
৫১:১৪ তাঁর নামে এই কসম খেয়েছেন। পয়দা ২২:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। *পঙ্গপালের মত।* ৪৬:২৩ আয়াত দেখুন। *তোমার বিরুদ্ধে সিংহনাদ করবে।* ৪৮:৩৩ আয়াতের নোট দেখুন।
৫১:১৫-১৯ এখানে ১০:১২-১৬ আয়াতের প্রতিফলন ঘটেছে

আমি তোমাকে পঙ্গপালের মত জনগণে পরিপূর্ণ
করেছি, তারা তোমার বিরুদ্ধে সিংহনাদ করবে।
১৫ তিনি নিজের শক্তিতে দুনিয়া গঠন করেছেন।
নিজের জ্ঞানে দুনিয়া স্থাপন করেছেন, নিজের
বুদ্ধিতে আসমান বিছিয়ে দিয়েছেন। ১৬ তিনি
গর্জে উঠলে আসমানে জলরাশির আওয়াজ হয়,
তিনি দুনিয়ার প্রান্ত থেকে বাষ্প উত্থাপন করেন;
তিনি বৃষ্টির জন্য বিদ্যুৎ গঠন করেন; তিনি তাঁর
ভাণ্ডার থেকে বায়ু বের করে আনেন। ১৭ প্রত্যেক
মানুষ পশুর মত হয়েছে, সে জ্ঞানহীন; প্রত্যেক
স্বর্ণকার তার মূর্তির দ্বারা লজ্জিত হয়; কারণ তার
ছাঁচে ঢালা বস্তু মিথ্যামাত্র, তার মধ্যে শ্বাসবায়ু
নেই। ১৮ সেসব অসার, মায়ার কর্মমাত্র; তাদের
প্রতিফল দানকালে তারা বিনষ্ট হবে। ১৯ যিনি
ইয়াকুবের অধিকার, তিনি সেরকম নন; কারণ
তিনি সমস্ত বস্তুর গঠনকারী এবং ইসরাইল তাঁর
অধিকাররূপ বংশ; তাঁর নাম বাহিনীগণের মাবুদ!

আল্লাহ্‌র যুদ্ধের অস্ত্র

২০ তুমি আমার মুদগর ও যুদ্ধের অস্ত্র;
তোমাকে দিয়ে আমি জাতিদেরকে চূর্ণ করবো;
তোমাকে দিয়ে রাজ্যগুলো সংহার করবো;
২১ তোমাকে দিয়ে ঘোড়া ও তার সওয়ারকে চূর্ণ
করবো; তোমাকে দিয়ে রথ ও তার আরোহীকে
চূর্ণ করবো; ২২ তোমাকে দিয়ে পুরুষ ও স্ত্রীকে
চূর্ণ করবো; তোমাকে দিয়ে বৃদ্ধ ও বালককে চূর্ণ
করবো; তোমাকে দিয়ে ও যুবক যুবতীকে চূর্ণ
করবো; ২৩ তোমাকে দিয়ে পালরক্ষক ও তার

২:১৮-১৯।
[৫১:১৮] ইয়ার ১৮:১৫।
[৫১:১৯] জবুর ১১৯:৫৭।
[৫১:২০] ইশা ১০:৫; জাকা ৯:১৩।
[৫১:২১] হিজ ১৫:১।
[৫১:২২] ২খান্দান ৩৬:১৭; ইশা ১৩:১৭-১৮।
[৫১:২৪] আয়াত ৬, ৩৫; দ্বিঃবি ৩২:৪১; ইয়ার ৫০:১৫; মাতম ৩:৬৪।
[৫১:২৫] হিজ ৩:২০।
[৫১:২৬] ইশা ১৩:১৯-২২; ইয়ার ৫০:১২।
[৫১:২৭] জবুর ২০:৫; ইশা ১৩:২।
[৫১:২৯] কাজী ৫:৪; ইয়ার ৪৯:২১।
[৫১:৩০] ইশা ১৯:১৬।
[৫১:৩১] ২শামু ১৮:১৯-৩১।

পাল চূর্ণ করবো; তোমাকে দিয়ে কৃষক ও তার
বলদযুগল চূর্ণ করবো; এবং তোমাকে দিয়ে
শাসনকর্তা ও রাজ-কর্মচারীদের চূর্ণ করবো।
২৪ আর আমি ব্যাবিলনকে ও কল্‌দীয় দেশ-
নিবাসী সকলকে তাদের সেসব দুষ্কর্মের প্রতিফল
দেব, যা তারা সিয়োনে তোমাদের চোখের
সম্মুখে করেছে, মাবুদ এই কথা বলেন।

ব্যাবিলনের ধ্বংস

২৫ হে বিনাশক পর্বত, তুমি সমস্ত দুনিয়ার
বিনাশক; মাবুদ বলেন, দেখ, আমি তোমার
বিপক্ষ, আমি তোমার বিরুদ্ধে হাত বাড়িয়ে
দেবো, শৈল থেকে তোমাকে গড়িয়ে ফেলে দেব
ও তোমাকে ভস্মীভূত পর্বত করবো। ২৬ লোকে
তোমা থেকে কোণের জন্য পাথর কিংবা
ভিত্তিমূলের জন্য পাথর নেবে না, কিন্তু তুমি
চিরকাল ধ্বংসস্থান থাকবে, মাবুদ এই কথা
বলেন। ২৭ তোমরা দেশে ধ্বজা তোল,
জাতিদের মধ্যে তূরী বাজাও, তার বিপক্ষে নানা
জাতিকে প্রস্তুত কর, আরারাত, মিন্নি ও অস্কিনস
রাজ্যকে তার বিপক্ষে আহ্বান কর, তার বিপক্ষে
এক জন সেনাপতি নিযুক্ত কর, পঙ্গপালের মত
ঘোড়াগুলোকে পাঠাও। ২৮ তার বিপক্ষে
জাতিদেরকে, মাদীয়দের বাদশাহ্‌দেরকে, তাদের
শাসনকর্তাদেরকে, কর্মকর্তাদেরকে ও তার
কর্তৃত্বাধীন সমস্ত দেশের লোককে প্রস্তুত কর।
২৯ দেশ কাঁপছে ও ব্যথিত হচ্ছে; কেননা
ব্যাবিলন দেশকে ধ্বংস ও নিবাসশূন্য করার

(উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৫১:২০-২৩ এই অংশে দ্বিরুক্তির প্রতি নবী ইয়ারমিয়ার বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে (৪:২৩-২৬ আয়াত দেখুন)।

৫১:২০ তুমি আমার মুদগর। এর সাথে তুলনা করুন মেসাল ২৫:১৮ আয়াত। হতে পারে (১) পারস্যের কাইরাস, যিনি খুব শীঘ্রই ব্যাবিলন জয় করতে চলেছেন, কিংবা (২) ব্যাবিলন, জাতিগণের ধ্বংসকারী (৫০:২৩ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন ইশা ১০:৫ আয়াত ও নোট)। *চূর্ণ করবো।* আয়াত ২১-২৩ দেখুন। এই ক্রিয়াপদের মূল এবং "যুদ্ধের অস্ত্র" কথাটির মূল একই। হিজ ১৫:৬ আয়াতও দেখুন। জবুর ২:৯; ১৩৭:৯; হোসিয়া ১০:১৪; ১৩:১৬ আয়াতে এই হিব্রু ক্রিয়াপদটিকে অনুবাদ করা হয়েছে "পিষে ফেলা" বা "গুঁড়ো করে ফেলা" অর্থে।

৫১:২৪ তোমাদের। অর্থাৎ এহুদার। *তাদের সেসব দুষ্কর্মের প্রতিফল দেব।* আয়াত ৬; ৫০:১৫, ২৯ ও নোট দেখুন।

৫১:২৫ হে বিনাশক পর্বত। এখানে একটি শক্তিশালী রাজ্যের প্রতীক উপস্থাপন করা হয়েছে (দানি ২:৩৫, ৪৪-৪৫ আয়াত দেখুন), এখানে বিশেষত ব্যাবিলনকে বোঝানো হয়েছে। *ভস্মীভূত পর্বত।* মাবুদ কর্তৃক বিচার হওয়ার পর ব্যাবিলন হয়ে দাঁড়াবে এক মৃত আগ্নেয়গিরির মত।

৫১:২৬ তুমি চিরকাল ধ্বংসস্থান থাকবে। আয়াত ২৫:১২; ৫০:১২-১৩ দেখুন; এর সাথে ইশা ১৩:২০ আয়াতের নোট দেখুন।

৫১:২৭ দেখুন আয়াত ৫০:২৯। *ধ্বজা তোল ... তূরী বাজাও।* আয়াত ৪:৫-৬; ৬:১ ও নোট দেখুন। *তার বিপক্ষে ... প্রস্তুত কর।* আক্ষরিক অর্থে "পবিত্রীকৃত কর" (৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন)। *নানা জাতিকে।* অর্থাৎ মিত্রপক্ষ এবং মাদীয় বাহিনী (আয়াত ১১ ও নোট দেখুন)। *অরারট।* পয়দা ৮:৪ আয়াতের নোট দেখুন। *মিন্নি।* আশেরীয় ক্ষোদাই কর্মের মধ্যে লিপিবদ্ধ একটি প্রদেশের নাম, যার অবস্থান ছিল আর্মেনিয়ার কোন এক স্থানে। *অস্কিনস।* পয়দা ১০:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *এক জন সেনাপতি।* এই শব্দের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি পুরাতন নিয়মে শুধুমাত্র নাহূম ৩:১৭ আয়াতে পাওয়া যায়। এই শব্দটি মূলত ব্যাবিলনীয় একটি শব্দ থেকে আত্তীকরণ করা হয়েছে যার অর্থ "লেখক" বা "কর্মকর্তা"। *পঙ্গপালের মত।* ৪৬:২৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৫১:২৮ মাদীয়। ১১ আয়াতের নোট দেখুন। *তার কর্তৃত্বাধীন সমস্ত দেশের লোককে।* ৩৪:১ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ১ বাদশাহ্‌ ৯:১৯ আয়াতও দেখুন।

৫১:২৯ দেশ কাঁপছে ও ব্যথিত হচ্ছে। আসন্ন যুদ্ধের ভয়াবহতা অনুধাবন করতে পেরে।

৫১:৩০ বিরত হয়েছে ... শক্তি শেষ হয়ে গেছে। হিব্রু ভাষায় এই দুটো বিষয়কে নিয়ে বিভিন্নভাবে বাক্য চয়ন করা হয়ে থাকে। *তাদের শক্তি শেষ হয়ে গেছে।* ৫০:৩৭; নাহূম ৩:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫১:৩১ বার্তাবহ বার্তাবহের কাছে যাচ্ছে। অর্থাৎ তারা নগরের

BACIB International Bible CHURCH

জন্য ব্যাবিলনের বিপক্ষে মাবুদের সঙ্কল্প সফল
হচ্ছে। ৩০ ব্যাবিলনের যোদ্ধারা যুদ্ধে বিরত
হয়েছে, তারা নিজেদের দুর্গের মধ্যে রয়েছে;
তাদের শক্তি শেষ হয়ে গেছে; তারা স্ত্রীলোকদের
সমান হয়েছে; তার আবাসগুলো পুড়িয়ে দেওয়া
হয়েছে, তার হুড়কাগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।
৩১ এক ধাবক অন্য ধাবকের কাছে ধাবিত হচ্ছে,
বার্তাবহ বার্তাবহের কাছে যাচ্ছে, যেন
ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌কে এই বার্তা দেওয়া হয় যে,
তার নগরের চারদিক অন্যেরা দখল করে নিল;
৩২ এবং পারঘাটাগুলো দখল করে নেওয়া হয়েছে,
তারা নলবন আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে ও যোদ্ধারা
ভীষণ ভয় পেয়েছে। ৩৩ কারণ বাহিনীগণের
মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই কথা বলেন,
ব্যাবিলন-কন্যা শস্য-মাড়াইকালীন খামার-স্বরূপ;
স্বল্পকাল মধ্যে তার জন্য ফসল কাটার সময়
উপস্থিত হবে।
৩৪ ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার আমাকে
গ্রাস করেছেন, আমাকে চূর্ণ করেছেন, আমাকে
শূন্যপাত্রস্বরূপ করেছেন, আমাকে দানবের মত
গ্রাস করেছেন, আমার উপাদেয় খাবার দ্বারা তার
উদর পূর্ণ করেছেন, আমাকে দূর করেছেন।
৩৫ 'আমার প্রতি ও আমার মাংসের প্রতি কৃত
দৌরাত্ম্যের ফল ব্যাবিলনের উপরে বর্তুক,' এই
কথা সিয়োন-নিবাসীনী বলছে; এবং 'আমার রক্ত

[৫১:৩২] ইশা ৪৭:১৪।
[৫১:৩৩] ইশা ৪৭:১।
[৫১:৩৪] নহূম ২:১২।
[৫১:৩৫] যোয়েল ৩:১৯; হবক ২:১৭।
[৫১:৩৬] মাতম ৩:৫৮।
[৫১:৩৭] নহূম ৩:৬; মালা ২:৯।
[৫১:৩৮] ইশা ৫:২৯।
[৫১:৩৯] জবুর ১৩:৩।
[৫১:৪০] ইহি ৩৯:১৮।
[৫১:৪১] ইশা ১৩:১৯।
[৫১:৪২] জবুর ১৮:৪; ইশা ৮:৭।
[৫১:৪৩] ইশা ২১:১।
[৫১:৪৪] ইশা ২১:৯; ৪৬:১।
[৫১:৪৫] ইশা ৪৮:২০।
[৫১:৪৬] জবুর ১৮:৪৫।

কল্‌দীয় দেশ-নিবাসীদের উপরে বর্তুক,' এই
কথা জেরুশালেম বলছে।
৩৬ এজন্য মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ, আমি
তোমার ঝগড়া নিষ্পন্ন করবো; তোমার জন্য
প্রতিশোধ নেব এবং তার সমুদ্রকে পানিশূন্য ও
তার ফোয়ারাকে শুকিয়ে ফেলব। ৩৭ আর
ব্যাবিলন ধ্বংসস্থান, শিয়ালদের বাসস্থান, বিস্ময়
ও বিদ্রূপের বিষয় এবং জনবসতিহীন হবে।
৩৮ তারা একত্রে সিংহের মত গর্জন করবে,
সিংহের বাচ্চাদের মত গোঁ গোঁ শব্দ করবে।
৩৯ তারা উত্তপ্ত হলে পর আমি তাদের ভোজ
প্রস্তুত করবো ও তাদেরকে মাতাল করবো; যেন
তারা উল্লাস করে ও চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়, আর
জাগরিত না হয়, মাবুদ এই কথা বলেন।
৪০ আমি তোমাদেরকে ভেড়ার বাচ্চার মত,
ছাগলগুলোর সঙ্গে ভেড়াগুলোর মত, বধ্যস্থানে
নামিয়ে আনবো। ৪১ শেশক কেমন পরহস্তগত!
সমস্ত দুনিয়ার প্রশংসাপাত্র কেমন পরাজিত
হয়েছে। জাতিগুলোর মধ্যে ব্যাবিলন কেমন
ধ্বংসস্থান হয়েছে। ৪২ ব্যাবিলনের উপরে সমুদ্র
উঠেছে, সে তার তরঙ্গের কল্লোলে আচ্ছাদিত।
৪৩ তার নগরগুলো ধ্বংসস্থান হল, ভূমি ও
মরুভূমি শুকিয়ে গেল; সেই দেশে কেউ বাস
করে না, কোন লোক সেখানে যাতায়াত করে
না। ৪৪ আর আমি ব্যাবিলনে বেল দেবকে

সমস্ত প্রাসাদে গিয়ে গিয়ে বার্তা দিচ্ছে।

৫১:৩২ পারঘাটাগুলো। ফেরি এবং সেতু। *নল-বন আগুনে পুড়িয়েছে।* যেন নল বনের মধ্যে কোন পলাতক মানুষ লুকিয়ে থাকতে না পারে।

৫১:৩৩ ব্যাবিলন-কন্যা। এখানে ব্যাবিলনকে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (২ বাদশাহ্‌ ১৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন)। *শস্য-মাড়াইকালীন খামারস্বরূপ।* অনেক সময় একটি নগর বা জাতির ধ্বংসকে তুলনা করা হয়ে থাকে ফসল উত্তোলন ও মাড়াইয়ের সাথে (ইশা ২৭:১২; যোয়েল ৩:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন; মিকাহ্‌ ৪:১২-১৩; তুলনা করুন প্রকা ১৪:১৪-২০ আয়াত ও ১৪:১৫ আয়াতের নোট)।

৫১:৩৪ দানবের মত গ্রাস করেছেন। শব্দটির মূল হিব্রু প্রতিশব্দ হচ্ছে "নাগ" বা সাপ। ইশা ৫১:৯ আয়াত দেখুন, যেখানে এই শব্দের মধ্য দিয়ে মিসরকে বোঝানো হয়েছে (পয়দা ১:২১ আয়াত ও নোট দেখুন)। *উপাদেয় খাবার।* পয়দা ৪৯:২০ আয়াত দেখুন।

৫১:৩৫ আমার মাংসের প্রতি। মিকাহ্‌ ৩:২-৩ আয়াত দেখুন।

৫১:৩৬ তোমার জন্য প্রতিশোধ নেব। আয়াত ৬, ১১ দেখুন; এর সাথে ৫০:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। *তার সমুদ্রকে ... ফোয়ারাকে শুকিয়ে ফেলব।* ১৩ আয়াতের নোট দেখুন। ইশা ২১:১ আয়াতে ব্যাবিলনকে বলা হয়েছে সমুদ্রের তীরবর্তী মরুভূমি (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৫১:৩৭ দেখুন আয়াত ৯:১১; ১৮:১৬ ও নোট।

৫১:৩৮ সিংহের বাচ্চাদের মত ... শব্দ করবে। ২:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫১:৩৯ তারা উত্তপ্ত হলে পর। আক্ষরিক অর্থে "জাগ্রত হওয়া"; এ ধরনের ভাষার আরও কিছু ব্যবহার দেখুন হোসিয়া ৭:৪-৭ আয়াতে। *মাতাল করবো।* আয়াত ৫৭ দেখুন; আরও দেখুন ২৫:১৫-১৬, ২৬ আয়াতের নোট।

৫১:৪০ ভেড়ার বাচ্চার মত, ছাগলগুলোর সঙ্গে ভেড়াগুলোর মত। ব্যাবিলনের লোকদের প্রতীকী অর্থে প্রকাশ করা হয়েছে (ইশা ৩৪:৬; হিজ ৩৯:১৮ আয়াত ও নোট দেখুন)। *বধ্যস্থানে নামিয়ে আনবো।* ইশা ৫৩:৭ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫১:৪১ শেশক। ২৫:২৬ আয়াতের নোটও দেখুন।

৫১:৪২ সমুদ্র উঠেছে ... তরঙ্গের কল্লোলে আচ্ছাদিত। ইশা ১৭:১২ আয়াত ও নোট দেখুন; এখানে এবং ৫৫ আয়াতে তা ব্যাবিলনের দুশমন হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে (৪৬:৭ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৫১:৪৩ দেখুন আয়াত ৪৮:৯; ৪৯:১৮, ৩৩; ৫০:১২-১৩।

৫১:৪৪ বেল। ৫০:২; ইশা ৪৬:১ আয়াত ও নোট দেখুন। *তার মুখ থেকে তার গিলিত দ্রব্য বের করবো।* অর্থাৎ বন্দীদশায় নেওয়া লোকেরা (এহুদার লোকেরা সহ) এবং লুটকৃত দ্রব্য (এর মধ্যে জেরুশালেমের বায়তুল মোকাদ্দস থেকে লুট করে আনা দ্রব্য সামগ্রীও রয়েছে; দানি ৫:২-৩ আয়াত দেখুন)। *ব্যাবিলনের প্রাচীর।* ভেতরের প্রাচীর (যা ছিল ২১ ফুট পুরু) থেকে বাইরের প্রাচীরকে (যা ছিল ১২ ফুট পুরু) আলাদা করার জন্য ২৩ ফুট প্রশস্ত একটি শুকনো পরিখা ছিল।

৫১:৪৫ নিজ নিজ প্রাণ রক্ষা কর। আয়াত ৬ ও নোট দেখুন। *মাবুদের প্রজ্বলিত ক্রোধ।* আয়াত ৪:৮, ২৬; ইশা ১৩:১৩; নাহূম ১:৬ আয়াত দেখুন।

৫১:৪৬ যে জনরব শোনা যাবে ... ভয় পেয়ো না। গেৎশিমানী বনে কথা বলার সময় হয়তো প্রভু ঈসা মসীহ্‌ এই অংশটিকে

প্রতিফল দেব, তার মুখ থেকে তার গিলিত দ্রব্য
বের করবো; এবং জাতিরা আর তার দিকে
অগ্রসর হবে না; ব্যাবিলনের প্রাচীরও পড়ে
যাবে।
[৪৫] হে আমার লোকেরা, তোমরা তার মধ্য
থেকে বের হও, প্রত্যেকে মাবুদের প্রজ্বলিত
ক্রোধ থেকে নিজ নিজ প্রাণ রক্ষা কর। [৪৬] আর
তোমাদের হৃদয়কে গলে যেতে দিও না এবং
দেশের মধ্যে যে জনরব শোনা যাবে, তাতে ভয়
পেয়ো না, কেননা এক বছর এক জনরব উঠবে,
তারপর আর এক বছর অন্য এক জনরব উঠবে;
দেশে দৌরাত্ম্য বাড়বে, শাসনকর্তা আরেক
শাসনকর্তার বিপক্ষ হবে। [৪৭] অতএব দেখ, এমন
সময় আসছে, যে সময়ে আমি ব্যাবিলনের
খোদাই-করা মূর্তিগুলোকে প্রতিফল দেব; আর
তার সমস্ত দেশ লজ্জিত হবে ও সেখানকার নিহত
লোকেরা তার মধ্যে পড়ে থাকবে। [৪৮] আর
আসমান, দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থিত সকলে
ব্যাবিলনের বিষয়ে আনন্দগান করবে, কেননা
লুটকারীরা উত্তর দিক থেকে তার কাছে আসবে,
মাবুদ এই কথা বলেন। [৪৯] ব্যাবিলন যেমন
ইসরাইলের নিহতদেরকে নিপাত করেছে,
সেরকম দেশের সমস্ত নিহতরা ব্যাবিলনে পড়ে
থাকবে।
[৫০] তলোয়ার থেকে রক্ষা পেয়েছ যে তোমরা,
তোমরা চল, বিলম্ব করো না; দূরদেশে মাবুদকে
স্মরণ কর এবং জেরুশালেমকে মনে কর।
[৫১] আমরা উপহাস শুনেছি, তাই লজ্জিত হয়েছি,
আমাদের মুখ অপমানে আচ্ছন্ন হয়েছে, কেননা
বিদেশী লোকেরা মাবুদের গৃহের সকল পবিত্র
স্থানে প্রবেশ করেছিল। [৫২] এজন্য মাবুদ বলেন,
দেখ, এমন সময় আসছে, যে সময়ে আমি তার
খোদাই-করা মূর্তিগুলোকে প্রতিফল দেব, আর
তার দেশের সর্বত্র আহত লোকেরা কোঁকাবে।
[৫৩] ব্যাবিলন যদিও আসমান পর্যন্ত উঠে, যদিও
নিজের বলের দুর্গ দৃঢ় করে, তবুও আমার হুকুমে
লুণ্ঠনকারীরা তার কাছে যাবে, মাবুদ এই কথা
বলেন। [৫৪] ব্যাবিলনের মধ্য থেকে কান্নার
আওয়াজ, কল্‌দীয়দের দেশ থেকে মহাধ্বংসের
আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। [৫৫] কেননা মাবুদ
ব্যাবিলনকে উচ্ছিন্ন করছেন, তার মধ্যবর্তী
মহাশব্দকে ক্ষান্ত করছেন, ওদের তরঙ্গগুলো
জলরাশির মত গর্জন করছে; তাদের কল্লোল-
ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। [৫৬] কারণ তার উপরে,
ব্যাবিলনের উপরে, বিনাশক এসেছে, তার
বীরেরা ধরা পড়ল, তাদের ধনুকগুলো ভেঙ্গে
গেল; কেননা মাবুদ প্রতিফলদাতা, তিনি অবশ্য
সমুচিত ফল দেবেন। [৫৭] আর আমি তার
কর্মকর্তাদের, তার জ্ঞানবানদের, তার
শাসনকর্তাদের, তার রাজ-কর্মচারীদের ও তার
বীরদেরকে মাতাল করবো; তাতে তারা
চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হবে, আর জেগে উঠবে না,
এই কথা বাদশাহ্‌ বলেন, যাঁর নাম বাহিনীগণের
মাবুদ। [৫৮] বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন,
ব্যাবিলনের প্রশস্ত প্রাচীরগুলো একেবারে ভেঙ্গে
ফেলা হবে এবং তার উঁচু দ্বারগুলো আগুনে

[৫১:৪৭] ইশা ৪৬:১-২; ইয়ার ৫০:২।
[৫১:৪৮] আইউ ৩:৭; জবুর ১৪৯:২; প্রকা ১৮:২০।
[৫১:৪৯] জবুর ১৩৭:৮; ইয়ার ৫০:২৯।
[৫১:৫০] জবুর ১৩৭:৬।
[৫১:৫১] জবুর ৪৪:১৩-১৬; ৭৯:৪।
[৫১:৫২] আইউ ২৪:১২।
[৫১:৫৩] পয়দা ১১:৪; ইশা ১৪:১৩-১৪।
[৫১:৫৪] আইউ ২৪:১২।
[৫১:৫৫] ইশা ২৫:৫।
[৫১:৫৬] পয়দা ৪:২৪; দ্বি:বি ৩২:৪১।
[৫১:৫৭] আইউ ৫:১৩।
[৫১:৫৮] ইশা ১৩:২।
[৫১:৫৯] ইয়ার ২৮:১।
[৫১:৬০] হিজ ১৭:১৪; ইয়ার ৩০:২; ৩৬:২।

মাথায় রেখেছিলেন (মথি ২৪:৬; মার্ক ১৩:৭; লূক ২১:৯ আয়াত দেখুন)।

৫১:৪৭ ব্যাবিলনের খোদাই-করা মূর্তিগুলোকে প্রতিফল দেব। আয়াত ৫২; ৫০:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৫১:৪৮ আসমান, দুনিয়া ... আনন্দগান করবে। ইশা ৪৪:২৩; প্রকা ১৮:২০; ১৯:১-৩ আয়াত দেখুন। *উত্তর দিক থেকে।* ৫০:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৫১:৪৯ দেখুন ২৫:২৬ আয়াতের নোট।

৫১:৫০ তোমরা চল। আয়াত ৬ ও নোট দেখুন।

৫১:৫১ বিদেশী লোকেরা ... পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেছিল। এখানে ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার কর্তৃক জেরুশালেমের বায়তুল মোকাদ্দসকে নাপাক করার কথা বলা হচ্ছে। একইভাবে ১৬৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এন্টিয়কাস এপিফানিস এবং ৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয় বাহিনী এবাদতখানার পবিত্রতা ক্ষুন্ন করেছে।

৫১:৫৩ যদিও আসমান পর্যন্ত উঠে। পয়দা ১১:৪ আয়াত ও নোট দেখুন; ইশা ১৪:১৩-১৫ আয়াত দেখুন। *লুণ্ঠনকারী।* আয়াত ৪৮, ৫৬ দেখুন।

৫১:৫৪ দেখুন আয়াত ৫০:৪৬। *মহাধ্বংসের আওয়াজ।* আয়াত ৪:৬ ও নোট দেখুন।

৫১:৫৫ তরঙ্গগুলো। ৪২ আয়াতের নোট দেখুন। *জলরাশির মত গর্জন করছে।* জবুর ৩২:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৫১:৫৬ মাবুদ প্রতিফলদাতা। আয়াত ২৪ ও নোট দেখুন।

৫১:৫৭ তার কর্মকর্তাদের, তার জ্ঞানবানদের। ৫০:৩৫ আয়াত দেখুন। আয়াত ৩৯ দেখুন; এর সাথে ২৫:১৫-১৬, ২৬ আয়াতের নোট দেখুন। *শাসনকর্তা।* ৪৬:১৮ আয়াতের নোট দেখুন। মাবুদ আল্লাহ্‌ই প্রকৃত শাসক, বেল বা মারডক নয় (৫০:২ ও নোট দেখুন)।

৫১:৫৮ প্রশস্ত প্রাচীরগুলো। ৪৪ আয়াতের নোট দেখুন। *উঁচু দ্বারগুলো।* বিখ্যাত ইশটার নামক দ্বারটির উচ্চতা ছিল প্রায় ৪০ ফুট। *লোকবৃন্দ কেবল ... আগুনের জন্য পরিশ্রম করবে।* এই অংশটির সাথে হাবাক্কুক ২:১৩ আয়াতের বেশ মিল রয়েছে।

৫১:৫৯-৬৪ সামগ্রিকভাবে কিতাবটির এবং বিশেষ করে ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে সমস্ত বক্তব্য এখানে সমাপ্তি টানা হয়েছে।

৫১:৫৯ সেনানিবাসের নেতা। আক্ষরিক অর্থে "বিশ্রাম স্থানের কর্মকর্তা" (শুমারী ১০:৩৩ আয়াত দেখুন), যিনি নির্ধারণ করতেন তার বাহিনীর সৈন্যরা পথের কোথায় থামবে এবং বিশ্রাম ও রাত্রি যাপন করবে। *নেরিয়ের পুত্র সরায়।* সম্প্রতি আবিষ্কৃত একটি প্রাচীন সীলে এই কথাটি দেখা যায়: "এর মালিক নেরিয়ের পুত্র সরায়," এবং কোন সন্দেহ নেই যে এই আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তির কথাই সেখানে বলা হয়েছে। তিনি ছিলেন নবী ইয়ারমিয়ার সহকারী বারূকের ভাই (৩২:১২ আয়াত দেখুন)। *বাদশাহ্‌ সিদিকিয়ের চতুর্থ বছরে।* ৫৯৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। সম্ভবত সিদিকিয়কে বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন (২৭:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

পুড়িয়ে দেওয়া যাবে; আর লোকবৃন্দ কেবল
অসারতার জন্য ও জাতিরা কেবল আগুনের জন্য
পরিশ্রম করবে; এবং তারা ক্লান্ত হবে।
৫৯ এহুদার বাদশাহ্‌ সিদিকিয়ের চতুর্থ বছরে
মহসেয়ের পৌত্র নেরিয়ের পুত্র সরায় যে সময়ে
বাদশাহ্‌র সঙ্গে ব্যাবিলনে গমন করেন, সে সময়
ইয়ারমিয়া নবী সরায়কে যা হুকুম করেছিলেন,
তার বৃত্তান্ত। উক্ত সরায় সেনানিবাসের নেতা
ছিলেন। ৬০ আর ব্যাবিলনের ভাবী অমঙ্গলের
কথা, অর্থাৎ ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে এই যেসব কথা
লেখা আছে, তা ইয়ারমিয়া একখানা কিতাবে
লিখেছিলেন। ৬১ আর ইয়ারমিয়া সরায়কে
বললেন, ব্যাবিলনে উপস্থিত হলে পর তুমি
দেখো, যেন এসব কথা পাঠ কর, ৬২ আর বলবে,
হে মাবুদ, তুমি এই স্থানকে উচ্ছিন্ন করার কথা
বলেছ, বলেছ যে, এখানে মানুষ বা পশু কিছুই
বাস করবে না, এটি চিরকালীন ধ্বংসস্থান হবে।
৬৩ পরে এই কিতাবের পাঠ সমাপ্ত হলে তুমি এর
সঙ্গে একখানা পাথর বেঁধে ফোরাত নদীর
মাঝখানে এটা নিক্ষেপ করবে; ৬৪ আর তুমি
বলবে, আমি [মাবুদ] ব্যাবিলনের যে অমঙ্গল
ঘটাবো, তার জন্য ব্যাবিলন এরকম ডুবে যাবে,
আর কখনও উঠবে না; ‘এবং তারা ক্লান্ত হবে’।
ইয়ারমিয়ার কথা এখানেই শেষ।

জেরুশালেমের পতন ও বিনাশ

৫২ ১ সিদিকিয় একুশ বছর বয়সে রাজত্ব
করতে আরম্ভ করেন, আর তিনি
একাদশ বছর কাল জেরুশালেমে রাজত্ব করেন;
তাঁর মায়ের নাম হমূটল, তিনি লিব্‌না-নিবাসী
ইয়ারমিয়ার কন্যা। ২ যিহোয়াকীমের সকল কাজ
অনুসারে সিদিকিয়ও মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ
তা-ই করতেন। ৩ কারণ জেরুশালেমে ও এহুদায়
মাবুদের ক্রোধজনিত ঘটনা হল, যে পর্যন্ত না
তিনি তাঁর সম্মুখ থেকে তাদেরকে দূরে ফেলে
দিলেন, আর সিদিকিয় ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র
বিদ্রোহী হলেন।

[৫১:৬২] ইশা ১৩:২০; ইয়ার ৯:১১; ৫০:১৩, ৩৯।
[৫১:৬৩] পয়দা ২:১৪।
[৫১:৬৪] ইহি ২৬:২১; ২৮:১৯।
[৫২:১] ২বাদশা ২৪:১৭।
[৫২:২] ইয়ার ৩৬:৩০।
[৫২:৩] পয়দা ৪:১৪; হিজ ৩৩:১৫।
[৫২:৪] জাকা ৮:১৯।
[৫২:৬] লেবীয় ২৬:২৬; ইশা ৩:১; মাতম ১:১১।
[৫২:৭] মাতম ৪:১৯।
[৫২:৯] শুমারী ৩৪:১১।
[৫২:১০] ইয়ার ২২:৩০।
[৫২:১১] ইয়ার ৩৪:৪; ইহি ১২:১৩; ১৭:১৬।
[৫২:১২] জাকা ৭:৫; ৮:১৯।
[৫২:১৩] ২খান্দান ৩৬:১৯; জবুর ৭৪:৮; মাতম ২:৬।
[৫২:১৪] নহি ১:৩; মাতম ২:৮।
[৫২:১৫] ২বাদশা ২৪:১; ইয়ার ১:৩।
[৫২:১৬] ইয়ার ৪০:৬।

৪ পরে তাঁর রাজত্বের নবম বছরের দশম মাসের
দশম দিনে ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার ও
তাঁর সমস্ত সৈন্য জেরুশালেমের বিরুদ্ধে এসে
শিবির স্থাপন করলেন ও তার বিরুদ্ধে চারদিকে
অবরোধ দেয়াল গাঁথলেন; ৫ আর সিদিকিয়ের
একাদশ বছর পর্যন্ত নগর অবরুদ্ধ থাকলো।
৬ চতুর্থ মাসের নবম দিনে, নগরে মহা দুর্ভিক্ষ
হয়েছিল, দেশের লোকদের জন্য খাদ্যদ্রব্য কিছুই
রইলো না। ৭ পরে নগর-প্রাচীরের একটি স্থান
ভেঙ্গে গেল ও সমস্ত যোদ্ধা রাতে নগর থেকে
বাইরে গিয়ে বাদশাহ্‌র বাগানের নিকটস্থ দুই
প্রাচীরের দ্বারের পথ দিয়ে পালিয়ে গিয়ে অরাবা
সমভূমির পথে গেল। তখন কল্‌দীয়েরা নগরের
বিরুদ্ধে চারদিকে ছিল। ৮ কিন্তু কল্‌দীয়দের
সৈন্য বাদশাহ্‌র পিছনে দৌড়ে গিয়ে জেরিকোর
সমভূমিতে সিদিকিয়কে ধরলো, তাতে তাঁর
সকল সৈন্য তাঁর কাছ থেকে ছিন্নভিন্ন হল।
৯ তখন তারা বাদশাহ্‌কে ধরে হমাৎ দেশস্থ
রিব্লাতে ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র কাছে নিয়ে গেল,
পরে তিনি তাঁর দণ্ডবিধান করলেন। ১০ আর
ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ সিদিকিয়ের সাক্ষাতেই তাঁর
পুত্রদেরকে হত্যা করলেন; এবং এহুদার সমস্ত
নেতৃবর্গকেও রিব্লাতে হত্যা করলেন; আর
সিদিকিয়ের চোখ উৎপাটন করলেন; ১১ পরে
ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ তাঁকে শিকল দিয়ে বেঁধে
ব্যাবিলনে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত
তাঁকে কারাগারে বন্দী করে রাখলেন।
১২ পরে পঞ্চম মাসের দশম দিনে, ব্যাবিলনের
বাদশাহ্‌ বখতে-নাসারের ঊনবিংশ বছরে, রক্ষক
-সেনাপতি নবূষরদন– যিনি ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র
সম্মুখে দাঁড়াতেন– জেরুশালেমে প্রবেশ করলেন;
১৩ তিনি মাবুদের গৃহ ও রাজপ্রাসাদ পুড়িয়ে
দিলেন এবং জেরুশালেমের সকল বাড়ি ও বড়
বড় সকল অট্টালিকা আগুনে পুড়িয়ে দিলেন।
১৪ আর রক্ষ-সেনাপতির অনুগামী সমস্ত কল্‌দীয়
সৈন্য জেরুশালেমের চারদিকের সমস্ত প্রাচীর

৫১:৬০ কিতাব। হিজ ১৭:১৪ আয়াতের নোট দেখুন। ব্যাবিলন সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে। সম্ভবত ৫০:২–৫১:৫৮ আয়াতের বার্তাগুলো (৫০:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫১:৬২ বলেছ। আয়াত ২৬ ও নোট দেখুন।

৫১:৬৪ ইয়ারমিয়ার কথা এখানেই শেষ। এই কথাটির মধ্য দিয়ে স্বয়ং নবী ইয়ারমিয়ার কিতাবটির সমাপ্তি নির্দেশ করা হয়েছে (৪৮:৪৭ আয়াত দেখুন)।

৫২:১-২৭, ৩১-৩৪ এই অংশটি প্রায় উদ্ধৃতি আকারে ২ বাদশাহ্‌ ২৪:১৮–২৫:২১, ২৭-৩০ আয়াতে দেখা যায় (উক্ত আয়াতগুলোর নোট দেখুন)। ৫২:৪-২৭ আয়াতকে ৩৯:১-১০ আয়াতে সংক্ষেপিত করা হয়েছে; উক্ত আয়াতের নোট দেখুন। বাদশাহ্‌নামা কিতাবের রচয়িতা এবং ইয়ারমিয়া কিতাবের পরিশিষ্টের রচয়িতা (সম্ভবত বারূক) নিঃসন্দেহে একই উৎস থেকে লিখেছেন। খুব সম্ভব দুটো বিবৃতির একটি আরেকটিকে অনুসরণ করে লেখা হয়েছে, যেহেতু দুটোরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি খুব সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু মিল রয়েছে। কিছু কিছু অংশে বাদশাহ্‌নামা কিতাবের চেয়ে ইয়ারমিয়া কিতাবের ব্যাপ্তি আরও বেশি (বিশেষ করে ২ বাদশাহ্‌ ২৫:৭ আয়াতের সাথে আয়াত ১০-১১; ২ বাদশাহ্‌ ২৫:১১ আয়াতের সাথে আয়াত ১৫; ২ বাদশাহ্‌ ২৫:১৫-১৭ আয়াতের সাথে আয়াত ১৯-২৩; ২ বাদশাহ্‌ ২৫:২৭ আয়াতের সাথে আয়াত ৩১; ২ বাদশাহ্‌ ২৫:৩০ আয়াতের সাথে আয়াত ৩৪ তুলনা করলে বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়)।

৫২:১ ইয়ারমিয়া। নবী ইয়ারমিয়া নন। *লিব্‌না*। ২ বাদশাহ্‌ ৮:২২ আয়াতের নোট দেখুন।

৫২:১২ দশম দিনে। ২ বাদশাহ্‌ ২৫:৮ আয়াতে এই অংশের প্রাসঙ্গিক আয়াতে বলা হয়েছে “সপ্তম দিনে”; এই দুটি সংখ্যার মধ্যে যে কোন একটি লেখকের ভুল, কিন্তু কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভুল তা নির্ণয় করা সম্ভব নয় (আয়াত ২২, ২৫, ৩১ ও নোট দেখুন)।

ভেঙ্গে ফেলল। ১৫ আর রক্ষক-সেনাপতি নবূষরদন কতকগুলো দীনদরিদ্র লোককে, নগরে পরিত্যক্ত অবশিষ্ট লোকদেরকে ও যারা বিপক্ষে গিয়েছিল, ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র সপক্ষ হয়েছিল, তাদেরকে এবং অবশিষ্ট সাধারণ লোকদেরকে বন্দী করে নিয়ে গেলেন। ১৬ কেবল আঙ্গুরক্ষেত পালন ও ভূমি চাষবাস করবার জন্য রক্ষ-সেনাপতি নবূষরদন কতকগুলো দীনদরিদ্র লোককে দেশে রাখলেন।

১৭ আর মাবুদের গৃহের ব্রোঞ্জের দুই স্তম্ভ ও মাবুদের গৃহের পীঠগুলো ও ব্রোঞ্জের সমুদ্রপাত্র কল্‌দীয়েরা খণ্ড খণ্ড করে সেসব ব্রোঞ্জ ব্যাবিলনে নিয়ে গেল। ১৮ আর পাত্র, হাতা, কর্তরী, বাটি ও চামচ এবং পরিচর্যা করার সমস্ত ব্রোঞ্জের পাত্র নিয়ে গেল। ১৯ আর বাটি, ধূপদানি, গামলা, পাত্র, প্রদীপ-আসন, চামচ ও সেঁকপাত্র প্রভৃতি– সোনার পাত্রের সোনা ও রূপার পাত্রের রূপা– রক্ষক-সেনাপতি নিয়ে গেলেন। ২০ যে দু'টি স্তম্ভ, একটি সমুদ্রপাত্র ও পীঠগুলোর নিচে বারোটি ব্রোঞ্জের ষাঁড় বাদশাহ্‌ সোলায়মান মাবুদের গৃহের জন্য নির্মাণ করেছিলেন, সেসব পাত্রের ব্রোঞ্জ অপরিমিত ছিল। ২১ ফলত ঐ দুই স্তম্ভের প্রত্যেকের উচ্চতা আঠার হাত ও পরিধি বারো হাত ছিল এবং তা চার আঙ্গুল পুরু ছিল; তা ফাঁপা ছিল। ২২ আর তার উপরে পাঁচ হাত পরিমাণ উঁচু ব্রোঞ্জের একটি মাথলা ছিল, মাথলার উপরে চারদিকে জালকার্য ও ডালিমের আকৃতি, ছিল; সেই সকলও ব্রোঞ্জের; এবং তার দ্বিতীয় স্তম্ভেরও ঐ মত আকার ও ডালিম ছিল। ২৩ পাশে ছিয়ানব্বইটি ডালিম ছিল, চারদিকের জালকার্যের উপরে শ্রেণীবদ্ধ এক শত ডালিম ছিল।

[৫২:১৭] ১বাদশা ৭:১৫।
[৫২:১৮] শুমারী ৪:১৪।
[৫২:১৯] লেবীয় ১০:১; ১বাদশা ৭:৫০।
[৫২:২০] ১বাদশা ৭:২৫।
[৫২:২১] ১বাদশা ৭:১৫।
[৫২:২২] ১বাদশা ৭:১৬।
[৫২:২৩] আয়াত ১৭; ইয়ার ২৭:১৯।
[৫২:২৪] ২বাদশা ১২:৯।
[৫২:২৫] ইয়ার ৩৬:১০।
[৫২:২৭] শুমারী ৩৪:১১।
[৫২:২৮] দ্বি:বি ২৮:৩৬; ২খান্দান ৩৬:২০; নহি ১:২।
[৫২:৩০] ইয়ার ৪৩:৩।
[৫২:৩১] ২খান্দান ৩৬:৯।
[৫২:৩৩] ২শামু ৯:৭।
[৫২:৩৪] ২শামু ৯:১০।

২৪ পরে রক্ষ-সেনাপতি মহা-ইমাম সরায়কে, দ্বিতীয় ইমাম সফনিয়কে ও তিন জন দ্বারপালকে ধরলেন। ২৫ আর তিনি নগর থেকে যোদ্ধাদের উপরে নিযুক্ত এক জন কর্মচারীকে এবং যাঁরা বাদশাহ্‌র মুখ দর্শন করতেন, তাঁদের মধ্যে নগরে পাওয়া সাত জন লোককে, দেশের লোক-সংগ্রহকারী সৈন্যাধ্যক্ষের লেখককে ও নগর মধ্যে পাওয়া দেশের লোকদের মধ্যে ষাটজনকে ধরলেন। ২৬ রক্ষ-সেনাপতি নবূষরদন তাঁদেরকে ধরে রিব্লাতে ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র কাছে নিয়ে গেলেন। ২৭ আর ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ হমাৎ দেশস্থ রিব্লাতে তাঁদেরকে আঘাত করে হত্যা করলেন। এভাবে এহুদা তার দেশ থেকে বন্দী হয়ে নীত হল।

২৮ বখতে-নাসার কর্তৃক এসব লোক বন্দীরূপে নীত হল; সপ্তম বছরে তিন হাজার তেইশজন ইহুদী; ২৯ বখতে-নাসারের অষ্টাদশ বছরে তিনি জেরুশালেম থেকে আটশত বত্রিশজনকে বন্দী করে নিয়ে যান।

৩০ বখতে-নাসারের ত্রয়োবিংশ বছরে রক্ষক-সেনাপতি নবূষরদন সাতশত পঁয়তাল্লিশ জন ইহুদীকে বন্দী করে নিয়ে যান। এরা সবসুদ্ধ চার হাজার ছয় শত প্রাণী।

বাদশাহ্‌ যিহোয়াখীন মুক্তি পেলেন

৩১ পরে এহুদার যিহোয়াখীন বাদশাহ্‌র বন্দীদশার সপ্তত্রিংশ বছরে, বারো মাসের পঞ্চবিংশ দিনে, ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ ইবিল-মারডক তাঁর রাজত্বের প্রথম বছরে এহুদার বাদশাহ্‌ যিহোয়াখীনের মাথা উঠালেন ও তাঁকে কারাগার থেকে মুক্ত করলেন। ৩২ আর তিনি তাঁর সঙ্গে ভালভাবে কথা বললেন, তাঁর সঙ্গে

৫২:১৮-১৯ দেখুন আয়াত ১ বাদশাহ্‌ ৭:৪০, ৪৫, ৫০ ও নোট।

৫২:২০ বারোটি ব্রোঞ্জের ষাঁড়। ২ খান্দান ৪:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৫২:২১-২৩ দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ৭:১৫-২৩ আয়াতের নোট।

৫২:২২ পাঁচ হাত। ২ বাদশাহ্‌ ২৫:১৭ আয়াতে এই অংশের সাথে প্রাসঙ্গিক আয়াতে বলা হয়েছে "তিন হাত"।

৫২:২৫ সাত জন লোক। ২ বাদশাহ্‌ ২৫:১৯ আয়াতে বলা হয়েছে "পাঁচ জন লোক"; দেখুন ১২ আয়াতের নোট।

৫২:২৮ সপ্তম বছরে। বাদশাহ্‌ বখতে-নাসারের রাজত্বের সপ্তম বছর (আয়াত ২৯-৩০ দেখুন), যেটি ছিল ৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। *তিন হাজার তেইশজন ইহুদী।* সম্ভবত এখানে শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের সংখ্যা বলা হয়েছে, যেহেতু ২ বাদশাহ্‌ ২৪:১৪, ১৬ আয়াতে যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তা এই পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি।

৫২:২৯ অষ্টাদশ বছরে। ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। ১২ আয়াতে এই বছরটিকেই বলা হয়েছে "ঊনিশতম বছর;" এই পার্থক্যের কারণ সম্ভবত অনুলিপির ভুল (এ প্রসঙ্গে দেখুন দানি ১:১ আয়াত)।

৫২:৩০ ত্রয়োবিংশ বছরে। ৫৮১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। *নবূষরদন ... বন্দী করে নিয়ে যান।* হতে পারে (১) পরবর্তী সময়কার সংঘটিত বিদ্রোহ দমন করার জন্য (আয়াত ৩ দেখুন) কিংবা (২) গদলিয়ের হত্যাকাণ্ডের জন্য দেরিতে হলেও প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে (৪১:১-৩ আয়াত দেখুন)।

৫২:৩১-৩৪ এই অংশটি ২ বাদশাহ্‌ ২৫:২৭-৩০ আয়াতে প্রায় উদ্ধৃতি আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। নবী ইয়ারমিয়া এবং বাদশাহ্‌ দুজনেরই এ কারণে একই ধরনের শান্তিপূর্ণ পরিণতি ঘটেছিল।

৫২:৩১ পঞ্চবিংশ দিনে। ২ বাদশাহ্‌ ২৫:২৭ আয়াতে বলা হয়েছে "সাতাশতম দিন"; দেখুন ১২ আয়াতের নোট।

৫২:৩২ দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ২৫:২৮ আয়াত ও নোট।

৫২:৩৪ তাঁর মরণদিন পর্যন্ত। আয়াত ১১ দেখুন। যেহেতু এই অংশটি ২ বাদশাহ্‌ কিতাবের প্রাসঙ্গিক অংশে দেখা যায় না, সে কারণে সম্ভবত এখানে বাদশাহ্‌ সিদিকিয়ের পরিণতির সাথে নবী ইয়ারমিয়ার পরিণতির পার্থক্য নির্দেশ করতে বিশেষভাবে কথাটি বলা হয়েছে। বাদশাহ্‌ সিদিকিয় মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কারাগারে বন্দী অবস্থায় ছিলেন (আয়াত ১১) এবং বাদশাহ্‌ যিহোয়াখীনকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল এবং ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র অধীনে তাঁকে যথোপযুক্ত সম্মানের সাথে রাখা হয় (২ বাদশাহ্‌ ২৫:২৭-২৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

যেসব বাদশাহ্‌ ব্যাবিলনে ছিলেন, তাঁদের আসন
থেকে তাঁর আসন উচ্চে স্থাপন করলেন। ৩৩ আর
ইনি কারাবাসের পোশাক পরিবর্তন করলেন;
এবং সারা জীবন প্রতিনিয়ত বাদশাহ্‌র সম্মুখে
ভোজন পান করতে লাগলেন। ৩৪ আর তাঁর
মরণদিন পর্যন্ত ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র হুকুমে
তাঁকে নিয়মিতভাবে বৃত্তি দেওয়া হত, তাঁর সমস্ত
জীবনে তাঁকে দিনের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য প্রতিদিন
দেওয়া হত।